ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত।

অর্থাৎ

আন্তরিক রিপু ও শয়তানপ্রভৃতির সঙ্গে

খ্রীষ্টীয় লোকেরদের যে রূপ যুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ।

জান বন্যান সাহেবের রচিত ও

রাবিনসন সাহেবকর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৫৯ সাল।
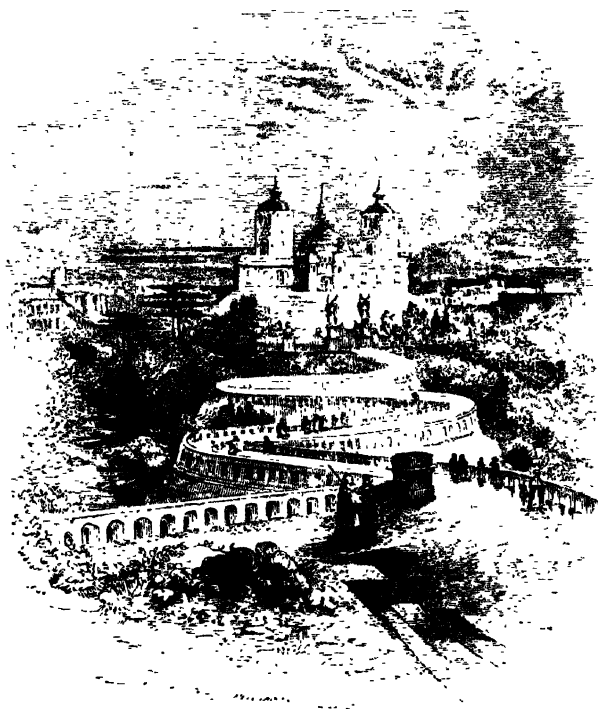
The Town of Mansoul.
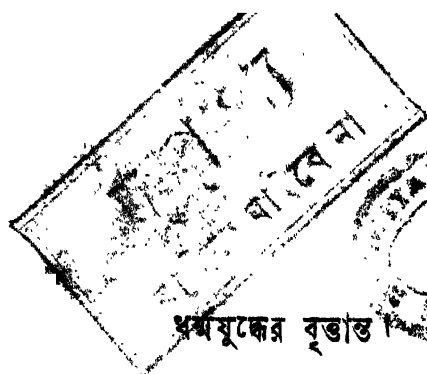
ধর্ম্মযুদ্ধের বৃত্তান্ত।

প্রথম অধ্যায়।

নানা দেশে ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে২ আমি নরলোক নামক অতি প্রসিদ্ধ মহাদ্বীপে পঁহুছিলাম। সেই দ্বীপ অতি-বৃহৎ, দুই কেন্দ্রের মধ্যস্থিত, ও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারি দিগের মধ্যস্থল। সেই দ্বীপ অনেক নদ নদী ও বহুতর পর্ব্বতে সুশোভিত ও সুরক্ষিত। আমি যে প্রদেশে ছিলাম তাহার ভূমি অতি উর্ব্বরা, তাহাতে অনেক লোকের বসতি, বায়ু অতি স্নিগ্ধ।

লোকের বর্ণ ও ভাষা ও ধর্ম্ম এক প্রকার নয়, পরন্তু তারা-গণের যেমন পরস্পর প্রভেদ, তেমন তাহারদের ভাষা ও রীতি ব্যবহার ও ধর্ম্মেতে প্রভেদ আছে। আর যেমন ক্ষুদ্র-তর দেশে কোন২ লোকের মত সত্য, অন্য২ লোকের মত ভ্রমময়, তেমন সেই দেশেও।

শারীরিক ভাব।

যাহারদের নিকটে আমার যাতায়াত ছিল, তাহারদের সঙ্গে বহু দিন থাকিয়া তাহারদের ভাষা ও রীতি ব্যবহার অনেক শিক্ষা করিয়াছিলাম। আর যাহা২ দেখিয়াছি শুনিয়াছি তাহা-তে আমার অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিয়াছিল। যাবজ্জীবন্ তা-হারদের সহিত বাস করিতে সম্পূর্ণ বাঞ্ছা ছিল। ইতি-

মধ্যে আমার প্রভু [খ্রীষ্ট] আপন কর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্বাবধারণ করিতে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

ঐ অতি সুচারু দ্বীপের মধ্যে, রাজার নিকটহইতে বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট এক আশ্চর্য্য নগর আছে। সেই নগরের নাম নরাত্মা। সেই নগর এমন সুন্দররূপে নির্ম্মিত, ও স্থান এমন প্রশস্ত ও প্রথমাবস্থায় প্রজারদের এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, তত্তুল্য নগর আকাশের নীচে আর দৃষ্ট হয় না।

মানুষ।

সেই নগর দুই লোকের [স্বর্গ ও পাতালের] মধ্যে স্থাপিত। অতি উত্তম ও যথার্থ লিপিদ্বারা [ধর্ম্মপুস্তক দ্বারা] অবগত হইলাম যে, শাদাই [সর্ব্বশক্তিমান] নামক মহারাজ স্বীয় আনন্দের জন্যে ঐ নগর স্থাপন করিলেন (আদি ১, ২—৬)। ফলতঃ ঐ নগর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর শ্রেষ্ঠ হইল, অর্থাৎ নির্ম্মিত তাবৎ বস্তুর মধ্যে প্রধান। কেহ২ কহে, নগর নির্ম্মাণ সময়ে স্বর্গীয় দূতগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিয়া আনন্দেতে গান করিতে লাগিল (আয়োব ৩৮; ৭)। আর এই নগর সুদৃশ্য যেমন, তেমন চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দেশে কর্তৃত্ব করিতে ক্ষমতাপন্নও বটে। দেশে২ এই আজ্ঞা প্রচার করা গেল, নরাত্মা নগর রাজধানী হইল, সকলই তাহার অধীন হও। সেই নগরের লোককে এমত সনন্দ ও ক্ষমতা দেওয়া গেল যে, অন্য সকলে তোমারদের সেবা করিবে, যাহারা না করিবে তাহারদিগকে পরাজয় কর। (আদি. ১; ২৬,২৮।)

ঐ নগরের মধ্যস্থলে অতি সুদৃশ্য ও বৃহৎ অট্টালিকা। তাহা রাজভবনের ন্যায় দৃঢ়, ঈশ্বরের বাগানের তুল্য রম্য, ও এমন বৃহৎ তাহাতে সর্ব্ব জগতের সমাবেশ হয়। (ধর্ম্মোপদেশ ৩; ১১।) এই অট্টালিকাতে শাদাই রাজা স্বয়ং বাস করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কেননা

অন্তঃকরণ ও তাহার সকল গুণ।

তাহাই তিনি আপনার মনোরম স্থান করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অন্য কেহ সেই নগরের লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব না করে। ঐ স্থান গড়বন্দি করিয়া তাহার রক্ষার ভার কেবল নগরীয় লোককে দিলেন।

মনের স্বভাব এবং শরীর।

সেই নগরের প্রাচীরও অতি সুনির্ম্মিত, অত্যন্ত শক্ত ও সুবদ্ধ। তাহাতে নগরের লোক আপনারাই ভাঙ্গিবার উপায় না করিলে, তাহা লড়াইতে কিম্বা ভাঙ্গিতে কাহারো শক্তি হইতে পারিত না।* নগরীয় লোকেরদের সম্মতি না হইলে, অতি প্রবল শত্রুও তাহার প্রাচীর কখন ভাঙ্গিতে কিম্বা আঘাত করিতেও পারিত না, ইহাতে নরাত্মা নগর নির্ম্মাতার অসীম বুদ্ধিপ্রকাশ।

ইন্দ্রীয়।

প্রবেশ ও নির্গমনার্থে ঐ নগরের পঞ্চ দ্বার। সেই দ্বারও প্রাচীরের তুল্য অভেদ্য, অর্থাৎ নগরীয় লোকেরদের অনুমতি ভিন্ন, তাহা ছলেতে বা বলেতে কখন মুক্ত করা যায় না। ঐ পঞ্চ দ্বারের নাম এই২, কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকা, ত্বক্।

নরাত্মার প্রথম অবস্থা।

নগরের মধ্যে অন্য২ উত্তম বস্তুও ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে নগরের গৌরব ও বলের বিলক্ষণ প্রমাণ হয়। তাহার মধ্যে তৃপ্তিজনক দ্রব্য সর্ব্বদা প্রচুর। ঐ লোকেরদের যে ব্যবস্থা তাহা সর্ব্ব পৃথিবীর মধ্যে অতি উত্তম ও মঙ্গলজনক। নগরের মধ্যে প্রাণিমাত্রও চোর কিম্বা দুষ্ট কি অবিশ্বাসী ছিল না। সকলই সরল ও পরস্পর এক ভাবাপন্ন। আপনি জানিবেন এই মহৎ বিষয় বটে। তদ্ভিন্ন প্রজারা যাবৎ শাদাই রাজার ভক্ত ছিল, তাবৎ তিনি প্রসন্ন

---

* যদি মনুষ্যের পাপ না হইত তবে শরীর অমর হইয়া থাকিত। পাপের বেতন মৃত্যু।

চিত্তে তাহারদিগকে রক্ষাদি করিয়া, তাহারদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন।

শয়তান।

অনন্তর দিয়াবল নামক এক মহাবীর এই নগর অধিকার করিবার জন্যে আক্রমণ করিল। এই বীর দুষ্ট লোকেরদের [পতিত দূত গণের] রাজা ছিল। সে অতি দুরাত্মা। অতএব অগ্রে দিয়াবলের প্রথম অবস্থার কথা, পরে নরাত্মা নগরের অধিকার যেরূপে করে তাহার কথা লিখি।

ঐ দিয়াবল মহান্ ও বলবান রাজা হইলেও অতি দরিদ্র ও নীচ। প্রথমে শাদাই রাজার সে এক জন দাস ছিল। তিনি তাহাকে সৃজন করিয়া অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্ট অতি উত্তম দেশের কর্ত্তৃত্ব পদ তাহাকে দিলেন। সে প্রভাতি তারার তুল্য হইল, সেই পদোপলক্ষে তাহার অনেক গৌরব ও তেজ ছিল, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত না হইয়া তাহার মন যমতুল্য লোভী হইল।

সে আপনার মহত্ত্ব ও সম্ভ্রম দেখিয়া, আরো উচ্চ পদে লোভ করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কেবল শাদাই রাজার নিজ অধীন পদ কি প্রকারে পাইতে পারিব, এই বিষয় ভাবিতে লাগিল। পরন্তু সেই অতি শ্রেষ্ঠ পদ শাদাই রাজা আপন পুত্রকে দিয়াছিলেন। দিয়াবল প্রথমে ভাবিতে লাগিল যে কি করা যায়। পরে এই স্থির করিল, আমরা রাজপুত্রকে নষ্ট করি, তাহাতে অধিকার আমারদেরই হইবে। সঙ্গি কএক জনকে আপনার এই মনস্থ জানাইলে তাহারাও সম্মত হইল। এই প্রকার স্থির করিলে তাহারা এই কুকল্পনা সিদ্ধ করিবার স্থান সময়াদি নিরূপণ করিয়া, সকলই একত্র হইয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিল। পরন্তু মহারাজ ও তাঁহার পুত্র সর্ব্বদর্শী, সুতরাং আপন রাজ্যের সকল স্থান জানিতেন; আর মহারাজ পুত্রকে আত্মতুল্য প্রেম করিতেন, দিয়াবলের ও

তাহার সঙ্গিরদের উক্ত ব্যাপারে মহাক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব তাহারদের প্রথম উদ্যোগেতেই তাহারদিগকে ধরিয়া, রাজবিদ্রোহির দোষেতে দোষী স্থির করিয়া, সর্ব্ব প্রকার বিশ্বাস্য ও সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাজনক পদহইতে দূর করিলেন। তৎপরে তিনি তাহারদিগকে রাজবাটীহইতে বাহির করিয়া, জিঞ্জিরে বদ্ধ লোকের তুল্য ঘোরতর গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন, আর উত্তর কালে তাঁহার স্থানে তাহারা কোন প্রকার অনুগ্রহ পাইবে না। তিনি যে বিচারদিন নির্ণয় করিয়াছেন, সেই বিচারেতে দণ্ডগ্রস্ত হইয়া, অনবরত অকথনীয় যন্ত্রণার পাত্র হইবেক। সে বিচার এখনও হয় নাই পরে হইবেক (য়িহূদা, ৬ পদ।)

এতদ্রূপে বিশ্বাস্য ও লজ্জাজনক ও সম্ভ্রান্ত সর্ব্ব পদচ্যুত, ও রাজবাটীহইতে বহিষ্কৃত, ও ঘোরতর গভীর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, রাজার অনুগ্রহপাত্র আর কখন হইতে পারিব না জানিয়া, তাহারা আপনারদের পূর্ব্বকালীন অহঙ্কারেরও অতিরিক্ত, শাদাই ও তাঁহার পুত্রের প্রতি যথাসাধ্য ঈর্ষা ও রাগ করিল। পরে মহারাজের কোন দ্রব্য লুঠ করিয়া তাহার হিংসা করিবার বাসনায় তাহারা তাঁহার সম্পত্তির অন্বেষণে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল (১ পিত. ৫; ৮।) শেষে নরলোক নামক এই অতিপ্রশস্ত দেশে পঁহুছিয়া, সোজা-পথে নরাত্মা নগরে আইল। সেই নগর শাদাই রাজার প্রধান ও অতিপ্রিয় স্থান জানিয়া তাহারা মন্ত্রণা করিয়া আক্রমণ করিল। নরাত্মা নগর শাদাই রাজার অধিকার ইহা জানিয়াছিল, কেননা তিনি যখন ঐ নগর নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করেন তখন তাহারা উপস্থিত ছিল। অতএব সেই স্থানে পঁহুছিলে, তাহারা আনন্দপূর্ব্বক অতি ভয়ানক ধ্বনি করিল, ও খাদ্যজন্তুকে দেখিয়া সিংহ যে প্রকার গর্জন করে, সেই প্রকার গর্জ্জন করিয়া, কহিল,

"এইক্ষণে বিষয় পাইয়াছি, শাদাই রাজা আমারদের প্রতি যাহা করিয়াছেন তাহার প্রতিফল দিবার উপায় হইল।" পরে তাহারা উপবিষ্ট হইয়া যুদ্ধের মন্ত্রণা করিয়া অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর অধিকার করিবার নিয়ম স্থির করিতে লাগিল। তৎকালে এই চারি কথার বিচার হইল।

প্রথম। নরাত্মা নগর অধিকার করিতে আমারদের সকলের প্রকাশরূপে গমন করা উচিত কি না।

দ্বিতীয়। আমারদের এই অতি কুদৃশ্য ও ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া নগরের নিকটে যাওয়া উচিত কি না।

তৃতীয়। নরাত্মা নগরের লোকদিগকে আমারদের অভিপ্রায় প্রকাশ করা, কি প্রবঞ্চনা বাক্য ও ব্যাপারেতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত কি না।

চতুর্থ। ঐ নগরের কোন২ প্রধান লোককে চুপে২ নষ্ট করিবার জন্যে আমারদের সঙ্গি কোন লোককে নিযুক্ত করিলে, অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের উপায় হয় কি না।

প্রথম কথার এই উত্তর হইল। নগরের প্রাচীরের নিকটে আমারদের সকলের উপস্থিত হওয়া উচিত নয়, কেননা অনেককে দেখিলে তাহারা ভয় করিবে। কএক কিম্বা একি জন গেলে তাহারদের ভয় হইবে না। এই পরামর্শ দৃঢ় করিবার জন্যে দিয়াবল কহিল, "নরাত্মা নগরীয় লোক যদি ভয় করে কিম্বা আমরা শত্রু ইহার গন্ধও পায়, তবে নগর অধিকার করা অসাধ্য হইবে, কেননা তথাকার লোকের অনুমতি বিনা কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব অতি অল্প বরং একি জন মাত্র নরাত্মাতে আক্রমণ করুক, বোধ করি আমিই করিলে ভাল হয়।" ইহাতে সকলই সম্মত হইল।

দ্বিতীয় কথাতে, অর্থাৎ আমাদের এখন যে অতি কুদৃশ্য ও ছিন্ন বস্ত্র আছে তাহা পরিয়া নগরের নিকটে

যাওয়া উচিত কি না, এই কথাতে আলেক্ত নামক অতি নিষ্ঠুর এক অসুর কহিল, "নরাত্মার লোক যদিও অনেক অদৃশ্য ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে আলাপ ও ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি আমারদের তুল্য কদর্য্য ও কুদৃশ্য কাহাকেও কখন দেখে নাই।" পরে আপলিয়োন কহিল, "এই সৎপরামর্শ বটে, কেননা আমারদের কোন এক জনও এইক্ষণকার বস্ত্র পরিয়া সম্মুখে গেলে, তাহারা নানা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া ভয়েতে সতর্ক থাকিবে, তাহা হইলে নগর অধিকার করিবার আশা বৃথা হইবেক, অতএব আলেক্ত যাহা কহিয়াছে তাহা গ্রাহ্য বটে।" তৎপরে বালজিবুব নামক মহাসুর কহিল "এই সৎপরামর্শ বটে, যেহেতু পূর্ব্বে আমারদের যে অবস্থা ছিল তাহার সমান অবস্থার লোককে দেখিয়াছে। কিন্তু আমারদের বর্ত্তমান দশাপন্ন কাহাকেও কখনো দেখে নাই, অতএব তাহারা যে প্রকার বেশ নিত্য দেখিয়া থাকে, এমন কোন বেশ ধারণ করিলে ভাল হয়।" ইহা স্থির করিলে পর এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিল, যে, দিয়াবল যখন নরাত্মা অধিকার করিতে যাইবে তখন তাহার কি বেশ ধারণ করিতে হইবেক। এই বিষয়ে নানা লোকের নানা মত হইল। শেষে লুসিফর নামক তাহারদের এক জন কহিল "নরাত্মার লোকেরা যাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এমত কোন এক জীবের বেশ ধারণ করিলে উত্তম হয়, কেননা তাহারদিগকে তাহারা নিত্য দেখিয়া থাকে, সেই সকল জীব অধীনও বটে, অতএব ইহারা নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে, এমন কখনো বোধ করিবে না। আরো নরাত্মার লোকেরা যে জন্তুকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বোধ করে, সে জন্তুর বেশ ধারণ করিলে ভাল হয়।" এই কথা শুনিয়া সকলে বলিল, "উত্তম বটে।" অতএব দিয়াবলের সর্পের বেশ ধারণ করা উচিত ইহা স্থির

হইল (আদি. ৩; ১)। কেননা এইক্ষণে বালকেরা যেমন পক্ষিকে পোষ মানাইয়া হাতে করে, তদ্রূপ তৎকালে ঐ নগরের লোকেরা সর্পকে করিত। আরো পরমেশ্বর সকল বস্তুকে যে অবস্থায় সৃষ্টি করিলেন সেই অবস্থায় দেখিলে তাহারদের আশ্চর্য্য বোধ হইত না।

পরে তৃতীয় কথার বিচার হইল অর্থাৎ যে অভিপ্রায়ে নরাত্মা নগরে যাইতে হইবে তাহা প্রকাশ করা উচিত কি না। ইহাতে এই উত্তর হইল, “ প্রকাশ করা উচিত নয়, যেহেতুক নরাত্মার লোক অতি বলবান, তাহারা দৃঢ় নগরস্থ বলবান লোক, প্রাচীর ও দ্বার ও দুর্গ অজেয়, আর লোকের সম্মতি না হইলে তাহা জয় করা যায় না।” লেজিওন আরো কহিল “ তাহারা আমারদের অভিপ্রায় জানিতে পাইলে, রাজার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তাহা করিলে আমারদের যে গতি হইবে তাহা কে না জানে। অতএব আমরা সরলতার ছল করিয়া, সর্ব্ব প্রকার মিথ্যা কথা ও মিথ্যা প্রশংসা ও প্রবঞ্চনা বাক্য দ্বারা আপনারদের অভিপ্রায় গুপ্ত রাখি, আর যাহা কখন হইবে না ও যে সুখ তাহারা কখন পাইবে না তাহা আমারদের দ্বারা পাইবে এমত প্রতিজ্ঞা করি। ইহাতে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নগরের দ্বার খুলিয়া দিবে। বরং আমারদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে আপনারাই কহিবে, তাহাতে অনায়াসে নগর অধিকার করিব। আর বোধ করি এই উপায়েতেই আমারদের কার্য্য সফল হইবে, কেননা নরাত্মার লোকেরা সকলই সরল ও নিষ্কলঙ্ক, সোজা, সত্যবাদী। তাহারদিগকে প্রতারণা কি প্রবঞ্চনা কি মিথ্যা কল্পনাদ্বারা কোন কর্ম্মে লওয়াইবার উদ্যোগ কখন হয় নাই। মিথ্যা কথা তাহারা কখন শুনে নাই, অতএব আমরা মিথ্যা কহিতেছি এমত কখন বোধ করিবে না, আমরা সত্য ও সরল

কথা কহি, ইহাই বোধ করিবে। বিশেষতঃ যদি আমরা তাহারদের প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রকাশ করি, ও সকল বিষয়ে তাহারদের মঙ্গল ও সম্ভ্রম চেষ্টা করিবার ছল করি, তবে তাহারা আমারদের সকল কথায় বিশ্বাস করিবে।" এই পরামর্শেতে কেহ কোন আপত্তি করিল না সকলেই সম্মত হইল।

পরে তাহারা চতুর্থ কথার বিবেচনা করিল, অর্থাৎ "ঐ নগরের কোনং প্রধান লোককে চুপেং নষ্ট করিবার জন্যে আমারদের সঙ্গি কোন লোককে নিযুক্ত করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উপায় হয় কি না।" তাহাতে সকলই উত্তর করিল "হাঁ অবশ্য হয়।" পরে স্থির করিল, প্রতিরোধী নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে হয়। নরাত্মা নগরে ঐ প্রতিরোধী মহৎ লোক ছিলেন, আর দিয়াবল ও তাহার সৈন্যেরা তাঁহাকে যত ভয় করিত তত নগরের অন্য সমুদয় লোকদিগকেও করিত না। কিন্তু তাঁহাকে কে নষ্ট করিবে, এই বিষয় বিচার করিয়া তাহারা তিসিফন [হন্তা] নামক নরকের এক জন অনুচরকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিল।

তাহারদের পরামর্শের ফল।

এই প্রকারে তাহারা যুদ্ধের মন্ত্রণা সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া উদ্যোগ করিতে লাগিল। সকলই নরাত্মা নগরে যাত্রা করিল, কিন্তু এক জন ভিন্ন অন্যান্যেরা অদৃশ্য রহিল। আর যে জন দৃশ্য হইল, সেও সর্পের আকার ধারণ করিয়া গেল।

তাহারা সকলে একত্র গিয়া কর্ণ দ্বারে বসিল। তাহাই নগরের বাহিরে স্থিত কোন লোকের কথা শুনিবার স্থান ছিল; আর চক্ষুদ্বার তদ্রূপ লোককে দেখিবার স্থান ছিল। দিয়াবল মহাবীর আপন সমস্ত সৈন্যকে কর্ণদ্বারে বসা-

ইয়া, প্রতিরোধিকে নষ্ট করিবার জন্যে তিসিফনকে ওতে করিয়া রাখিয়া, আপনি দ্বারের নিকটে গিয়া নরাত্মার লোকেরদিগকে অবধান করিতে ডাকিল। আপনার সঙ্গে কুবিরাম নামক এক ব্যক্তিকেও লইয়া গেল। কঠিন কোন বিষয় হইলে সে ব্যক্তি বক্তা হইত। দ্যাবল তৎকালের ব্যবহারমতে তূরীর ঘোষণা দ্বারা লোককে ডাকাইলে, কে আসিয়াছে, কি হইতেছে, ইহা দেখিবার জন্যে নগরের প্রধানং লোক প্রাচীরের নিকটে আইল। তাহারদের নাম এইং, শ্রীযুত নির্দ্দোষ মহাশয় ও যথাবাঞ্ছা মহাশয় ও সুবুদ্ধি নামক নগরাধ্যক্ষ ও সদসদ্বোধ নামা লেখক ও প্রতিরোধী নামে সৈন্যাধ্যক্ষ। যথাবাঞ্ছা মহাশয়, প্রাচীরে উঠিয়া দিয়াবলকে দ্বারে দেখিয়া, কহিল, "তুমি কে, কেন আসিয়াছ, আর এমন বিকট শব্দ করিয়া আমারদিগকে কেন ডাকিতেছ।"

দিয়াবলের কথা।

তখন দিয়াবল মেষশাবকের তুল্য নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির মত কহিতে লাগিল "হে অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মানিবাসি মহাশয়েরা, দেখিতেছেন, আমি আপনারদের সন্নিকটনিবাসি পশু, ও রাজ নিয়মমতে আপনারদের আজ্ঞাবশ হইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত আপনারদের সেবা করিতে বদ্ধ আছি। অতএব উচিত কর্ম্ম করিয়া আপনারদের উপযুক্ত সেবা করিবার জন্যে কিছু নিবেদন করিতে চাহি। আপনারাও স্থির হইয়া আমার বাক্যে অবধান করুন। প্রথমে আপনারদিগকে জানাই, এইক্ষণে যাহা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, তাহাতে আমি আপনার লাভ চেষ্টা না করিয়া, মহাশয়েরদেরই লাভ চেষ্টা করিব। আমার কথায় মনোযোগ হইলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন। হে মহাশয়গণ, আপনারা এইক্ষণে দাসের মতে বদ্ধ আছেন, কিন্তু এখনপর্য্যন্ত তাহা জানেন নাই, অতএব যে উপায়ে সেই বন্ধন-

হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন তাহা জানাইতে আইলাম।" এই সকল কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা অতিশয় মনোযোগ করিয়া, মনেং ভাবিতে লাগিল, "এ কি, বন্ধনের কি [illegible]।" দিয়াবল আরো কহিল, "আপনারদের রাজার ও তাঁহার ব্যবস্থার বিষয়ে, ও আপনারদের বিষয়ে কিছু কহিতে চাই। রাজাকে আমি জানি, তিনি অতিমহান্ ও শক্তিমান বটেন, তথাপি তিনি তোমারদিগকে যাহা কহিয়াছেন তাহা সকল সত্য নয়, লাভ জন্যেও নয়। তাহা সত্য নয়, কেননা যে বিষয় ধরিয়া আপনারদিগকে ভয় দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার কথা না মানিলেও কখন ঘটিবে না। কিন্তু যদিও আপদ হইতে পারে, তথাপি শুন, একটি ক্ষুদ্র ফল খাইলে মহা দায় হইবেক, এই ভয়ে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হওয়া, এই কি দাসের মত থাকা হয় না। আরো তাঁহার ব্যবস্থার কথা বলি, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নয় ও বুঝিতে কঠিন ও অসহ্য। তাহা যুক্তি সিদ্ধ নয়, কেননা দোষ যেমন দণ্ড তেমন নয়। মনুষ্যের প্রাণ ও ক্ষুদ্র ফল, এই দুয়ের মধ্যে কি কোন তুলনা হয়, তথাপি শাদাই রাজার ব্যবস্থামতে এই ফল খাইলে প্রাণেরই নাশ হয়। তাহা বুঝিতেও কঠিন বটে, কেননা একবার কহেন, তাবৎ বৃক্ষের ফল খাও, আরবার বলেন, কেবল একটি বৃক্ষের নহে। আর তাহা অসহ্যও বটে, কেননা যদি তিনি একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তবু জান, সেই ফল খাইলে তোমারদের যে আশ্চর্য্য মঙ্গল হইবে তত্তুল্য কখন হয় নাই। তাহা ঐ বৃক্ষের নামেতেই জানা যায়, বৃক্ষের নাম "ভাল মন্দ জ্ঞানরূপ বৃক্ষ" সেই জ্ঞান কি তোমারদের আছে। না না। আর তোমরা যাবৎ আপনারদের রাজার ঐ আজ্ঞা পালন করু, তাবৎ ঐ বৃক্ষের ফল কিবা উত্তম ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদা-

নার্থে বাঞ্ছনীয় তাহা তোমরা জানিবা না। তোমরা কেন অজ্ঞান ও অন্ধভাবে বদ্ধ থাকিবা। তোমারদের জ্ঞান ও বুদ্ধিরূপ পুষ্প কেন না ফুটে। হায় মনোজ্ঞ নগরীয় লোক সকল, তোমরা মুক্ত নও। তোমরা মহাদায়গ্রস্ত হইবা এই ভয়েতে দাসের মত বদ্ধই আছ। অথচ রাজা তোমারদিগকে কি কারণে এই দশায় রাখেন, তাহা প্রকাশ করেন না। তিনি কহেন, আমার ইচ্ছা, এমতই হউক। আর যে কার্য্যেতে নিষেধ হইয়াছে তাহা করিলে, তোমারদের বুদ্ধি ও সম্ভ্রম জন্মিবে, কেননা তোমারদের চক্ষু প্রকাশ হইলে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় হইবা। অতএব সে নিষেধ বাক্যেতে বদ্ধ থাকা কি অতিশয় দুঃখের বিষয় নয়। আর এইক্ষণে তোমরা যে প্রকার বন্ধনে বদ্ধ আছ ইহার অপেক্ষা আর কি গুরুতর দায়। তোমরা দাসের মত থাকিয়া অনেক ক্লেশ ভোগ করিতেছ, তাহার প্রমাণ দিলাম। অন্ধতা অপেক্ষা অধিক ক্লেশ কি। চক্ষুহীন না হইয়া চক্ষুথাকা ভাল, আর অন্ধকার ও দুর্গন্ধ গহ্বরে না থাকিয়া মুক্ত হওয়া ভাল, ইহা কি সামান্য জ্ঞানেতে জানা যায় না।”

দিয়াবল যখন এই সকল কথা কহিতেছিল তখন প্রতিরোধী দ্বারের ছাতে দাঁড়াইতেছিল। হঠাৎ তিসিফন বাণ ছুড়িয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিল। আর নগরীয় লোকেরদের সাক্ষাৎ তিনি প্রাচীরের বাহিরে পড়িয়া মরিলেন। তাহা দেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করিল।

প্রতিরোধির হত্যা অর্থাৎ মনের মধ্যে পাপের বাধা করিবার যে শক্তি তাহা প্রথমে নষ্ট হয়।

কিন্তু দিয়াবলের আশ্বাস বৃদ্ধি হইল। নগরের মধ্যে সেই প্রতিরোধী ভিন্ন যোদ্ধা ছিল না, অতএব তিনি মরিলে নরাত্মার লোকেরদের সাহস রহিল না, ও বাধা করিবার শক্তিও থাকিল না। শয়তান ইহাতে সন্তুষ্ট হইল। পরে দিয়াব-

Diabolous at Ear-gate.

[illegible] রাম নামক বক্তা দাঁড়াইয়া নরাত্মার লোকেরদিগকে কহিতে লাগিল। তাহার বাক্যের সার এই।

"[illegible] আপনারা অতি মনোযোগপূর্ব্বক আমার প্রভুর কথা [illegible]ছেন ইহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট আছেন। [illegible] করি আপনারা সৎপরামর্শ অবহেলা করিবেন না। প্রভু আপনারদিগকে অতিশয় ভাল বাসেন। তিনি যে কথা কহিয়াছেন সে কথাপ্রযুক্ত শাদ্দাই রাজার ক্রোধপাত্র হইবেন ইহা জানিয়াও আপনারদের প্রতি তাঁহার স্নেহ সরল, এই প্রযুক্ত তিনি আপনারদের মঙ্গলের জন্যে সেই ক্রোধপাত্র হইলেও তাহার অধিক দুঃখও স্বীকার করিবেন। আর তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য ইহার প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। সকল কথা প্রমাণসিদ্ধ। বৃক্ষের নামই স্পষ্ট প্রমাণ হয়।" পরে দিয়াবলকে নমস্কার করিয়া কহিল, "প্রভু অনুমতি দিলে ইঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দি। হে নরাত্মার লোক সকল, আমার প্রভুর কথায় মনোযোগ করুন, বৃক্ষের প্রতি ও সে সুদৃশ্য ফলেতে দৃষ্টিক্ষেপ করুন, আর আপনারদের অতি অল্প জ্ঞান আছে, এই উপায়েতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, এই কথা বিচার করুন। ইহাতে যদি আপনারা সম্মত না হন তবে আপনারদের বিষয়ে আমার ভ্রম হইয়াছে, আমি যদ্রূপ বোধ করিয়াছিলাম আপনারা তদ্রূপ নহেন।"

নরাত্মার লোকেরা ঐ বৃক্ষকে সুদৃশ্য ও সুখাদ্য ও জ্ঞান প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া কুবিরামের পরামর্শ মতে করিল। তাহারা ফল পাড়িয়া খাইল। পরন্তু আমার অন্য এক কথা পূর্ব্বে বলা উচিত। কুবিরাম যে সময়ে কহিতেছিল সেই সময়ে নির্দ্দোষ মহাশয় মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া মরিলেন। কিসে মরেন তাহা স্পষ্ট জানি না। হইতে পারে দিয়াবলের ছাউনির কোন লোক তাঁহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ

করিয়াছিল, কিম্বা মৃগি রোগে তাঁহার মরণ হইয়া থাকিবে, অথবা অতিদুষ্ট কুবিরামের মুখের দুর্গন্ধেতে পীড়িত হইয়া মরিলেন। বোধ হয় তাঁহার মরণের এই শেষ কারণ বটে। কিন্তু তখন যে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার পর কোন ক্রমে তাঁহাকে সজীব করা যাইতে পারিল না। নরাত্মা নগরের প্রতিরোধী ও নির্দ্দোষ এই দুই প্রধান জনের মৃত্যু হইল। তাঁহারদিগকে প্রধান বলি কেননা নরাত্মার সৌন্দর্য্য ও মহিমা তাঁহারাই ছিলেন, তাঁহারা মরিলে নরাত্মার মধ্যে সাহসিক কেহ রহিল না, সকলেই নতমস্তক হইয়া দিয়াবলের আজ্ঞা মানিল ও তাঁহার দাস ও সেবক হইল। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন।

নগরের যে রূপে অধিকার হয়।

এই দুই ভদ্র লোকের মৃত্যু হইলে নগরের অন্য সকল লোক দিয়াবলের কথা সত্য কি না ইহার প্রমাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। তাহারা কুবিরামের পরামর্শমতে প্রথমে বৃক্ষের সুদৃশ্য ফলে দৃষ্টি করিল, পরে খাই কি না এমন চিন্তা করিল, শেষে লোভী হইয়া নিষিদ্ধ ফল খাইল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হইয়া আপনারদের দয়ালু রাজাকে ও তাঁহার ব্যবস্থা ভুলিল। ও সেই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে অতি ভারি দণ্ড হইবেক এই বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, কর্ণদ্বার ও চক্ষুদ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া দিয়াবল ও তাহার সমস্ত সৈন্যকে নগরে যাইতে দিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দিয়াবল নগরে প্রবেশ করিয়া রাজা হইল।

দিয়াবল নরাত্মা নগরে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার জন্যে নগরের মধ্যস্থলপর্য্যন্ত গেল। লোকেরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতেও লাগিয়াছে দেখিয়া, এমন সময়ে ভক্তিজনক কথা কহা উচিত

বুঝিল। অতএব এই প্রবঞ্চনার বাক্য তাহাদিগকে কহিল, “ হায়২ প্রিয় নরাত্মা, তোমার সম্মান বৃদ্ধির জন্যে ও তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন করিবার জন্যে আমি এই পর্য্যন্ত তোমার সেবা করিয়াছি। কিন্তু হায়২ দুর্ভাগা নরাত্মা তোমার এক জন রক্ষকের প্রয়োজন আছে। ফলতঃ এই সকল ঘটনার সম্বাদ পাইলেই, শাদাই রাজা অবশ্য আসিবেন, আর তোমরা তাঁহার বন্ধন ছেদন করিয়াছ ও তাঁহার রজ্জু ফেলিয়া দিয়াছ ইহা শুনিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া আসিবেন। তখন কি করিবা? স্বাধীন হইলে পর তাঁহাকে পুনরায় তোমারদের ক্ষমতা রহিত করিতে দিবা? তোমারদের কি অভিপ্রায়?” তাহাতে সকলেই একমনেতে কণ্টকবৃক্ষকে বলিল “ তুমিই আমারদের রাজা হও।” সেও সম্মত হইয়া নরাত্মার রাজা হইল। রাজা হইলেই গড় অধিকার করিতে হয় তাহা হইলে নগর সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয়। অতএব সে প্রবেশ করিল। সেই গড় শাদাই রাজা আপনার আমোদার্থ রমণীয় স্থান করিয়াছিলেন, তাহাই দিয়াবল মহাবীরের আশ্রয় গহ্বর হইল।

হৃদয়ের অধিকার করে।

এই অতি সুন্দর অট্টালিকা অধিকার করিলে পর, পাছে শাদাই রাজা আপনি তাহার প্রতি আক্রমণ করেন, কিম্বা অন্য কেহ তাঁহার সপক্ষ হইয়া তাহা অধিকার করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করে, এই ভয়েতে দিয়াবল ঐ স্থানে অনেক সৈন্যাদি রাখিয়া, তাহার মধ্যে অনেক অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধ সামগ্রী সঞ্চয় করিল।

অনন্তর নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার জন্যে প্রচুর উপায় হয় নাই বিবেচনা করিয়া, দিয়াবল অনেক নূতন নিয়ম করিতে লাগিল। ও নগরের প্রধান লোকেরদের মধ্যে কএক জনকে পদচ্যুত করিয়া অন্যদিগকে উচ্চ২ পদ দিল। বিশেষতঃ

নগরের সুবুদ্ধি নামক অধ্যক্ষ ও সদসদ্বোধনামক লেখককে পদচ্যুত করিল।

নগরের অধ্যক্ষ বুদ্ধিমান বটে। নরাত্মার মধ্যে দিয়াবলের প্রবেশ করিবার কথায় অন্যেরদের মতে সম্মত হইলেও পারদর্শী ছিল (২ করি. ১০; ৪, ৫) এইপ্রযুক্ত দিয়াবল বোধ করিল "ইহার পুর্ব্ববৎ প্রাধান্য ও গৌরব থাকিলে ভাল হইবে না।" অতএব তাহাকে পদহইতে অবসর করিয়া শক্তিহীন করিল ও সূর্য্যের কিরণ তাহার ঘরের যে দিগে পড়ে সেই দিগে খিড়কী দ্বারের সম্মুখে এক বৃহৎ ও শক্ত গড় গাঁথিয়া তাহাকে অন্ধবৎ করিল. বাটীও অতিশয় অন্ধকার হইল। এই প্রকারে দীপ্তি দেখিতে না পাইয়া জন্মান্ধ লোকের মত হইল। (ইফি ৪; ১৮, ১৯।) তাহার ঘরও কারাগার তুল্য। বেড়াইতে চাহিলেও উঠানের বাহিরে যাইতে পারিত না। তখন নরাত্মার কোন মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিলেও কি করিতে পারে। আর নরাত্মা যত কাল দিয়াবলের অধীন ছিল ও যুদ্ধের দ্বারা তাহার পরাক্রমহইতে উদ্ধার না পাইল, তত কাল ঐ সুবুদ্ধি নগরের উপকারক না হইয়া বরং মঙ্গলের বাধক ছিল।

সুবুদ্ধির ক্ষমতা রহিত হইল।

দিয়াবলের ঐ নগর অধিকার করণের পূর্ব্বে সদসদ্বোধ নামক লেখক মহারাজের সকল ব্যবস্থাতে অতিশয় পারগ ছিল, সাহসিকও বটে, সর্ব্বদা সত্য কথা নির্ভয়ে কহিত। যেমন সদ্বিচারক তেমন মুক্ত কণ্ঠে কথা কহিতেও সাহসিক। তাহাকে দিয়াবল অতিশয় দ্বেষ করিত। নগরে তাহার বিষয়ে ঐ সদসদ্বোধ যদিও আসিবার সম্মত ছিল, তথাপি দিয়াবল তাহাকে কোন কৌশলে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে পারিল না। শাদাই রাজার প্রতি পূর্ব্ববৎ ভাব ছিল না

সদসদ্বোধের ক্ষমতা রহিত হইল।

বটে দিয়াবলের অনেক বিধিতে সন্তুষ্টও ছিল, তথাপি সর্ব্ব প্রকারে অধীন না হওয়াপ্রযুক্ত দিয়াবল তাহাকে কিছু স্নেহ করিত না। আরো সদসদ্বোধ একং বার শাদাই রাজাকে মনে করিয়া, ও তাঁহার ব্যবস্থাতে ত্রাসযুক্ত হইয়া, সিংহের গর্জনের ন্যায় অতি উচ্চস্বরে দিয়াবলের বিপক্ষে কথা কহিত। কোনং সময়ে বিশেষমতে ক্ষুব্ধ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দেতে নগরের সকল লোককে কাঁপাইত। সুতরাং কোন মতেই নরাত্মার বর্ত্তমান রাজার প্রিয় হইল না।

আর উক্ত প্রকারে কখনং মেঘাড়ম্বরের ন্যায়, কখনই বা মেঘনির্ঘোষের তুল্য মহারব করিয়া নগরের তাবৎকে কাঁপাইলে, দিয়াবল তাহাতে যত ভয় করিত তত নগরের অন্য কাহাতেও নহে। অতএব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে না পারিয়া শেষে তাহাকে অতি দুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, ও নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মদ্বারা তাহার মন বিকৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার অলীক কার্য্যদ্বারা কঠিন করিতে উদ্যোগ করিল। সেই উদ্যোগ সফলও হইল। দিয়াবল তাহাকে ক্রমেং মহা পাপ ও দুষ্কর্ম্মেতে রত করাইল। শেষে সদসদ্বোধ অতিশয় কলঙ্কযুক্ত হইয়া এই সৎ এই অসৎ এমন জ্ঞান শূন্য প্রায় হইল। ইহার অধিক করিতে না পারিয়া দিয়াবল অন্য এক উপায় করিতে লাগিল, নগরের সকল লোককে কহিল, "সদসদ্বোধ হতবুদ্ধি হইয়াছে। তাহার কথা কিছু নয়। দেখ সে কখনং অত্যন্ত ক্ষুব্ধও হয়। হতবুদ্ধি না হইলে এই সকল কথা কি সর্ব্বদাই কহিত না। উন্মত্ত লোকেরা যেমন একং বার অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া নানা প্রকার বিশৃঙ্খল কথা কহিয়া থাকে তেমনি এই বৃদ্ধও কহে" ইত্যাদি কথা কহিয়া নগরের সমস্ত লোক যাহাতে তাহার তাবৎ কথা তুচ্ছ ও অবহেলা করে দিয়াবল এমত নানা উপায় করিল। আরো সে ক্ষুব্ধ হইলে যে

সকল কথা কহিত, স্বাস্থ্য সময়ে তদ্বিপরীত কথা কহিতে দিয়াবল তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইত, সুতরাং লোকেরা উপহাস করিয়া তাহার বাক্য তুচ্ছ করিত। অপর শাদাই রাজার পক্ষে কদাচিৎ কিছু কহিলেও তাহা অনুরাগমতে নয়। আর কোনং সময়ে লোকেরদের কুব্যবহার দেখিয়া কিছুই কহিত না। নরাত্মা নগর যে সময়ে নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইয়া দিয়াবলের বাক্যেতে মুগ্ধ হইত এমত সময়ে সে কখনং নিদ্রালু কি মৃতবৎ থাকিত।

অতএব সদসদ্বোধের গর্জনতুল্য শব্দ কখনং শুনিয়া নগরের লোকেরা ভয় পাইয়া দিয়াবলকে সম্বাদ দিলে, সে কহিত, "বৃদ্ধ যাহা কহিয়া থাকে তাহা আমাকে ভাল বাসিয়া, কিম্বা তোমারদিগকে দয়া করিয়া কহে এমত নহে, কেবল অনর্থক কথা কহন স্বভাব মাত্র।" এই প্রকারে সকলকে শান্ত করিত। বারম্বার এই কথাও কহিত, "হে নরাত্মার লোক সকল, শুন, বৃদ্ধ লেখক যদিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘাড়ম্বরের ন্যায় অনেক বকে, তথাপি শাদাই রাজা নীরব থাকেন।" পরন্তু নরাত্মার পাপ দেখিয়া সদসদ্বোধের যে রব তাহা ঈশ্বরের বাণীতুল্য, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক দিয়াবল কি ইহা জানিত না? অবশ্য জানিত। তথাপি কহিত, "দেখ নরাত্মা নগরের লোকেরা রাজবিদ্রোহী হইয়া নগর আমার হস্তগত করিয়াছে শাদাই রাজা ইহাতে কিছু চিন্তা করেন না। পূর্ব্বে তোমরা তাঁহার অধিকার ছিলা বটে, এইক্ষণে তিনি জানেন তোমরা ন্যায়মতে আমার প্রজা হইয়াছ, অতএব তিনি তোমারদিগকে আমার হাতে ছাড়িয়া বিদায় লইয়াছেন।"

আর কহিত, "হে নরাত্মা, সংসারে যে অতি উত্তমং বস্তু আমার আছে ও যে অতি উত্তম দ্রব্য পাইতে পারিলাম তাহা লইয়া আপন সাধ্য পর্য্যন্ত তোমারদের সেবা

করিয়াছি, ইহা বিবেচনা কর। আর পূর্ব্বে তোমারদের যে আনন্দ ও সুখ ছিল তদপেক্ষা আমার ব্যবস্থা ও নিয়মের অধীন থাকিয়া আমার সেবা করাতে বোধ করি তোমারদের অধিক সান্ত্বনা ও সন্তোষ জন্মে। আমি যখন আইলাম তখন তোমরা কারাবদ্ধ লোকের তুল্য ছিলা এইক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছ। আমি তোমারদিগকে কোন বিষয় নিষেধ করি না। ভয়জনক কোন আজ্ঞা বা ব্যবস্থা দেই না। ঐ পাগল লোক ভিন্ন অন্য কাহারো কর্ম্মের বিচার করি না। যেমন স্বাধীন আমি, তেমন প্রায় তোমরাও অনধীন হইয়া প্রত্যেক জন রাজতুল্য ভোগ কর।”

লোকেরা কখন২ সদসদ্বোধের প্রতি ক্রোধ করে।

সদসদ্বোধ নগরের লোকেরদিগকে দুঃখ দিলে দিয়াবল উক্ত প্রকার বাক্য কহিয়া তাহারদিগকে সুস্থির করিত। পরন্তু তদ্রূপ বাক্যেতে ইতর লোকেরদের উত্তেজনা জন্মিত, তাহাতে তাহারা মহাক্রুদ্ধ হইয়া ঐ লেখককে নষ্ট করিতে প্রায় উদ্যত হইত। “উনি আমারদেরহইতে হাজার ক্রোশ অন্তরে বাস করিলে ভাল হয়,” তাহারদের এমন কথাও বারম্বার আপনি শুনিয়াছি। কেননা সদসদ্বোধ যদিও বিপথগামী হইল তথাপি তাহার সঙ্গে আলাপ করিলে, কিম্বা কথা কহিলে, বা তাহাকে দেখিলে তাহারদের ভয় হইত। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যে প্রকারে তাহারদিগকে তিরস্কার করিত ও দোষ দিত, ইহা মনে উঠিলেই তাহারদের অত্যন্ত ভয় ও দুঃখ জন্মিত।

কিন্তু তাহারদের উক্ত সকল বাঞ্ছা বৃথা। শাদাই রাজার পরাক্রম ও বুদ্ধিক্রমে হউক, কি যে কোন ক্রমে হউক, নগরেই ঐ লেখক বাঁচিয়া থাকিল। তাহার অট্টালিকাও গড়তুল্য দুর্গম ও নগরের এক দুর্গের নিকট ছিল। ইতর লোকেরা

তাহার প্রতি আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে সে জল প্রণালী মুক্ত করণেতে মহাবন্যা করিয়া তাহারদিগকে প্রায় ডুবাইয়া মারিত।*

এইক্ষণে স্বেচ্ছাবলম্বির কিঞ্চিৎ কথা লিখি। সেও নরাত্মা-নগরের ভদ্র ও সদ্বংশীয় লোক ছিল. ও নগরের অনেক লোক অপেক্ষা স্বাধীন ছিল। বোধ করি তাহাকে কোন২ বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল। সে অতিশয় বলবান স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সাহসিক লোক, কোন কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা করিলে কেহই তাহার বাধা করিতে পারিত না, ফলতঃ সে অত্যন্ত অভিমানী ছিল। তাহার অভিমান কিসে জন্মিল তাহা বুঝা যায় না, আপনার সদ্বংশতা কিম্বা ক্ষমতা বা পরাক্রমপ্রযুক্তই বা হউক, অহঙ্কারের বলেতে দাসের অবস্থায় থাকিতে স্বীকার না করিয়া নগরের মধ্যে কর্ত্তৃত্বের কোন পদ চাহিয়া আপনার সাধ্যমতে দিয়াবলের অধীন কোন শ্রেষ্ঠ পদ পাইতে মনস্থ করিল। আর এই বিষয়ের উদ্যোগও অতি শীঘ্র করিল। দিয়াবল যখন কর্ণদ্বারে বসিয়া কথা কহিয়াছিল, তখন তাহার কথায় সম্মত হইয়া তাহার পরামর্শ উত্তম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে ও দ্বার মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে এই ব্যক্তি প্রায় প্রথমে ইচ্ছুক ছিল। অতএব দিয়াবলও তাহাকে অনুগ্রহপাত্র করিয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে স্থির করিল। আর তাহার অতিশয় সাহস ও বীরতা দেখিয়া আপনার অধীন গুরুতর কর্ম্ম দিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে প্রধান এক জন করিতে মনস্থ করিল।

স্বেচ্ছাবলম্বী।

অতএব স্বেচ্ছাবলম্বিকে ডাকাইয়া আপন মনস্থ জ্ঞাত করিল। কিন্তু অনেক মিষ্ট বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন

* অর্থাৎ পাপের দণ্ডবিষয়ক ভয় জন্মাইত।

ইচ্ছা শয়তানের অধীন দ্বিতীয় কর্ত্তা অন্তঃকরণ ও শরীর ও অভিলাষ তাহারই অধীন।

ছিল না। স্বেচ্ছাবলম্বী প্রথমে যেমন তাহার আসিবার বিষয়ে সম্মত, তেমন তাহার সেবা করিতেও প্রস্তুত ছিল। অতএব দিয়াবল ইহা দেখিয়া, তাহাকে একেবারে নরাত্মার গড়ের অধ্যক্ষ, ও প্রাচীরের কর্ত্তা, ও দ্বারের রক্ষক করিল. ও তাহার সম্বন্ধেতে এই নিয়ম ছিল, স্বেচ্ছাবলম্বির অনুমতি বিনা নরাত্মার মধ্যে কেহ কিছুই না করিতে পারে। সুতরাং দিয়াবলের অধীন হইয়া সকল বিষয়ের কর্ত্তাস্বরূপ হইল। তাহার অনুমতিবিনা নগরে কিছুই হইল না। (রোম. ৮; ৭)। তাহার অধীন লেখক শ্রীমন ছিল, সেও আপন প্রভুর মত। তাহারদের একই ভাব, আচারও প্রায় সমান (ইফি. ২; ২. ৩।) এই প্রকারে নরাত্মা ইচ্ছার ও মনের অধীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল।

পরন্তু স্বেচ্ছাবলম্বি নগরে উচ্চ পদ পাইলে, যে পর্য্যন্ত অভিমানী হইতে লাগিল তাহা নিত্য মনে থাকে। প্রথমে কহিল "আমার পূর্ব্বকালীন প্রভুর নিকটে আমি কোন মতে বাধিত নই।" তৎপরে দিয়াবলের আজ্ঞা মানিতে শপথপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া অত্যুচ্চ পদ ও ক্ষমতা পাইল। পরে নগরেতে যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিল, না দেখিলে তাহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না।

প্রথমে সদসদ্বোধের নামে অতিশয় অপবাদ দিতে লাগিল,

শারীরিক অভিলাষ সদসদ্বোধের বিপক্ষতা করে।

কোনমতে তাহাকে দেখিতে পারিত না তাহার কথাও শুনিতে পারিত না, তাহাকে দেখিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিত, তাহার বাক্য শুনিলেই কর্ণ রোধ করিত। আর শাদ্দাই রাজার ব্যবস্থার অংশ মাত্র নগরের কোন স্থানে দেখা যায় তাহাও সহ্য করিতে পারিত না। তাহার অধীন শ্রীমনের

বাটীতে শাদাই রাজার ব্যবস্থার পুরাতন ছেঁড়া কএক খণ্ড ছিল স্বেচ্ছাবলম্বী তাহা দেখিলেই পৃষ্ঠভাগে ফেলিত, (নিহি, ৯ ২৬।) সদসদ্বোধের বাটীতেও প্রভুর ব্যবস্থাখণ্ড ছিল কিন্তু স্বেচ্ছাবলম্বী তাহা হস্তগত করিতে পারিল না। সে বোধ করিত ও কহিত " পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষ সুবুদ্ধির দ্বার অতি দীপ্তিমান, তাহাতে নরাত্মার মঙ্গল হইতে পারে না।" প্রদীপপর্য্যন্ত, সহ্য করিতে পারিত না। প্রভু দিয়াবলের যাহাতে সন্তোষ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইত।

দিয়াবলের সাহস ও বুদ্ধি ও মহিমার প্রশংসা স্বেচ্ছাবলম্বী যেমন করিত, তেমন অন্য কেহ করিত না। স্বীয় প্রসিদ্ধ প্রভুর প্রশংসা করিতে২ নরাত্মা নগরের সকল পথে২ ভ্রমণ করিত ও নীচ লোকেরদের মধ্যে আপনি অতি নীচ হইয়া তাহার প্রশংসা করিত। যখন যে কোন স্থানে নীচ লোক-কে দেখিত তখন আপনি তাহারদের তুল্য নীচ ব্যবহার করিত। আর স্বেচ্ছামতে সর্ব্বপ্রকার কুকথা কহিত ও নানা-প্রকার কুকর্ম্মে রত হইত।

স্বেচ্ছাবলম্বির সহকারী আসক্ত নামক এক ব্যক্তি ছিল তাহার মনের ভাব অতি মন্দ ব্যবহারও তদ্রূপ (রোম. ১, ২৫।) কেবল শারীরিক সুখেতেই আসক্ত অতএব লোকেরা তাহার নাম পাপাসক্ত রাখিল। সে শারীরিকাভিলাষিণী নাম্নী শ্রীমনের কন্যাতে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল, তাহাতে তিন পুত্ত্র ও তিন কন্যা জন্মিল পুত্ত্রেরদের নাম নির্লজ্জ দুর্মুখ অনুযোগদ্বেষী। কন্যারদের নাম এক২ সত্য-গহিকা ও ঈশ্বরাবজ্ঞা ও কনিষ্ঠার নাম প্রতিহিংসা তাহাতে হিংস্রতার জন্ম হয়। ইহারদের সঙ্গে নগরীয় লোকেরদের বিবাহ হইলে অনেক সন্তান সন্ততিও জন্মিল তাহারদের স্বভাব জননীর নামানুরূপই, নাম লিখনাতিরিক্ত।

দিয়াবল উক্ত প্রকারে নগরের গড় অধিকার করিয়া

যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিল, ও যাহা-কে ইচ্ছা তাহাকে অপদস্থ করিল। পরে ভাল২ বিষয় সকল নষ্ট করিতে লাগিল। নগরের হাটে ও গড়ের দ্বারের উপরে সোণাতে উত্তমরূপে নির্ম্মিত শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহার তুল্য প্রতিমূর্ত্তি জগতে ছিল না। প্রতিমূর্ত্তি নষ্ট করিতে আজ্ঞা করিলেই, সত্যহীন নামক এক ব্যক্তি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক অতিশীঘ্র নষ্ট করিল। তাহা দেখিয়া দিয়াবল তাহাকে আজ্ঞা করিল "ঐ স্থানে আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থা-পন কর।" সেই মূর্ত্তি অতি কুৎসিত ও ভয়ানক। এই প্রকার ব্যবহারেতে শাদাই রাজার অতিঅসম্ভ্রম ও নরাত্মা নগরের গৌরবের অত্যন্ত ক্ষয় হইল।

ব্যবস্থার যত নষ্ট হইতে পারিল তাহাও বিনষ্ট করা যায়।

আরো নরাত্মার মধ্যে শাদাই রাজার বিধি ব্যবস্থার যে কোন অংশ পাইল তাহা নষ্ট করিল। বিশেষতঃ ঈশ্বরবিষয়ক শিক্ষা, ও সুনীতি ও মনুষ্যেরদের পরস্পর সম্ভ্রম, ও স্নেহা-দি সৎকর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা সকল নষ্ট করিল, অর্থাৎ প্রভু ভৃত্যের, স্বামি ভার্য্যের, পিতা পুত্রাদির পরস্পর সম্বন্ধের নিয়ম তুচ্ছ ও বৃথা করিল। সংক্ষেপতঃ নরাত্মার মধ্যে ভদ্র বিষয়ের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা দিয়া-বল ও স্বেচ্ছাবলম্বী নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। তাহারদের অভিপ্রায় এই, সত্যহীন দ্বারা নরাত্মাকে পশুবৎ ও শারী-রিক সুখাভিলাষি শূকরবৎ করে।

দিয়াবল সাধ্যপর্য্যন্ত সকল উত্তম বিধি ব্যবস্থা বিনষ্ট করিয়া, আপনার ইষ্ট সিদ্ধ অর্থাৎ শাদাই রাজার প্রতি লোকেরদিগকে পরাঙ্মুখ করিবার জন্যে, নরাত্মা নগরের যে সকল স্থানে লোকেরদের নিত্য গমনাগমন হইত সেই২ স্থানে আপনার কুবিধি ব্যবস্থা ও নিয়মের ঘোষণা করাইল। তাহার নিয়ম এই "শারীরিক অভিলাষ ও চক্ষুর অভি-

লাষ ও জীবনের গর্ব্ব ভোগ কর।" তাহা শাদ্দাই রাজসম্বন্ধীয় নহে কিন্তু জগৎসম্বন্ধীয় (১ যোহন। ২; ১৬)। লাম্পট্য ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টতার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রবৃত্তি জন্মাইল। "এমন দুষ্কর্ম্ম করিলে পরমেশ্বর তোমারদের কখন বিচার করিবেন না, তোমরা স্বচ্ছন্দে শান্তি ও আনন্দ ও পরমসুখ পাইবা" এই প্রকার বাক্যেতে লওয়াইয়া তাহারদিগকে অভয় দান করিত।

ইত্যাদি প্রকারে নরাত্মা নগর সম্পূর্ণরূপে দিয়াবলের আজ্ঞাবশ হইলে লোকেরদের তাবৎ কথাবার্ত্তাতে ও কর্ম্মেতে কেবল তাহারই প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ হইত।

অপর নগরাধ্যক্ষ ও লেখক, অর্থাৎ সুবুদ্ধি ও সদসদ্বোধকে পদচ্যুত করিলে পর, দিয়াবল মনে করিল, এই নগর জগতের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অতি প্রাচীন নগর, সৌষ্ঠব রক্ষা না করিলে লোকেরা কহিবে, নগরের হ্রাস হইয়াছে। অতএব সৌন্দর্য্যের কিছু ন্যূনতা না হয়, ও লভ্যজনক কোন বিষয়ের অভাব না হয়, এই অভিপ্রায়ে নগরাধ্যক্ষের ও লেখকের পদে অন্য দুই জনকে নিযুক্ত করিল। পরে সেই দুই জনের প্রতি নগরীয় লোকেরাও সন্তুষ্ট হইল, তাহারা দিয়াবলের প্রিয়ও বটে।

নগরের নূতন অধ্যক্ষ।

নগরাধ্যক্ষের পদে, বধির ও অন্ধ কামুকনামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। স্বভাবতঃ কিম্বা আপন পদোপলক্ষে, সে যাহা করিত তাহাতে কোন বিচার ছিল না, পশুবৎ ব্যবহারী ছিল। তাহার সমস্ত কার্য্যই কেবল কুবিষয়ের বৃদ্ধির জন্যে, সুকর্ম্মের প্রতি মনোযোগমাত্র ছিল না। ইহাতেও নরাত্মার লোক কিছু মাত্র চিন্তা করিত না। কিন্তু অন্য যে লোকেরা নগরের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত ছিল, তাহারা ঐ ব্যক্তিকে অতিশয় হেয়জ্ঞান করিত।

নূতন লেখকের নাম সন্ধিস্মরণ। সেও অতি দুষ্ট। কুবিষয় নিত্য মনে রাখিত ও সতত কুকর্ম্ম করিতে তাহার আনন্দ। নরাত্মা নগর ও তন্নিবাসিরদের সর্ব্বপ্রকার হিংসা করিতে সদা প্রবর্ত্ত। নগরাধ্যক্ষ ও লেখক এই দুই জন আপনারদের ক্ষমতামতে কুব্যবহার করিয়া ও দুষ্কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নগরের সর্ব্বনাশ করিল। তাহা দেখিয়া লোকেরাও কুকর্ম্মেতে দৃঢ়রূপে আসক্ত হইতে লাগিল। উচ্চ পদের লোকেরা দুষ্ট ও কুকর্ম্মী হইলে সুতরাং অধীন লোকেরাও তদ্রূপ হয়, ইহা কে না জানে। (১ করি. ১৫; ৩৩। ১ থিষ. ৫; ২২। মথি ২৬; ৪১)।

নূতন অধ্যাপক।

তদ্ভিন্ন নগরের মধ্যে দিয়াবল বিচারকর্ত্তা ও নগরের রক্ষক স্বরূপ ত্রয়োদশ জনকে নিযুক্ত করিল। উচ্চপদের কার্য্যকারকের প্রয়োজন হইলে ইহারদের মধ্যহইতে লোক মনোনীত হইত। তাহারদের নাম এই২। অবিশ্বাস, দর্পী, শপথকরণ, লম্পট, কঠিনহৃদয়, নির্দ্দয়, কোপ, সত্যহীন, অসত্যপ্রতিজ্ঞ, কল্পিতশান্তি, মদ্যপ, প্রবঞ্চক, নাস্তিক। ইহারদের জ্যেষ্ঠ অবিশ্বাস, কনিষ্ঠ নাস্তিক।

নূতন২ বিচারকর্ত্তা ও রক্ষক।

এতদ্ভিন্ন পেয়াদা ও নায়ক ইত্যাদির পদে তদ্রূপ আর কএক জনকে নিযুক্ত করিল। তাহারা উক্ত লোকেরদের জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে। নাম লিখনের আবশ্যক নাই।

এই২ কর্ম্ম করিলে পর ঐ মহাবীর নগরের মধ্যে কএক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়া তিনটা প্রস্তুত করিল। দৃষ্টতঃ সে সকলই অজেয়। প্রথম দুর্গের নাম স্পর্দ্ধা রাখিল। নগরের মধ্যে সেই প্রধান। নরাত্মার লোক আপনারদের পূর্ব্বকালীন রাজাকে জানিতে না পায় এই কারণে

তিনটা গড় নির্ম্মিত হইল।

ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ হয়। দ্বিতীয় দুর্গের নাম মধ্যরাত্রি। তাহার অ-ভিপ্রায়, লোকেরা আপনারদের যথার্থ দশা দেখিতে না পায়। তৃতীয়ের নাম পাপামোদ। লোকেরদের সুবিষয়ের বাঞ্ছা না হয় এই জন্যে এই দুর্গ নির্ম্মাণ হয়। প্রথম দুর্গ চক্ষু দ্বারের নিকটে ছিল, যেন দীপ্তি প্রবেশ করিতে না পারে। দ্বিতীয় দুর্গ পুরাতন গড়ের নিকটে ছিল, যেন সেই গড় পূর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকারময় হয়। তৃতীয় দুর্গ হাটের মধ্যে নির্ম্মিত।

প্রথম দুর্গের কর্ত্তা ঈশ্বরবৈরিনামক অতি নিন্দক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। এই ব্যক্তি নরাত্মা নগরের প্রথম আক্রমণ-কারি লোকেরদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল। সেও তাহার-দের এক জন। মধ্যরাত্রি দুর্গের কর্ত্তা দীপ্তি-অপ্রেম নামক ব্যক্তি, সেও নগরের প্রথম আক্রমণকারি লোকেরদের এক জন। পা-পামোদ দুর্গের অধ্যক্ষ শরীরপ্রেম নামক ব্যক্তি ছিল, সে অতি লম্পট, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই জনের স্বদেশীয় নয়। কুঅভিলাষ পূর্ণ করণেতে এই ব্যক্তির যত আনন্দ বোধ ছিল, তত ঈশ্বরের বাগানের হর্ষজনক কোন্ বস্তুতে ছিল না।

এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, দিয়াবল মনেং ভাবিতে লাগিল, "এখন নরাত্মার অধিকার করিয়াছি, গড়ে সৈন্যাদি নিযুক্ত করিয়া বাস করি। প্রাচীন কর্ম্মকারকদিগকে পদচ্যুত করিয়া অন্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি। শাদাইর প্রতিমা উ-চ্ছিন্ন করিয়া আপনার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি। পুরাতন ব্যবস্থাগ্রন্থ নষ্ট করিয়া আপন অফলজনক মিথ্যা ব্যবস্থা প্রবল করিয়াছি। নূতন বিচারকর্ত্তা ও নূতন রক্ষকদিগকে স্বং পদে নিযুক্ত করিয়াছি। নূতন দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়া স্বমনো-নীত লোককে নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমার আর কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই।" এই সকল কর্ম্ম করিবার অভিপ্রায় এই, শাদাই রাজা কিম্বা তাঁহার পুত্র যুদ্ধ করিতে আইলেও কোন আশঙ্ক না থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নরাত্মা নগরের ব্যাপারের সম্বাদ রাজবাটীতে পঁহুছে।

এই সকল ব্যাপার হইতেং, শাদাই রাজার নিকটে এক জন উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে এই সম্বাদ দিলেন, "নরলোক নামক মহাদ্বীপে আপনকার নির্ম্মিত যে নরাত্মা নগর তাহা পরের হস্তগত হইয়াছে, আপনকার পূর্ব্বকালীন দাস দিয়াবল রাজবিদ্রোহী হইয়া সেই নগর অধিকার করিয়া স্বীয় সাধ্যমতে তাহা রক্ষা করিবার উপায় করিয়াছে। তদ্বিস্তারিত কহি।

"প্রথম। নরাত্মার লোকদিগকে সরল ও নিষ্কপট দেখিয়া দিয়াবল চাতুরী ও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিয়া তাহারদের নিকটে মিথ্যাকথা কহিয়াছিল। দ্বিতীয়। প্রতিরোধি নামক অতিশিষ্ট ও সাহসিক সেনাপতি, নগরীয় লোকেরদের সঙ্গে, প্রাচীর সংলগ্ন দ্বারের ছাতে দাঁড়াইলে গুপ্তরূপে হত হন। তৃতীয়। দিয়াবলের অতিদুষ্ট দাস কুবিরাম, নরাত্মার ধার্ম্মিক প্রভু ও যথার্থ অধিকারী শাদাই মহারাজকে নিন্দা করিতেছে শুনিয়া নির্দ্দোষ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কেহং কহে দুঃখেতে, কেহবা বলে কুবিরামের মুখের দুর্গন্ধেতে পীড়িত হইয়া মরেন। আর ঐ কুবিরাম আপন প্রভু দিয়াবলের সপক্ষে কিছু কথা কহিলে পর, নগরীয় লোকেরা তাহার কথা সত্য জ্ঞান করিয়া, নগরের প্রধান কর্ণদ্বার মুক্ত করিয়া, দিয়াবলকে সৈন্যসহিত নগরে প্রবেশ করিয়া অধিকার করিতে দিল। সে প্রবেশ করিয়া নগরাধ্যক্ষকে ও লেখককে পদচ্যুত করিল। চতুর্থ। স্বেচ্ছাবলম্বী ও তাহার অধীন শ্রীমন নামক লেখক উভয়ই রাজবিদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী হইয়া নগর পরিভ্রমণ করত সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মেতে

প্রবর্ত্ত হইয়া, কুক্রিয়া করিতে দুষ্টেরদের প্রবৃত্তি জন্মাইতেছে। স্বেচ্ছাবলম্বী অতি উচ্চপদ পাইয়াছে, ও নরাত্মার সকল দুর্গের অধ্যক্ষতার কর্ম্ম তাহার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আর আসক্ত নামক ব্যক্তি সদ্বিপরীত সকল কর্ম্মেতে তাহার সহকারী হইয়াছে। আরো শাদাই মহারাজার আজ্ঞা মানিব না, এই কথা স্বেচ্ছাবলম্বী প্রকাশরূপে কহিয়া, দিয়াবলের সেবা করিতে শপথ করিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

সেই লোক আরো কহিলেন "পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ, এইক্ষণে বিনাশ্য নরাত্মা নগরের নূতন রাজা, বস্তুতঃ প্রকৃত রাজবিদ্রোহি বীর, আপনার মনোনীত কামুককে নগরাধ্যক্ষ ও সদ্বিস্মরণকে লেখক করিয়াছে। নগরের মধ্যে এই দুই জন কুকর্ম্মেতেই তৎপর। আরো কএক জনকে অধঃস্থ কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে ও নগরের মধ্যে অতি দৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। আরো শাদাই রাজা যদি সেই নগর পুনরায় অধিকার করিতে যান, তবে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া নগরের মধ্যে অনেক অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত রাখিয়াছে।" এই সকল বিবরণ কহিলেন।

এই সম্বাদ শুনিয়া রাজবাটীতে শোক হয়।

এই সকল কথা গোপনে কহেন নাই, রাজা ও রাজপুত্র ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ ও কুলীনেরদের সভাতে জানাইলেন। আর নরাত্মা নগর শত্রুহস্তগত হইয়াছে, এই সম্বাদ শুনিলে সকলের যে শোক ও দুঃখ জন্মিল তাহা সাক্ষাৎ দৃষ্টি করিলে আশ্চর্য্য বোধ হইত। পরন্তু এই সকল ঘটনা হইবে তাহা রাজা ও রাজপুত্র পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন। নরাত্মার উদ্ধার যাহাতে হয় এমত উপায়ও পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলকে জ্ঞাত করান নাই। তথাপি নরাত্মা শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, এই কথাতে তাঁহারাও অতিশয় শোকান্বিত হইলেন। মহারাজা আপনি কহিলেন

"আমার অনুতাপ হইতেছে।" (আদি ৬:৫, ৬।) পুত্রের খেদও অল্প নহে। এই প্রকারে সেই অতি প্রসিদ্ধ নগরের প্রতি তাঁহারদের স্নেহ ও দয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইল।

পরে রাজা ও তাঁহার পুত্র অন্তরাগারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের স্থিরকরা বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন করিলেন। রাজা কহেন "নরাত্মা নগর এইক্ষণে শত্রুর অধিকার হইলেও পুনরায় আমার আজ্ঞাবশ হইবেক। আর সে নগর উদ্ধার হইলে, আমারদের অনন্ত যশ ও মহিমা প্রকাশ হইবেক।" পুত্র সুশ্রী ও অতিপ্রিয়, দুঃখিরদের প্রতি অতিশয় দয়ালু ও করুণাময়, কিন্তু দিয়াবল তাঁহার মুকুট ও পদ স্বহস্তগত করিতে চাহিয়াছিল, এই প্রযুক্ত ও পরমেশ্বরের অভিপ্রায়প্রযুক্ত দিয়াবলের সঙ্গে তাঁহার চিরকাল শত্রুতা। (যিশা. ৪৯; ৫। ১ তীম. ১; ১৫। হোশেয় ১৩; ১৪।) রাজপুত্র পিতার নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "নরাত্মা নগর উদ্ধার করিবার জন্যে আমি আপনকার দাস হইব।" সেই প্রতিজ্ঞা তিনি কখন উল্লঙ্ঘন করিলেন না, সেই অভিপ্রায়হইতে কখন বিমুখ হইলেন না। ঐ প্রতিজ্ঞার সার কথা এই, পিতা ও পুত্রের নিরূপিত সময়ে পুত্র জগতে যাত্রা করিবেন, ও ন্যায় ও যথার্থ বিচারমতে নরাত্মার লোকেরদের পাপের প্রতিকার করিয়া, দিয়াবলের কর্ত্তৃত্ব ও রাজত্বহইতে তাহারদের উদ্ধারের মূলকার্য্য সিদ্ধ করিবেন।

ঈশ্বরের পুত্র নরাত্মানগরের উদ্ধারের আশ্চর্য্য উপায় করেন।

আরো ইম্মনুএল স্থির করিলেন, "দিয়াবল নরাত্মা নগরে থাকিতেই, আমি উপযুক্ত সময়ে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব, ও বাহুবলে তাহাকে আশ্রয় স্থানহইতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনি নগরে বাস করিব।"

এই সকল বিষয় স্থির হইলে, শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্য-নির্ব্বাহককে আজ্ঞা হইল "এই নিয়মের লিপি প্রস্তুত করাইয়া জগতের সর্ব্বস্থানে ঘোষণা করাউন।" সেই লিপির সারসংক্ষেপ এই।

ধর্ম্মাত্মা। ধর্ম্মপুস্তক।

"সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, শাদাই মহারাজের পুত্র পিতার নিকট নিয়ম করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি নরাত্মাকে পুনরায় আপনার অধীন করিব, ও দিয়াবলের হস্তগত হওনের পূর্ব্বে তাহার যে সুদশা ছিল, তদপেক্ষা অতি উত্তম অবস্থাতে আপন অতুল প্রেমদ্বারা নিযুক্ত করিয়া রক্ষা করিব।"

এই লিপি জগতের স্থানেং প্রকাশ হইলে, দিয়াবল অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "এইক্ষণে আমার কিছুমাত্র বিশ্রাম হইবে না, অধিকারও থাকিবে না।"

পরন্তু পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় রাজবাটীতে প্রকাশ হইলে, প্রধানং লোক ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও কুলীনেরা তাহাতে যেপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে। দুর্ভাগা নরাত্মার প্রতি রাজার ও রাজপুত্রের অত্যন্ত করুণার ভাবদৃষ্টে সকলই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, প্রথমে তদ্বিষয়ে পরস্পর কর্ণাকর্ণি করিয়া, পরে অতি বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিল। রাজবাটীর মহাত্মারা রাজার কিম্বা রাজ্যের পক্ষে যখনই কোন কর্ম্ম করিতেন, তখনই নরাত্মা নগরের প্রতি রাজার ও রাজপুত্রের দয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। আর রাজবাটীর মহৎ লোকেরা ঐ প্রেমের বাক্য যেমন রাজবাটীর মধ্যে প্রকাশ করিলেন, তেমনি তদ্বিষয়ক লিপি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হইতেং নরলোক মহাদ্বীপপর্য্যন্তও প্রকাশ করিলেন।

শেষে ঐ সম্বাদ দিয়াবলের কর্ণগোচর হইলে সে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। বিপরীত নানা ব্যাপার হইতেছে শুনিয়া অবশ্যই উদ্বেগ জন্মে। তাহা ভাবিতেং চারি কল্পনা করিল।

এই সম্বাদ শুনিয়া দিয়াবলের উদ্বেগ।

"প্রথম। এই সম্বাদ নরাত্মার লোকেরা শুনিতে না পায় এমন উপায় করিতে হইবেক। কেননা এই নগরের পূর্ব্বকার শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইম্মনুএল লোকেরদের মঙ্গল করিবার উপায় কল্পনা করিতেছেন ইহা ব্যক্ত হইলে আমার রাজ্য রক্ষার কি সম্ভাবনা। সুতরাং নরাত্মা আমার কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাঁহার বশ হইবে।"

প্রথম কল্পনা। প্রভুর কথা শুনিবার বাধা দেয়।

এই কল্পনা সিদ্ধ করিবার জন্যে দিয়াবল স্বেচ্ছাবলম্বিকে অনেক প্রশংসা করিয়া এই অতিদৃঢ় আজ্ঞা করিল, "তুমি নগরের সকল দ্বারে, বিশেষতঃ কর্ণ ও চক্ষুর্দ্বারে, দিবারাত্রি অতি সতর্ক হইয়া থাক। শুনিয়াছি আমারদের সকলকে বিশ্বাসঘাতক প্রকাশ করিবে, ও নগরের লোকদিগকে পূর্ব্ববৎ দাসত্বাবস্থায় ফেলিবে, এমত ষড়যন্ত্র হইতেছে। যদি এই কথা বাজারু গল্পমাত্র হয় তবে ভাল। তথাপি কোনমতে নগরে রাষ্ট্র না হয়, পাছে লোকেরদের ক্ষোভ জন্মে। বোধ করি মহাশয়ও এই সম্বাদেতে কিছুমাত্র আনন্দিত নহেন, আমার অত্যন্ত মনোদুঃখ হইয়াছে, আমারদের অধীন সকল লোকের দুঃখজনক এই প্রকার গল্প একেবারে রহিত করাই আমারদের কর্ত্তব্য, অতএব তুমি আমার আজ্ঞামতে কার্য্য করহ। নগরের প্রত্যেক দ্বারেং বলবান তৈনাতি সৈন্য নিযুক্ত কর। আর যাহারা দূরদেশহইতে এই নগরে ব্যবসায় করিতে আইসে তাহারদিগকে ধরিয়া, কোন্ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহার বিশেষ সন্ধান লও। আমারদের উত্তম

রাজনিয়মের সপক্ষ লোক না হইলে, কোন মতে প্রবেশ করিতে দিও না। আরো চরেরা নিত্য এদিগ ওদিগ ভ্রমণ করুক, ও তাহারদিগকে এই ক্ষমতা দেও, আমারদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিতে অথবা শাদাই ও ইম্মনুএলের কল্পনা বিষয়ে কথোপকথন করিতে যাহাকে দেখিবে, তাহাকে ধরিয়া নষ্ট করে।"

প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া, স্বেচ্ছাবলম্বী অতি মনোযোগ করিয়া, কেহ বাহিরে যাইতে না পারে, ও যাহারা নগরে উক্ত সম্বাদ দিতে চেষ্টা করে তাহারা প্রবেশ করিতে না পায়, এই বিষয়ে গুরুতর উদ্যোগ করিল।

দ্বিতীয় কল্পনা নরাত্মাকে নূতন শপথ করাণ।

দ্বিতীয়। উক্ত কার্য্য সিদ্ধ করিলে পর নগর আপন অধীনে স্থির থাকে, এই অভিপ্রায়ে দিয়াবল লোকেরদিগকে এই অতি ভয়ানক শপথ করাইল।

বিশেষতঃ "আমরা আপনাকে ও আপনকার রাজনিয়ম কখনো ত্যাগ করিব না, আপনকার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইব না, ও আপনকার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যোগ করিব না, যে কেহ কোন ছলনা কি ব্যবস্থা কি স্বত্ব প্রকাশ করিয়া নগর অধিকার করিবার দাওয়া রাখে বা রাখিবে, আমরা তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়া, আপনাকেই আমারদের যথার্থ রাজা মানিব, ও স্বীকার করিব, ও আপনকারি সপক্ষ থাকিব।" (যিশা. ২৮ ; ১৫।) বুঝি দিয়াবলের এই জ্ঞান ছিল, মৃত্যু ও পরলোকের সঙ্গে লোকেরদের এই নিয়মহইতে শাদাই তাহারদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন না। নরাত্মার হতবুদ্ধি লোকেরাও এই শপথ কিছুমাত্র কঠিন বোধ করিল না, কিন্তু বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে যেমন গ্রাস করিয়া স্বচ্ছন্দে উদরস্থ করে, তদ্রূপ লোকসকল সহসা দিয়াবলের ঐ কথা মনে গ্রহণ করিল। তাহারা কি ইহাতে

দুঃখিত ছিল না। বরং তাক্ত প্রভুর প্রতি চিরভক্তি স্বীকার করিয়া শ্লাঘা করিতে লাগিল, আর শপথ করিয়া কহিল, "আমরা বহুরূপী নহি, প্রাচীন রাজাকে ত্যাগ করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিব না।"

এই প্রকারে দিয়াবল নগরীয় লোককে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। পরন্তু আশঙ্কা নাই দেখি ব্যক্তিরা এইরূপ কখন বোধ করে না। দিয়াবল তদ্রূপ হইয়া আরো এই কল্পনা করিল, লোকদিগকে আরো দুষ্ট করি। অতএব গলিজ-নামক এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিল, "তুমি সর্ব্ব প্রকার মন্দ ও কুৎসিত ও দুর্ব্বাক্যেতে পূর্ণ এক পত্র লিখিয়া নগরদ্বারে লট্‌কাইয়া দেও। সেই পত্রেতে সকল লোকের প্রতি এই অনুমতি দেও, যাহার যে দুষ্কর্ম্ম করিবার মানস থাকে সে তাহা করুক, কেহ কোন প্রকারে কাহারো বাধা কি নিষেধ না করে, করিলে রাজা দণ্ড করিবেন।"

তৃতীয় কল্পনা। অধিক পাপ করিতে প্রবৃত্তি দেওন।

এই কুব্যবস্থা করণের কারণ এই২। প্রথম। লোকেরা দুষ্কর্ম্মেতে আসক্ত হইলে ক্রমশঃ অধিক দুর্ব্বল হয়। তাহা হইলে তাহারদের উদ্ধার করিবার কল্পনা হইয়াছে, এই সম্বাদ পাইলেও তাহারা সেই কথা বিশ্বাস করিবে না, সত্যও জ্ঞান করিবে না। কেননা পাপ বৃদ্ধি হইলে দয়া পাইবার আশা অল্প হয়। ইহা সকলে সামান্য বুদ্ধিতেই জানে।

দ্বিতীয় কারণ এই। শাদাই রাজার পুত্র ইম্মনুএল যদিও লোকেরদের উদ্ধার করিবার জন্যে নিয়মেতে বদ্ধ বটেন, তথাপি তাহারদের অতিশয় দুষ্টাচরণ দেখিয়া ঐ নিয়ম সিদ্ধ করিবার কল্পনা ত্যাগ করিতে পারেন। কেননা শাদাই ও তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক, দিয়াবল ইহা জানিত, ও আপন যন্ত্রণাতেই তাহার দৃঢ় প্রমাণ পাইয়াছিল, বিশেষতঃ পাপপ্রযুক্ত সে গভীর স্থলে নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব সে বোধ করিল, মহা-

পাপ হইলে নরাত্মার লোকেরদেরও সেই ফল হইতে পারিবে। পরন্তু এই উপায় পাছে সফল না হয়, এই জন্যে সে অন্য উপায় স্থির করিল অর্থাৎ।

শাদাই রাজা নগর পরাজয় করিয়া সকলকে কেবল নষ্ট করিবার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, নরাত্মার লোকেরদের এমত প্রবোধ জন্মাই। সে বোধ করিল, ইহারদের এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিলে, যদিও বিপরিত সম্বাদ পায়, তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিবে না, কারণ শাদাই রাজা নগর অধীন করিতে আসিতেছেন, ইহা শুনিলে, আমারদিগকে নিতান্ত নষ্টই করিবেন, ইহাও বোধ করিবে। এই অভিপ্রায়ে সে নগরীয় সকল লোককে হাটে ডাকাইয়া তাহারদিগকে এই কথা কহিতে লাগিল।

"হে মহাশয়েরা, হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের লোক ও ন্যায়মতে আমার প্রজা। আমি যে দিবসে তোমারদের নিকটে আসিয়াছিলাম সেই দিবসাবধি অদ্যপর্য্যন্ত আমার সমস্ত রীতি ব্যবহার তোমরা জান, ও আমার কর্ত্তৃত্বকালে তোমারদের স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার যে শক্তি ও ক্ষমতা হইয়াছে তাহাও জান, তাহাতে তোমারদের ও আমার সম্ভ্রম, ও তোমারদের সন্তোষ ও আনন্দ হইয়াছে, এমত বোধ করি। এইক্ষণে, হে প্রসিদ্ধ নরাত্মা, দুঃখের সম্বাদ, নরাত্মা নগরের দুঃখের সম্বাদ শুনা গেল। আর তোমারদের দুঃখ হইবে এই আশঙ্কায় আমিও দুঃখিত হইলাম। আমি সম্প্রতি লুসিফর নামক আমার রাজ্যের এক কুলীন ব্যক্তির পত্র ডাকযোগে পাইলাম। তিনি যে কিছু সম্বাদ দেন সে সত্য বটে। তিনি লিখিয়াছেন, তোমারদিগকে মূলডাল নষ্ট করিবার জন্যে তোমারদের পূর্ব্বকালীন শাদাই রাজা সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। এই কারণে, হে নরাত্মা, এই সঙ্কট কালে কি করা উচিত, তাহা বিবেচনার

জন্যে তোমারদিগকে ডাকিলাম। আমি যদি আপনার রক্ষা-মাত্র চেষ্টা করিয়া নরাত্মার আপদ বিষয়ে চিন্তিত না হইতাম, তবে একাকী স্বচ্ছন্দে কোন দিগে পলাইতে পারিতাম। পরন্তু আমার মন তোমারদের প্রতি আসক্ত, অতএব তোমারদিগকে ত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া, আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখ তোমারদের জন্যে স্বীকার করিতে উদ্যত। তোমরা যত দিন থাক আমিও থাকিব, তোমারদের পতনে আমারও পতন হউক। হে নরাত্মা কি কহ। আপনারদের বহুকালের বন্ধুকে ত্যাগ করিবা। না আমার পক্ষেই স্থিররূপে থাকিবা।"

তাহাতে সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া কহিল, "আপনার পক্ষে যে নহে সে মরুক।"

পরে দিয়াবল কহিল, "শাদাই রাজার স্থানে আমারদের দয়া পাইবার আশা নাই, তিনি নির্দয়। তবে নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি ছলপূর্ব্বক দয়ার কথা কহিতে পারেন, কেননা তাহা করিলে অনায়াসে নরাত্মার পুনরধিকার করিব এমত জ্ঞান করেন, আর আমারদিগকে পরাস্ত করিবার আশয়ে নানা প্রকার কথা কহিবেন, কিন্তু পরাস্ত হইলে পর তিনি নির্দ্দয় রূপে নগরকে রক্তাক্ত করিবেন। অতএব যাহা কহেন তাহার একটি কথাতেও বিশ্বাস করিও না। এই-হেতুক আমার মনস্থ এই, আমরা প্রত্যেক জন তাঁহার বাধা করিয়া কোনক্রমেই তাঁহাকে বিশ্বাস না করি। করিলেই আমারদের আপদ ঘটিবে। তাঁহার মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়া কি আপনারা প্রাণে নষ্ট হইবা। তোমরা রাজ্য রক্ষার মূল নিয়ম উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া এমন ভ্রান্তি জালে বুঝি পড়িবা না।

"পরন্তু আমরা তাঁহার জন্যে দ্বার মুক্ত করিলে, তিনি যদিও নগরের ক্ষুদ্র কতিপয় জনের প্রাণ রক্ষা করেন, তথাপি হে প্রধান২ লোকসকল তোমরা, আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া

উচ্চপদ পাইয়াছ, তোমারদের আর কি লাভ হইবে। আর যদিও তোমারদের প্রত্যেক জনকে রক্ষা করেন, তথাপি পূর্ব্ববৎ, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর দাসত্বঅবস্থায় তোমারদিগকে ফেলিবেন, তাহা হইলে বাঁচিলেও কি লাভ। তোমারদের এখন যে আমোদ প্রমোদ তাহা কি থাকিবে। না বরং যে ব্যবস্থাতে তোমারদের দুঃখ জন্মিবে এমন সকল ব্যবস্থাতে বদ্ধ হইবা, আর এখন যে কর্ম্ম ঘৃণা কর এমন অনেক কর্ম্ম তোমারদের করিতে হইবে। তোমরা যদি আমার পক্ষ হও আমিও তোমারদের পক্ষ হই। দাস হইয়া প্রাণ রক্ষা করণ অপেক্ষা বীরতুল্য প্রাণত্যাগ করা ভাল। পরন্তু নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থায় দাসত্ব স্বীকার করিয়াও প্রাণ রক্ষা করা ভার। কেননা শাদাই রাজার তূরীর একং শব্দের ভাব, রক্ত, রক্ত, রক্ত ভিন্ন নয়। এই বিষয়ে সতর্ক হও। তিনি আসিতেছেন, আমি এমন সম্বাদ পাইলাম। তোমারদের এখন অবকাশ থাকিতে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াও, আমি সে অস্ত্র চালাইতে তোমারদিগকে শিক্ষা করাই। তোমারদের জন্যে আমার নির্ম্মিত অস্ত্র আছে, তাহা লইলে তোমরা মস্তকহইতে পদপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সসজ্জ হইবা, আর তাহা গাত্রে রাখিলে তাঁহার সৈন্যেরদের কোন কৌশলেই তোমারদের ক্ষতিমাত্র হইতে পারে না। অতএব আমার অস্ত্রাগারে আইস, আমি তোমারদিগকে সসজ্জ করি। সে আগারে শিরস্ত্র, বুকপাটা, খড়্গ ঢালাদি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাহা গ্রহণ করিলে তোমরা বীরতুল্য যুদ্ধ করিতে পারিবা।

"১। আমার শিরস্ত্র আশা। অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে আচরণ করিলেও পরলোকে মঙ্গল পাইবা এই আশা। "আমি আপন মনের অভিলাষানুসারে চলিয়া তৃষ্ণাপ্রযুক্ত মত্ত হইলেও আমার মঙ্গল হইবে" এই কথা যাহারা অতি পূর্ব্বে

কহিত (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯। ১৯) তাহারদের এই শিরস্ত্র ছিল। এই টোপর অনেক জন পরিয়া দেখিয়াছে, আর যাহারা ইহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহারদের আ-ঘাত কোন বাণ কি বর্শা কি খড়্গ দ্বারা হইতে পারে না। অতএব হে আমার নরাত্মার লোক সকল এই টোপর ধরিলে, তোমারদের অনেক আঘাতহইতে রক্ষা হইবেক।

"২। আমার বুকপাটা লৌহময় (প্রকা। ৯। ৯)। তাহা আপন দেশে প্রস্তুত করিয়াছি। আমার সমস্ত সৈন্য তাহা ধরে। স্পষ্ট কহি, তাহা কঠিন হৃদয় অর্থাৎ লৌহতুল্য কঠিন ও প্রস্তরতুল্য অভেদ্য। তাহা যদি রাখ, তবে বাক্যেতে তোমরা ভোলা হইবা না, দণ্ডের ভয়েতেও ভীত হইবা না। অতএব যাহারা শাদাইকে তুচ্ছ করে ও আমার পক্ষে যুদ্ধ করিতে চাহে, তাহারদের এই বুকপাটা পরা অত্যাবশ্যক।

৩। আমার খড়্গ নরকানলেতে দগ্ধ জিহ্বা (গীত ৫৭। ৪। ৬৪। ৩। য়াকুব ৩। ৬।) অর্থাৎ শাদাই ও তাঁহার পুত্র, ও ব্যবস্থা ও লোকের নিন্দা যে করে, এমন জিহ্বা। এই খড়্গ চালাও। অনেকে তাহা সহস্র সহস্রবার চালাইয়াছে। যে জন তাহা লইয়া আমার ইচ্ছামতে চালায়, তাহাকে আ-মার শত্রু কখন জয় করিতে পারিবে না।

৪। আমার ঢাল অবিশ্বাস, অর্থাৎ শাদাই রাজা দুষ্টের-দের দণ্ড করিবেন, এইরূপ সকল কথা. ও ধর্ম্মগ্রন্থের লিখিত-সকল সত্য কথায় সন্দেহ। এই ঢালের উপর তিনি অনেক বার বাণ মারিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ভগ্নও হইয়াছে (গীত ৭৬। ৩)। কিন্তু আমার দাসেরদের সঙ্গে ইম্মনুএল রাজার যুদ্ধ বিবরণ যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারদের এই সাক্ষ্য, "লোকেরদের অবিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি অনেক মহৎ কর্ম্ম করিতে পারিলেন না।" (মার্ক ৬। ৫,৬)। এই ঢাল-হইতে উপযুক্ত ফল দর্শিবার জন্যে তোমারদের এইরূপ কর্ম্ম

করিতে হইবেক, যিনি যাহা কিছু কহেন তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও না। যদি তিনি দণ্ডের কথা বলেন তবে তাহাতে কিছু ভাবনা করিও না। যদি দয়ার কথা কহেন তাহাতেও চিন্তা করিও না। নরাত্মা আমার প্রতি ফিরিলে আমি কোন অমঙ্গল না করিয়া কেবল মঙ্গল করিব, এই কথা যদি শপথ করিয়া কহেন তথাপি তাহা মানিও না। সকল কথা তুচ্ছ কর। এইরূপ করিলে তোমরা আমার দাসের উপযুক্ত মতে এই অবিশ্বাস ঢাল ব্যবহার করিবা। এই প্রকারে যে না করে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে না; তাহাকে আমি শত্রু জ্ঞান করি।"

৫। দিয়াবল আরো কহিল, "আমার অতি উত্তম অন্য এক অস্ত্র এই, মৌনি ও প্রার্থনাহীন মন, অর্থাৎ অত্যন্ত আপদের সম্ভাবনা হইলেও দয়া প্রার্থনা করা যে তুচ্ছ করে, এমন মন। অতএব হে নরাত্মা তোমরা এই বিষয় অবশ্য ধরিবা। তোমরা কি রক্ষা প্রার্থনা করিবা। আমার প্রজা হইয়া এমন কখন করিও না। তোমরা সাহসিক লোক, আমিও তোমারদিগকে অভেদ্য অস্ত্রেতে সজ্জিত করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়রূপে জানি। অতএব শাদাইর নিকটে দয়া প্রার্থনা তোমারদেরহইতে দূর হউক। এই সকল বিষয় ছাড়া আমার এই২ অস্ত্রশস্ত্র আছে, মুদ্গার, ও জ্বলন্তকাষ্ঠ, ও তীর, ও মৃত্যু, এই সকল উত্তম ও নাশক যন্ত্র।"

লোকেরদিগকে সসজ্জ করিলে পর দিয়াবল তাহারদিগকে এই কথা কহিতে লাগিল। "আমি তোমারদের রাজা, তোমরাও আমার প্রতি বিশ্বস্তহইয়া আমার সপক্ষে কার্য্য করিতে শপথ করিয়া নিয়ম করিয়াছ, ইহা মনে রাখিয়া নরাত্মার উপযুক্ত সাহস ও বীরতা প্রকাশ কর। আরো তোমরা না চাহিতেও, আমি যে সকল অনুগ্রহ করিয়াছি, তাহা মনে রাখ। আমি সাংসারিক অনেক বস্তু তোমারদিগকে দিয়া-

ছি, অর্থাৎ ক্ষমতা, ধন, লভ্য, সম্ভ্রমাদি দান করিয়াছি। এই প্রযুক্ত হে নরাত্মনিবাসি সিংহতুল্য বলবানেরা, তোমারদের রাজভক্ত হওয়া উচিত। আর এইক্ষণে তোমারদিগকে আমার হস্তহইতে কাড়িয়া লইয়া পরাধীন করার কল্পনা হইতেছে, এই সময়েতেই তোমরা ভক্তি প্রকাশ কর। আমার একটি শেষ কথা এই। যদি এই যুদ্ধেতে আমরা পরাস্ত না হই, তবে বোধ করি স্বল্পকালেই নরলোক আমার হস্তগত হইবে। তাহা হইলেই, হে সাহসিক সৈন্যগণ, আমি তোমারদিগকে রাজত্ব দিব ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ করিব। তাহাতে সকলেরই অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ হইবেক।”

এই প্রকারে নরাত্মার ধার্ম্মিক ও প্রকৃত রাজা শাদাইর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লোকেরদিগকে সুসজ্জিত করিলে পর, দিয়াবল নগরের দ্বারে দ্বিগুণ তৈনাতি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া গড়ে প্রবেশ করিল। প্রজারাও আপনারদের অভিমত ও কল্পিত সাহস প্রকাশ করিবার জন্যে দিনে২ অস্ত্র চালায়, ও পরস্পর শিক্ষা করায়, আর ভক্তি প্রকাশ করে। শত্রুরদের প্রতি স্পর্দ্ধার কথা কহিয়া মহাবীরের প্রশংসা গান করে। আর তাহার সঙ্গে শাদাই রাজার যুদ্ধ হইলে, আমরা এই২রূপে সাহস প্রকাশ করিব ইত্যাদি গল্পেতে শ্লাঘা করে।

নরাত্মার লোকেরা শয়তানের প্রতি

চতুর্থ অধ্যায়।

উক্ত সকল ব্যাপার ঘটন সময়ে, ডাক্ত দিয়াবল রাজার নির্দ্দয় হস্তহইতে নরাত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্যে, দয়ালু শাদাই রাজা আপন সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, নরাত্মার ভাব অবগত হইবার জন্যে, ও আমার কোন ভৃত্য বাক্য প্রচার করিলে তাহারা গ্রহণ করে কি না ইহার পরীক্ষা করিবার জন্যে, সৈন্যসহিত প্রথমে আপন পুত্ত্রকে না পাঠাইয়া কএক জন ভৃত্যকে পাঠাই। তাঁহারদের অধীন চল্লিশ হাজার সৈন্য। সকলেই প্রভুভক্ত ও প্রভুর মনোনীত ও মহারাজধানীহইতে প্রেরিত।

শাদাই রাজা নরাত্মা অধিকার করিবার জন্যে সৈন্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।

সেনাপতি চারি জন ছিল। এক২ জনের অধীন দশ সহস্র সৈন্য। সৈন্যাধ্যক্ষেরদের, ও ধ্বজা বাহকেরদের নাম, ও ধ্বজার রূপাদির বিবরণ লিখি। প্রথম সেনাপতির নাম বিনেরেগশ্। (মার্ক ৩।১৭)। দ্বিতীয়ের নাম দোষাবধারক। তৃতীয়ের নাম বিচারক। চতুর্থের নাম দণ্ডকারক। ইহাঁরদিগকে নরাত্মাকে অধিকার করিতে, শাদাই রাজা প্রেরণ করেন।*

সেনাপতিরদের নাম।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, নগরের প্রতি আক্রমণ করিতে রাজা সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক এই সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে প্রথমে প্রেরণ করেন। ফলতঃ রাজা কোন স্থানে যুদ্ধ করিলে প্রথমে ইহারদিগকেই প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অতি সাহসিক ও বহু ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন। রাজপথ প্রস্তুত করিবার

---

* পরমেশ্বর প্রথমে আপন ব্যবস্থাদ্বারা পাপবিষয়ক চেতনা জন্মান। (রোম। ৩॥ ২০। গাল। ৩॥ ২৪।)

উপযুক্ত, ও হাতে খড়্গ থাকিলে তাঁহারা তাবৎ শত্রুকে জয় করিতে পারেন। সৈন্যেরাও তত্তুল্য।

রাজা ন্যায়মতে যুদ্ধ করেন ও নরাত্মা নগরের প্রকৃতঅধিপতি আছেন, ইহা প্রকাশ করিতে তিনি ঐ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এক২ পতাকা দিলেন (৬০ গীত ৪)।

প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বিনেরেগশের অধীন দশ সহস্র সৈন্য। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম মেঘনাদ। ধ্বজা কৃষ্ণবর্ণ। তাহাতে তিনটা চিত্রিত জ্বলন্ত বজ্র।

দ্বিতীয় সেনাপতি দোষাবধারকের অধীন দশ সহস্র সৈন্য। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম মনস্তাপ। ধ্বজা শ্বেতবর্ণ। তাহাতে মুক্ত ব্যবস্থাগ্রন্থহইতে উদিত অগ্নিশিখা চিত্রিত। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩॥ ২)।

তৃতীয় সেনাপতি বিচারকের অধীন দশ সহস্র সৈন্য। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম ত্রাস। ধ্বজা রক্তবর্ণ। তাহাতে চিত্রিত জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (মথী ১৩। ৪১,৪২)।

চতুর্থ সেনাপতি দণ্ডকারক। তাঁহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য। ধ্বজাবাহকের নাম ন্যায়। তাঁহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে চিত্রিত নিষ্ফল বৃক্ষের মূলে লাগান কুড়ালি। (মথী ৩। ১০)।

সকল সৈন্যই প্রভুভক্ত ও যুদ্ধেতে অতি পরাক্রান্ত।

উক্ত সমস্ত সেনাপতি সৈন্যপ্রভৃতিকে শাদাই রাজা এক দিন মাঠে দণ্ডায়মান করাইয়া, প্রত্যেক জনকে নিকটে ডাকিয়া, যাহার যে পদ ও যে কার্য্য ছিল, তাহাকে তাহার উপযুক্ত সাজ দিলেন।

আর এই প্রকারে রাজা আপনি সৈন্যকে একত্র করিয়া, তাহারদের সাক্ষাতে সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞাপত্র দিয়া কহিলেন, "সাবধান, বিশ্বস্ত হইয়া ও সাহস করিয়া এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম কর।" সেনাপতিরদিগকে যে২ আজ্ঞাপত্র দিয়াছিলেন

তাহা সকল একইরূপ। কেবল নাম, উপাধি, বাসস্থান, পদ ইত্যাদিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ। ঐ আজ্ঞাপত্রের মর্ম্ম এই।

"নরাত্মা নগরের শ্রীমান্ মহারাজ শাদাই বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সেনাপতি বিনেরেগশ্‌কে নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যে আজ্ঞা-পত্র দেন তাহা এই।

"হে বিনেরেগশ্, আমার দশ সহস্র সাহসিক ও বিশ্বস্ত সৈ-ন্যের অধ্যক্ষ, অতি সাহসিক ও মেঘনাদতুল্য শব্দকারি তুমি, এই সকল সৈন্য লইয়া নরাত্মা নগরে গিয়া, প্রথমে তাহারদের নিকট সন্ধি করিবার এই কথা কহ, "তোমরা দুষ্ট দিয়াবলের যোঁয়ালি ও তাহার অধীনতা ত্যাগ কর, শাদাই মহারাজা প্র-কৃত রাজা ও প্রভু, তাঁহার অধীন হও।" আরো কহ, "নরাত্মা নগরের মধ্যে দিয়াবলের যে সকল বস্তু থাকে তাহা আপ-নারদের নিকটহইতে দূর কর।" ইহাতে যদি স্বীকার করে, তবে তাহারা কপট নহে তদ্রূপই করিবে, ইহার উপযুক্ত প্রমাণ লও। আর যদি সরলভাবে তোমার কথা গ্রহণ করে, তবে তুমি সাধ্যমতে উদ্যোগ করিয়া নগরে আমার জন্যে গড় নির্ম্মাণ কর। আর নগরজাত যত লোক আমার অধীন হইতে চাহে তাহারদের অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির প্রতিও কোন অত্যাচার করিও না, সকলের প্রতি বন্ধু ও ভ্রাতৃ তুল্য আচরণ কর। এমন সকল লোককেই আমি স্নেহ করি। তাহারা আমার অতি প্রিয়। তাহারদিগকে কহ, আমি সময়ক্রমে তাহারদের নিকটে উপস্থিত হইয়া দয়ার ভাব প্রকাশ করিব। ১ থিষল ২। ৭—১১।

"পরন্তু তোমার কথা শুনিয়া ও তোমার ক্ষমতা জানিয়াও যদি তাহারা বাধা দেয় ও আমার বিদ্রোহী হইয়া থাকে, তবে তোমার সমস্ত বুদ্ধি ও বল ও পরাক্রম ও শক্তিক্রমে তাহার-দিগকে অধীন কর ইতি।"

এই ভাবের আজ্ঞাপত্র সকল সেনাপতিকেই দিলেন।

তাঁহারা প্রত্যেকে উক্ত প্রকারে রাজার নিকটে আজ্ঞাপত্র পাইয়া, নিরূপিত দিনে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্বং পদোপযুক্ত বেশে বিভূষিত হইলেন। পরে, শাদাই রাজার সঙ্গে ভোজন করণান্তর, উড্ডীয়মান পতাকা লইয়া যাত্রা করিতে লাগিলেন। অগ্রে বিনেরেগশ্, পরে দোষাবধারক ও বিচারক, শেষে দণ্ডকারক গমন করিলেন। রাজধানীহইতে নরাত্মা অতিদূর। নানা দেশ দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কোন স্থানেই কাহারো ক্ষতি বা অপমান না করিয়া, সকলেরই মঙ্গল করিতেং চলিলেন। পথের ব্যয়সকল রাজভাণ্ডারহইতে পাইলেন।

এতদ্রূপে অনেক দিবস যাত্রা করিলে পর নগর দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ঐ নগর দিয়াবলের ইচ্ছা ও ব্যবস্থা ও কল্পনার অধীন আছে, জানিয়া তাহারা অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিলেন।

নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কর্ণদ্বারের সম্মুখে তাম্বু ফেলিয়া থাকিলেন, কারণ সেই দ্বার শুনিবার স্থান। পরে ছাউনির চতুর্দ্দিগে মুর্চাবন্দি করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

নগরীয় লোকেরা অনেক সৈন্য দেখিয়া, ও তাহারা সকলই সাহসিক সুসজ্জিত সুনিয়মবদ্ধ দেখিয়া, ও তাহারদের অস্ত্রশস্ত্রের চাকচক্য ও ধ্বজা উড্ডীয়মান দেখিয়া, আপনারদের ঘরহইতে বাহির হইয়া দেখিতে লাগিল। অতি ধূর্ত্ত দিয়াবল ইহা দেখিয়া মনেং এই সন্দেহ করিল, "লোক সকল এইপ্রকার দেখিতেছে, ইতিমধ্যে সেনাপতিরা আজ্ঞা করিলেই তাহারা দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে পারে।" অতএব সে অতিশীঘ্র গড়হইতে বাহির হইয়া, সকলকে নগরের মধ্যস্থলে ডাকিয়া, এই মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা কহিতে লাগিল।

ধার্ম্মিক লোকের সদাচার দেখিয়া সাংসারিক লোকের মনে প্রবোধ জন্মে।

"হে মহাশয়েরা, তোমরা আমার বিশ্বাস্য ও অতি প্রিয় বন্ধু বট। তথাপি অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর অধিকার করণের জন্যে যে বহুসংখ্যক ও মহাপরাক্রান্ত সৈন্যেরা কল্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুর্চাবন্দি করিয়াছে, তাহারদিগকে দেখিতে যাওয়া তোমারদের অতি অবিবেচনার কার্য্য। তৎপ্রযুক্ত তোমারদিগকে কিছু অনুযোগ করা আমার উচিত হয়। তাহারা কে, কোথাহইতে আসিয়াছে, কি অভিপ্রায়ে নগরের সম্মুখে ছাউনি করিয়াছে, তাহা কি জান। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, বিপক্ষেরা নগর বেষ্টন করিতে আসিবে, তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমি আপন সম্পত্তি ব্যয় করিয়া তোমারদের শরীর ও মন সুসজ্জিত করিয়াছিলাম। দেখ তাহারাই আসিয়াছে। তাহারা উপস্থিত হইলেই তোমারদের একেবারে নগরের সকল লোককে সঙ্কটের সম্বাদ দেওয়া উচিত ছিল। তাহা যদি করিতা, তবে আমরা সকলে আত্মরক্ষার জন্যে অতিশয় সাহসী হইয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইতাম। এমন করিলে আমার মনোনীতের উপযুক্ত কর্ম্ম করিতা। পরন্তু তোমরা যে প্রকার আচরণ করিয়াছ, তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ উদ্বেগ জন্মিয়াছে। এক্ষণে তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে, বোধ হয় তোমরা তাদৃশ সাহসী হইবা না। নগরের দ্বারে দ্বিগুণ তৈনাতি সৈন্য কেন নিযুক্ত করিলাম। তোমারদিগকে লৌহবৎ কঠিন, ও তোমারদের মন যাঁতার প্রস্তরের তুল্য শক্ত কেন করিলাম। কি এইজন্যে যে তোমরা স্ত্রীর ন্যায় সাহসহীন হও, ও শিশুর মত বিনাশক শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হও। ধিক তোমারদের। আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হও, ঢক্কা মার, যুদ্ধের জন্যে সসজ্জ হইয়া একত্র দাঁড়াও। তাহাতে শত্রুরা জানুক, অগ্রে বীরেরদের সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে, নরাত্মার অধিকার হইবেক না।

শয়তান ঈশ্বরের বাক্য প্রচারকদিগকে বড় ভয় করে।

The Trumpeter's summons to the Town

"এইক্ষণে তোমারদিগকে আর অনুযোগ করিব না, কিন্তু সাবধানং, উত্তরকালে এমত কর্ম্ম কদাচ আর না হয়। আমার আজ্ঞা না পাইলে, এক জনও প্রাচীরের উপর দিয়া দেখিতে না উঠে। এখন আমার আজ্ঞা শুনিলা। এই আজ্ঞামত করিলে আমি তোমারদের মধ্যে নিষ্কণ্টকে থাকিতে পারি, ও যেমন আপনার বিষয়ে তেমন তোমারদেরও প্রাণ ও মান রক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকিব ইতি।"

এই সকল কথা শুনিয়া নগরীয় লোকেরদের মন চঞ্চল হইল। তাহারা অত্যন্ত ভয় করিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, ও "যাহারা জগৎকে উলটিয়া ফেলে তাহারা পঁহুছিয়াছে" নগরের পথেং দৌড়াদৌড়ি করিয়া এই কথা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কেহ নীরব হইয়া থাকিতে পারিল না, সকলেই হতবুদ্ধির ন্যায় চাৎকার করিয়া কহিল, "আমারদের শান্তিনাশক ও নগর অপহারকেরা আসিয়াছে।" দিয়াবল এই সকল শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, মনেং ভাবিল, "এই বটে। ইহাতেই তোমারদের রাজার প্রতি ভক্তি প্রকাশ হইতেছে। তোমারদের এই ভাব থাকিলে, দেখি নরাত্মার অধিকার কে করে।"

অনন্তর শাদাই রাজার সৈন্যেরা ছাউনি করিলে পর তৃতীয় দিনে বিনেরেগশ্ তূরীবাদককে * কহিল, "তুমি কর্ণদ্বারে গিয়া আপন প্রভুর উদ্দেশে যাহা কহিবা সেই কথা মনোযোগ করিয়া শুনিতে শাদাই রাজার নাম লইয়া, নরাত্মার লোকদিগকে ডাক।" সেনাপতির আজ্ঞামতে শ্রুতাবধান নামক তূরীবাদক কর্ণদ্বারে গিয়া লোকেরদিগকে মনোযোগ করাইবার তূরী বাজাইল। কিন্তু দিয়াবলের আজ্ঞামতে, কেহ উপস্থিত হইল না, কেহ কোন উত্তর করিল না, মনোযোগ করিল না।

কর্ণদ্বারে রাজার তুরী বাজে।

* প্রচারককে।

তূরীবাদক সেনাপতির নিকট ফিরিয়া গিয়া বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে সেনাপতি দুঃখিত হইয়া কহিল, "তবে এইক্ষণে তাম্বুতে যাও।" দ্বিতীয়বার তূরীবাদককে কর্ণদ্বারে পাঠাইয়া পূর্ব্ববৎ আজ্ঞা করিলেন, তাহাতেও লোকেরা দিয়াবলের আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া, পূর্ব্বমত করিল। অতএব সেনাপতির, সভাস্থ হইয়া নরাত্মা অধিকার করিবার জন্যে কি করিতে হয় এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহারদের রাজদত্ত আজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া তাহার ভাব লইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে অনেক মন্ত্রণা করিয়া, এই স্থির করিলেন, "তূরীবাদক আর একবার লোকেরদিগকে আহ্বান করুক, তাহাতেও যদি না শুনিয়া রাজবিদ্রোহ করিতে থাকে, তবে আমরা তাহারদিগকে শাদাই রাজার আজ্ঞাধীন করিতে বলপূর্ব্বক উদ্যোগ করিব। এই কথা তূরীবাদক তাহারদিগকে জানাউক।"

অতএব বিনেরেগশ্ তূরীবাদককে কহিলেন, "তুমি আর একবার কর্ণদ্বারে যাও, আর তূরীর মহাধ্বনি করিয়া, শাদাই মহারাজের নাম লইয়া, তাহারদিগকে কহ, "অবিলম্বে তোমরা কর্ণদ্বারে আইস, আর মহারাজার শ্রীযুত সেনাপতি মহাশয়েরদের বক্তব্য কথায় অবধান কর।" তূরীবাদক তদনুসারে কর্ণদ্বারে উপস্থিত হইয়া তূরীর ধ্বনি করিয়া তৃতীয়বার লোকেরদিগকে ডাকিল। আরও তাহারদিগকে কহিল, "তোমরা না শুনিলে, প্রভুর সেনাপতিরা আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক তোমারদিগকে বাধ্য করিবেন।"

পূর্ব্বে যে ধর্ম্মভঞ্জকের কথা লিখিয়াছি, অর্থাৎ যাহাকে দিয়াবল নগরাধ্যক্ষ ও নগরের দ্বার রক্ষক করিয়াছিল সেই স্বেচ্ছাবলম্বী তৎকালে দাঁড়াইয়া অতি দর্পের কথা কহিয়া, তূরীবাদককে কহিল, "তুই কে, কোথাহইতে আসিয়াছিস্, নগর দ্বারে এমন ভয়ানকরূপে চীৎকার বা কেন করিতেছিস্, আর লোককে এমন অসহ্য কথা কেন বলিতেছিস্।"

তূরীবাদক এই উত্তর করিল, " তুমি ও নগরীয় সমস্ত লোক যে শাদাই মহারাজের উপরে গুড়মুড়া তুলিয়াছ, সেই মহারাজার প্রধান সেনাপতি বিনেরেগশের চাকর আমি। নগরীয় লোকের প্রতি আমার প্রভুর কিছু কথা আছে, তোমরা তাহাতে মনোযোগ করিলে, মঙ্গল। না করিলে, উপযুক্ত ফল ভোগিতে হইবেক।"

তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল, " আমি এ কথা আপন প্রভুকে জানাই, দেখি তিনি কি কহেন।"

তূরীবাদক উত্তর করিল, " আমারদের যে কথা তাহা দিয়াবলের নিকটে নহে, দুর্ভাগা নরাত্মার নিকটে আমরা আসিয়াছি, অতএব দিয়াবল বা তাহার স্বপক্ষ কেহ যাহা কহে তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না। তাহার নির্দ্দয় রাজত্বহইতে এই দুভাগা নগরকে উদ্ধার করিবার জন্যে ও অতি ধার্ম্মিক শাদাই রাজার অধীন লোকেরা পূর্ব্ববৎ হয়, পরামর্শ দিতে আসিয়াছি।'

স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল, " আমি তোমার কথা নগরীয় লোককে শুনাই।"

তূরীবাদক কহিল, " সাবধান, আমারদিগকে প্রবঞ্চনা করিও না, পাছে আমারদিগকে প্রবঞ্চনা করণেতে আপনারাই অধিকরূপে বঞ্চিত হও।" আর কহিল, " দেখ তোমরা শান্তিভাবে আমারদিগকে অধিকার করিতে না দিলে, আমরা যুদ্ধ করিয়া বলক্রমে তোমারদিগকে জয় করিব, এই স্থির করিলাম। আর আমার এই কথার সত্যতার চিহ্ন এই। কল্য তোমরা নগরের নিকটস্থ ঢিবির উপর, জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণ পতাকা দেখিবা।"

পরে স্বেচ্ছাবলম্বী প্রাচীরহইতে নামিল। তূরীবাদক ছাউনিতে ফিরিয়া গেলে শাদাই মহারাজের সেনাপতিরা একত্র হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, " লোকেরা তোমার কথা শুনি-

য়াছে কি না, বা কি হইয়াছে বল।” তূরীবাদক কহিল, তূরীর ধ্বনি করিয়া লোকেরদিগকে আমার কথা শুনিতে ডাকিলে, নগরাধ্যক্ষ ও দ্বাররক্ষক স্বেচ্ছাবলম্বী প্রাচীরের উপর দিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি, কোথাহইতে আসিয়াছ, এমন মহাধ্বনি করিবার কি অভিপ্রায়।” পরে আমি উপযুক্ত কথা কহিয়া “ইহা শাদাই রাজার আজ্ঞা,” এমত কহিলাম। পরে স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল “তোমার এই কথা আমি রাজাকে ও নরাত্মার লোককে জানাইব।” পরে চলিয়া আইলাম।”

বিনেরেগশ্ ঐ সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, “আমরা কতক দিন এই স্থানে থাকিয়া দেখি, বিদ্রোহিরা কি করে।” কতক দিবস পরে বিনেরেগশ্ ও তাঁহার সঙ্গি সেনাপতিরদের কথা নরাত্মার শুনিবার সময় উপস্থিত হইলে, শাদাই রাজার সমস্ত সৈন্যকে আজ্ঞা হইল, “সকলই সাজিয়া প্রস্তুত হও। নগরীয় লোকেরা মানিলে তাহারদের প্রতি করুণাচরণ করিতে হইবেক। না মানিলে বলপূর্ব্বক বশ করিতে হইবেক।” অতএব সেই দিবসের কার্য্যের নিমিত্তে সকলকে প্রস্তুত করিবার জন্যে সমস্ত সৈন্যদলের তূরীবাদকেরা তূরীধ্বনি করিল। পরন্তু নরাত্মার লোকেরা ঐ তূরীর ধ্বনি শুনিয়া বোধ করিল, “অবশ্য আমারদের নগরে আক্রমণ করিবার জন্যে লোকেরদিগকে একত্র ডাকিতেছে।” অতএব তাহারা প্রথমে ভয়প্রযুক্ত অতিশয় অস্থির হইল। পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সাধ্যমতে ইহা বলিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল” সৈন্যেরা আক্রমণ করিলে আমরা যুদ্ধ করিব। না করিলেও আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত থাকিব।”

অনন্তর সময় অতীত হইলে বিনেরেগশ্ লোকেরদের উত্তর শ্রবণ করিতে চাহিলেন। অতএব তিনি পুনরায় আপন তূরীবাদককে পাঠাইয়া শাদাই রাজার উক্ত কথা শুনাইতে লো-

কদিগকে ডাকিলেন। তাহাতে তূরীবাদক তূরীর ধ্বনি করিলে, নগরের লোকেরা উপস্থিত হইয়া প্রথমে কর্ণদ্বার অতি দৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখিয়া প্রাচীরে উঠিল (সিখ। ৭ ।। ১১)। তাহারদিগকে দেখিয়া বিনেরেগশ্ কহিলেন, "নগরাধ্যক্ষকে দেখিতে চাহি।" তৎকালে কামুকের স্থানে অবিশ্বাস অধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেছিল, অতএব অবিশ্বাস প্রাচীরে দাঁড়াইল। বিনেরেগশ্ তাহাকে দেখিয়া অতি উচ্চ শব্দে কহিলেন "এ নহে। নগরের পূর্ব্বকালের অধ্যক্ষ সুবুদ্ধি কোথায়, তাহার সঙ্গে কথা কহিব।"

দিয়াবলও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে সেনাপতি, তুমি এই চারিবার সাহস করিয়া নগরের লোকদিগকে তোমার রাজার অধীন হইতে কহিয়াছ। কাহার অনুমতিতে এমন কর্ম্ম করিতেছ তাহা জানি না, জানিতে চাইও না। কিন্তু তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল গণ্ডগোলের কারণ কি। তোমারদের বা অভিপ্রায় কি।"

বিনেরেগশের কথা ।।

তাহাতে তিনটা জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজা যাঁহার, সেই বিনেরেগশ্ দিয়াবলকে অবহেলা করিয়া কিছু উত্তর না দিয়া, নগরের লোকদিগকে কহিলেন, "হে দুর্ভাগা, বিদ্রোহি নরাত্মা, তোমারদিগকে জানাইতেছি, আমার অতি দয়ালু প্রভু শ্রীমন্মহারাজ শাদাই তোমারদিগকে তাঁহার অধীন করিতে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার মোহরাঙ্কিত এই আজ্ঞাপত্র দেখ। আর তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা আমারদের কথা শুনিয়া তাঁহার আজ্ঞার অধীন হইলে আমরা তোমারদের প্রতি বন্ধু ও ভ্রাতার মতে আচরণ করি। কিন্তু আমারদের কথা না শুনিয়া যদি তোমরা বিদ্রোহী হইতে থাক, তবে আমিরা বলপূর্ব্বক তোমারদিগকে জয় করিব।"

তৎপরে শ্বেতবর্ণ ধ্বজাতে চিত্রিত মুক্তব্যবস্থাগ্রন্থ যাঁহার

।দোষাবধারকের কথা ।।

সেই দোষাবধারক কহিলেন, “হে নরাত্মা, শুন। হে নরাত্মা, তুমি পূর্ব্বে নির্দ্দোষী হইয়া প্রসিদ্ধ ছিলা, এইক্ষণে অসত্যতা ও প্রবঞ্চনাতে আসক্ত। (রোম। ৩।। ১০-১৯ ২৩। ১৬।। ১৭, ১৮। গীত ৫০,২১,২২)। বিনেরেগশ্ ভ্রাতা যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়াছ। যাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছ, তিনি তোমারদিগকে মহাক্রোধে বিদীর্ণ করিতে পরাক্রান্ত, কিন্তু এখন শান্তি ও দয়ার প্রসঙ্গ করিতেছেন। সেই শান্তি ও দয়া গ্রহণ করিলে. তোমারদের বুদ্ধির প্রমাণ, ও সুখ হয়। কেননা আমারদের শাদাই রাজা মহাশক্তিমান, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কেহ তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। যদি বল, আমি পাপ করি নাই,রাজার বিপরীতাচরণও করি নাই। তবে শুন। তুমি তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়াছ. তোমার পাপের আরম্ভ এই। আর যে দিবসে তাহা করিয়াছ, সেই অবধি অদ্যপর্য্যন্ত তোমার সমস্ত ক্রিয়াই তোমার দোষের প্রমাণ। নতুবা দিয়াবলের কথা শুনিয়া তাহাকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলা কেন। তুমি শাদাই রাজার ব্যবস্থা তুচ্ছ করিয়া দিয়াবলের আজ্ঞা মানিলা কেন। আমরাই শাদাই রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য, কিন্তু আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে অস্ত্র লইয়া আমারদের সম্মুখে দ্বার বদ্ধ রাখিলা কেন। অতএব আমারদের পরামর্শ গ্রহণ কর, ও আমার ভ্রাতার কথা মান। দয়া পাইবার অবকাশ থাকিতে তাহা গ্রহণ কর, তোমার শত্রুর সঙ্গে শীঘ্র মিল (লুক ১২।। ৫৮, ৫৯)। হায় নরাত্মা, দিয়াবলের চাতুরী বাক্য শুনিয়া আপনার দয়া পাইবার বাধা করিও না, ও আপনার দুঃখ সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিও না। কি জানি সে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিয়া তোমারদিগকে এমন প্রবোধ দিয়া থাকিবে যে. এই কার্য্যেতে আমরা আপনারদেরই মঙ্গল চেষ্টা করি, তোমারদের নয়। কিন্তু

আমারদের এই কার্য্য করিবার কারণ এই আমরা আপনার-দের প্রকৃত রাজার আজ্ঞা মানি ও তোমারদের মঙ্গল চেষ্টা করি। ইহা নিশ্চয় জান।

"আরো নরাত্মা বিবেচনা কর। মহারাজা এইপ্রকারে তোমার নিকটে দয়ার কথা প্রচার করেন, ইহাতে কি তাঁহার আশ্চর্য্য অনুগ্রহ প্রকাশ হয় না। তোমরা তাঁহার প্রজা হও, এই জন্যে তিনি আমারদিগকে পাঠাইয়া তোমারদিগকে মিষ্ট কথা কহিয়া ডাকিতেছেন। (২ করি। ৫॥ ১৮-২১)। তাঁহার সেবা তোমরা না করিলেও, তাঁহার কিছু হানি হয় না, তোমার-দেরই অতিশয় ক্ষতি হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দয়ালু, নরাত্মার নাশ হয় তাঁহার কোন মতে এই বাঞ্ছা নয়, বরং তাঁহার প্রতি মন ফিরাইয়া বাঁচ এই তাঁহার বাঞ্ছা।"

[বিচারকের কথা।]

পরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড চিত্রিত রক্তবর্ণ ধ্বজা যাঁহার সেই বিচারক কহিলেন, "হে নরাত্মানগর নি-বাসিরা, তোমরা অনেক দিবসাবধি শাদাই মহারাজার নিকটে বিদ্রোহী আছ, এইক্ষণে জান আমরা আ-পনারদের কল্পিত কোন কথা জানাইতে আইলাম না, আমার-দের প্রতি দোষ হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিফল দিতেও আইসি নাই। তোমরা আমারদের প্রভু মহারাজের অধীন হও এই জন্যে তিনি আমারদিগকে পাঠাইয়াছেন। তোমরা তাঁহার অধীন না হইলে, তোমারদিগকে বলপূর্ব্বক অধীন করিতে, আমরা আজ্ঞা পাইয়াছি। আর আমারদের মহারাজা আপন শক্তিতে তোমারদিগকে বশ করিয়া পদতল করিতে পারেন না, এমন বোধ করিও না; দিয়াবল এমন কথা কহিয়া তোমার-দিগকে না ভুলাউক। আমারদের রাজা সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি পর্ব্বতকে স্পর্শমাত্র করিলে তাহা ধূম্রময় হয়। আর তাঁহার দয়ারূপ দ্বারও নিত্য মুক্ত থাকিবে না? দেখ ভুন্দুরের

ন্যায় যে দিন জ্বলিবে এমন দিন অতি শীঘ্র পঁহুছিবে, বিলম্ব হইবে না। (মালা। ৪ ॥ ১। ২ পিত। ২ ॥ ৩)।

“হে নরাত্মা তোমার অনেক দোষ হইলেও রাজা দয়ার কথা কহেন, এই কি ক্ষুদ্র বিষয়। তিনি আপন স্বর্ণময় রাজদণ্ড এখনও বিস্তার করিতেছেন (ইষ্টর ৫ ॥ ২) ও আপন দয়ারূপ দ্বার বন্দ করেন না। তুমি কি তাঁহাকে বিরক্ত করিবা। যদি কর তবে আমার কথা শুন, সেই দ্বার একবার বদ্ধ হইলে কখনো আর খোলা যাইবে না। যদি বল তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তবে শুন তিনি ন্যায় বিচারের ফল দিবেন। তাঁহাতে বিশ্বাস কর। সাবধান। পাছে তাঁহার ক্রোধ তোমাকে একাঘাতে নষ্ট করে, তাহা হইলে বহু প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তোমার মুক্তি হইবে না। তিনি কি তোমার ধন মানিবেন। তাহা নয়, তোমার সম্পত্তি ও সমূহ ক্ষমতা মানিবেন না। তিনি বিচার করিতে আপন সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি অগ্নিবৎ তেজেতে আসিবেন ও তাঁহার রথ সকল প্রবল ঝড়ের ন্যায় আসিবে, তিনি মহা তাপে আপন ক্রোধ ও প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা আপন অভিশাপ দেখাইবেন। (আয়োব ৩৬ ॥ ১৮,-১৯। গীত ৯। ৭। য়িশা। ৬৬ ॥ ১৫) অতএব হে নরাত্মা সাবধান, পাছে দুষ্টেরদের দণ্ডের উপযুক্ত কর্ম্ম করিলে, ন্যায় বিচারে দণ্ডগ্রস্ত হও।”

বিচারক এই সকল কথা নরাত্মাকে কহিতেছেন, ইতিমধ্যে কেহ২ দেখিল যে দিয়াবল কাঁপিয়া উঠে। বিচারক আরো কহিলেন “হে দুর্ভাগা লোক, আমরা মহারাজের দূত, তোমারদের রক্ষা হইলে আমারদের আনন্দ হয়, আমারদের যাইবার জন্যে দ্বার মুক্ত করিবা কি না। (যিহি। ২২ ॥ ১৪) তিনি যখন তোমারদের বিচার করিবেন, তখন কি তোমারদের মন সহ্য করিবে, কিম্বা তোমারদের হস্ত বলবান হইতে পারিবে। দিয়াবল ও তাহার দূতগণের জন্যে আমারদের

রাজা যে যন্ত্রণার সাগর প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাহইতে তোমার-দিগকে বাহুল্যরূপে পান করাইলে তোমরা কি তাহা সহ্য করিতে পারিবা। অতএব বিবেচনা কর। সময় থাকিতে সাবধান হও।"

পরে চতুর্থ সেনাপতি দণ্ডকারক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,

[দণ্ডকারকের কথা।]

"হে পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ, এইক্ষণে নীরস শাখা-তুল্য, পূর্ব্বে স্বর্গস্থ পবিত্রগণের রম্যস্থান, এইক্ষণে দিয়াবলের আবাস, নরাত্মা নগরের লোক সকল, আমার কথাও শুন, এবং শাদাই মহারাজার নামে তোমার-দের নিকট আমার যাহা কহিতে হয় তাহাতে মনোযোগ কর। দেখ বৃক্ষের মূলে কুড়ালি লাগান গিয়াছে যে প্রত্যেক বৃক্ষ উত্তম ফল না ফলে তাহা ছিন্ন হইয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে (মথি। ৩॥ ৭-১০)।

"হে নরাত্মা নগর তুমি সেই নীরস বৃক্ষ, তোমাতে কেবল কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা হয়। কুফলেতে কুবৃক্ষ জানা যায়। তোমার দ্রাক্ষার ফল বিষতুল্য ও গুচ্ছ তিক্ত (দ্বি। বি। ৩২॥ ৩২) তুমি রাজার বিপরীত কর্ম্ম করিয়াছ। শাদাই মহারা-জার পরাক্রম ও বল যে আমরা, আমরাই তোমার মূলেতে লাগান কুড়ালি। কি কহ। ফিরিবা। পুনশ্চ জিজ্ঞাসি, ফিরিবা। কুড়ালি তুলিয়া আঘাত না হইতেং শীঘ্র উত্তর কর। হায় ফির, ফির। আঘাত করিবার জন্যে তোমার মূলে কুড়ালি লাগান গেল। প্রথমে ভয় ও চেতনা জন্মাইবার জন্যে কুড়ালি লাগান যায়, পরে কাটিবার আঘাত হইবে, ইহার মধ্যেই মন ফিরাইবার অবকাশ। কি করিবা। মন ফিরাইলে মঙ্গল। না ফিরাইলে কাটিয়া ফেলিতে হয়। হে নরাত্মা কাটিয়া ফেলাগেলে তুমি পড়িয়া যাইবা। কেননা যেমন চেতনা জন্মাই-বার জন্যে মূলেতে কুড়ালি লাগাইবার আজ্ঞা হইয়াছে, তে-মনি কাটিবারও আজ্ঞা হইয়াছে। আমারদের রাজার আজ্ঞা

মানিলে আমরা আঘাত করিব না, না মানিলে কাটি[illegible] হে নরাত্মা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে নিবারণ না হয়, তবে তোমাকে কাটিয়া অগ্নিতে ফেলা গেলে পর তুমি দগ্ধ হইবা।

"হে নরাত্মা ঈশ্বর চিরকাল সহ্য করেন না। এক, দুই, তিন বৎসর তিনি ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু তিন বৎসর-পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইলে তিনি কাটিয়া ফেলিবার আজ্ঞা করিবেন, তাহা হইলে কাটিয়া ফেলিতেই হইবেক। (লুক ১৩॥ ৭) দেখ তুমি তিন বৎসরের অধিক কালও বিদ্রোহাচরণ করিতেছ। আমারদের রাজার কথা কথামাত্রই, তাঁহার বাক্য সফল করিবার ক্ষমতা নাই, এমত বোধ করিও না। হে নরাত্মা আমারদের মহারাজার বাক্য পাপিরা তুচ্ছ করিলে, সেই বাক্য কেবল ভয় জন্মাইবার জন্যে নয়, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় সর্ব্বনাশক হয়।

"তোমরা অনেক কালাবধি নিষ্ফল স্থানযোড়াকারি বৃক্ষের ন্যায় আছ, সেই অবস্থায় কি থাকিবা। তোমারদের পাপ-প্রযুক্তেই মহারাজার সৈন্যেরা উপস্থিত হইয়াছে। তবে তোমারদের কি নিতান্ত মহাদণ্ড করিতেই হইবেক। সেনাপতিরদের কথা তোমরা শুনিয়াছ, তথাপি দ্বার খুল নাই। হে নরাত্মার লোক সকল কহ। যাহা করিতেছ তাহাই করিবা, কি সন্ধি করিবা। তোমারদের কি ইচ্ছা।"

চারি জন সম্ভ্রান্ত সেনাপতির এই সকল কথায় নরাত্মার লোকেরা মনোযোগ করিল না। তাহারদের শব্দ কর্ণদ্বারে পঁহুছিল, কিন্তু দ্বার খোলা গেল না। শেষে নগরের লোকেরা কহিল, "তোমারদের কথা বিবেচনা করিবার জন্যে কিঞ্চিৎ অবকাশ চাহি।" তাহাতে সেনাপতিরা কহিলেন "নগর-বাসি কুবিরামকে আমারদের হস্তে দেও, আমরা তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল দেই। পরে তোমারদিগকে বিবেচনা করিবার সময় দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে না দিলে

তোমরা সময় পাইবা না।" কেননা কুবিরাম যাবৎ নরাত্মায় থাকে তাবৎ কোন প্রকার সদ্বিবেচনা না হইয়া কেবল কুতর্কই হইবেক।

ঐ কুবিরাম দিয়াবলের পক্ষে বক্তা, অতএব তাহাকে কোন মতে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না, কিন্তু সেনাপতিরা যদি তাহাকে ধরিতে পারিত তবে তাহার কোন মতে রক্ষা হইত না।

[দিয়াবল তখন উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসের দ্বারা উত্তর করিল।]

তৎকালে দিয়াবল সেই স্থানে থাকিয়া প্রথমে আপনি উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরে অন্যমতি হইয়া নগরের তৎকালীন অধ্যক্ষ অবিশ্বাসকে কহিল "মহাশয়, এই লক্ষ্মীছাড়ারদিগকে তুমি উত্তর দেও। নরাত্মার সমস্ত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে এই জন্যে উচ্চশব্দে কহ।"

দিয়াবলের আজ্ঞামতে অবিশ্বাস কহিতে লাগিল "হে মহাশয়েরা, তোমরা নগরের চতুর্দ্দিগে ছাউনি করিয়া আমারদের রাজাকে ব্যামোহ দিতেছ, ও লোকেরদের উদ্বেগ জন্মাইতেছ। তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ তাহা জানিতে চাহি না। তোমরা আপনারদের যে পরিচয় দেও তাহা বিশ্বাস করিব না। অতিভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া কহিতেছ, আমরা শাদাইমহারাজার আজ্ঞামতে আসিয়াছি, কিন্তু তাঁহার এমত আজ্ঞা করিবার কি ক্ষমতা তাহাও জানিতে চাহি না।

[অবিশ্বাসের কথা।]

"তাঁহার আজ্ঞামতে তোমরা নগরের লোকেরদিগকে কহিতেছ, তোমরা নিজ প্রভুকে ত্যাগ করিয়া আমারদের শাদাই মহারাজার শরণাপন্ন হও। আর অমূলক আশা দিয়া কহিতেছ, তাহা করিলে তিনি কোন দোষের বিচার না করিয়া সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিবেন।

"আরো এই ভয় দেখাইয়া কহিতেছে, আমারদের আজ্ঞামত না করিলে নগর বিনষ্ট করিব।

"হে সেনাপতিরা, যে কোন স্থানহইতে আইস, ও তোমার-দের অভিপ্রায় যাহা হউক, তথাপি জান, আমার প্রভু দিয়াবল, ও তাঁহার ভৃত্য আমি অবিশ্বাস, ও নরাত্মা নগরের অতি সাহসিক কোন লোক তোমারদিগকে কিম্বা তোমারদের কথা বা তোমারদের রাজাকে কিছুমাত্র মানি না, তাঁহার পরাক্রম বা প্রতাপ বা দণ্ডেতে আমরা ভয় করি না, তোমার-দের কোন কথাতেই মনোযোগ করিব না।

"আর তোমরা যে যুদ্ধের কথা কহিতেছ তাহাতে আমরা সাধ্যমতে আত্মরক্ষা করিব। তোমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উপায়ের অভাব নাই। আর বিস্তারিত কহিবার আবশ্যক নাই, স্পষ্টই কহিতেছি, তোমরা লক্ষ্মীছাড়া বেটুয়া নিমক হারাম কতক লোক অনিয়মিতরূপে দলবদ্ধ হইয়া দেশে২ ভ্রমণ করিতে২, দেখিতেছ, অমূলক আশা দিয়া কি ভয় দেখা-ইয়া নির্ব্বোধ লোকেরদের কোন নগর কি শহর অধিকার করিতে পারিব কি না। পরন্তু জান, নরাত্মা নগরের লোক তেমন নয়।

"আমারদের এইমাত্র কথা। তোমারদিগকে ভয় করি না, তোমারদের কথাও শুনিব না। নগরের দ্বার বদ্ধই রাখিব কদাচ তোমারদিগকে আসিতে দিব না। আর তোমারদিগকে অনেক দিন নগরের নিকটে থাকিতেও দিব না। লোকের দের স্বচ্ছন্দে বাস করিতে হইবেক। তোমরা থাকিলে তাহার-দের নিত্য উদ্বেগ হয়। অতএব শীঘ্র আপনারদের সমস্ত দ্রব্য লইয়া উঠিয়া যাও। না গেলে তোমারদের উপর বাণ ছাড়িব।"

অবিশ্বাসের এই কথা সাঙ্গ হইলে পর অতি দুঃসাহস স্বেচ্ছাবলম্বী এই কথা কহিল। (লুক ১১॥ ২১) "তোমারদের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তোমারদের পরাক্রমেতে ভয় করি না, তোমারদের তর্জ্জন-

[স্বেচ্ছাবলম্বির কথা।]

গর্জ্জনও তুচ্ছ করি। যেমন আছি, তেমনি থাকিব। তিন দিনের মধ্যে এই স্থানহইতে উঠিয়া যাও। না গেলে নরাত্মা নগরের নিদ্রিত সিংহ দিয়াবলকে জাগৃত করা যে কিপর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর কার্য্য তাহা জানিতে পাইবা।"

পরে সদ্বিস্মরণ নামে লেখক এই কথা কহিল। "হে মহাশয়েরা, তোমরা অতি শক্ত ও রাগের কথা কহিয়াছ, তাহার উত্তরে আমার সঙ্গি অধ্যক্ষেরা তোমারদিগকে অতি কোমল কথা কহিয়াছেন। তাঁহারা তোমারদিগকে স্বচ্ছন্দে এখানহইতে উঠিয়া যাইতে অনুমতিও দিয়াছেন। অতএব এই সময়ে তাঁহারদের কোমল বাক্য শুনিয়া প্রস্থান কর। আমরা গিয়া তোমারদিগকে খড়গাঘাত করিয়া তাড়িয়া দিতাম। কিন্তু আমরা সুশীল লোক, অন্যেরদিগকে কোন ক্লেশ দিতে চাহি না।"

[সদ্বিস্মরণনামক লেখকের কথা।]

দিয়াবল ও তাহার সৈন্যসকল সেনাপতিরদিগকে জয় করিলে যে প্রকার আনন্দধ্বনি করিতে পারিত, লোকেরা ঐ সকল কথা শুনিয়া তদ্রূপ মহাধ্বনি করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া, প্রাচীরের উপরে হাস্য পরিহাস্য নৃত্যাদি করিতে লাগিল।

পরে দিয়াবল গড়ে ফিরিয়া গেল। নগরাধ্যক্ষ ও লেখক আপনং ঘরে গেল। পরন্তু স্বেচ্ছাবলম্বী নগরের সমস্ত দ্বারেতে দ্বিগুণ তৈনাতি নিযুক্ত করিল, ও দ্বিগুণ খিল হুড়কাদি দ্বারে দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধ করিল। আর বিশেষ সতর্ক হইয়া কর্ণদ্বার রক্ষা করিল, যেহেতুক সেই দ্বারদিয়া মহারাজার সৈন্যেরদের প্রবেশ করণের বিশেষ চেষ্টা। অতএব স্বেচ্ছাবলম্বী কুসংস্কার নামক অতি কুদৃশ্য রাগাল ব্যক্তিকে ঐ দ্বার রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়া, ষাইট জন বধীরকে তাহার অধীন করিয়া রাখিল। তাহারা সেই স্থানে থাকিবার উপযুক্ত, কেননা সেনাপতিরদের কি সৈন্যেরদের কোন কথা শুনিতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

[সেনাপতিরা যুদ্ধ করিতে স্থির করিল। কর্ণদ্বারের উপর দুইটা কামান বসান গেল।]

নগরের প্রধান২ লোকেরদের উত্তর শুনিয়া, ও নগর নিবাসিরা সেনাপতিরদের কথাতে মনোযোগ করিবে না, ও শাদাই মহারাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে নরাত্মার লোকেরা যুদ্ধ করিতে স্থির করিয়াছে দেখিয়া, সেনাপতিরা তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, আর বলেতে তাহারদিগকে দমন করিবার উপায় করিলেন। প্রথমে তাঁহারা কর্ণদ্বারের সম্মুখে অনেক সৈন্য নিযুক্ত করিলেন, কেননা সেই দ্বার খুলিতে না পারিলে, কোন ফল হয় না। পরে অন্য সৈন্যেরদিগকে স্থানে২ নিযুক্ত করিয়া সকলের নিকটে ঘোষণা করিলেন যে "তোমারদের পুনর্জ্জন্ম হইতে হইবেক" এই কথা উচ্চ শব্দে প্রকাশ হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবেক। পরে সেনাপতিরদের তূরী বাজিলে নগরের লোকেরা তূরী বাজাইল। ইহাঁরা মহাধ্বনি করিলে তাহারাও মহাধ্বনি করিল। ইহাঁরা গোলা ছাড়িলে তাহারাও ছাড়িল। এতদ্রূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নগরের লোকেরা কর্ণদ্বারের উপর দুইটা বৃহৎ কামান পাতিয়াছিল, একের নাম দর্প, অন্যের নাম একগুঁয়া। সেই কামান দম্ভ নামক দিয়াবলের এক জন কর্ম্মকার গড়ে। সেই কামানের প্রতি লোকেরদের বিশেষ নির্ভর ছিল, ফলতঃ তদ্দ্বারা শত্রুর ক্ষতির সম্ভাবনা বটে। সেনাপতিরা সেই কামান দেখিয়া অতিশয় সাবধান থাকিলেন, তাহার অনেক গোলা তাঁহারদের কর্ণের অতি নিকট দিয়া গেলেও স্পর্শ করে নাই। নগরের লোকেরা বোধ করিল, এই দুই কামানেতে শাদাই রাজার সৈন্যেরদের মহা ক্লেশ হইবে,

কর্ণদ্বারও উত্তমরূপে রক্ষা হইবেক। পরন্তু তাহাতে তাদৃশ ফল হইল না। তদ্বিস্তারিত পশ্চাৎ লিখিতেছি।

উক্ত দুই কামানভিন্ন কএক ক্ষুদ্র কামান নগরে ছিল, তাহা-হইতেও অনেক গোলা ছাড়া গেল।

মহারাজার সৈন্যেরাও মহাউৎসাহ প্রকাশ করিয়া নগরের মধ্যে ও কর্ণদ্বারে অনেক গোলা বর্ষণ করিল, বিশেষমতে কর্ণদ্বারে, কেননা সেই দ্বার খোলা না গেলে প্রাচীরে যথেষ্ট আঘাত করিলেও বৃথা হয়। মহারাজার সেনাপতিরা অনেক ফিঙ্গা ও দুই তিনটা ভিত্তিভেদক যন্ত্র* আনিয়াছিলেন। ফিঙ্গাদ্বারা তাঁহারা নগর নিবাসিরদের ও তাহারদের ঘরের উপর অনেক পাতর ফেলিতেন। ভিত্তিভেদক যন্ত্রদ্বারা কর্ণদ্বারে আঘাত করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া খুলিতে উদ্যোগ করিলেন।

[ঈশ্বরের বাক্যের গোলা।]

নগরের ও শাদাইর সৈন্যেরদের মধ্যে অনেকবার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। আর কর্ণদ্বারের উপরিভাগে যে এক গড় নির্ম্মিত ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, অথবা দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিতে, সেনাপতিরা অতি সাহস করিয়া বারম্বার অত্যন্ত উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু দিয়াবলের রাগ ও স্বেচ্ছাবলম্বির সাহস ও নগরাধ্যক্ষ অবিশ্বাসের, ও লেখক সদ্বিস্মরণের আচরণ দেখিয়া নগরের লোকেরা সাহস পাইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিল। সেই যুদ্ধে মহারাজার যত টাকা ব্যয় হয় তাহা সকলই বিফল বোধ হইল, বরং নরাত্মার পক্ষে লাভ দৃষ্ট হইল। সেনাপতিরা ইহা দেখিয়া হটিয়া গিয়া ছাউনিতে

* এই যন্ত্র পূর্ব্বকালে যুদ্ধে অতি ব্যবহার্য্য ছিল। তাহার এই আকৃতি, অতি বৃহৎ কড়িকাষ্ঠের অগ্রভাগে মেষের মস্তকের আকার। যে প্রাচীর কি দ্বার ভাঙ্গিতে হয় তাহার নিকটে দুই থাম গাঁথিয়া, তাহার মধ্যে এই যন্ত্র টাঙ্গাইয়া, ঐ প্রাচীরপ্রভৃতির উপর অতি বলপূর্ব্বক অত্যন্ত আঘাত করা যাইত।

গেলেন। এই যুদ্ধেতে উভয়পক্ষে অনেক লোকের প্রাণ নাশ হয়। তদ্বিবরণ এই।

মহারাজার সেনাপতিরা নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবার সময়ে, তিন জন যুবাকে দেখিলেন। তাহারা সেপাহী হইতে চাহিল, দৃষ্টতঃ উপযুক্ত সাহসিক গুণবন্তও বটে। তাহারদের নাম এই২, শ্রুতবাক্য, ও মানববুদ্ধি, ও মানবকল্পনা। ইহারা সেনাপতিরদের নিকটে আসিয়া কহিল, "আমরাও শাদাই রাজার সৈন্য হইতে চাহি।" সেনাপতিরা তাহারদিগকে কহিলেন, "আমারদের যাত্রার কারণ এই২, অতএব তোমরা যদি এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতে চাহ, তবে অগ্রে বিবেচনা কর।" যুবারা কহিল "আমরা এই বিষয়ে অতি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছি, আর আপনারা যে অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছেন তাহার সংবাদ পাইয়া, আমরা আপনকারদের অধীন সৈন্য হই, এই ভাবেই নিকটে আইলাম।" ইহা শুনিয়া ও তাহারদিগকে সাহসিক দেখিয়া বিনেরেগশ তাহারদিগকে আপন সৈন্যদলে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক যুদ্ধ হইবার কালে, স্বেচ্ছাবলম্বির অধীন কএক জন সৈন্য নগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বিনেরেগশের সৈন্যেরদের পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া পড়িল, ও সেই তিন জনকে ধরিয়া নগরে লইয়া গেল। তাহারা কিঞ্চিৎকাল কারাবদ্ধ হইলে, সর্ব্বত্রেই এমত জনরব হইতে লাগিল, "দেখ স্বেচ্ছাবলম্বির সৈন্যেরা অতি প্রসিদ্ধ তিন জনকে ধরিয়া কয়েদ করিয়াছে, তাহারা শাদাই রাজারই সৈন্য।"

শেষে দিয়াবল এই কথা শুনিয়া স্বেচ্ছাবলম্বিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কথা কি সত্য।" স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল "সত্য বটে।" তাহাতে দিয়াবল ঐ তিন জনকে ডাকাইয়া কহিল, "তোমরা কে, কোথাহইতে আসিয়াছ, আর শাদাই রাজার

সৈন্যেরদের সঙ্গে থাকিয়া কি করিলা।" এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর পাইলে, দিয়াবল পুনরায় তাহারদিগকে কারাবদ্ধ করাইল। কতক দিন পরে, পুনশ্চ তাহারদিগকে ডাকিয়া কহিল "এইক্ষণে আমার অধীন হইয়া, তোমারদের পূর্ব্বকালের অধ্যক্ষেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবা কি না।" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা কোন বিশেষ ধর্ম্ম মানিয়া জীবিকা চালাই, তাহা নয়। অদৃষ্টক্রমে যাহা পাই তাহাই লই। আপনি আমারদিগকে কর্ম্ম দিলে অবশ্যই কর্ম্ম করিব।" তৎসময়ে নগরের মধ্যে অভেদগ্রাহি নামক এক সেনাপতি ছিল। দিয়াবল তাহার নিকটে এক পত্র দিয়া ঐ তিন জনকে পাঠাইল। সেই পত্রের মর্ম্ম এই।

"অতিপ্রিয় অভেদগ্রাহি মহাশয়েষু। এই পত্র সহিত আমি তিন জনকে পাঠাইতেছি। ইহারা আমার সৈন্য হইতে চাহে, আর বোধ করি তোমার অধীনে থাকিলে ভাল হয়। আমার নিমিত্তে ইহারদিগকে নিকটে রাখ। শাদাই রাজা ও তাঁহার সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে তাহারদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত কর। তোমার মঙ্গল হউক।" তাহারা ঐ পত্র লইয়া গেলে সেনাপতি তাহারদের দুই জনকে আপন অধীন কতিপয় সেনার কর্ত্তা করিল, মানবকল্পনাকে আপন অস্ত্রবাহক করিল।

এইক্ষণে শাদাইর সৈন্যেরদের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি। তাঁহারা নগরের অনেক ক্ষতি করিলেন, বিশেষতঃ নূতন নগরাধ্যক্ষের ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়া, তাহাকে আঘাত করিবার অতি সদুপায় করিলেন। [অবিশ্বাসের ঘরের ছাত ভাঙ্গা গেল।] স্বেচ্ছাবলম্বী ফিঙ্গার দ্বারা প্রায় হত হইয়াছিল, অতিকষ্টে বাঁচিল। পরন্তু ক্ষুদ্র২ অনেক অধ্যক্ষ হত হইল, বিশেষতঃ শপথকারী, লম্পট, কোপ, অসত্যপ্রতিজ্ঞ, মদ্যপ, প্রবঞ্চক, এই ছয় জন এক গোলাতেই নষ্ট হয়।

কর্ণদ্বারের উপরি ভাগে যে দুই বৃহৎ কামান ছিল তাহাও তাঁহারা পঙ্কেতে ফেলিয়া দিলেন। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, মহারাজার অতি সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরা নগরের প্রাচীরের নিকটে না থাকিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া আপনারদের দ্রব্যাদি লইয়া ছাউনিতে থাকিলেন। কিন্তু যে স্থানে থাকিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য অতি উত্তমরূপে করিয়াও শত্রুরদের অত্যন্ত ক্লেশ জন্মাইয়া নগরের লোকদিগকে বারম্বার চেতাইতে পারেন, এমত স্থান মনোনীত করিলেন। তাঁহারদের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইল, যেহেতুক শত্রুরদিগকে যত ক্লেশ দিতে চাহিলেন প্রায় ততই দিলেন।

।দুই বড় কামান নীচে ফেলা গেল।।

তাহাতে নরাত্মা আর নিদ্রা যাইতে পারিল না, ও নিষ্কণ্টক রূপে ব্যভিচার ক্রিয়াতেও রত হইতে পারিল না। কেননা শাদাই রাজার সৈন্যেরা বারম্বার কথার উপর কথা কহিয়া, এক বার এক দ্বারে, অন্য বার অন্য দ্বারে, কএক বার সর্ব্ব দ্বারেতে এমন শব্দ করিতে লাগিলেন, যে তাহারদের পূর্ব্বকার শান্তি গেল। তখন শীতকাল, রাত্রি অতি দীর্ঘ, তাহাতে সৈন্যেরদের ভয়ঙ্কর কথাতে নগরের বহু ক্লেশ হইল। এমন সঙ্কট পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। কোনং সময়ে তূরী বাজিত, কোনং সময়ে নগরের মধ্যে ফিঙ্গাতে প্রস্তর ছোড়া যাইত। একং বার মধ্যরাত্রেই দশসহস্র সৈন্য নগরের প্রাচীর বেষ্টন করিয়া যুদ্ধের ঘোরতর রবে লোকেরদিগকে ডাকিত। কখনং নগরের কোনং লোক আঘাতী হইয়া দারুণ চীৎকার করিয়া নরাত্মার মহা উদ্বেগ জন্মাইত। নগরের লোকেরদের অত্যন্ত ক্লেশ ও দুঃখ হইল। বুঝি দিয়াবল রাজাও প্রায় বিশ্রাম পাইতে পারিত না।

শুনিয়াছি তৎসময়ে নগরের লোকেরদের মনে নূতন প্রকারের নানা বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে লাগিল। কেহং কহিত "এমত হইলে বাঁচা ভার।" কেহং কহিত "এমত বহুকাল থাকিবে

না।” অন্য কেহ কহিত “আমরা শাদাই রাজার শরণ লই, তাহাতে আর দুঃখ পাইব না।” অপর কেহ কহিত “তিনি কি এখন আশ্রয় দিবেন।”

দিয়াবল নগর অধিকার না করিলে সদসদ্বোধ নামক যে বৃদ্ধ লেখক ছিল, সেও অতি উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার রব মেঘের গর্জনের ন্যায় বোধ হইল। অতএব বাহিরে সেনাপতিরদের মহারব ও চীৎকার, ও নগরের মধ্যে লেখকের গর্জ্জন, ইহাতে নরাত্মার যে ত্রাস তাহার কি বর্ণনা করিব।

এমত সময়ে নগরের মধ্যে সকল বস্তুর অতিশয় অপ্রতুল হইতে লাগিল, আর লোকেরা যে সুখের বাসনা করিত তাহা দূরে গেল। (লুক ১৫ ॥ ১৪।) তাহারদের মনোরঞ্জক সকল বস্তু তেজোহীন হইল ও সৌন্দর্য্যের স্থানে দগ্ধের চিহ্ন হইল। নগরের লোকেরদের মুখ তুবড়িয়া গেল, ও মৃত্যুর ছায়ার চিহ্নও প্রকাশ হইল। অতএব তৎকালে অতি দীন হইয়াও যদি কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি ও আনন্দ পাইতে পারিত, তাহাও তাহারা আনন্দ মনে স্বীকার করিত।

।নরাত্মার মধ্যে আকাল।।

অনন্তর সেনাপতিরা জ্ঞান করিলেন, নরাত্মার এই সময়ে শাদাই রাজার অধীন হইবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, অতএব তাহারদিগকে এই কালে আদেশ করিলে, কি জানি উৎসাহ জন্মে। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা বিনেরেগশের তূরীবাদকের দ্বারা শীতকালের মধ্য সময়ে তিনবার নগরের লোকদিগকে পুনরায় কহিলেন, “তোমরা শাদাই মহারাজার অধীন হও।” আমি শুনিয়াছি অবিশ্বাস বিরোধী হওয়াতে ও স্বেচ্ছাবলম্বী অতি চঞ্চল হওয়াতে বাধা হইল, নতুবা নগর অবশ্য রাজার অধীন হইত। দিয়াবলও উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। অজ্ঞান নরাত্মার লোকে-

।নরাত্মাকে শাদাইর অধীন হইতে বারম্বার আজ্ঞা হইল। নরাত্মার দুঃখ।।

রা শাদাই রাজার অধীন হইবার বিষয়ে ঐক্যবাক্য ছিল না। অতএব তাহারদের দুঃখ ও উদ্বেগ কোনমতেই নিবৃত্ত হইল না।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ শীতকালে রাজার সেনাপতিরা নরাত্মাকে অধীন হইতে তিনবার কহিয়াছিলেন। বিশেষ এই।

প্রথমবার তূরীবাদক এই শান্তির কথা কহিল, "শাদাই রাজার অতি সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরা নরাত্মার দুরবস্থা দেখিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছেন, ও তোমরা আপনারদের উদ্ধারের বাধা আপনারাই করিতেছ ইহাতে উৎকণ্ঠিতও হইয়াছেন, অতএব এই সময়ে যদি দুর্ভাগা নরাত্মা নম্র হইয়া দোষের নিমিত্তে অনুতাপ করে, তবে দয়ালু মহারাজ তাহারদিগকে ক্ষমা করিবেন ও তাহারদের দোষ মনে রাখিবেন না। এই কথা তোমারদিগকে জানাইতে সেনাপতিরা আমাকে পাঠাইয়াছেন, অতএব তোমরাই আপনারদের মঙ্গলের বাধা করিও না, ও আপনারদের শত্রু হইও না, ও আপনারদের ক্ষতি করিও না, সাবধান হও।" ইহা কহিয়া তূরীবাদক চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয়বার তূরীবাদক গিয়া তূরীর শব্দ করিয়া তাহারদিগকে কিছু শক্ত কথা কহিলেন "তোমরা বিরোধী থাকিয়া কেবল সেনাপতিরদের মন বিরক্ত করিতেছ, অতএব তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, হয় নগর জয় করিবেন, নতুবা নগরের সম্মুখে যুদ্ধ করিতেং প্রাণ ত্যাগ করিবেন।"

তৃতীয়বার তাহারদিগকে আরো শক্ত কথা কহিলেন "তোমরা অত্যন্ত নিন্দক, অতএব সেনাপতিরা দয়া করেন কি না নিশ্চয় বলিতে পারি না, তাঁহারা এবার আমাকে কেবল এই কহিয়াছেন, তুমি লোকদিগকে দ্বার খুলিতে বল।"

ঐ কথা শুনিয়া বিশেষতঃ শেষ দুইবারের কথা শুনিয়া লোকেরদের মহা দুঃখ হইল। তৎপ্রযুক্ত তাহারা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিল, স্বেচ্ছাবলম্বী কর্ণদ্বারে যাইয়া তূরী লইয়া শব্দ করুন, ও সেনা-

[নরাত্মা সন্ধি করিতে চাহে।]

পতিরদের সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্যে তাহারদিগকে ডাকুন। তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী প্রাচীরে উঠিয়া তূরীর ধ্বনি করিলে, সেনাপতিরা সসজ্জ হইয়া প্রত্যেকে দশসহস্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে নগরের লোকেরা কহিল “ আমরা তূরীবাদকের দ্বারা তোমারদের কথা শুনিয়া বিবেচনা করিয়াছি। আমারদের রাজা যে কএক প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে তোমরা সম্মত হইলে, তোমারদের ও তোমারদের রাজা শাদ্দাইর সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। তাহা হইলে তোমারদের সঙ্গে আমারদের ঐক্যও হইবেক।

“ প্রথম প্রস্তাব এই। শাদ্দাই রাজাকে যদি গ্রহণ করি, তবে বর্ত্তমান নগরাধ্যক্ষ ও সদ্বিস্মরণ ও অতি সাহসিক স্বেচ্ছাবলম্বী, ইহাঁরা নরাত্মা নগর ও গড় ও দ্বারের রক্ষক পদে থাকে।

“ দ্বিতীয়। যাহারা দিয়াবল মহাবীরের সেবা করিতেছে তাহারা নগরে যে স্থান ও ক্ষমতা পাইয়াছে তাহাই ভোগ করিতে থাকে, শাদ্দাই রাজা ইহার কিছু নিবর্ত্ত পরিবর্ত্ত না করেন।”

“তৃতীয়। নগরজাত লোকেরা যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ অনেক কালাবধি তাহারদের একই প্রভু ও মহারক্ষক দিয়াবল যাহা ভোগ করিতে দিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে থাকে।

“ চতুর্থ। লোকেরদের ইচ্ছা ও সম্মতি না হইলে শাদ্দাই রাজা কোন নূতন ব্যবস্থা না করেন ও নূতন কোন অধ্যক্ষ কিম্বা বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত না করেন।

“ এই আমারদের প্রস্তাব। ইহাতে সম্মত হইলে আমরা তোমারদের রাজার অধীন হইব।”

এই প্রকারে কেবল অর্দ্ধেকরূপে নগর সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় দেখিয়া, ও লোকেরদের দুঃসাহসের প্রস্তাব শুনিয়া, সেনাপতিরা বিনেরেগশ্ মহাশয়ের দ্বারা এই উত্তর করিলেন।

"হে নরাত্মা নগরের লোক সকল, আমারদের সঙ্গে সন্ধি করিবার নিমিত্তে তোমরা তূরীর শব্দ করিলে আমারদের নিতান্ত আনন্দ হইয়াছিল। আর যখন কহিলা, আমরা তোমারদের প্রভু ও রাজার অধীন হইতে প্রস্তুত আছি, তখন আরো আহ্লাদ হইল। কিন্তু তোমারদের অবিবেচনার প্রস্তাব শুনিয়া, ও তোমারদের পাপ করিবার বাধা না হয় তোমরা এমন উপায় করিতেছ দেখিয়া, আমারদের সুখের স্থানে দুঃখ হইল, ও তোমারদের মন ফিরিবে এই আশাও প্রায় লুপ্ত হইল।

[বিনেরেগশের উত্তর।]

"বুঝি, নরাত্মার বহুকালের শত্রু কুবিরাম ঐ সকল কথার শিক্ষা দিল। কিন্তু যে জন শাদাই রাজার সেবা করিতে যৎকিঞ্চিৎ মানস রাখে, সেও এমন কথা কদাচ শুনিতে পারে না। অতএব মহাপাপের নিগ্রহ করিয়া যেমন দূর করিতে হয়, তেমনি আমরা তোমারদের সেই কথা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করি। (২ তিম। ২। ১৯)।

"পরন্তু হে নরাত্মা যদি তোমরা আপনারদিগকে, হয় আমারদের হাতে, নতুবা আমারদের রাজার হাতে সমর্পণ কর, আর তিনি যে নিয়ম উচিত জ্ঞান করেন সেই নিয়ম মতে যদি তোমরা কার্য্য করিতে সম্মত হও, তবে আমরা তোমারদিগকে গ্রাহ্য করিয়া তোমারদের সঙ্গে শান্তিভাবে থাকিব। আর তিনি যে নিয়ম করিবেন তাহাতে অবশ্যই তোমারদের মঙ্গল হবে। কিন্তু যদি তোমরা আপনারদিগকে শাদাই রাজার হাতে সমর্পণ করিতে না চাহ, তবে তোমারদের যে দশা ঘটিয়াছে তাহাই রহিল। আমারদের যাহা করিতে হবে তাহাও করি।"

এই কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ অবিশ্বাস কহিল, "আমরা এইক্ষণেও শত্রুর হাতে পড়ি নাই, তবে কি আপনারদের রাজার রাজদণ্ড লইয়া

[অবিশ্বাসের প্রত্যুত্তর।]

যাহার পরিচয় জানি না এমন লোকের হাতে দিব। এমন মূর্খ কে। ইহাঁরা অনিয়মিত যে প্রকারের কথা কহেন, তাহা আমি কোন প্রকারেই গ্রাহ্য করিব না। . তাঁহারদের রাজার যে রীতি ও স্বভাব তাহা কি জান। কেহ২ কহে, তাঁহার প্রজারা একটু দোষ করিলেই তিনি মহাক্রোধ করেন। অন্যেরা কহে, প্রজারা যাহা করিতে পারে না এমন কঠিন২ কর্ম্ম তিনি চাহেন। তবে, হে নরাত্মা, এই গতিকে যাহা করিবা তাহা অতি সতর্ক হইয়া করাই তোমারদের বুদ্ধির প্রমাণ। এক বার তাঁহার লোকেরদের কথা শুনিয়া, তাঁহার হস্তগত হইলে, আর স্বাধীন হইতে পারিবা না। ঐ রাজা নিজ ইচ্ছামতে যাহা চাহেন তাহা করেন, অতএব তাঁহার অধীন হওয়া অত্যন্ত মূঢ়তার প্রমাণ। হইলে পর তোমরা শোক করিবা, কিন্তু আপনারদের দুঃখের কারণ আপনারাই হইলা এমত জ্ঞান করিবা। আর তাঁহার অধীন হইলে, তোমারদের কাহাকে নষ্ট করিবেন কাহাকে বা রক্ষা করিবেন, তা কে জানে। এমনও হইতে পারে, আমারদের সকলকেই নষ্ট করিয়া, এই নগরে বাস করিবার নিমিত্তে স্বদেশহইতে নূতন লোক পাঠান।"

নগরাধ্যক্ষের এই কথাতে কার্য্য নির্ম্মূল হইল, তাহাতে সেনাপতিরদের যে কিঞ্চিৎ আশা ছিল তাহাও গেল। অতএব তাঁহারা উঠিয়া আপনারদের ছাউনিতে ও আপনারদের লোকেরদের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। নগরাধ্যক্ষও আপন গড়ে ও রাজার নিকটে গেল।

[অবিশ্বাসের কথাতে সকল নিষ্ফল হইল। কিন্তু দিয়াবল অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।]

দ্বার খুলিয়া দিতে হয় কি না, প্রজারা এই বিষয়ে প্রায় দ্বিমনা হইতে লাগিয়াছে, এই কথা দিয়াবলও শুনিয়া নগরাধ্যক্ষের ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষায় ছিল। নগরাধ্যক্ষ আইলেই, দিয়াবল কহিল "আইসুন মহাশয়, অদ্যকার কি সম্বাদ।" অবিশ্বাস নমস্কার করিয়া কহিল, "সৈন্যাধ্য-

ক্ষেরদের এই২ কথা, আমারও এই২ উত্তর।" সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, দিয়াবল মহা আনন্দ করিয়া কহিল, "হে আমার বিশ্বাসপাত্র অবিশ্বাস, দশবার তোমার পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কখনই হও নাই। অতএব আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই যাত্রায় উদ্ধার পাইলে নরাত্মা নগরের অধ্যক্ষহইতেও উত্তম পদ তোমাকে দিব। সর্ব্ব স্থলে তোমাকে আমারই পর কর্ত্তা করিব, সর্ব্বদেশীয় লোককে তোমার অধীন করিয়া দিব, কেবল আমিই তোমার বড় থাকিব। কেহ অবাধ্য হইলে তুমি তাহার শাসন করিবা। প্রজারদের মধ্যে তোমার শৃঙ্খলে যে বদ্ধ না হইবে সে কখনো কোথাও এক পা চালাইতে পাইবে না।"

নগরাধ্যক্ষ এই সকল কথা শুনিয়া, আপনাকে মহাঅনুগ্রহ পাত্র জ্ঞান করিয়া, দিয়াবলের নিকটহইতে চলিল, ও অত্যন্ত দর্প করিয়া আপন ঘরে গিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার সেই উচ্চ পদ যত দিন না হয়, তত দিন আশাতেই আনন্দ করি।"

[নগরের মধ্যে মহা গোল।]

পরন্তু সেই দিনের উক্ত ব্যাপারে দিয়াবল ও নগরাধ্যক্ষ সম্পূর্ণরূপে একমনা হইলেও, শাদাইর সেনাপতিরদিগকে অবিশ্বাস যে উত্তর দিয়াছিল তাহাতে নগরের লোকেরা প্রায় অবাধ্য হইতে লাগিল। বিবরণ এই। অবিশ্বাস অধ্যক্ষ সেনাপতিরদের সঙ্গে কর্ণদ্বারে যে সময়ে কথা কহিতেছিল, সে সময়ে দিয়াবল পূর্ব্বকালীন অধ্যক্ষ সুবুদ্ধিকে ও লেখক সদসদ্বোধকে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে দিল না, পাছে তাহারা অবাধ্য হইয়া সেনাপতিরদের সপক্ষে নানা কথা কহিয়া, নগরের লোকেরদের মন লওয়ায়। পরে তাহারা পরম্পরা ঐ সকল সম্বাদ শুনিতে পাইয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, নগরের কতক লোককে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, "সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরা যে

কথা কহিয়াছেন, সকলই যথার্থ, আর অবিশ্বাসের কথাতে অত্যন্ত দুঃখ ঘটিতে পারে। যেহেতুক সেই ব্যক্তি ঐ সেনাপতিরদিগকে ও তাঁহারদের রাজাকে কিছুমাত্র সম্মান করে নাই, আর তাঁহারদিগকে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়াছে। কেননা একে সেনাপতিরদের কথাতে সম্মত হইল না, তদ্ভিন্ন রাজা কহিয়াছিলেন, লোকেরা আমার প্রতি মন ফিরাইলে আমি তাহারদিগকে দয়া করিব, অবিশ্বাস কহিতেছে, কি জানি তিনি আমারদের সকলকে নষ্ট করেন, এই কি তাঁহার অপমান করা হয় না।" ইত্যাদি কথা শুনিয়া লোকসকল বিবেচনা করিল, অবিশ্বাস অতি কুকথা কহিয়াছে। অতএব এক দিগে পাঁচ জন, অন্য দিগে দশ জন, ইত্যাদি প্রকারে তাহারা স্থানেং ও পথেং দৌড়াদৌড়ি করিয়া, প্রথমে ফুসং করিয়া, পরে স্পষ্ট করিয়া, শেষে উচ্চ শব্দ করিয়া এই শোকের কথা কহিতে লাগিল "হায় শাদাই রাজার সাহসি সেনাপতিগণ। হায় তাঁহারদের ও শাদাই রাজার অধীন কেন না হই।"

পরন্তু নগরের লোকেরদের এই প্রকার গোলমালের কথা শুনিয়া, নগরাধ্যক্ষ তাহারদিগকে স্থির করিতে আইল। সে বোধ করিল, "আমি তর্জ্জনগর্জ্জন করিলে তাহারা ভয় পাইয়া অবশ্য স্থির হবে।" কিন্তু লোকেরা তাহাকে দেখিলেই হুড়াহুড়ি করিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিল, তাহাকে নষ্টও করিত, কিন্তু সে পলাইয়া ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাতে লোকেরা তাহার ঘরপর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় প্রযুক্ত পারিল না। তাহাতে সে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টি করিয়া তাহারদিগকে কহিল। "হে মহাশয়েরা অদ্য এইপ্রকার বিভ্রাট কেন।"

সুবুদ্ধি উত্তর করিল, "শাদাই রাজার সেনাপতিরদের প্রতি তুমি ও তোমার প্রভু অহিতাচরণ করিয়াছ এই জন্যে। তোমারদের তিন বিষয়ে দোষ হইয়াছে, প্রথম তাঁহারদের সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে তোমরা সদসদ্বোধকে ও আমাকে উপস্থিত হইতে দিলা না। দ্বিতীয়, তোমরা সন্ধির যে নিয়ম করিতে চাহিলা তাহাতে শাদাই রাজার সম্মত হওয়া অসম্ভব। সম্মত হইলেও তিনি নামমাত্র রাজা হইতেন, লোকেরা ব্যবস্থামতে তাঁহার সাক্ষাতেও সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্ম ও কদাচরণ করিতে পারিত, ফলতঃ কর্ত্তৃত্বভার দিয়াবলের হাতেই থাকিত, শাদাই নামমাত্র রাজা হইতেন। তৃতীয়, সেনাপতিরা কোনং নিয়ম করিয়া আমারদের প্রতি দয়া করিতে চাহিলেন, কিন্তু তুমি অতি কটু ও অনিষ্ট কথা কহিয়া তাহা বিফল করিলা।"

এই সকল কথা শুনিয়া অবিশ্বাস অতি চেঁচাইয়া কহিল "বিদ্রোহং রাজবিদ্রোহং, দিয়াবলের বিশ্বস্ত বন্ধুসকল, অস্ত্র ধরং।"

[পাপেতে ও আত্মাতে বিরোধ।]

সুবুদ্ধি কহিল, "মহাশয়, তুমি আমার কথার এমন অর্থ করিয়াছ। ভাল। আমি এই জানি এমন মহৎ রাজার সেনাপতিরদের প্রতি শিষ্টাচরণ করাই অতি কর্ত্তব্য।"

বৃদ্ধ অবিশ্বাস কহিল "এই কথা তোমার পূর্ব্বকার কথারই মত। আমি যাহা কহিলাম তাহা আপন রাজার ও রাজনিয়মের পক্ষে কহিলাম, ও লোকেরদিগকে সুস্থির করিবার জন্যে কহিলাম, কিন্তু তোমরা সর্ব্ব ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া তাহারদিগকে অস্থির করিয়াছ।"

তাহাতে পূর্ব্বকালের লেখক সদসদ্বোধ অবিশ্বাসকে কহিল, "সুবুদ্ধি যাহা কহিয়াছেন তাহার এমন উত্তর করা উচিত নয়। তিনি সত্য কহিয়াছেন, তুমিই নরাত্মার নিতান্ত শত্রু, সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব কটু বাক্য কহনেতে ও সেনাপতিরদিগকে ক্লেশ দেওনেতে তোমার যে দোষ হইয়াছে

তদ্বিষয়ে সচেতন হও, আর তাহাতে নরাত্মার যে ক্ষতি করিয়াছ তদ্বিষয়েও সতর্ক হও। তাঁহারদের নিয়মেতে যদি সম্মত হইতা, তবে নরাত্মার চতুর্দ্দিগে যে তূরীর ধ্বনি ও যুদ্ধের রব শুনা যাইতেছে, তাহা পূর্ব্বেই নিবৃত্ত হইত। কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার কথাপ্রযুক্ত সেই ভয়ানক রব এখনও শুনা যাইতেছে।”

বৃদ্ধ অবিশ্বাস উত্তর করিল, “মহাশয় আমি যদি রক্ষা পাই, তবে তোমার কথা দিয়াবলকে জানাইব, তিনি উত্তর দিবেন। ইতিমধ্যে আমরা তোমার পরামর্শ চাহি না, আপনারদের বিবেচনা মতে নগরের মঙ্গল করিব।”

সুবুদ্ধি কহিলেন “মহাশয় তোমার রাজা ও তুমি বিদেশীয় লোক, নগরের লোক নও। কি জানি আমারদিগকে আরো সঙ্কুচিত করিলে পর, যখন পলায়ন ভিন্ন তোমারদের রক্ষা পাইবার অন্য উপায় না থাকিবে, তখন তোমরা আমারদিগকে ছাড়িয়া, আপনারদেরই রক্ষার জন্যে পলাইবা, কিম্বা নগরে অগ্নি লাগাইয়া ধূমেতেই লুকাইয়া, কিম্বা জাজ্বল্যমান নগরের আলোতেই পথ দেখিতে২ পলাইবা, আমরাই সংহারক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব।”

অবিশ্বাস কহিল “প্রজার ন্যায় তোমার আচরণ করা উচিত, ভুলিয়াছ। আমারদের রাজা অদ্যকার ঘটনার সম্বাদ শুনিলে কি করেন বলিতে পারি না।”

ইহারদের এই প্রকার পরস্পর বিরোধ হইতেছে, ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাবলম্বী ও কুসংস্কার ও কুবিরামাদি এবং নূতন নিযুক্ত কএক জন বিচারক নগরের প্রাচীর ও দ্বারহইতে নামিয়া, এই সকল বিভ্রাটের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে এক জন এক কথা, অন্য জন অন্য কথা গোলমাল করিয়া কহিল, কে কাহার কথা বুঝিতে পারে। তাহাতে সকলকে নীরব থাকিতে আজ্ঞা হইলে বৃদ্ধ কেন্দুয়া অবিশ্বাস কহিতে

লাগিল "হে মহাশয়েরা, এই দুই জন অবাধ্য হইয়া কুস্বভাবানুসারে, বোধ হয় অসন্তোষ নামক এক ব্যক্তির পরামর্শেতে এই সকল লোককে হুড়াহুড়ি করিবার নিমিত্তে অদ্য একত্র করিয়াছে, এবং নগরের লোকদিগকেও রাজবিদ্রোহ ব্যাপারেতে প্রবর্ত্ত করাইতেছে।"

তাহাতে দিয়াবলীয় যত লোক উপস্থিত ছিল সকলে কহিতে লাগিল "এই সকল কথা সত্য বটে।" [হুড়াহুড়ি।] অনন্তর সুবুদ্ধি ও সদসদ্বোধের পক্ষে অল্প লোক ও তাহারদের বিপক্ষে অনেক লোক হইয়াছে, দেখিয়া, সুবুদ্ধির ও সদসদ্বোধের পরাজিত হওনের সম্ভাবনা জানিয়া, তাহারদের পক্ষের লোক সকল একত্র হইল। তাহাতে দুই দিগেই অনেক লোক হইল। পরে অবিশ্বাসের পক্ষীয় লোকেরা কহিল, "ঐ দুই ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ কর।" উচ্চস্বরে বিপক্ষেরা কহিল "তাহা নহে।" উভয় পক্ষের লোক আপন২ মনোনীত কর্ত্তারদের নাম করিতে লাগিল। দিয়াবলীয় লোকেরা কহিতে লাগিল, "জয় অবিশ্বাস, জয় সদ্বিস্মরণ, জয় নূতন বিচারকগণ, জয় তাহারদের অধ্যক্ষ দিয়াবল।" অন্য পক্ষের লোকেরা কহিল, "জয়২ শাদাই মহারাজ" আরো তাহারা তাঁহার সেনাপতিদের, ও ব্যবস্থার ও দয়ার ও তাঁহার সুনিয়ম ও সুরীতির প্রশংসা করিল। উভয় পক্ষের লোক এই প্রকার করিতে২ প্রথমে কলহ, পরে হাতাহাতি হইতে লাগিল। শীতাচেতন নামক দিয়াবলের এক ব্যক্তি সদসদ্বোধকে দুইবার ফেলিয়া দিল। সুবুদ্ধিও বাণেতে প্রায় হত হইল। কিন্তু যে ব্যক্তি বাণ ছাড়িল সে ভালমতে লক্ষ করিতে না পারাতেই সে রক্ষা পাইল। অন্য পক্ষের অনেক লোকও আঘাতী হইল, বিশেষতঃ মন নামক স্বেচ্ছাবলম্বির ভৃত্য অবিবেচক নামক এক ব্যক্তির মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল, আর লোকেরা কুসংস্কারকে পঙ্কেতে ফেলিয়া যে প্রকারে লাথি মারিল

তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় হাসিলাম। সেই ব্যক্তিকে কতক দিবস পূর্ব্বে দিক্ষাবলের লোকেরদের অধ্যক্ষ করা গিয়াছিল কিন্তু তাহাহইতে নগরের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। উক্তপ্রকারে তাহাকে পদতলে দলিলে সুবুদ্ধির পক্ষের কএক জন তাহার মাথাতে বড় আঘাত করিল। অভেদগ্রাহী সেই গোলমালের মধ্যে ছিল, কিন্তু এই দিগেও নয়, ওদিগেও নয়, বলিয়া দুই দিগেরই লোক তাহার শত্রু হইল। সেই গোলেতে তাহার এক পা ভাঙ্গিয়াছিল, আর যে জন তাহার পা ভাঙ্গিল সে বলিল, "হায়২ ইহার ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলে ভাল হইত।" এই প্রকারে উভয় পক্ষের আরও অনেক [দুই দিগে ক্ষতি।] লোকের আঘাত হইল। পরন্তু এই সকল গোলমাল হইলেও স্বেচ্ছাবলম্বী প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল, কোন পক্ষের পক্ষ হইল না, কেবল কুসংস্কারকে পঙ্কে ফেলা গেলে সে হাসিতে লাগিল। আর অভেদগ্রাহী খোঁড়া হইয়া তাহার নিকটে আইলে, সে প্রায় কিছুই কহিল না, এই সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[সুবুদ্ধি ও সদসদ্বোধকে কয়েদ করা গেল। সেনাপতিরা আপনারদের কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করে।]

পূর্ব্বোক্ত গণ্ডগোলের শেষ হইলে পর, দিয়াবল সুবুদ্ধি ও সদসদ্বোধকে ডাকাইয়া তাহারদিগকে সেই গোলমালের মূল কারণ বলিয়া কারাবদ্ধ করিল। তাহাতে নগর কিছু সুস্থির হইতে লাগিল। কিন্তু দিয়াবল ঐ দুই জনের প্রতি কঠিনরূপে ব্যবহার করিল, তাহারদিগকে হতও করিতে চাহিল, কিন্তু তখন যুদ্ধের কাল বলিয়া সে সময়ে করিতে পারিল না। এইক্ষণে শাদাই রাজার সৈন্যেরদের কথা কিছু লিখি। সেনাপতিরা দ্বারহইতে গিয়া ছাউনি স্থানে ফিরিয়া গেলে অধিক কি করা উচিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিল। কেহ২ কহিল "আমরা একেবারে নগরের উপর আক্রমণ করি।" অধিকাংশ লোক কহিল, "না, লোকেরা আমারদের হস্তে নগর সমর্পণ করে তাহারদিগকে আর একবার কহিলে ভাল হয়, কেননা তাহারা প্রায় সম্মত হইয়াছে ভাবেতে এমত বোধ হয়, অতএব এই যোগে তাহারদের প্রতি কঠিন ব্যবহার হইলে তাহারা আরো বিরক্ত হইবে, তাহাতে আমারদের কার্য্য সফল হওয়ার আশা দূর হইবেক।"

এই পরামর্শেতে সকলে সম্মত হইয়া তূরীবাদক এক জনকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি অমুক সময়ে দ্বারে গিয়া অমুক২ কথা কহ, ও পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।" কিঞ্চিৎকাল পরে সেই তূরীবাদক গিয়া প্রাচীরে উপস্থিত হইয়া কর্ণদ্বারে আইল। পরে আজ্ঞামতে তূরীর ধ্বনি করিলে, "কি হুই-

য়াছে” বলিয়া নগরের লোকেরা দেখিতে আইল। তাহাতে তূরীবাদক এই কথা কহিল।

“আরে কঠিনমনা দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরাত্মার লোক সকল, তোমরা কত দিন পাপরূপ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিবা, আরে অ-জ্ঞান তোমরা কত কাল নিন্দাতে সন্তুষ্ট হইবা। অনুগ্রহের ও উদ্ধার হইবার প্রস্তাব কি এইক্ষণপর্য্যন্তও তুচ্ছ কর। শা-দাই রাজার অত্যন্ত লাভের কথা ত্যাগ করিয়া, দিয়াবলের মি-থ্যা কথাতে ও প্রবঞ্চনাতে অদ্যাপি ভরসা রাখিতেছ। দেখ, শাদাই রাজা তোমারদিগকে পরাজয় করিলে পর, তোমার-দের এই সকল কর্ম্ম মনে উঠিলে কি শান্তি ও সান্ত্বনা হইবে। কি তাঁহাকে ফড়িঙ্গের ন্যায় ভয় দেখাইবা। তিনি ভয় করিয়া কি তোমারদিগকে এমত বিনয় বাক্য কহিতেছেন। তোমরা কি তাঁহাহইতে বলবান। স্বর্গ পানে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা কর, তারাগণ কত উচ্চ। তোমরা কি সূর্য্যের গমন অবরোধ কিম্বা চন্দ্রের আলো নিবারণ করিতে পার। তোমরা কি তারাগণ গণনা করিতে পার, কিম্বা মেঘের জল বদ্ধ করিতে পার। তো-মরা কি সমুদ্রের জল আনাইয়া পৃথিবী প্লাবন করিতে পার। অহঙ্কারি প্রত্যেক জনকে দৃষ্টি করিয়া কি নত করিতে পার। অথবা গোপনে কি তাহারদিগকে নতমস্তক করিতে পার। আ-মারদের রাজার এই সকল কর্ম্ম সহজ। তোমরা মহারাজের অধীন হও, এই কারণে আমরা মহারাজের পক্ষে আইলাম। অতএব তাঁহার নামেতে পুনরায় কহি, তোমরা তাঁহার সেনা-পতিরদের হাতে আপনারদিগকে সমর্পণ কর।”

এই কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা সঙ্কুচিত হইয়া, কি উত্তর দিতে হইবেক তাহা জানিল না। তাহাতে দিয়াবল উপস্থিত হইয়া আপনি উত্তর করিতে লাগিল, কিন্তু তূরীবা-দককে কোন কথা না কহিয়া নরাত্মার লোকদিগকে কহিল।

"হে মহাশয়েরা ও আমার বিশ্বস্ত প্রজারা, এই তূরীবাদক আপন রাজাকে মহান ও ভয়ঙ্কর বলিয়া যাহা কহে, তাহা সত্য হইলেও তোমরা তাহার অধীন হইয়া কেবল দাস হইতে পারিবা, কখনও মাথা তুলিতে পাইবা না। এমন প্রবল ও মহৎ রাজা দূরে থাকিতেও তাঁহার শক্তি চিন্তা করিলেই মনে ভয় জন্মে। তবে তিনি উপস্থিত হইলে তোমরা কেমনে সহ্য করিবা। আমি তোমারদের রাজা, অথচ তোমারদের বন্ধুর সমান। ফড়িঙ্গের সঙ্গে তোমরা যেমন খেলা কর তেমন আমার সহিত পার। অতএব তোমারদের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা বিবেচনা কর, ও আমি তোমারদিগকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছি তাহা মনে রাখ।

"আরো এই ব্যক্তি যাহা কহিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে শাদাই রাজার সকল প্রজাকে দাসের মত দেখায় ইহার কারণ কি। তাহারদের তুল্য দুঃখি কিম্বা অপমানী পৃথিবীতে আর নাই।

"হে আমার নরাত্মা বিবেচনা কর। আমি তোমারদিগকে ত্যাগ করিতে চাহি না। তোমরাও আমাকে ছাড়িতে তেমন অনিচ্ছুক হইলে ভাল হয়। আমার কথায় মনোযোগ কর। তোমরাতো মুক্তই আছ। মুক্তির গুণ বুঝ। তোমারদের রাজাও আছেন। সেই রাজাকে উপযুক্তমতে ভক্তি করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা মানিতে শিক্ষা কর।"

[নরাত্মার আশা ভঙ্গ হয়।]

এই কথা শুনিয়া, শাদাই রাজার সৈন্যেরদের পক্ষে নরাত্মার লোকেরদের মন আরো কঠিন হইল। তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিয়া তাহারা ভয় করিল, ও তাঁহার ধর্ম্মগুণ বিবেচনা করিয়া তাহারা নিরাশ হইল। অতএব কিঞ্চিৎকাল পরামর্শ করিয়া দিয়াবলের প্রতি আসক্ত লোক তূরীবাদকদ্বারা সেনাপতিরদিগকে এই সম্বাদ দিল, "আমরা আপনারদের রাজার

ভক্তলোক শাদাই রাজার বশ কখনো হইব না।" এইরূপে তাঁহার হাতে আপনারদিগকে সমর্পণ করণহইতে তাহারা বরং প্রাণ ত্যাগ করা ভাল বুঝিল। অতএব তাহারদিগকে অধিক কোন কথা কহিবার কিছু ফল দেখা গেল না।

তাহাতে সেনাপতিরদের সমস্ত উদ্যোগ বৃথাই হইল, আর নরাত্মা কোন মতে সৎপরামর্শ যে গ্রহণ করিবে, এই আশা তাহারদের প্রায় রহিত হইল। তথাপি শাদাই রাজা সর্ব্বশক্তিমান আছেন জানিয়া, সেনাপতিরা আরো শক্ত কথা কহিয়া নগরের লোকদিগকে শাদাই রাজার হাতে নগর সমর্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরন্তু শাদাই রাজার সঙ্গে মেল করিতে তাঁহারা লোকেরদিগকে যত কহিত, ততই তাহারা আরো দূরে থাকিত। তাহারদিগকে সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের নিকটে আসিতে ডাকিলেও যত তাহারদিগকে ডাকিতেন ততই তাহারা আরো দূরে যাইত। (হোশ। ১১॥ ২)।

অতএব সেনাপতিরা তাহারদের সঙ্গে তদ্রূপ কার্য্য করা ত্যাগ করিয়া, অন্য উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সভা করিয়া, দিয়াবলের নির্দ্দয় হস্তহইতে নগর উদ্ধার করিয়া অধিকার করিবার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু একের এক মত, অন্যের অন্য মত হইল। পরে অতিশিষ্ট দোষাবধারক কহিলেন "হে ভ্রাতৃগণ আমার মত শুন।

[সেনাপতিরা তাহারদিগকে আর না ডাকিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল।]

"প্রথম। আমরা নগরের মধ্যে নিত্য ফিঙ্গার দ্বারা পাতর ছুড়িতে২ দিবারাত্রি লোকেরদের ভয় জন্মাই। এই প্রকারে তাহারদের দম্ভ মন দমন করি। নিত্য২ ক্লেশ দেওনেতে সিংহকেও দমন করা যায়।

"দ্বিতীয় পরামর্শ এই। আমরা ঐক্যবাক্য হইয়া আপনারদের প্রভু শাদাইর নিকটে প্রার্থনাপত্র পাঠাই। তাহাতে

এখন নরাত্মার যে অবস্থা ও কার্য্যের যেরূপ ভাব হইয়াছে তাহা জানাই, ও আমারদের উদ্যোগ সফল হইল না ইহা স্বীকার করি ।, তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করি। অর্থাৎ শ্রীলশ্রীযুক্ত আমারদের নিকটে অধিক সৈন্য পাঠান, ও এক জন উপযুক্ত ও সাহসিক সেনাপতিকে সেইং সৈন্যেরদের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান, তাহাতে নগর অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে যে উত্তম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বিফল না হইয়া নরাত্মাকে সমপূর্ণরূপে জয় করেন, এই প্রার্থনা করি।"

দোষাবধারকের এই কথায় সকলেই সম্মত হইয়া কহিলেন, "অবিলম্বে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া উপযুক্ত লোকদ্বারা মহারাজার নিকটে পাঠাইতে হয়।" ঐ পত্রের মর্ম্ম এই।

"হে অতি দয়ালু ও মহিমাবিশিষ্ট রাজন্, সকল উত্তম লোকের প্রভু ও নরাত্মা নগরের নির্ম্মাণকর্ত্তা, হে অতি সম্ভ্রান্ত রাজন্, আপনকার আজ্ঞামতে আমরা প্রাণ হাতে লইয়া অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরে যুদ্ধ করিতেছি। প্রথমে নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্তের আজ্ঞাপত্রমতে আমরা সন্ধি করিবার নিয়মের প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু হে মহারাজ, তাহারা আমারদের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া আমারদের প্রবোধ বাক্য গ্রাহ্য করিল না (মথি ২২।।৫। সিখ ৭।। ১১)। তাহারা দ্বার বদ্ধ করিয়া আমারদিগকে নগরে যাইতে দিল না। ও কামান পাতিয়া আমারদের প্রতি আক্রমণ করিয়া সাধ্যমতে আমারদের ক্ষতি করিয়াছে। আমরাও ভয় জন্মাইবার কথা অনেকবার কহিলাম ও উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া নগরের কোনং লোককেও নষ্ট করিয়াছি।

"দিয়াবল ও অবিশ্বাস ও স্বেচ্ছাবলম্বী, এই তিন জন বিশেষরূপে আমারদের বাধা করে। এইক্ষণে আমরা ছাউনি

করিয়া রহিয়াছি। কিন্তু নগরের লোকদিগকে কিছুমাত্র বিশ্রাম করিতে দি না।

"এক বার এমন হইল, যদি বিশ্বস্ত এক জন বন্ধুও নগরের মধ্যে আমারদের পক্ষে কিছু কহিতেন, তবে বোধ হয় লোকেরা আপনকার অধীন হইত। পরন্তু নগরে শত্রুবিনা নাই, আমারদের প্রভুর সপক্ষে কথা কহিবার কেহই নাই। অতএব আমরদের উদ্যোগের কিছুমাত্র ত্রুটি না হইলেও এখনও নরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া আছে।

"এইক্ষণে, হে রাজাধিরাজ, আপনকার ক্ষুদ্র দাস আমরা নরাত্মা নগর জয় করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলাম না। ইহাতে ক্ষমা করুন্। আর নগর অধিকার করিবার উপযুক্ত আর কএক সৈনাকে পাঠাইবার আজ্ঞা হউক, ও যাঁহাকে নরাত্মার লোকেরা ভয় অথচ স্নেহ করিবে, এমন এক জন সেনাপতিকে পাঠাইবার আজ্ঞা হউক।

" আমরা যুদ্ধ ত্যাগ করিতে চাহি বলিয়া, এই প্রার্থনা করিতেছি এমন নয়, কেননা আমারদের কার্য্য যত কাল সফল না হয় তত কাল আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই স্থানে থাকিতে প্রস্তুত আছি। নরাত্মা নগর আপনকারই অধিকার হয়, এই আমারদের নিতান্ত প্রার্থনা। অতএব হে মহারাজ, এই কার্য্য অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইলে, আমরা আপনকার অন্য কোন দয়ার কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হইবার অবকাশ পাই।"

[যাঁহার হাতে পাঠান গেল।]

প্রার্থনা পত্র প্রস্তুত হইলে নরাত্মস্নেহ নামক এক ভদ্র লোকের দ্বারা মহারাজার নিকটে পাঠান গেল।

ঐ দূত রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রের হাতে পত্র দিলেন। রাজকুমার তাহা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তাহা শুধরাইয়া, আপনি অধিক কএক কথা লিখিয়া রাজার নিকটে লইয়া গেলেন। পরে প্রণাম করিয়া রাজার হাতে

পত্র দিয়া আপনার সাধ্যমতে সেই প্রার্থনার উপলক্ষে কহিতে লাগিলেন।

রাজা সেই প্রার্থনা পত্র দেখিয়া আনন্দ পাইলেন। পুত্রও সে বিষয় কহিতেছেন, ইহাতে তাঁহার আরো আনন্দ হইল। আর নরাত্মার নিকটে আপনার যে সৈন্যেরা ছিল তাহারা কায়মনোবাক্যেতে উদ্যোগ করিতেছে, ও অতি প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের মঙ্গলজনক কতক কার্য্য করিয়াছে, তাহা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

[রাজা ঐ পত্র আনন্দ মনে গ্রাহ্য করিলেন।]

অতএব মহারাজা আপন প্রিয় পুত্র ইম্মনুএলকে ডাকিয়া কহিলেন, "নরাত্মার যে অবস্থা আছে তাহা আমি যেমন জানি তুমিও তেমন জানিয়াছ, এই নগরের নিস্তারের নিমিত্তে তুমি যাহা করিয়াছ তাহাও জান। হে পুত্র. নরাত্মার নিকটে আমার যে সৈন্যেরা আছে তাহারদের সাহায্য করিতে তোমারই যাইতে হইবেক। অতএব যুদ্ধ করিতে সসজ্জ হইয়া যাও। নরাত্মাকে জয় করিবা।"

পুত্র উত্তর করিলেন, "হে পিতঃ আপনকার ব্যবস্থা আমার হৃদয়ে আছে, আপনার বাসনা পূর্ণ করাতেই আমার সন্তোষ (ইব্রী ১০। ৮)। অনেক কালাবধি আমি এই সময়ের ও এই কর্ম্মের অপেক্ষা করিতেছি। অতএব আপনকার বিবেচনামতে আমার সঙ্গে যে সৈন্য পাঠাইবেন তাহার আজ্ঞা করুন। আমি যাইয়া মরণাপন্ন নরাত্মাকে দিয়াবলের পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার করি। নরাত্মার দুর্দ্দশা ভাবিয়া আমার মন বার২ দুঃখিত হইয়াছে, এইক্ষণে পরমানন্দ পাইলাম।" ইহা কহিয়া তিনি অত্যন্ত উল্লাসেতে লম্ফ দিয়া কহিলেন, "নরাত্মার রক্ষার জন্যে আমি যাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত নই এমন অতিপ্রিয় কিছুই নাই। হে নরাত্মা তোমার হিংস্রকেরদের প্রতিহিংসা করিবার দিন উপস্থিত। হে

পিতঃ আমাকেই নরাত্মার ত্রাণের সেনাপতি করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরম উল্লসিত হইলাম (ইব্রী ২ ॥ ১০)। নরাত্মা নগরের বিঘ্ন যাহারা করিল তাহারদেরই বিঘ্ন আমি করিয়া তাহারদের হস্তহইতে নরাত্মার উদ্ধার করিব।"

রাজপুত্রের এই কথা বিদ্যুতের তুল্য রাজধানীর সর্ব্বত্রই ক্ষণমাত্রে ব্যাপিয়া গেল। আর নরাত্মার জন্যে ইম্মনুএল যাহা করিবেন তদ্ভিন্ন প্রায় অন্য কথা সেই সময়ে শুনা গেল না। রাজবাটীর সকল লোক ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ করিলেন। কার্য্য মহৎ, যুদ্ধও ন্যায়মতের, ইহা জানিয়া প্রধান২ লোকের এই ইচ্ছা হইল, আমরাও ইম্মনুএল রাজার অধীন কোন পদ পাইতে পারিলে, নরাত্মা নগরকে শাদাই রাজার নিমিত্তে জয় করিতে সাহায্য করি।

পরে আজ্ঞা হইল "ইম্মনুএল যুবরাজ নরাত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্যে আসিতেছেন, ও তিনি সঙ্গে করিয়া যত সৈন্য আনিবেন তাহারা অবশ্য জয়ী হইবেন, নগরের নিকটে যে সৈন্যেরা ছাউনি করিতেছে তাহারদিগকে এই সম্বাদ দেওয়া যাউক।" এই আজ্ঞা হইলেই, রাজবাটীর প্রধান২ লোক দূত হইতে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ আপন পুত্র ইম্মনুএলকে পাঠাইলেন, ইম্মনুএলও যাইতে সন্তুষ্ট আছেন, এই সম্বাদ সেনাপতিরা শুনিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কম্পমান করাইলেন। তাঁহারদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি পর্ব্বতহইতেও উচ্চে উঠিল। তাহাতে দিয়াবলও কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু নগরের লোকেরা পাপামোদে ও রঙ্গরসে উন্মত্ত হইয়া ঐ কথা শুনিয়া কিছুমাত্র চিন্তা করিল না। দিয়াবলের অত্যন্ত উদ্বেগ হইল। তাহার চরেরা চতুর্দ্দিগে বেড়াইয়া যে থানে যাহা শুনিত তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে জানাইত। তাহার রাজ্য বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইম্মনুএল নগরে আ-

ক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এই সম্বাদও সে পাইল। আর ইম্মনুএলহইতে দিয়াবলের মনে যত ভয় তত রাজবাটীর অতিবলবান অন্য কোন ব্যক্তিহইতে ছিল না। তাহার কারণ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, অর্থাৎ ইম্মনুএলের মহাবলের প্রমাণ দিয়াবল পূর্ব্বে পাইয়াছিল, সুতরাং তিনি আসিতেছেন শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইল।

অপর নরাত্মাকে উদ্ধার করিতে রাজপুত্র নিযুক্ত হইয়াছেন [যুবরাজের যাত্রা।] ও মহারাজা তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিও করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় স্থির হইলে পর, ইম্মনুএল পঞ্চ জন সেনাপতি ও অধীন সেনারদিগকে লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন।

১। প্রথম সেনাপতির নাম প্রত্যয়। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত। তাঁহার রক্তবর্ণ পতাকা। ধ্বজাবাহকের নাম অঙ্গীকার। পতাকাতে পবিত্র মেষশাবক ও স্বর্ণময় ঢালের চিত্র ছিল। (যোহন ১॥ ২৯। ইফি। ৬॥ ১৬)। তাঁহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

২। দ্বিতীয় সেনাপতি অতি প্রসিদ্ধ সদাশা। তাঁহার ধ্বজা আকাশবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম প্রতীক্ষা। ধ্বজাতে স্বর্ণময় তিন লঙ্গর চিত্রকরা ছিল (ইব্রী। ৬॥ ১৯)। তাঁহার অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

৩। তৃতীয় সেনাপতি অতি সাহসিক প্রেম (১ করিন্থ ১৩॥ ৪-৮)। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম দয়াশীল। ধ্বজা সবুজবর্ণ, ও তাহাতে ক্রোড়ে করিয়া আলিঙ্গন করা অতি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন তিন বালকের চিত্র ছিল। তাঁহারও অধীন দশ সহস্র সৈন্য।

৪। চতুর্থ সেনাপতি অতি সাহসিক নির্দ্দোষ। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম অহিংস্র (মথী ১০॥ ১৬)। পতাকা শ্বেতবর্ণ ও তাহাতে স্বর্ণময় তিন কপোতের চিত্র ছিল।

৫। পঞ্চম সেনাপতি প্রভুভক্ত ও অতি প্রিয় ধৈর্য্যাবলম্বন। তাঁহার ধ্বজাবাহকের নাম বহুকালসহ্য। ধ্বজা কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাতে তিন বাণেতে বিদ্ধ স্বর্ণময় হৃদয় চিত্র করা ছিল।

ইহারদিগকে লইয়া অতি সাহসিক যুবরাজ নরাত্মা নগরে যাত্রা করিলেন। প্রত্যয় অগ্রে চলিলেন ধৈর্য্যাবলম্বন পশ্চাৎ গেলেন। অন্য তিন সেনাপতি ও তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য মধ্যস্থলে চলিল। প্রথমে যুবরাজ আপনি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

[প্রত্যয়েতে ও ধৈর্য্যাবলম্বনে কার্য্য সিদ্ধ হয়।]

যাত্রার আরম্ভে তূরীর যে ধ্বনি হইল, ও সেনারদের অস্ত্রের যে তেজ, ও ধ্বজা যে প্রকারে উড়িল, তাহার কি বর্ণনা করিব। যুবরাজের বস্ত্র সকল সোণার, ও সূর্য্যের মত তেজ। সেনাপতিরদের সাজেতে বাণ বিঁধিতে পারিত না, তাহাও তারার ন্যায় চকচকী। শাদাই রাজার প্রতি ভক্তিবলে ও নরাত্মার উদ্ধারের অত্যন্ত বাসনাপ্রযুক্ত ঐ সকল সৈন্যছাড়া অন্য অনেকে রাজবাটীহইতে দুই পার্শ্বে যাত্রা করিলেন।

নরাত্মার উদ্ধার করিবার জন্যে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে ইম্মনুএল পিতার আজ্ঞামতে ভিত্তি ভাঙ্গিবার জন্যে চৌআন্ন যন্ত্র, ও পাতর ছুড়িবার জন্যে বারোটা ফিঙ্গা লইলেন। প্রত্যেক যন্ত্র সোণার। এই সকল যন্ত্র সৈন্যরা মধ্যস্থলে রাখিয়া চলিল।

[ধর্ম্মপুস্তকের ৬৬ খণ্ড।]

পরে নগরহইতে ক্রোশেক দূর থাকিতে তাঁহারা কিঞ্চিৎ কাল থামিলেন। যে চারি জন সেনাপতিকে প্রথমে পাঠান গিয়াছিল তাঁহারা নূতন অনেক সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া মহানন্দ করিয়া নগরের প্রাচীরের নিকটে মহাধ্বনি করিলেন। তাহাতে দিয়াবল কাঁপিয়া উঠিল। পরে ঐ চারি জন সেনাপতি ইম্মনুএলের ছাউনিতে গিয়া সকল সম্বাদ জানাইলেন, ও সকলে একত্র হইয়া আসিয়া নগরের নিকটে ছাউনি করিলেন। কিন্তু চারি সেনাপতির সৈন্যেরা পূর্ব্বে

কেবল দ্বারের নিকটে ছিলেন, ইহাঁরা নগরের চারিদিগ ঘেরিলেন। নরাত্মার লোকেরদের যে দিগে দৃষ্টি পড়িল সেই দিগেই কেবল সৈন্য।

ঐ সৈন্যেরা প্রাচীরের নিকটে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মত মাটীর দুই ঢিবি করিলেন। এক দিগের ঢিবির নাম অনুগ্রহ, অন্য দিগের ঢিবির নাম ন্যায়। তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরেও মাটীর কএক ক্ষুদ্র২ ঢিবি করিলেন। তাহার এই২ নাম, স্পষ্টসত্যতা ও পাপহীন। নগরে পাতর ছুড়িবার অনেক ফিঙ্গা ঐ সকল ঢিবির উপর রাখা গেল। অনুগ্রহ পর্ব্বতের উপর চারিটা. ন্যায় পর্ব্বতের উপর চারিটা, ও উপযুক্ত অন্য২ স্থানে আর কএকটা ফিঙ্গা রাখা গেল। কর্ণদ্বার ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ঐ দ্বারের নিকট শ্রবণ পর্ব্বতের উপর অতি বৃহৎ পাঁচ যন্ত্র রাখা গেল।

[নরাত্মার সাহস গেল।]

নগর জয় করিবার জন্যে বহু সৈন্য, ও ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্র, ও ফিঙ্গা, ও তাহা বসাইবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র পর্ব্বত, ও অতিতীক্ষ্ন২ অস্ত্রশস্ত্র, ও পতাকা উড়ে, এই সকল দেখিয়া. নগরের লোকেরা নানা দুর্ভাবনা ও চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে২ তাহারদের সাহস আরও কম পড়িল। পূর্ব্বে তাহারদের বোধ ছিল, আমরা উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে পারিব। কিন্তু এই সকল দেখিয়া, আমারদের কি হবে বলা যায় না, এইমত ভাবিতে লাগিল।

অতি সাধু ইম্মনুএল রাজা উক্ত প্রকারে নগর বেষ্টন করিয়া অনুগ্রহ নামক যে পর্ব্বতে সোণার ফিঙ্গা বসান ছিল তাহার উপর শ্বেতবর্ণ ধ্বজা তুলিলেন। ইহার দুই অভিপ্রায়, ১। নরাত্মার মন আমার প্রতি ফিরিলে আমি দয়া করিতে পারি ও চাহি, ইহা তাহারা জানিতে পায়। ২। তাহারা যদি বিদ্রোহী হইয়া থাকে তবে তাহারদিগকে নষ্ট করিলেও তাহারা অন্যায় বলিতে না পারে।

The White Flag on Mount Gracious.

অতএব তাহারদিগকে বিবেচনা করিবার অবকাশ দিবার জন্যে শ্বেতবর্ণ পতাকা দুই দিবস উড়ায়া ছিল সেই পতাকাতে স্বর্ণময় তিন কপোত চিত্রকরা ছিল। কিন্তু রাজার অনুগ্রহের এই চিহ্ন দেখিয়াও তাহারা নিশ্চিন্তের মত থাকিয়া কিছুমাত্র উদ্যোগ করিল না।

পরে রাজপুত্রের আজ্ঞামতে ন্যায় নামক পর্ব্বতে বিচারক সেনাপতি রক্তবর্ণ পতাকা তুলিয়া দিল। তাহাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড চিত্র ছিল ঐ পতাকাও অনেক দিবস উড়ীয়াছিল। কিন্তু শ্বেতবর্ণ পতাকা দেখিয়া যেমন নিশ্চিন্ত ছিল রক্তবর্ণ পতাকা দেখিয়াও তাহারা তেমনি থাকিল। তথাপি রাজপুত্র তাহারদিগকে নষ্ট করিলেন না।

পরে আজ্ঞা করিলেন "যুদ্ধ করিব, ইহার চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পতাকা তুলিয়া দেওয়া যাউক!" ঐ পতাকাতে তিন জ্বলন্ত বজ্র চিত্রিত ছিল। কিন্তু নরাত্মার লোক তাহা দেখিয়াও পূর্ব্বের ভাবেই থাকিল। এই প্রকারে দয়ার প্রস্তাব কি বিচারের কি দণ্ডের চিহ্ন প্রকাশ করিলেও তাহারদের কিছু-মাত্র চৈতন্য জন্মিল না দেখিয়া, রাজপুত্র দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, "বোধ হয় এই অসম্ভব আচরণের কারণ এই, ইহারা যুদ্ধের রীতি ব্যবহার কিছু জানে না। আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা ভীত নয়, কিম্বা আপনারদের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করে না, এমন হইবে না। কিম্বা যুদ্ধের রীতি ব্যবহার যদিও জানিতে পারে তথাপি দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে আমার যে রীতি ব্যবহার তাহা না জানিয়া থাকিবে।"

অতএব ঐ পতাকা উঠাইবার অভিপ্রায় জানাইতে এক দূত পাঠাইয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুগ্রহ ও দয়া, কিম্বা বিচার ও দণ্ড, ইহার মধ্যে তোমরা কোনটা ভালবাস।" ইতিমধ্যে লোকেরা সাধ্যমতে আপনারদের সকল দ্বার অতি

দৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখিল, ও প্রতি দ্বারের নিকট দ্বিগুণ তৈনাতি ও প্রহরি নিযুক্ত করিল। দিয়াবলও সাহস বৃদ্ধি করিয়া তাহারদিগকে সাধ্যমতে বাধা করিতে উৎসাহ দিল।

তাহাতে নগরের লোকেরা রাজপুত্রের দূতকে যে উত্তর দিল তাহার সার এই।

"মহাশয়। আমরা আপনকার দয়া গ্রহণ করিব, কিম্বা আপনকার যথার্থ বিচারানুসারে দণ্ড ভোগ করিব, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু আমরা এই স্থানের ব্যবস্থা ও নিয়মেতে বদ্ধ আছি। আপনাকে কিছু উত্তর দিতে পারি না। আমারদের রাজার আজ্ঞা ও নিয়ম এই, আমরা তাঁহার আজ্ঞা না পাইলে সন্ধি না করি, যুদ্ধও না করি। পরন্তু কর্ত্তব্যের মধ্যে এই পারি। আমরা রাজার নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি প্রাচীরে আসিয়া যাহাতে আমারদের হিত হয়, এমত উপযুক্ত উত্তর আপনাকে দেন।"

অতি ধার্ম্মিক রাজপুত্র এই উত্তর শুনিয়া ও তাহারদের দাসের তুল্য দশা ও বন্ধন দেখিয়া, ও তাহারা দিয়াবল মহা বীরের জিঞ্জিরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট আছে দেখিয় অতি দুঃখিত হইলেন। ফলতঃ যে কোন সময়ে যে কেহ হউক, তাহাকে ঐ বীরের অধীন দেখিলেই, তিনি দুঃখিত হইতেন।

পরন্তু নগরের লোকেরা উক্ত সকল কথা দিয়াবলকে জানাইলে, ও রাজপুত্র প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া উত্তর চাহেন এই কথা জানাইলে, দিয়াবল এক বার বলিত "উত্তর দিব না।" আরবার দম্ভভাব প্রকাশ করিত, কিন্তু মনে২ বড় ভয় করিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, "আমি আপনি দ্বারে গিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত উত্তর দিব।" অতএব মুখ নামক দ্বারে গিয়া ইম্মনুএলের নিকটে এই কথা আপন ভাষাতে কহিল। নরাত্মা তাহা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল "হে মহা ইম্মনুএল জগৎস্বামী আমি আপনাকে জানি। আপনি মহা শাদাই রাজার পুত্র। আমাকে ক্লেশ দিতে ও এই অধিকারহইতে উঠাইয়া দিতে কেন আসিয়াছেন। আপনি জানেন, এই নরাত্মা নগর আমারই হইয়াছে, আমি বাহুর বলে তাহা অধিকার করিয়াছি। বলবানহইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য কি নীত হইবে, ও ন্যায়েতে ধৃত দ্রব্য কি হরণকরা যাইবে। আরো লোকেরা বাধ্য হইল ইহাতে নগর আমার অধিকার হইয়াছে। তাহারা নিজে আমার আসিবার জন্যে দ্বার খুলিয়া দিয়া শপথ করিয়া বলিল, আমরা তোমার ভক্ত হইব, এইরূপে তাহারা আপনারদের ইচ্ছামতে আমাকে রাজা মানিয়াছে। গড়ও আমার হাতে দিয়া নরাত্মার বল ও ক্ষমতা প্রভৃতি তাবৎ বিষয় আমার ইচ্ছার অধীন করিয়াছে।

"আরো এই নরাত্মা আপনাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। আপনকার ব্যবস্থা ও নাম ও প্রতিমূৰ্ত্তি ও আপনকার যাহা আছে তাহা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে, ও আমার ব্যবস্থা ও নাম ও প্রতিমূৰ্ত্তি ও আমার যাহা তাহা সমুদয়ই গ্রহণ করিয়াছে। আমার এই কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আপনকার সেনাপতিরদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারাই এই প্রমাণ দিবেন। তাঁহারা যত প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার উত্তর করিয়া নরাত্মার লোকেরা আমার প্রতি প্রেম ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আপনকার প্রতি ও আপনকার সকল নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে। আপনি ন্যায় ও পবিত্র। অন্যায় কৰ্ম্ম আপনকার কৰ্ত্তব্য নহে, অতএব বিনয় করি এইক্ষণে প্রস্থান করুন, আমার যথার্থ অধিকার আমিই ভোগ করি।"

এই সকল কথা দিয়াবল আপন ভাষাতেই কহিল। দিয়াবল সকল দেশের লোকের সঙ্গে আপন২ ভাষায় কথা কহিয়া থা-

কে, নতুবা সকলকে পাপে লওয়াইতে কিরূপে পারিত। ও গভীর স্থলে অর্থাৎ নরকে তাহার স্বতন্ত্র ভাষা আছে।

কাযেই নরাত্মার লোকেরা তাহার কোন কথা বুঝিতে পারিল না, আর দিয়াবল যে ...তে ইম্মানুএলের নিকটে বিনয় বাক্য কহিল তাহাও জানিল না। বরং তাহারদের এই বোধ ছিল "আহা দিয়াবলের যে শক্তি ও ক্ষমতা, তাহা কে দমন করিতে পারে।" ইম্মনুএল রাজ্যকে বলপূর্ব্বক তাহার হাতহইতে কাড়িয়া না লন, দিয়াবল যে সময়ে এই প্রার্থনা করিতেছিল সেই সময়ে নগরের লোকেরা দর্প করিয়া কহিতেছিল, "দিয়াবলকে কে জয় করিতে পারে।"

ঐ ভাক্ত রাজা কথা সমাপ্ত করিলে, স্বর্ণময় মুকুটে সুশোভিত ইম্মনুএল রাজা উঠিয়া তাহাকে কহিলেন।

"ওরে প্রবঞ্চক, আমার পিতার নামে ও দুর্ভগা নরাত্মা নগরের পক্ষে, ও লোকেরদের মঙ্গলের জন্যে, তোর নিকটে আমার কিছু কথা আছে। তুই বলিস, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরাত্মা নগর আমার যথার্থ অধিকার, অথচ তুই মিথ্যাকথা কহিয়া ও বঞ্চনা করিয়া নরাত্মায় প্রবেশ করিয়াছিলি, তাহা পিতার বাটীর সকলই জানেন। আরো তুই পিতাকে ও তাঁহার ব্যবস্থা নিন্দা করিয়া নরাত্মাকে ভুলাইয়াছিলি। তুই বলিস, লোকেরা আমাকেই আপনারদের রাজা ও অধ্যক্ষ ও ভক্তিযোগ্য প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহাও তোর প্রবঞ্চনা ও শঠতাতে হইয়াছে। পিতার সিংহাসনের সম্মুখে তোর বিচার হইবেক। সেই স্থলে যদি মিথ্যাকথা ও শঠতা ও প্রবঞ্চনা ও সর্ব্বপ্রকার কুটিলতা ন্যায্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তবে তুই ন্যায়মতে এই নগরের অধিকারী, আমিও তাহা স্বীকার করিব। পরন্তু ছলনা করিয়া যে জয় করিতে না পারে এমত কোন্ চোর কি ক্রূর কি শয়তান আছে। কিন্তু ওরে দিয়াবল, নরাত্মাকে জয় করিবার যাহা কহিতেছিস তাহা সকলই মিথ্যা

দেখাইব। তুই আমার পিতাকে মিথ্যাবাদী কহিলি, আর নরাত্মার নিকটে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শঠ বলিয়া জানাইলি, আর তাঁহার ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায় বিকৃত করিয়াছিলি, এবিষয়ে তোর কি উত্তর। আর নরাত্মাকে নিষ্কপট ও সরল দেখিয়া তাহাকে ভুলাইয়াছিলি। আরো পিতার ব্যবস্থা অমান্য করিলে তাহারদের সুখ হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারদিগকে ভুলাইয়াছিলি। অথচ পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘনেতেই বিনাশ, ইহা তুই আপনি জানিস ও যে দুঃখ ভোগিয়াছিস তাহাতেই প্রমাণ পাইলি। ওরে সর্ব্ব শত্রুতার মূল, তুই আপনি ঈর্ষা করিয়া নরাত্মা নগরেতে পিতার প্রতিমূর্ত্তি উচ্ছিন্ন করিয়া, তোর নিজ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিস, এমতে পিতার অনাদর করাতে আপন অপরাধ বৃদ্ধি করিয়া নরাত্মারও অসহ্য ক্ষতি করিয়াছিস।

"আরো এই সকল দোষ অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, তুই আরো মিথ্যা কথা কহিয়াছিস ও তাহারদের প্রতি এমন শঠের কার্য্য করিয়াছিস যে তাহারদের উদ্ধার পাইবার আর বাঞ্ছাও থাকে না। তাহারদিগকে দাসত্বহইতে, মুক্ত করিবার জন্যে পিতা যে সেনাপতিরদিগকে পাঠাইয়াছিলেন তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তুই লোকেরদিকে প্রবৃত্তি দিয়াছিস। তদ্ভিন্ন তুই জানিয়াশুনিয়া পিতা ও তাঁহার ব্যবস্থার বিপরীতে এমন অনেকং কার্য্য কয়িয়াছিস। তোর সে সকল কার্য্যের এই অভিপ্রায়, নরাত্মা নগরের প্রতি পিতার অনন্ত কোপ হয়। অতএব তুই পিতার যে উৎকট অন্যায় করিয়াছিস তদ্ধেতুক তোর শাসন করিতে আইলাম, ও নরাত্মাকে যে কটুবাক্য শিক্ষা করাইয়া পিতার নিন্দা করিয়াছিস, তাহার প্রতিফল দিতে আইলাম। ওরে পাতালের রাজা, তোর মস্তকের উপর এখন আমার ক্রোধানল জ্বলিবে।

" ওরে দিয়াবল, আমি উপযুক্ত শক্তিক্রমে তোর সঙ্গে যুদ্ধ

করিতে ও তোর জ্বলন্ত হস্তহইতে নরাত্মাকে আমার বাহুর বলে উদ্ধার করিতে আইলাম। যেহেতুক ওরে দিয়াবল এই নরাত্মা নগর আমার, যথার্থরূপেই আমার, ও তাহাতে আমার যে অধিকার আছে তাহা অতি প্রাচীন ও যথার্থ লিপি পাঠ করিলেই জানা যায়। তোর অপমান করিয়া এই নগরে আমার অধিকার প্রকাশ করিব।

"প্রথমতঃ পিতা এই নগর আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া শোভিত করিলেন। নগরের গড়ও তিনি আপনার আমোদের নিমিত্তে করিয়াছিলেন, অতএব এই নগর অবশ্যই পিতার, তাহাতে তাঁহার নিশ্চয় অধিকার আছে। যে জন এই কথা স্বীকার না করে সে আপনারই প্রাণের বিপরীত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়।

"দ্বিতীয়তঃ ওরে প্রবঞ্চনার কর্ত্তা, এই নরাত্মা নগর আমারই। ইহার প্রথম প্রমাণ এই। আমি উত্তরাধিকারী ও তাঁহার হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ (যোহন ১৫।। ১৬। ইব্রী ১।। ২)। অতএব আপনার যথার্থ অধিকার তোর হস্তহইতে উদ্ধার করিতে আইলাম।

"পিতার উত্তরাধিকারী বলিয়া নরাত্মা নগরে আমার যথার্থ অধিকার আছে বটে। দ্বিতীয় প্রমাণ এই। পিতা ঐ নগর আমাকেই দান করিয়াছেন। তাঁহারই ছিল তিনি আমাকে দিয়াছেন। (যোহন ১৭।। ৬)। আমাহইতে লইয়া তোমাকে যে দেন তাঁহার এমন অসন্তোষ আমি কখনো জন্মাই নাই। (যিশা ৫০।। ১)। আমিও কখনো নিঃস্ব হইয়া অতিপ্রিয় নরাত্মা নগর তোমার নিকটে বিক্রয় করি নাই, করিবার ইচ্ছাও কখন হয় না। নরাত্মা আমার প্রিয় স্থান ও আমার আনন্দপাত্র ও মনের উল্লাসের বিষয়।

"তৃতীয় প্রমাণ এই। আমি নরাত্মাকে ক্রয় করিয়া অধিকার করিলাম। ওরে দিয়াবল আমি তাহা ক্রয় করিয়াছি,

আপনারই নিমিত্তে তাহা ক্রয় করিয়াছি। সেই নগর আদিতে আমার পিতার। তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহা আমার। আর আমি মহামূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইয়াছি, অতএব ন্যায় ও যথার্থমতে আমার অধিকার। আর তুই তাহা অধীন করিয়াছিস ইহাতে অন্যায় ও দৌরাত্ম্য করিয়াছিস ও বিপক্ষ হইয়াছিস। আমি এই নগর ক্রয় করিলাম তাহার কারণ এই। নরাত্মা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে। পরন্তু পিতা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, "নরাত্মা যে দিনে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে সেই দিনেই মরিবে।" তাঁহার কথা মিথ্যা নহে। স্বর্গ ও পৃথিবী বরং লোপ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কথা লোপ হইতে পারে না (মথি ৫ ॥ ১৮)। অতএব নরাত্মা তোর কথা মানিয়া পাপ করিলে আমি আপনি মধ্যস্থ হইয়া পিতার নিকটে প্রতিনিধি হইলাম। আমি নরাত্মার প্রতিনিধি হইয়া তাহারদের শরীরের জন্যে আপন শরীর, ও তাহারদের আত্মার জন্যে আপন আত্মা দিয়া, তাহারদের দোষের প্রতিকার করিব, এইমত প্রতিজ্ঞা করিলে, পিতাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে নিরূপিত সময় হইলে আমি নরাত্মার শরীরের জন্যে আপন শরীর, ও তাহারদের আত্মার জন্যে আপন আত্মা, ও তাহারদের প্রাণের জন্যে আপন প্রাণ, ও তাহারদের রক্তের জন্যে আপন রক্ত দিয়া, অতিপ্রিয় নরাত্মাকে ক্রয় করিলাম।

ইম্মনুএল দয়াবান।

"চতুর্থ। আর আমি এই কর্ম্মের কিছু বাকী রাখিয়া যে কিবা করিয়াছিলাম তাহা নয়। ঐ কর্ম্ম সমুদয় সিদ্ধ করিলাম। পিতার স্নেহ প্রকাশ হইবার পথ করা ও পাপের দণ্ড করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি সেই দণ্ড ভোগ করিলাম তাহাতে তাঁহার ন্যায় গুণও রক্ষা হইল ও নরাত্মার উদ্ধারের পথ হইয়াছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট আছেন।

পঞ্চম। আরো আমি যে তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলাম তাহাও পিতার আজ্ঞামতে। তিনিই কহিলেন তুমি গিয়া নরাত্মাকে উদ্ধার কর।

অতএব, ওরে সর্ব্বপ্রতারণার আদিকর্ত্তা, ওরে অজ্ঞান নরাত্মা, তোরদিগকে জানান যাইতেছে আমি পিতাভিন্ন তোরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসি নাই।”

পরে স্বর্ণ মুকুটে শোভিত রাজকুমার আরো কহিলেন, “নগরের লোকেরদের নিকটেও আমার কিছু কথা আছে।” যুবরাজের এই কথা উচ্চারণ হইলেই সকল দ্বারে দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত হইল, ও সকলের নিকটে এই আজ্ঞা হইল যে, কেহই তাঁহার কথায় মনোযোগ না করে। তথাপি তিনি কহিলেন।

“হায়২ দুর্ভগা নরাত্মা, তোমারদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মন দয়াতে গলিয়া যায়। তোমরা দিয়াবলকে রাজা স্বীকার করিয়া, তোমারদের প্রকৃত রাজার বিপক্ষ হইয়া, দিয়াবলের লোকদিগকে প্রতিপালন ও সেবা করিতেছ। তাহারই জন্যে তোমরা দ্বার খুলিয়া দিলা বটে, আমি আইলে বন্দ রাখিয়াছ। তাহারই কথা শুনিলা, আমার শব্দ শুনিয়া কাণ বন্ধ করিয়াছ। সে তোমারদিগকে নষ্ট করিলেও তোমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যে সর্ব্বনাশ তাহাও গ্রহণ করিলা, আমি ত্রাণ করিতে আইলাম, আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। আর তোমরা আপনারদের নগর ও নগরে আমার যাহা কিছু ছিল তাহা সমুদয় লইয়া আমার ও পিতার প্রধান শত্রুর হাতে দিয়াছ। তোমরা তাহার সাক্ষাতে দণ্ডবৎ হইয়া তাহার অধীন হইয়াছ ও তাহার সেবা করিতে শপথও করিয়াছ। হায় নরাত্মা তোমারদের কি করিব। কি ত্রাণ করিব। কি নাশ করিব। তোমারদের উপর চড়াউ হইয়া কি তোমারদিগকে চূর্ণ করিব, কিম্বা তোমারদিগকে

আপন আশ্চর্য্য অনুগ্রেহের চিহ্নস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া রাখিব। কি করিব। অতএব হে নরাত্মা শুন আমার কথায় মনোযোগ কর। করিলে বাঁচিবা। হে নরাত্মা আমি দয়ালু। তাহার প্রমাণ তোমরা পাইবা। আমাকে দেখিয়া দ্বার বন্দ রাখিও না (পরমগীত ৫ ॥ ২)।

"হে নরাত্মা, তোমারদের ক্ষতি করিতে পিতা আমাকে পাঠান নাই, আমারও এমন ইচ্ছা নয়। আপন বন্ধুকে ছাড়িয়া অতিবেগে পলাইয়া পরম শত্রুতে দৃঢ়রূপে আশ্রয় লইতেছ কেন। পাপনিমিত্তে অনুতাপকরা তোমারদের উচিত, আমারও ইচ্ছা তাই। কিন্তু জীবন রক্ষা হইবে ইহাতে নিরাশ হইও না। এই সমূহ সৈন্যকে তোমারদের ক্ষতি করিতে আনি নাই, কিন্তু তোমারদিগকে উদ্ধার করিতে ও আমার আজ্ঞার অধীন করিতে আনিয়াছি।

"পিতা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন, দিয়াবল ও তাহার সহকারি স্বজাতীয় সকলের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যেহেতুক সেই বলবান অস্ত্র লইয়া ঘর অধিকার করিয়াছে। তাহাকে তাড়িয়া দিবই দিব। তাহার লুঠকরা দ্রব্য সকল আমি বিভাগ করিব। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইব। গড়হইতে তাহাকে তাড়িয়া দিয়া আপনি তাহাতে বাস করিব। হে নরাত্মা ইহার প্রমাণ দিয়াবলও পাইবে। আমি তাহাকে জিঞ্জিরে বদ্ধ করিয়া আমার পিছনে ফেলিব, নরাত্মা তাহা দেখিয়া মহা আনন্দ করিবে।

"আমি যদি বল প্রকাশ করি, তবে এইক্ষণেই তাহাকে নগরহইতে তাড়াইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে আমি ন্যায়মতে যুদ্ধ করি, সকলেই যাহাতে এই কথা জানে এমন ভাবে কর্ম্ম করিব। সে শঠ হইয়া নগর অধিকার করিয়াছে ও দৌরাত্ম্য ও প্রতারণা করিয়া তাহাতে কর্ত্তা হইয়াছে। আমি সকলের সাক্ষাতে

তাহাকে উলঙ্গ ও নিস্ব করিব। আমার কথা সত্য। আমি ত্রাণ করিতে বলবান। তাহার হস্তহইতে নরাত্মাকে উদ্ধার করিবই।"

উক্ত সকল কথা নরাত্মার শুনিবার জন্যে কহা গিয়াছিল, কিন্তু নরাত্মা তাহা শুনিল না। তাহারা কর্ণদ্বার বদ্ধ রাখিল ও তাহাতে কপাট লাগাইল ও প্রহরি নিযুক্ত করিয়া আজ্ঞা করিল, "নরাত্মার কেহই তাঁহার নিকটে না যায়, ও শাদাইর ছাউনিহইতে কেহ নগরে প্রবেশ না করে।" তদনুসারেই তাহারা করিল। দিয়াবল তাহারদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখিয়া তাহারদের প্রকৃত রাজার বিপক্ষে উদ্যোগ জন্মাইল, তাহাতে স্বর্গীয় সৈন্যেরদের কোন লোক, কিম্বা তাহারদের কোন কাহার শব্দও নগরে পঁহুছিতে পারিল না।

সপ্তম অধ্যায়।

নরাত্মা পাপে মগ্ন হইয়া রাজপুত্রের নিজ কথা তুচ্ছ করে দেখিয়া ইম্মনুএল সৈন্যেরদিগকে একত্র করিয়া আজ্ঞা করিলেন, "আমরা অমুক কালে যুদ্ধ করিব, সকলই প্রস্তুত থাক।"

[ইম্মনুএল নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধের উদ্যোগ করেন।]

নরাত্মা নগর অধিকার করিতে হইলে দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে অবিধি হয়। সকল দ্বারের মধ্যে প্রধান কর্ণদ্বার। অতএব ইম্মনুএল আপন সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নগর অধিকার করিবার জন্যে তোমরা ভিত্তিভাঙ্গিবার যন্ত্র সকল ও ফিঙ্গা ও সেনাপতিরদিগকে চক্ষু ও কর্ণদ্বারে বসাও।"

দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে সকল বিষয় প্রস্তুত হইলে ইম্মনুএল পুনরায় দূত পাঠাইয়া কহিলেন, "তোমরা শান্তভাবে আমার হস্তে নগর অর্পণ করিয়া দিবা, কি আমারদের যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে কি স্থির করিয়াছ।"

[দিয়াবল শান্তির নিয়ম করিতে চাহে।]

তখন নগরের লোকেরা দিয়াবলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, "আমরা অমুক২ নিয়মের প্রস্তাব করি। তিনি স্বীকার করিলে ভাল।" এই কথা স্থির করিয়া তাহারা ঐ নিয়ম ইম্মনুএলকে জানাইবার জন্য কাহাকে পাঠাইবে, এই কথা কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিল। সেই সময়ে বাধ্যতাদ্বেষি নামক দিয়াবলের বৃদ্ধ এক জন দাস ছিল, সে অতি একগুঁয়ে ও দিয়াবলের পক্ষে মহাউদ্যোগী ছিল। তাহাকেই তাহারা সকল নিয়ম জানাইয়া পাঠাইল। সে ইম্মনুএলের ছাউনিতে উপস্থিত হইলে, রাজকুমার তাহার কথা শুনিবার সময় নিরূ-

পণ করিলেন। সময় উপস্থিত হইলে সে গিয়া দিয়াবলের লোকেরদের ব্যবহারমতে নানাপ্রকার বিনয় নমস্কারাদি করিয়া এই কথা কহিতে লাগিল। "মহারাজ, সকল লোকের নিকটে আমার রাজার অতি সুস্বভাব প্রকাশ হয়, এই কারণে তিনি আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়া কহিতেছেন, যুদ্ধ না হয় এইজন্যে আমি নরাত্মার অর্দ্ধেকপর্য্যন্ত তোমার হাতে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি (তিত ১। ১৬)। মহারাজ ইহাতে সম্মত হইবেন কি না।"

ইম্মনুএল কহিলেন, "সমুদয়ই আমার। তাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহা ক্রয় করিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেক কেন ত্যাগ করিব।"

বাধ্যতাদ্বেষী কহিল, "আপনি যদি ইহাতে সম্মত না হইলেন, তবে আমার প্রভু কহেন, আপনি সকল লউন ও নগরে রাজা নাম ও পদ উভয় লউন, কেবল এক অংশমাত্র আমি পাইতে পারি কি না।"

ইম্মনুএল উত্তর করিলেন, "নগর আমারই। নাম ও কথামাত্রে নয়, যথার্থই আমার। অতএব আমি নরাত্মার একাধিপতি একাধিকারী হইব। কেহ এক অংশ পাইবে না।"

তখন বাধ্যতাদ্বেষী কহিল, "দেখ আমার প্রভু অতি নম্র। তিনি কহিতেছেন আপনি সমুদয় নগরের কর্ত্তা হউন। কেবল আমাকে নগরের মধ্যে গোপনে বাস করিতে একটি ক্ষুদ্র স্থান দেন।"

স্বর্ণময় মুকুটে শোভিত রাজা কহিলেন, "পিতা আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহাই আমার অধিকারে আসিবে, তাহার কিছুমাত্র ছাড়িব না। নরাত্মার মধ্যে বাস করিবার অতি গুপ্ত কোন স্থানও ছাড়িব না। আমি সমুদয়ই লইব।"

তাঁহাতে বাধ্যতাদ্বেষী কহিল, "হে মহারাজ, আমার প্রভু

যদি সমুদয় আপনকার হস্তে দিয়া এইমাত্র যাচ্ঞা করেন যে কখনং এই দেশ দিয়া যাত্রা করিলে দশপাঁচ দিন বা মাসেক কাল কোন বন্ধুর সহিত নগরে বাস করিতে পান, এই ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনি সম্মত হইতে পারেন কি না।"

ইম্মনুএল কহিলেন "না। তোমার প্রভু একবার যাত্রিকস্বরূপ দাউদের নিকটে গিয়া কিঞ্চিৎ কালমাত্র ছিল, তাহাতেই দাউদের প্রায় প্রাণনাশ হয় (২ শিমু ১২ ॥ ৪)। আমি তাহাকে কখনই নগরে ঢুকিতে দিব না।"

বাধ্যতাদ্বেষী কহিল "মহারাজ অতিকঠিন। আমার প্রভু আপনকার সকল কথায় সম্মত হইলেন, কেবল তাঁহার এই প্রার্থনা যে তাঁহার কোন বন্ধু কি কুটুম্বেরা নগরের মধ্যে থাকিয়া কোন ব্যবসায় চালাইতে পায়, ইহার অনুমতি দিবেন কি না।"

ইম্মনুএল কহিলেন, "কখন না, পিতার এমত ইচ্ছা নয়। দিয়াবলের যত জন নগরের মধ্যে থাকে কি যাহাকে যে সময়ে নগরে পাওয়া যায় তাহার সম্পত্তি ও শক্তি সমস্ত লইব, তাহার প্রাণপর্য্যন্তও বিনষ্ট করিব। (রোম ৬ ॥ ১৩। কলস ৩ ॥ ৫। গাল ৫ ॥ ২৪)।

তাহাতে বাধ্যতাদ্বেষী কহিল, "হে মহারাজ, যদি আমার প্রভু আপনকার হস্তে নগর সমর্পণ করেন, তবে কখন পত্র লিখিয়া কিম্বা লোক পাঠাইয়া কিম্বা দৈবাৎ অন্য কোন সুযোগক্রমে নরাত্মার মধ্যের আপন কোন বন্ধুর সঙ্গে কিছু আলাপ রাখিতে পারিবেন কি না।"

ইম্মনুএল উত্তর করিলেন, "কোন ক্রমেই নয়। যেহেতুক তোমার প্রভু যে কোনপ্রকার প্রণয় কি বন্ধুভাব অথবা প্রেমালাপ করে, তাহাতে নরাত্মার ধর্ম্মের হানি হইবে, ও আমার প্রতি তাহারদের বৈরক্তি জন্মিবে, ও পিতার সঙ্গে তাহারদের সদ্ভাব ভঞ্জনের সম্ভাবনা।"

বাধ্যতাম্বেষী আরো কহিল। "পরন্তু মহাশয়, নরাত্মার মধ্যে প্রভুর অনেক বন্ধু ও অতিপ্রিয় লোক আছে। তিনি স্নেহ ও দয়াভাবে কিছু দ্রব্যাদি কোন২ সময়ে তাহারদিগকে দিতে পারিবেন কি না। তাহা করিতে পারিলে, তিনি নগরহই-তে প্রস্থান করিলেও তাহারা আপনারদের প্রাচীন বন্ধুর অনু-গ্রহের চিহ্ন দেখিয়া, রাজাকে মনে রাখিবে, ও যে কালে তিনি নগরে বাস করিতেন তৎকালে তাহারা এক সঙ্গে যে সুখ ভোগ করিত তাহা মনে রাখিবে।" (রোম ৬ ॥ ১২)।

তাহাতে ইম্মনুএল কহিলেন "না। কেননা নরাত্মা আমার হস্তে আইলে, দিয়াবলের সঙ্গে যে কদালাপ ছিল তাহা মনে রাখিবার জন্যে তাহার দান করা দ্রব্যের এক কুটি কি ছাট কি ধূলার কণাপর্য্যন্ত থাকিতে দিব না।"

বাধ্যতাম্বেষী কহিল, "হে মহারাজ আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। তাহা জানাইলে আমার কর্ম্ম সাঙ্গ হয়। আমার প্রভু নরাত্মাহইতে গেলে পর যদি কোন গুরুতর কা-র্য্যের নিমিত্তে নগরের কোন লোক তাঁহার সাহায্য চাহে, ও সেই কর্ম্ম না করিলে ক্ষতি হয়, অথচ সাহায্য করিবার উপ-যুক্ত আমার প্রভুর মত যদি কেহ না থাকে, তবে এমন গতিকেও সেই ব্যক্তি আমার প্রভুকে ডাকিতে পাইবে কি না। যদি প্রভুকে নগরে ঢুকিতে না দেন, তবু সেই জন ও সে কর্ম্মেতে লিপ্ত অন্য ব্যক্তিরা নরাত্মার নিকট কোন গ্রামে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সেই কর্ম্মের পরামর্শ করিতে পারিবে কি না।" (২ রাজ। ১ ॥ ৩)

দিয়াবলের পক্ষে তাহার দূতের এই শেষ প্রস্তাবেতেও ইম্মনু এল সম্মত না হইয়া কহিলেন, "দিয়াবল গেলে পর পিতা ও আমি যাহা নিকাশ করিতে না পারি, এমত কোন ব্যাপার নরাত্মার মধ্যে ঘটিতে পারিবে না। (২ শিমু। ২৪ ॥ ১৪) আরো পিতা কহিয়াছেন সর্ব্বপ্রকার নিবেদনে ও যাচ্ঞাতে

আমার নিকটে তোমারদের বাঞ্ছা জানাও। যদি নরাত্মার কোন লোককে দিয়াবলের নিকটে পরামর্শ লইবার অনুমতি দিই তবে পিতার জ্ঞান ও শক্তির নিন্দা হয়. ও দিয়াবলের যে লোকেরা নগরে থাকে তাহারা নরাত্মার বিনাশের কল্পনা করিবে, ও পিতার ও আমার দুঃখ জন্মাইবার উপায় করিবে। তাহা সিদ্ধও করিতে পারিবে, আটক কি।"

বাধ্যতাদ্বেষী এই উত্তর শুনিয়া বিদায় হইয়া কহিল "আমি এই সকল কথা প্রভুকে জানাইব।" সে নরাত্মায় গিয়া দিয়াবলকে সমুদয় কথা জানাইল। আরো কহিল, "তুমি একবার নগরহইতে বাহির হইলে নগরের কিম্বা লোকেরদের সঙ্গে তোমার কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে কোন ক্রমেই অনুমতি হইবেক না।" নরাত্মার লোকেরা ও দিয়াবল এই কথা শুনিয়া এক মনে স্থির করিল, ইম্মনুএল নগরের অধিকার না পান আমরা সাধ্যমতে এমত উদ্যোগ করিব। আর এই কথা রাজপুত্রকে ও তাঁহার সেনাপতিরদিগকে জানাইবার নিমিত্তে কুবিরামকে পাঠাইল। অতএব কুবিরাম কর্ণদ্বারের উপরিভাগে গিয়া ছাউনির লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিল, "প্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা আপনারদের রাজা ইম্মনুএলকে কহ, নগরের রাজা ও লোকসমূহ বাঁচুক কিম্বা মরুক একত্র থাকিবেই এমত স্থির করিয়াছে, আর তোমারদের রাজা যাবৎ সকলকে নষ্ট না করেন তাবৎ নগর জয় করিতে পারিবেন না, অতএব তোমারদের রাজা বলপূর্ব্বক নগর অধিকার করিতে পারেন করুন, নতুবা পাইবেন না।" তাহাতে কোন লোক রাজকুমারের নিকটে গিয়া কহিল, "কুবিরাম এই২ কথা কহে।" ইম্মনুএল উত্তর করিলেন, "তবে আমার খড়্গেতে যাহা করা যায় তাহা দেখি। (ইফি। ৬॥ ১৭)। নরাত্মা যদিও এই প্রকারে বিপক্ষ হইয়া আমার অনাদর করে, তথাপি আমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না,

আমার নরাত্মাকে শত্রুর হাত ছাড়াইয়া তাহা অবশ্য অধিকার করিব।" পরে বিনেরেগশ ও দোষাবধারক ও বিচারক ও দণ্ডকারক এই চারি জন সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা পতাকা তুলিয়া কর্ণদ্বারে গিয়া তূরীর ধ্বনি ও যুদ্ধের শব্দ করহ। বিশ্বাস সেনাপতিও তোমারদের সঙ্গে যাইবেন। সদাশা ও প্রেম এই দুই সেনাপতি চক্ষুর্দ্বারের সম্মুখে ছাউনি করুন। অন্য সকল সেনাপতি ও সৈন্য নগরের প্রাচীরের নিকট যে স্থানহইতে শত্রুর বিপক্ষে উপযুক্তমতে কর্ম্ম করিতে পারে এমন স্থানে গিয়া থাকুন।" আরো তিনি কহিলেন, "ইম্মনুএল এই শব্দই যুদ্ধের উৎসাহ বাড়াইবার শব্দ হইবেক।" তৎসময়ে তূরী বাজিতে লাগিল ও ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্র চালান গেল ও ফিঙ্গাদ্বারা নগরে পাতর ছোড়া যাইতে লাগিল। এতদ্রূপে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। নগরের লোকেরদের মধ্যে দিয়াবল আপনি ঐ যুদ্ধের বিধি করিল। দ্বারে২ গিয়া তাহারদের উদ্যোগ বৃদ্ধি করিল, সুতরাং তাহারা অধিক সাহস করিয়া ও দুষ্টভাব প্রকাশ করিয়া ইম্মনুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিল। ইহাতে যুবরাজের মনে অত্যন্ত শোক হইল। দিয়াবল ও নরাত্মার লোকেরা অনেক দিবস ঐ ভদ্র ইম্মনুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিল। পরন্তু শাদাই রাজার সেনাপতিরা এই যুদ্ধেতে যে প্রকারে কর্ম্ম করিলেন ও যে সাহস প্রকাশ করিলেন তাহার কি কহিব।

প্রথমে বিনেরেগশ কর্ণদ্বারের উপর তিনবার অতিভয়ানকরূপে আক্রমণ করিলে, দ্বারের দুই দিগের থাম নড়িল। দোষাবধারকও তাহার সঙ্গে২ আক্রমণ করিলেন, আর তাঁহারা দেখিলেন দ্বার প্রায় খোলা গেল। অতএব ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্র নিত্য চালাইতে আজ্ঞা করিলেন। এমত সময়ে দ্বারের অতি নিকট যাওয়াতে দোষাবধারককে হটিয়া যাইতে হইল ও তাঁহার মুখে তিন স্থানে আঘাত হইল। যাঁহারা রাজবাটীহইতে

দেখিবার জন্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ যুদ্ধেতে সেনাপতিরদিগকে নানা প্রকারে সাহস দিতে লাগিলেন।

প্রথম দুই সেনাপতির সাহস ও পরিশ্রম দেখিয়া ইম্মনুএল তাঁহারদিগকে আপন তাম্বুতে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া কিছু আহার পানাদি কর।" আর দোষাবধারকের আঘাতের জন্যে তাঁহাকে কিছু ঔষধ দিলেন। তদ্ভিন্ন রাজা তাঁহারদিগকে এক২ স্বর্ণমালা পুরস্কার দিয়া কহিলেন "সাহসী হও।"

সদাশা ও প্রেম এই দুই সেনাপতিরও কিছুমাত্র কম সাহস ছিল না, তাঁহারাও অতি ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ করিয়া চক্ষুর্দ্বার প্রায় খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাঁরদিগকে ও অন্য সকল সেনাপতিকে তাঁহারদের সাহসপ্রযুক্ত রাজা নানা প্রকারের পুরস্কার দিলেন।

এই যুদ্ধেতে দিয়াবলের অনেক সেনাপতি হত হইল, নগরের কএক জনও আঘাতী হইল। সেনাপতিরদের মধ্যে শ্লাঘাকরনামক এক ব্যক্তি হত হইয়াছিল। সে বোধ করিত, কর্ণদ্বার কেহ লড়াইতে পারে না, আর দিয়াবলের মনে কেহ ভয় জন্মাইতেও পারে না। নিশ্চিন্তনামক এক জন সেনাপতিও হত হইল। সে কহিত "ইম্মনুএলের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিতে না পারে এই জন্যে দ্বার রক্ষা করিতে নরাত্মার অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তিরদেরও যথেষ্ট শক্তি আছে (২ শিমু ৫॥ ৬)।" দোষাবধারক যে সময়ে মুখে তিনটা আঘাত পাইলেন সেই সময়ে তিনি দ্বিধার খড়্গেতে ঐ নিশ্চিন্তের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

তদ্ভিন্ন অভিমানি নামক অতি সাহসিক এক জন সেনাপতি ছিল। যাহারা জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বাণ ও মৃত্যু ছাড়ে তাহারা তাহার সৈন্য। তাহাকে সদাশা চক্ষুর্দ্বারে বুকে আঘাত করিয়া নষ্ট করিলেন।

আর রসবোধনামক এক ব্যক্তি ছিল। সে সেনাপতি নহে, কিন্তু নরাত্মাকে বিদ্রোহ করিতে অতিশয় সাহস দিত। বিনেরেগশের অধীন এক জন সৈন্য তাহার চক্ষুতে আঘাত করিলে সে অতিশীঘ্র পলাইল, নতুবা সেনাপতির হাতে মরিত।

পরন্তু স্বেচ্ছাবলম্বী সেই সময়ে যেমন বিষণ্ণ হইল তেমন পূর্ব্বে কখনো তাহাকে দেখি নাই। তৎকালে স্বেচ্ছামতে কিছুই করিতে পারিল না। কেহ২ কহে তাহার পায়ে আঘাত হইয়াছিল, ও কএক জন রাজসৈন্য তাহাকে খোঁড়া হইয়া প্রাচীরের উপরে চলিতে দেখিল।

নগরের মধ্যে অনেক লোক খঞ্জ ও আঘাতী ও হত হইল। যাহারা হত হইয়াছিল তাহারদের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই। ফলতঃ শাদাই রাজার সৈন্যেরদের বলে কর্ণদ্বারের থাম লড়িতে লাগিল, ও চক্ষুর্দ্বার প্রায় খোলা গেল, অনেক সেনাপতিও হত হইল দেখিয়া দিয়াবলের অনেক লোকের আশা ভঙ্গ হইল। আর সোণার ফিঙ্গাতে যে পাতর ছোড়া গিয়াছিল তাহাতেও অনেক লোক মরিল।

নগরের লোকেরদের মধ্যে সৎকর্ম্মে অপ্রেম নামে এক জন ছিল, কিন্তু সে জাতিতে দিয়াবলী। সে নরাত্মার মধ্যে ভারি আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু অতিশীঘ্র মরিল না।

আর নরাত্মার অধিকার করিবার জন্যে যখন দিয়াবল আইসে তখন তাহার সঙ্গে যে কুবিরাম আসিয়াছিল তাহারও মস্তকে অতিশয় আঘাত হইয়াছিল, কেহ২ কহে তাহার মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়াছিল, আমিও দেখিলাম পূর্ব্বে সে নগরের যত ক্ষতি করিত তত আর করিতে পারিল না। আরো বৃদ্ধ কুসংস্কার ও অভেদগ্রাহী এই দুই জন পলায়ন করিল।

[শুক্লবর্ণ পতাকা পুনরায় তোলা গেল।]

সেই যুদ্ধ হইলে পর যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন "নরাত্মার দৃষ্টিগোচরে অনুগ্রাহক পর্ব্বতের উপর শ্বেতবর্ণ পতাকা তুল। তাহাতে লোকেরা জানিবে এখনো নরাত্মার প্রতি ইম্মনুএলের অনুগ্রহ হইতে পারে।" দিয়াবল ঐ পতাকা দেখিয়া জানিল যে আমার নিমিত্তে নয়, নরাত্মার লোকেরদের নিমিত্তে তাঁহার এই অনুগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ হইল। ইহাতে সে মনেং ভাবিল আমি চাতুরী করিয়া ভাল মানুষ হইব এই প্রতিজ্ঞা করি, দেখি তিনি তাহা শুনিয়া সৈন্যকে লইয়া চলিয়া যান কি না। ইহা ভাবিয়া সে এক দিন সূর্য্য অস্ত হইবার অনেক ক্ষণ পরে নগরের দ্বারে গিয়া কহিল "আমি ইম্মনুএলের সঙ্গে কিছু কথা কহিব।" তাহাতে তিনি দ্বারে উপস্থিত হইলে দিয়াবল এই কথা কহিল।

[ইম্মনুএলের সঙ্গে দিয়াবলের কথা।]

"আপনি শান্তি করিতে চাহেন ইহার প্রমাণ আপনকার শুক্লবর্ণ পতাকা। এইক্ষণে আমরা যে নিয়মেতে আপনকার অনুগ্রহ স্বীকার করিব সেই নিয়ম আপনাকে জানাইতে আইলাম। আপনিও সম্মত হইলে হইতে পারেন।

"আপনি ভক্তিভাবে ও ধর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হন, আর নরাত্মাকে পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে নগরে যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা নিশ্চয় জানি। অতএব আপনকার সেনাপতিরদিগকে স্থানান্তর করুন, আমি নরাত্মাকে আপনকার অধীন করিয়া দেই।

"প্রথম। আমি আপনকার শত্রু না হইয়া আপনকার অধীন কার্য্যকারকের পদ গ্রহণ করিব। আর পূর্ব্বে যেমন আপনার বিপক্ষ ছিলাম তেমন এখন নরাত্মা নগরে আপনকার সেবা করিব।

"১। নরাত্মা আপনাকেই প্রভুস্বরূপ গ্রহণ করে এমন পরা-

মর্শ দিব। আমি আপনকার অধীন কার্য্যকারক, ইহা জানিলে তাহারা অনায়াসে সম্মত হইবে।

"২। তাহারদের দোষ তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিব, ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে জীবনের পথ বন্দ হয়, এই কথা তাহারদিগকে জানাইব।

"৩। যে ধর্ম্মব্যবস্থামতে তাহারদের আচরণ করিতে হয় অর্থাৎ তাহারা যে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা, তাহারদের নিকটে প্রকাশ করিব।

"৪। তাহারদের রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া আপনকার সেই ব্যবস্থামতে আচরণ করা আবশ্যক ইহাও জানাইব।

"৫। আর এই সকল কার্য্যের নিমিত্তে আমি নরাত্মার মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যে উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া নিজহইতেই তাহারদের প্রতিপালন করিব।

"৬। আরো আপনি যে কর বসাইবেন তাহা আমরা আপনকার অধীন থাকিয়া বৎসর২ আপনকার নিকটে পাঠাইব।"

ইম্মনুএল তাহাকে উত্তর করিলেন, "ওরে সম্পূর্ণ কপট, তোর কুটিলভাব বুঝিয়াছি। নরাত্মাকে অধিকারে রাখিবার জন্যে, তুই একবার একরূপ, অন্যবার অন্যরূপ আচরণ করিয়া, কতবার নানামত কর্ম্ম করিয়াছিস। কিন্তু আমিই নগরের সত্য অধিকারী, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়াছে। তুই অনেকবার নানামত কথা কহিয়াছিস, আর তোর এই শেষ কথা পূর্ব্বের কথার মতই অগ্রাহ্য। কুৎসিত বস্ত্র পরিয়া লোকেরদিগকে ভুলাইতে না পারিয়া, এইবার তেজোময় দূতের বেশ ধরিয়া প্রতারণা করিবার কল্পনায় ধর্ম্ম প্রচার করিবি (২ করি। ১১॥ ১৪)।

"ওরে দিয়াবল, তুই যাহা বলিস তাহা কদাচ গ্রাহ্য নহে। প্রতারণাভিন্ন তোর অন্য অভিপ্রায় নাই। তুই ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা

করিস না নরাত্মাকেও স্নেহ করিস না। অতএব পাপময় কুটিলতা ও প্রতারণাভিন্ন তোর এই সকল বাক্যের মূল কি হইতে পারে। আশ্রিত ব্যক্তির নাশ যে জন জানিয়া শুনিয়া করে সে জন কিম্বা তাহার কথা কি কখন গ্রাহ্য হইতে পারে। তুই পাপেতে আসক্ত হইয়া এখন ধর্ম্মপ্রচারক হইবি। আর কোন কথার প্রয়োজন নাই।

"এইক্ষণে নরাত্মার রীতি পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিস। তুই আমার অনুমতি লইয়া সেই কার্য্য করিতে চাহিস। অথচ জানিস, ব্যবস্থা পালন করিলে ও পুণ্যকর্ম্ম করিলেও নরাত্মা দণ্ডহ তে উদ্ধার পাইতে পারে না। কেননা পরমেশ্বর পূর্ব্বেই কহিয়াছেন, যে জন এই ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে সেই শাপগ্রস্ত। অতএব সেই ব্যবস্থা একবার লঙ্ঘন হইলে শাপ হয়, তৎপরে ব্যবস্থাপালন করিলেও সেই শাপহইতে মুক্ত হয় না। এখন শয়তান দোষের দমন করিতে লাগিলে, নরাত্মায় যে প্রকার সদাচরণ হইবেক তাহা কে না জানে। পরন্তু ইহার যাহা কহিতেছিস তাহা সকলি শঠতা ও প্রতারণামাত্র। শঠ হইয়া প্রথমে কর্ম্ম করিলি, সেইরূপে শেষ করিবি। তোর দ্বিভাগ প দ দেখিয়াই অনেক লোক তোকে বুঝে, কিন্তু তুই পরিষ্কার তেজোময় বস্ত্র পরিয়া সদাচরণ করিবার প্রস্তাব করিলে, প্রায় কেহই তোকে চিনে না, তুই সকলকেই ভুলাইস। ওরে দিয়াবল তুই আমার নরাত্মাতে এইরূপ ব্যাপার করিতে পাইবি না। আমি নরাত্মাকে ভাল বাসি।

"আরো, প্রাণ রক্ষার জন্যে নরাত্মার পুণ্য কর্ম্ম করিতে হইবেক, এমত শিক্ষা দিতে আমি আইসি নাই। তাহা করিলে তোর মত হই। নরাত্মা পাপপ্রযুক্ত পিতার ক্রোধপাত্র হইয়াছে। ব্যবস্থার দ্বারা অনুগ্রহ পাইতে না পারিলেও আমার দ্বারা পাইবে। আমি নরাত্মার নিমিত্তে যাহা করি-

য়াছি ও করিব তাহার ফলে পিতার সঙ্গে নরাত্মার ঐক্য হইবে। এই জন্যে আসিয়াছি।

"তুই বলিস, আমি লোকেরদিগকে ভাল কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করাইব। তোর স্থানে এই কর্ম্ম কে চাহিয়াছে। নগর অধিকার করিতে পিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপন গুণের বলে এই নগরকে তাঁহার সন্তোষের উপযুক্ত করিতে আসিয়াছি। আমিই এই নগর অধিকার করিয়া তোকে দূর করিয়া দিব। লোকেরদের মধ্যে আমি আপনার পতাকা তুলিব। নূতন ব্যবস্থা ও নূতন কার্য্যকারক ও নূতন অভিপ্রায় ও নূতন নিয়ম করিয়া তাহারদিগকে শাসন করিব। এই নগর ভাঙ্গিয়া নূতন নগর গাঁথিব। ভিত্তির মূলাবধি তাহার সমপুর্ণরূপে নূতন সৃষ্টি করিব। এই নগর জগতের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ হইবেক।"

দিয়াবল এই কথা শুনিয়া ও আপন সমস্ত ছলনা প্রকাশ হইয়াছে বুঝিয়া, অতি সঙ্কুচিত হইল। আর কি করা উচিত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু শাদাইর ও তাঁহার পুত্রের ও তাঁহারদের অতিপ্রিয় নরাত্মার প্রতি সর্ব্বপ্রকারে অন্যায় ও রাগ ও ঈর্ষার মূলই সেই দিয়াবল। অতএব রাজার সঙ্গে পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে আপনি সাধ্যমতে প্রস্তুত হইল। নরাত্মা ইম্মনুএলের হস্তগত হইবার আগে অন্য যে এক যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখি। অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর অধিকার করিবার জন্যে উভয় পক্ষের শেষবার যে রূপে যুদ্ধ হয় তাহা পাঠক মহাশয়েরা দেখিতে চাহিলে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দেখুন।

দিয়াবল প্রাচীরহইতে নামিয়া নরাত্মার মধ্যস্থলে আপন সৈন্যেরদের নিকটে গেল। ইম্মনুএলও ছাউনিতে ফিরিয়া গেলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

নগর অনেক দিন রাখিতে পারিব না বোধ করিয়া দিয়াবল স্থির করিল, রাজসৈন্যেরদের ও নগরের যত ক্ষতি করিতে পারি তাহা সাধ্যমতে করিতে ত্রুটি করিব না। ফলতঃ দিয়াবল দুর্বুদ্ধি নরাত্মার সুখ ও মঙ্গল কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, কেবল নগরের বিনাশ করিতে যত্নবান ছিল, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। সে আপন সেনাপতিরদিগকে ও অধীন কার্য্যকারকদিগকে আজ্ঞা করিল " যুদ্ধ স্থলে যদি ইম্মনুএলের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা হয় তবে তোমরা তৎক্ষণেই নগরের স্ত্রীপুরুষ আবাল বৃদ্ধ সকলকে কাটিয়া ফেলিয়া যত ক্ষতি করিতে পার তাহাই করিবা। এই নগরে ইম্মনুএল রাজ্য না করুন, বরং আমরা তাহা বিনষ্ট করিয়া ঢিবির মত করিলে ভাল।"

[নগর রাখিতে পারিবে কি না এই বিষয়ে দিয়াবলের মনে সন্দেহ।]

ইম্মনুএল এই যুদ্ধেতে জয় করিবেন নিশ্চয় জানিয়া আপন প্রধান২ সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা দিয়াবল ও তাহার নিজ দেশের লোকেরদের প্রতি কিছুমাত্র দয়া করিও না, তাহারদের সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করিবা। কিন্তু যাহারা নরাত্মার প্রাচীন লোক তাহারদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ ও করুণা প্রকাশ কর। দিয়াবল ও তাহার লোকেরদের সহিত বিশেষমতে যুদ্ধ হউক।"

নিরূপিত দিবসে যুদ্ধের আজ্ঞা হইল। মহারাজের সৈন্যেরা অতি সাহসপূর্ব্বক অস্ত্র চালাইলেন। ও চক্ষু ও কর্ণদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে বিশেষরূপে উদ্যোগ করিলেন। যুদ্ধের কালে উৎসাহ বাড়াইবার কথা এই, নরাত্মা জয় হইল। এই প্রকারে তাঁহারা নরাত্মার প্রতি আক্রমণ করিলেন। দিয়াবলও আপন প্রধান২ সৈন্যেরদিগকে লইয়া অত্যন্ত যত্নবান হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল তাহারা অত্যন্ত সাহসও প্রকাশ করিল।

[যুদ্ধ।]

পরন্তু রাজা ও তাঁহার সাহসিক সেনাপতিরা তিন চারি-
কর্ণদ্বার খোলা বার আক্রমণ করিলে কর্ণদ্বার যে হুড়কা
গেল ইত্যাদিতে বন্ধ ছিল তাহা সকলই ভা-
ঙ্গিয়া পড়িল ও দ্বার খোলা গেল। তাহাতে তূরীবাদকেরা
তূরী বাজাইতে লাগিল, সেনাপতিরা জয়২ ধ্বনি করিল, নগ-
রও কাঁপিতে লাগিল। দিয়াবল পলাইয়া গড়ে আশ্রয় লইল।
সৈন্যেরা ঐ দ্বার খুলিলে যুবরাজ আপনি আসিয়া দ্বারেতে
সিংহাসন স্থাপন করাইলেন, ও সেই দ্বারের নিকটে সৈন্যেরা
ফিঙ্গা রাখিবার জন্যে সুশ্রবণ নামক যে ঢিবি করিয়াছিল সেই
ঢিবিতে পতাকা উঠাইলেন। দ্বারের প্রবেশ স্থানে যুবরাজ থা-
কিলেন। আরো তিনি আজ্ঞা করিলেন "সোণার ফিঙ্গাহইতে
যে গোলা ফেলা যায় তাহা বিশেষমতে গড়ের উপর ছাড়,
যেহেতুক ঐ গড়েই দিয়াবল গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।" নগরে
দিয়াবলের অধিকার হইবার পূর্ব্বে যে জন লেখক ছিল
তাহার ঘরে যাইতে কর্ণদ্বারহইতে সোজা পথ, ঐ ঘরের
নিকটেই গড়, তাহা দিয়াবল অনেক কালাবধি আপনার কুৎ-
সিত বাসা করিয়াছিল। সেনাপতিরা ফিঙ্গার দ্বারা ঐ ঘর
পর্য্যন্ত পথ খুলিয়া দিল। তখন যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন,
"বিনেরেগশ ও দোষাবধারক ও বিচারক সেনাপতিরা পূর্ব্ব-
কার বৃদ্ধ লেখকের ঘরে গিয়া থাকুন।" তাহাতে সেনাপতিরা
ও সৈন্যেরা যুদ্ধের উপযুক্ত সৈন্যদলের মত নগরে গিয়া
পতাকা লইয়া লেখকের ঘরে গেল। সেই ঘর প্রায়
গড়তুল্য দৃঢ়। আরো তাঁহারা ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্র গড়ের
দ্বারের সম্মুখে রাখিবার জন্যে আনিলেন। সদসদ্বোধের
বাটীতে আসিয়া দ্বারে ঘা মারিলেন। বৃদ্ধ তাঁহারদের
অভিপ্রায় না জানিয়া যুদ্ধের কালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল।
বিনেরেগশ ডাকিলেন, কেহ উত্তর করিল না। তাহাতে ঐ যন্ত্র-
দ্বারা এক বার ঘা মারিলেন। বৃদ্ধ ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল,
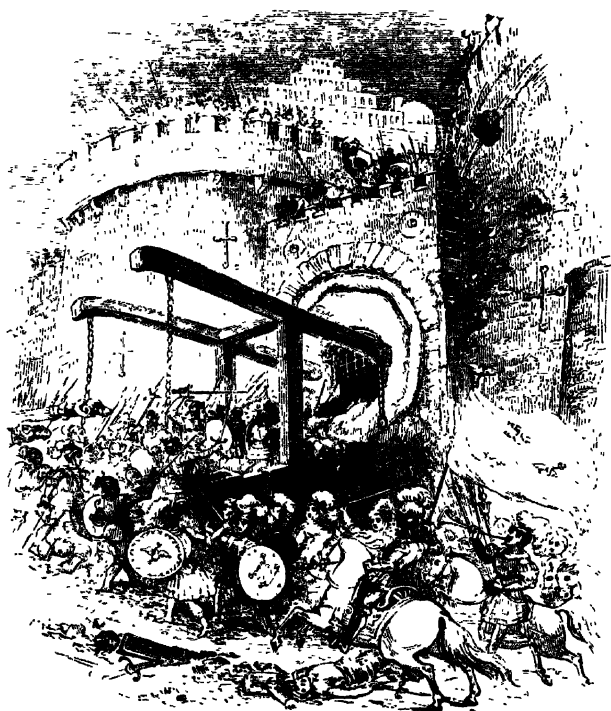
Ear-gate broken open.

তাহার ঘরও লড়িল। পরে কাঁপিতেং দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা।" বিনেরেগশ উত্তর করিলেন, "মহাশাদাই রাজার ও তাঁহার মাহাত্ম্যবিশিষ্ট পুত্র ইম্মনুএলের সেনাপতি আমরা, রাজকুমারের জন্যে তোমার ঘর লইব।" তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঐ যন্ত্রেতে ঘা মারিলেন। বৃদ্ধ তাহাতে অধিক কাঁপিতেং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তখন সাহসিক তিন জন সেনাপতি ভিতরে গেলেন। লেখকের ঐ বাটী যুবরাজের কর্ম্মের উপযুক্ত বটে, যেহেতুক দিয়াবলের আশ্রয়গড়ের নিকট, অতিবড় ও সেই গড়ের সম্মুখে। তখন দিয়াবল ভয়প্রযুক্ত বাহিরে আসিতে পারিল না। লেখকের প্রতি সেনাপতিরদের মুখ অতি ভারী ছিল, আর ইম্মনুএলের কি অভিপ্রায় হইতে পারে তাহা না জানিয়া এই সকল ব্যাপারের কিছু স্থির করিতে পারিল না, শেষেইবা কি হয় তাহার সন্দেহ করিতে লাগিল। লেখকের ঘর অধিকার করা গিয়াছে ও তাহাতে সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা গিয়া রহিয়াছে, এই কথা নগরের সকল স্থানে প্রকাশ হইতে লাগিল। আর জনরব হইলে যেমন হইয়া থাকে, তেমনি লোকেরা ক্ষুদ্র বিষয় ধরিয়া মহৎ বিষয় করিল। ক্রমেং লোকেরা কহিতে লাগিল, "যুবরাজ আমারদিগকে অবশ্য নষ্ট করিবেন। দেখ, লেখক ভয় করিতেছে ও কাঁপিতেছে তাহার প্রতি সেনাপতিরদের মুখও ভারী।" অনেক লোক দেখিতেও আইল। তখন সেনাপতিরা ঘরে আছেন ও ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্রেতে গড়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে চেষ্টা করেন দেখিয়া তাহারা আরও ভয় করিয়া প্রায় অচেতন হইত! লেখককে দেখিতে পাইয়া তাহারদের সেই ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। কেননা যে কেহ তাহার নিকটে আসিত কিম্বা তাহার সঙ্গে কথা কহিত তাহাকে কহিত, "নরাত্মার মৃত্যু ও বিনাশ হইবেক।"

বিশেষতঃ বৃদ্ধ কহিত, “তোমরা সকলেই জান আমরা যা-

[সদসদ্বোধের চেতনা হইলে যাহা করে।]

হাকে তুচ্ছ করিতাম সেই মহিমাযুক্ত ইম্মনুএল এইক্ষণে সাক্ষাৎ জয়ী। আমরা তাঁহার নিকটে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছি। দেখ তিনি নগর ঘেরিয়া বলপূর্ব্বক ভিতরে আসিয়াছেন। দিয়াবলই দাঁড়াইতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে, ও সে যে গড়ে আশ্রয় লইয়াছে সেই গড়ের সম্মুখ আমার এই বাটীতে যুবরাজ সৈন্য রাখিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাও। আমারদের মধ্যে যদি কেহ নির্দ্দোষী হয় তবে সে ধন্য। কিন্তু আমি মহা অপরাধী। যে সময়ে লোকেরদের দোষ প্রকাশ করা আমার উচিত ছিল এমন সময়ে আমি নিঃশব্দ থাকিতাম। যে সময়ে ন্যায় বিচার করা আমার উচিত, এমন সময়ে অন্যায় করিতাম, ইহাতে আমি মহা অপরাধী। শাদাই রাজার ব্যবস্থার সপক্ষ হওয়াতে আমি দিয়াবলের স্থানে কিছু কষ্ট ভোগ করিয়াছি বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। আমি রাজবিপরীত যে কদাচার করিয়াছি ও যে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছি ও নগরের মধ্যে অনেক অনিষ্ট দেখিয়াও তাহার বাধা যে করি নাই, এই সকল দোষের প্রতিকার উক্ত কষ্ট ভোগেতে হয় না। হায়২ প্রথমেই যদি এমন হইতে লাগিয়াছে তবে শেষে কি হবে, ভাবিয়া আমার অতিশয় ভয় হয়।

তিন জন সাহসিক সেনাপতি লেখকের বাটীতে থাকিয়া

[দণ্ডকারকের সাহসের কার্য্য।]

উক্ত প্রকারে কর্ম্ম করিতেছেন ইতিমধ্যে দণ্ডকারক সেনাপতিও নগরের সীমার পথ ও প্রাচীর রক্ষা করিলেন। তিনি স্বেচ্ছাবলম্বিকে অতিশয় ক্লেশ দিয়া তাহাকে কোন স্থানেই স্বচ্ছন্দে থাকিতে দিলেন না। তাহার সৈন্যেরদিগকেও তাড়াইয়া দিলেন। তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী যদি গর্ত্তে ঢুকিয়া থাকিতে পারিত তবে তাহাও মঙ্গল জ্ঞান করিত। তাহার অধীন তিন জন কর্ম্মকারককেও

দণ্ডকারক নষ্ট করিলেন। তাহারদের একজনের নাম কুসংস্কার। পূর্ব্বে এক বার তাহার মস্তকে আঘাত হইয়াছিল, পরে স্বেচ্ছাবলম্বী তাহাকে কর্ণদ্বারের রক্ষক করিয়াছিল। অন্য এক জনের নাম ব্যর্থভিন্নসমস্তকর্ম্মানিচ্ছুক। সেও স্বেচ্ছাবলম্বির অধীন এক জন কর্ম্মকারক, ও কর্ণদ্বারে যে দুইটা কামান পাতা গিয়াছিল তাহারই রক্ষক ছিল, তাহাকেও দণ্ডকারক কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির নাম বিশ্বাসঘাতক, সে অতি দুষ্ট কিন্তু স্বেচ্ছাবলম্বির বিশ্বাসপাত্র ছিল। তাহার সৈন্যেরদের মধ্যে অনেক বলবান ও সাহসিক লোককে ও দিয়াবলের অতি ভক্ত অনেক জনকেও নষ্ট করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলে দিয়াবলের স্বদেশের লোক ছিল। নগরের লোকেরদের মধ্যে কাহাকেও নষ্ট করিলেন না।

অন্য সেনাপতিরাও অত্যন্ত সাহসের অনেক কার্য্য করিলেন। বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বারে সদাশা ও প্রেম ছিলেন। বদ্ধচক্ষু নামক ঐ দ্বারের রক্ষককে সদাশা আপন হাতে নষ্ট করিলেন। বদ্ধচক্ষুর অধীন সহস্র সেনা ছিল তাহারা মুদ্গর লইয়া যুদ্ধ করিত। তিনি ঐ সৈন্যেরদের পশ্চাতে গিয়া তাহারদের কএক জনকে হত করিলে ও কতককে আঘাত করিলে, অন্য সকলে কোণে২ গিয়া লুকাইয়া থাকিল।

সেই দ্বারে কুবিরামও ছিল। তাহার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সেই লোক বৃদ্ধ ও তাহার দাড়ি পেটপর্য্যন্ত দীর্ঘ। দিয়াবলের পক্ষে সেই বক্তা ছিল ও নগরের মধ্যে অতিশয় ক্ষতি করিত। তাহাকেও সদাশা নষ্ট করিলেন।

অধিক কি লিখিব। দিয়াবলের অনেক লোক হত হইয়া নগরের কোণে২ পড়িয়া রহিল। তথাপি অনেক জন নরাত্মার মধ্যে লুকাইয়া থাকিল।

অষ্টম অধ্যায়

[নগরের প্রাচীন লোকেরা সভা করিয়া পরামর্শ করে।]

তৎকালে বৃদ্ধ লেখক ও সুবুদ্ধি মহাশয় ও নগরের প্রধান২ লোকেরা, অর্থাৎ নরাত্মার মঙ্গলে যাহারদের মঙ্গল ও নরাত্মার বিনাশে যাহারদের নাশ হয়, তাহারা সকলে এক দিন সভা করিয়া এই পরামর্শ করিল। "এইক্ষণে ইম্মনুএল নগরের দ্বারে আছেন, আমরা এই সময়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা পত্র লিখিয়া পাঠাই।" সেই পত্রে এই২ কথা লিখিল "এই নর ত্মা নগর নিতান্ত দুর্দ্দশাতে পড়িয়াছে। এই নগরের প্রাচীন আমরা আপনারদের পাপ স্বীকার করি, আর আপনি মহারাজা হইলেও আপন ক্রোধ জন্মাইয়াছি ইহাতে আমারদের অতিশয় খেদ হয়। প্রার্থনা করি, আপনি আমারদের প্রাণ রক্ষা করুন্।"

রাজপুত্র এই পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে তাহারদের আরো দুঃখ হইল। ইতিমধ্যে লেখকের ঘরে যে সেনাপতিরা ছিলেন তাঁহারা ভিত্তি ভাঙ্গিবার যন্ত্রেতে গড়ের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতে অত্যন্ত যত্ন করিতেছিলেন। অনেক কাল পরে অত্যন্ত পরিশ্রম ও ক্লেশ হইলে, অগম্য নামক গড়ের দ্বার খণ্ড২ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা গেল। তাহাতে দিয়াবল যে স্থানে লুকাইয়া ছিল সেই স্থানে যাইবার পথ হইল। পরে নরাত্মার গড়ে প্রবেশ করিবার পথ হইয়াছে, এই সম্বাদ কর্ণ দ্বারে ইম্মনুএলের নিকটে গেল। তাহাতে যুদ্ধের প্রায় শেষ হইয়াছে ও নরাত্মার উদ্ধারের কাল নিকট হইল বলিয়া, রাজসৈন্যেরা তূরীর শব্দ করিতে লাগিল।

পরে রাজপুত্র উপযুক্ত কএক জন সৈন্য সঙ্গে লইয়া নরা-
[ইম্মনুএলের নরা- আর পথ দিয়া লেখকের ঘরে গেলেন।
আতে প্রবেশ করণ।] রাজপুত্রের গাত্রে যে সাজ ছিল তাহা সো-
ণার। তাঁহার আগেং এক জন পতাকা ধরিয়া যাইতেছিল।
পথে যাইতেং রাজপুত্র আপনার মুখ ভারী করিলেন, তাহাতে
দয়া করিবেন কি না তাহার কোন চিহ্নও দেখা গেল না। নগ-
রের লোকেরা আপনং ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল
ও তাঁহার শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিল, কিন্তু
মুখ প্রসন্ন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। আর যেমন
দুঃখি লোকের হইয়া থাকে তেমনি নরাত্মার লোকেরা ইম্মনু-
এলের সকল ক্রিয়ার বিপরীতভাব বুঝিতে লাগিল। তাহারা
বোধ করিল "আমারদের প্রতি যদি ইম্মনুএলের দয়া থাকিত
তবে অবশ্য তিনি কিছু কথা কহিয়া কিম্বা কোন কর্ম্ম করিয়া
তাহা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার মুখ ভারী, ইহাতে আমা-
দের উপর তাঁহার ক্রোধ অবশ্য থাকিবে, এমত হইলে নিতা-
ন্তই নরাত্মার বিনাশ হবে, নগরও মলের ঢিবি হইবে।
আমরা তাঁহার পিতার আজ্ঞা মানি নাই, ও তাঁহার শত্রু দি-
য়াবলের চাকর হইয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধপর্য্যন্ত করিয়াছি।
ইম্মনুএলও এই সকল জানেন। তিনি ঈশ্বরের দূত সুতরাং
পৃথিবীতে যাহা ঘটে তাহা সমুদয়ই জানেন। অতএব আমার-
দের অত্যন্ত দুর্দ্দশা। এই ভদ্র রাজা আমারদিগকে নষ্ট করি-
বেন। যদি তাঁহার নষ্ট করিবার কল্পনা থাকে তবে সময়
এই, কেননা এখন নগর তাঁহার হাতে আছে।"

পরন্তু আমি এই দেখিলাম লোকেরদের মনেতে এইরূপ
ভয় থাকিলেও রাজা যে সময়ে যাইতেছিলেন সেই সময়ে
তাহারা নমস্কার করিতে লাগিল ও দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার
চরণের ধূলা চাটিতেও উদ্যত ছিল। তাহারদের এই নিত্য
বাঞ্ছা যে ইনিই রাজা ও সেনাপতি হইয়া আমারদের আশ্রয়

হউন। আর তাহারা সর্ব্বদাই এইরূপ কথা কহিতে লাগিল যে "দেখ, ইনি কেমন সুন্দর। পৃথিবীতে যাঁহারা অতি ভদ্র তাঁহারদেরহইতেও ইনি ভদ্র। ইহাঁর যে সাহস ও যে সদ্‌গুণ তাহার কি বলা যায়।" এই সকল ভাব হইলেও তাহারা প্রাণের ভয়ে অতি সঙ্কুচিত হইল। এইমতে একবার আনন্দ একবার দুঃখ করিয়া তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, কিছু শান্তি পাইল না।

ইম্মনুএল গড়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দিয়াবলকে আজ্ঞা করিলেন, "আয়, তোর প্রাণ আমার হাতে অর্পণ কর্।" ইহা শুনিয়া ঐ পশু কোনমতে সম্মত না হইয়া কতক বার গড়িয়া পড়িল, শেষে রাজার নিকটে আইল। তাহাতে তিনি চাকরদিগকে কহিলেন, "ইহাকে বিচারের নিমিত্তে রাখিবার জন্যে জিঞ্জিরে বদ্ধ কর।" তাহাই হইল। পরে দিয়াবল এই প্রার্থনা করিল, "হে ইম্মনুএল, আমাকে গভীরস্থলে না ফেলিয়া, নগরহইতে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে দেউন।"

ইম্মনুএল তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া হাটে আনাইয়া, যে সকল অস্ত্র লইয়া সে অত্যন্ত অহঙ্কার করিত তাহা নরাত্মার সাক্ষাতে কাড়িয়া নিলেন। ইম্মনুএল জয় করিয়াছেন তাহা দেখাইবার এক কার্য্য এই। আরো দিয়াবলের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইবার সময়ে রাজার সোণা মোড়া তূরী বাজিতে থাকিল, সেনাপতিরাও মহা আনন্দধ্বনি ও সৈন্যেরা আনন্দ গান করিতে লাগিল। নরাত্মা যাহাকে বিশ্বাস করিত, ও যাহার মিথ্যা প্রশংসা শুনিয়া অভিমান করিত সেই দিয়াবলকে জয় করিয়া ইম্মনুএল এই যে প্রথম কার্য্য করিলেন তাহা নরাত্মার লোকেরা দেখিল।

[দিয়াবলকে ধরিয়া বাঁধেন।]

দিয়াবলকে নরাত্মার ও সেনাপতিরদের সাক্ষাতে উলঙ্গ করিয়া রাজকুমার আজ্ঞা করিলেন, "তাহাকে আমার

Diabolus bound in Chains.

রথের চাকাতে শিকলে বাঁধ।” আর দিয়াবলের পূর্ব্বকার কোন২ লোক পুনরায় গড় অধিকার করিতে চেষ্টা না করে এই জন্যে ইম্মনুএল বিনেরেগশ ও দোষাবধারক এই দুই সেনাপতিকে গড়ের দ্বারে নিযুক্ত করিলেন, এবং দিয়াবলকে রথচক্রে বাঁধাইয়া জয়ের উল্লাসেতে নরাত্মার মধ্য পথ দিয়া গিয়া চক্ষুর্দ্বারদিয়া বাহির হইলেন। সেই দ্বারের সম্মুখের মাঠেই তাঁহার সৈন্যের ছাউনি।

পরন্তু রাজকুমারের রথচক্রে মহাবীর বদ্ধ হইয়া যাইতেছে, দেখিয়া সৈন্যেরা যেরূপ আনন্দধ্বনি করিয়াছিল তাহার কি বর্ণনা করিব। সৈন্যেরা দেখিয়া কহিল, “তিনি জয়িগণকে বন্দি করিয়া প্রধান ও পরাক্রমি ভূতকে দমন করিয়াছেন। দিয়াবল খড়্গেতে পরাজিত হইয়া সকলের হাস্যাস্পদ হইল।”

আরো রাজবাটীহইতে আসিয়া যাঁহারা চারিদিগে ভ্রমণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল তাঁহারাও মিষ্ট স্বরে গান করিয়া মহা আনন্দধ্বনি করিলেন। সর্ব্বোপরিস্থ জগতের লোকসকল এই আনন্দের হেতু জানিবার নিমিত্তে অধোদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (লূক ১৫॥ ৭, ১০)

[নগরের লোকেরা রাজকুমারে আসক্ত হয়।]

নগরের যত লোক এই সকল ব্যাপার দেখিয়াছিল তাহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। সকল কার্য্যই অতি পরিপাটীরূপে হইল, আর সমস্ত কার্য্যেতেই রাজা নগরের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এমত অনুভব হইতে লাগিল। তাহাতে ইম্মনুএলের সুনিয়ম দেখিয়া লোকেরদের চক্ষু মস্তক অন্তঃকরণ মন সকলই মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি তাহারদের শেষ গতি কি হইবে তাহা বুঝিতে পারিল না।

এইরূপে শত্রুকে জয় করিবার কার্য্য প্রকাশ করিলে পর রাজকুমার তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, "তুই নরাত্মার অধিকার আর কখনও পাইবি না।" এই প্রকারে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিলেন। তাহাতে দিয়াবল লবণাক্ত মরুভূমিতে বাস করিল। বিশ্রাম খুজিয়াও পাইল না। (মথি ১২ ॥ ৪৩)

বিনেরেগশ ও দোষাবধারক দুই সেনাপতিই অতি প্রতাপশালী। তাঁহারদের মুখ সিংহতুল্য। তাঁহারদের গর্জন সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়। তাঁহারা সদসদ্বোধের বাটীতে থাকিলেন। মহামহিম সর্ব্ব শক্তিমান রাজকুমার দিয়াবলকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়া দিলে পর, নগরের লোকেরা ঐ সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরদের কার্য্য দেখিয়া বিবেচনা করিবার কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইল। কিন্তু সেনাপতিরা সমস্ত কর্ম্মেতে লোকেরদের যে রূপ ভয় ও ত্রাস জন্মাইত তাহাতে লোকেরদের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। ঐ সেনাপতিরা তদ্রূপ কার্য্য করিতে রাজকুমারের স্থানে আজ্ঞা পাইয়া থাকিবেন। নতুবা এমন করিতেন না। যাহা হউক তাহা দেখিয়া লোকেরদের অত্যন্ত ভাবনা হইতে থাকিল। শান্তি কি বিশ্রাম কি সুখ কি আশা কিছুমাত্র হইল না।

রাজকুমারও নগরের মধ্যে না থাকিয়া আপনার তাম্বুতে পিতার সৈন্যেরদের মধ্যে থাকিলেন। সময় মতে তিনি বিনেরেগশকে কহিলেন, "তুমি নগরের সমস্ত লোককে গড়ের মাঠে আসিতে আজ্ঞা কর, ও তাহারদের সাক্ষাতে সুবুদ্ধিকে ও সদসদ্বোধকে ও সেই প্রসিদ্ধ সেচ্ছাবলম্বিকে ধরিয়া কয়েদ কর ও তাহারদের উপর সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখ। তাহারদিগকে লইয়া যাহা করিতে হবে তাহার আজ্ঞা পরে করিব।" সেনাপতিরা আজ্ঞা পাইয়া তেমনি করিলেন। তাহাতে ভয় বৃদ্ধি হইয়া, লোকেরা কহিতে লাগিল, "এক্ষণে নিতান্তই নরাত্মার নাশ হইবে।" অতএব কি প্রকারে

নষ্ট করিবেন, কখন বা আমারদের মরিতে হইবে, তিনি বা উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া আমারদিগকে গভীর স্থানে ফেলিয়া দেন, সেই স্থানে যাইবার বিষয়ে দিয়াবলও অত্যন্ত ভয় করিয়াছিল, এই প্রকারে তাহারদের নানামতের ভাবনা হইতে লাগিল। আরও নগরের লোকেরদের সাক্ষাতে প্রকাশরূপে অপমান পাইয়া অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক রাজকুমারের খড়্গাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যাহারদিগকে কয়েদ করা গিয়াছে তাহারদের জন্যে নগরের লোকেরাও অতিশয় ভাবিত হইল, কেননা তাহারাই তাহারদের আশ্রয় ও উপদেশক। তাহারা হত হইলে নরাত্মার অন্য কোন লোকের রক্ষা পাইবার কি আশা হইতে পারে।

এই সকল ভাবিতে২ তাহারা ঐ কয়েদি লোকেরদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া রাজকুমারের নিকটে প্রার্থনাপত্র লিখিল ও জীবনেচ্ছু নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পাঠাইল। সেই ব্যক্তি রাজকুমারের তাম্বুতে গিয়া প্রার্থনাপত্র তাঁহার হাতে দিল। পত্রের মর্ম্ম এই।

"মহামহিম আশ্চর্য্য বুদ্ধিমন্ত রাজাধিরাজের নিকটে নগরবাসি অতি অকিঞ্চন দীনহীন ব্যক্তিরদের নিবেদন এই। আপনি আমারদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমারদের দোষ ও নগরের প্রধান২ লোকেরদের পাপ আর মনে করিবেন না। আপনি দয়ার সাগর। আপনকার দয়ার গুণে আমারদের প্রাণ রক্ষা করুন। আমরা না মরিয়া আপনকার দৃষ্টিতে বাঁচি। তাহা হইলে আমরা একান্তমনে আপনকার দাস হই। আপনি অনুমতি দিলে আপনকার উচ্ছিষ্ট কুড়িয়া খাই।"

রাজকুমার ঐ পত্র হাতে লইয়া কিছু উত্তর না দিয়া পত্রবাহককে বিদায় করিলেন। ইহাতে নরাত্মার আরও দুঃখ হইল। কিন্তু তাহারদের অন্য কি উপায়। প্রার্থনা ছাড়া

তাহারা আর কিছু করিতে পারিল না। অতএব পুনরায় পরামর্শ করিয়া তাহারা আর এক পত্র লিখিয়াছিল। তাহার মর্ম্ম প্রায় পূর্ব্ব পত্রের মত।

কিন্তু পূর্ব্বে যে ব্যক্তি পত্র লইয়া যায় তাহাকে কিছু উত্তর না দেওয়াতে লোকেরা বোধ করিল যে তাহার কোন অসভ্য ব্যবহার হইয়া থাকিবে, ইহাতেই বা রাজকুমার বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন নাই, অতএব তাহাকে এইবার পাঠান উচিত নহে। এই বিবেচনা করিয়া তাহারা পরামর্শ করিলে পর দোষাবধারক সেনাপতিকে কহিল, "রাজার নিকটে আপনি এই পত্র লইয়া যাউন।" তিনি কহিলেন "আমি বিশ্বাসঘাতকেরদের নিমিত্তে ইম্মনুএলের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি না, বিদ্রোহিরদের সপক্ষ হইয়া রাজসমীপে যাইব না। রাজা সুশীল বটেন অতএব নগরের কোন লোককে পাঠাইতে পার, কিন্তু সে গলায় রজ্জু বাঁধিয়া কেবল দয়া প্রার্থনা করুক।"

ইহা শুনিয়া নগরের লোকেরা ভয় করিয়া অনেক কাল বিলম্ব করিতে লাগিল। শেষে তাহারা ভাবিল "অধিক বিলম্ব করিলে আমারদের আপদ্ ঘটিতে পারে।" অতএব তাহারা জাগ্রতেচ্ছা নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পত্র পাঠাইতে স্থির করিল, তথাপি অত্যন্ত ভয়েতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিল। জাগ্রতেচ্ছা নগরের মধ্যে অতিক্ষুদ্র এক কুঠরীতে থাকিত। এক জন প্রতিবাসির দ্বারা তাহারা তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, "আমরা এই২ কর্ম্ম করিয়াছি, আর রাজার নিকটে আমারদের এই২ প্রার্থনা করিবার বাঞ্ছা হইয়াছে, তুমি এই পত্র তাঁহার নিকটে লইয়া যাও।" জাগ্রতেচ্ছা কহিল "নরাত্মা অতি প্রসিদ্ধ নগর, তাহার রক্ষার জন্যে আমি সাধ্যমতে কেন উদ্যোগ না করিব।" অতএব ঐ পত্র তাহার হাতে দিয়া কহিল, "রাজার নিকটে গিয়া তোমার এই২ প্রকারে কর্ম্ম করিতে হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।" পরে যুবরাজের ছাউনিতে যাইয়া

পত্রবাহক কহিল, "মহারাজার নিকটে আমার কিছু নিবেদন আছে।" তাহাতে কোন লোক ইম্মানুএলকে এই কথা জানাইলে তিনি বাহিরে আইলেন। জাগ্রতেচ্ছা তাঁহাকে দেখিলেই দণ্ডবৎ হইয়া ডাকিয়া কহিল "মহরাজ কৃপা করুন, নরাত্মার রক্ষা হইক।" পরে রাজার হাতে পত্র দিলে তিনি ঐ পত্র পড়িয়া মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পত্রবাহকও কাঁদিতেং তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিল। পরে রাজা ক্ষান্ত হইয়া তাহাকে কহিলেন "তুমি এইক্ষণে বিদায় হও, আমি তোমার প্রার্থনার বিবেচনা করিব।"

ইহার মধ্যে নরাত্মার লোকেরা আপনারদিগকে মহাপাপি জানিয়া ও মনেং অত্যন্ত ভয় করিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল যে রাজা আমারদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন কি না। অতএব অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পত্রবাহকের ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দেখিল ফিরিয়া আসিতেছে। আইলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি সম্বাদ বল। ইম্মনুএল কি কহিয়াছেন। পত্র কোথায় দিলা।" সে কহিল, "এই স্থানে কিছুই কহিব না। নগরাধ্যক্ষ ও স্বেচ্ছাবলম্বী ও লেখক যে কারাগারে আছেন সে স্থানে গিয়া সকলই কহিব।" কারাগারে যাইতেং বহু লোক তাহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। পত্রবাহক কারাগারের দ্বারে আসিয়া দেখিল, নগরাধ্যক্ষের মুখ ভয়েতে মলিন হইয়াছে, লেখকও কাঁপিতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজা কি কহিলেন।" জাগ্রতেচ্ছা কহিতে লাগিল, "আমি রাজতাম্বুতে গিয়া সম্বাদ দিলাম তাহাতে রাজকুমার বাহিরে আইলেন। কিন্তু তাঁহার যেমন ঐশ্বর্য্য ও তাঁহার মুখ যে সুন্দর। তাঁহাকে দেখিলেই আমি আর দাঁড়াইতে না পারিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া পত্র দিলাম। ও সেই কালে আমি কান্দিয়া কহিলাম, কৃপা করুন নরাত্মার রক্ষা হউক। তিনি পত্র

লইয়া পড়িয়া কহিলেন "এইক্ষণে বিদায় হও আমি তোমার প্রার্থনার বিবেচনা করিব।" পত্রবাহক আরো কহিল "তোমরা আমাকে যে রাজার নিকটে পাঠাইলা তাঁহার অদ্ভুত গৌরব ও সৌন্দর্য্য, তাহা দেখিলেই ভয় হয় ভক্তিও জন্মে। আমি তাঁহাকে ভক্তি করি ভয়ও করি। তথাপি এই সকল ঘটনার শেষ ফল কি হবে তাহা বলিতে পারি না।"

এই সকল কথা শুনিয়া যাহারা কয়েদ ছিল ও অন্য যে সকল লোক পত্রবাহকের পশ্চাৎ২ গিয়াছিল তাহারা রাজকুমারের ঐ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। তাহারা সকলই চলিয়া গেল। পরে যাহারা কয়েদ ছিল তাহারা এক স্থানে বসিয়া ঐ কথার ভাব আপন২ বুদ্ধিমতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। নগরাধ্যক্ষ কহিল "আমার বিবেচনা এই, ঐ কথাহইতে আমারদের ভয় করিবার কারণ নাই।" স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল, "না, অমঙ্গলের লক্ষণ।" লেখক কহিল "এই মৃত্যুর দূত।" লোকেরদের মধ্যে কএক জন কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া কারাগারের নিকটে দাঁড়াইতেছিল। তাহারা ঐ কয়েদিরদের কথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল না। কেহ এক কথা ধরিল। কেহ অন্য কথা ধরিল। কেহ২ পত্রবাহকের কথা শুনিল কেহ২ কয়েদিরদের কোন কথা শুনিল। কিন্তু স্পষ্টরূপে কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাহারা সর্ব্বত্র বেড়াইয়া যে গোলমাল করিল তাহার কি বলিব।

তাহারা নগরের চারিদিগে গিয়া এক জন একরূপ কহে, অন্য জন তাহার ঠিক বিপরীত কহে। সকলই বলে. "আমার কথা সত্য, আমি যাহা কহি তাহা আপন কাণে শুনিলাম, ইহাতে ভুল নাই।" এক জন কহিল, "আর কি, আমারদের তাবতেরি নাশ হইবে।" অন্য জন কহিল, "কিছু না, আমরা সকলই রক্ষা পাইব।" অপর জন কহিল, "যুবরাজ নরাত্মার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিবেন না।" অন্য

কহিল, "যাহারা কয়েদ আছে তাহারা শীঘ্র হত হইবে।" প্রত্যেক জনই কহিতে লাগিল "আমার কথাই সত্য, আর সকলের মিথ্যা।' অতএব নরাত্মার লোকেরদের ক্লেশের উপর ক্লেশ জন্মিল। কেহ কোন দিগেই শান্তি পাইল না। এক জন পথে যাইতেং অন্যের কথা শুনিয়া বলিত, "না এমন নয়, কিন্তু এমনং।" এ বলে "আমার কথা সত্য" ও বলে "আমারই সত্য।" কেহং কহিল "আমরা সকলেই নষ্ট হইব।" এমন সময়ে সূর্য্য অস্ত হইলে অন্ধকার হইল। সেই সমস্ত রাত্রি প্রভাতপর্য্যন্ত সকলের মহা উদ্বেগ ছিল।

আমি নানা স্থানে সন্ধান লইয়া জানিতে পাইলাম যে, এই গোলের কারণ কেবল লেখকের কথা। নরাত্মার লোক পূর্ব্বকালে সেই লেখকের কথা পরমেশ্বরের বাণীতুল্য জ্ঞান করিত। অতএব তিনি যখন কহিলেন যে, রাজকুমারের ঐ কথা মৃত্যুর দূতস্বরূপ, তখন নরাত্মার লোকেরদের মহা ত্রাস জন্মিল।

তখন একগুঁয়া হইয়া রাজার বিপক্ষ হওয়ার ও তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফল তাহারা বুঝিতে লাগিল। তখন আপনং দোষের জন্যে চেতনা ও ভয় পাইতে লাগিল, ও নগরের প্রধানং লোকেরদের অধিক ভয় হইল, যেহেতুক তাহারদেরই দোষ অধিক।

পরে যে সকল জনরবেতে তাহারদের ভয় হইয়াছিল তাহা কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে, ও তাহারদের মন কিছু স্থির হইতে লাগিলে, তাহারা সাহস পাইয়া প্রাণ রক্ষার জন্যে রাজার নিকটে পুনরায় প্রার্থনা করিল। এই তৃতীয় পত্রের মর্ম্ম এই।

"হে মহারাজ, ত্রিলোকের প্রভু করুণাকর ইম্মনুএল, মরণাপন্ন নরাত্মা নগরের দীনহীন দুঃখি দুর্ভাগা লোক আমরা আপনকার নিকটে অপরাধী হইয়াছি স্বীকার করি। আপনকার পিতার ও আপনার নিকটে মহাঅপরাধী, আমার-

দিগকে আপনকার নরাত্মা বলিয়া কহে কিন্তু আমরা তাহার যোগ্য নহি, কেবল গভীর স্থলে ফেলিবার যোগ্য। আপনি সংহার করিলে আমারদের উচিত দণ্ড হয়। আমারদিগকে গভীর স্থলে নিক্ষেপ করিলে আপনকার ন্যায় কার্য্য হয় বটে। আপনি যাহা করেন ও আমারদের যে দণ্ড করেন তাহা আমরা অন্যায় কহিতে পারি না। কিন্তু দয়া প্রকাশ হউক, আমারদের প্রতিও দয়া করুন। দয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিউন ও পাপহইতে আমারদিগকে মুক্ত করুন, মুক্ত হইয়া আমরা দয়ার ও সুবিচারের কীর্ত্তি করিব।"

এই প্রার্থনাপত্র প্রস্তুত করিয়া রাজকুমারের নিকটে পাঠাইবার মনস্থ হইল। কিন্তু কাহার হাতে পাঠাইতে হইবে এই কথার বিবেচনা হইলে, কেহ২ কহিল, "প্রথমে যে গিয়াছিল এই বারেও সে যাউক।" অন্যেরা কহিল, "এ সৎপরামর্শ নহে যেহেতুক সে জনের দ্বারা কার্য্য সফল হইল না।" পুণ্য নামক বৃদ্ধ এক ব্যক্তি নগরে বাস করিত। তাহার নাম পুণ্য বটে, কিন্তু স্বভাব সৎ নয়। কেহ২ কহিল, "তাহাকেই পত্র লইয়া যাইতে দেও।' কিন্তু লেখক আপত্তি করিয়া কহিল, "না, এইক্ষণে দয়াতে আমারদের প্রয়োজন, দয়া প্রার্থনা করিবার কালে পুণ্যকে পাঠাইলে আমারদের প্রার্থনা বিফল করিবার যো হয়। যখন দয়া প্রার্থনা করি তখন পুণ্য কি পত্রবাহক হইতে পারে। রাজকুমারের হাতে পত্র দিলে তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন "তোমার নাম কি।" সে কহিবে, "আমার নাম বৃদ্ধ পুণ্য।" তাহা শুনিলেই তিনি অনায়াসে বলিতে পারিবেন যে, "বটে, নরাত্মাতে কি পুণ্য আছে, তবে পুণ্য তোমারদিগকে উদ্ধার করুক।" তাহা হইলে আমারদের নাশ নিশ্চয়ই হইল। সহস্র পুণ্যেতেও নরাত্মার উদ্ধার হইতে পারে না।"

লেখকের এই কথা শুনিয়া নরাত্মার অন্য যে সকল প্রধান২ লোক কয়েদ ছিল তাহারাও কহিল, "তাহাই বটে।" অতএব

বৃদ্ধ পুণ্যকে না পাঠাইয়া তাহারা জাগৃতেচ্ছাকে পুনরায় পাঠাইতে স্থির করিল। পরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "এই প্রার্থনাপত্র লইয়া রাজকুমারের নিকটে তোমার আরবার যাইতে হইল।" সে কহিল, "এইক্ষণেই যাইব।" তাহারা কহিল, "সাবধান, তোমার কোন কথাতে কিম্বা কৰ্ম্মেতে যেন রাজা বিরক্ত না হন, তাহা হইলে কি জানি তিনি নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেন।" তাহাতে জাগৃতেচ্ছা কহিল, "সজলনয়নকে আমার সঙ্গে যাইতে দেও।" এই সজলনয়ন জাগৃতেচ্ছার প্রতিবাসী ছিল। সে দরিদ্র ও ভগ্নমনা লোক, পরন্তু প্রার্থনা করিতে বিলক্ষণ নিপুণ। তাহাতে জাগৃতেচ্ছা আপন মাথায় দড়ি বাঁধিল ও সজলনয়ন হাত লাড়িতেং গেল। এই প্রকারে দুইজন রাজকুমারের তাম্বুতে উপস্থিত হইল।

রাজার নিকটে না আসিতেং তাহারা ভাবিতে লাগিল যে কি জানি এই তৃতীয়বার যাওয়াতে যদি রাজা বিরক্ত হন। অতএব তাম্বুর দ্বারে গিয়া তাহারা প্রথমে কহিল "আমরা বারম্বার আসিয়া ইম্মনুএলকে বিরক্ত করিতেছি ইহাতে আমারদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা নিজ মুখের উত্তমং আপনারদিগকে সুবক্তা জানিয়া কথা কহিতে আইলাম তাহা নয়, কিন্তু আমারদের না আইলেই নয়। শাদাই রাজার ও রাজকুমার ইম্মনুএলের নিকটে যত পাপ করিয়াছি তাহা মনে উঠিলে আমরা দিবারাত্রি দুঃখ পাইতেই থাকি, সুখের লেশও হয় না। আরো কি জানি জাগৃতেচ্ছার কোন অনুচিত কাৰ্য্য দেখিয়া দয়ালু রাজা তাহাকে উত্তর না দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন তাহাতেই বড় ভয় হয়।" এই কথা কহিলে পর জাগৃতেচ্ছা প্রথমে যেমন করিয়াছিল তেমনি মহারাজার চরণে পড়িয়া কহিল, "হে মহারাজ কৃপা করুন, নরাত্মার রক্ষা হউক।" এই বলিয়া রাজকুমারের হাতে পত্র দিল। তিনি তাহা পড়িয়া কিঞ্চিৎ কাল মুখ ফিরাইয়া কাঁদিলেন, পরে পড়িয়া জাগৃতেচ্ছা যে

স্থানে ছিল সেই স্থানে আসিয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি, আর নরাত্মার লোকেরা এই পত্র আনিবার জন্যে অন্য কাহাকে মনোনীত না করিয়া তোমাকেই কেন পাঠাইল। তোমার কি পদ।" জাগৃতেচ্ছা কহিল, "প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না। মুই কুকুর বই নই, মোর নাম কেন জিজ্ঞাসা করেন। আপনি অতি মহৎ, মুই অতি ক্ষুদ্র, মোর সন্ধান লইবেন না। প্রভুর নিকটে মোকে কেন পাঠাইল তাহা তাহারাই জানে। প্রভুর অনুগ্রহ পাত্র বলিয়া মোকে পাঠাইয়াছে এমন কদাচ হইতে পারে না। মুই আপনাকে আপনি ঘৃণা করি, তবে অন্য কেহ মোকে কি প্রকারে ভাল বাসিতে পারিবে। তবু বাঁচিতে চাহি, এবং নগরের লোকেরাও বাঁচে এই মোর বাঞ্ছা। মোরা সকলেই মহা অপরাধের অপরাধী, তাহারা মোকে পাঠাইয়াছে, মুই তাহারদের জন্যে প্রা না করি, প্রভু দয়া করুন। কিন্তু দাসেরা কে বা কি, তাহার জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

পরে রাজকুমার কহিলেন "এই গুরুতর কার্য্যেতে তোমার সঙ্গি এ কে আসিয়াছে।" জাগৃতেচ্ছা কহিল, "এ এক জন দরিদ্র প্রতিবাসী মোর বন্ধু, ইহার নাম নরাত্মা নগরের সজলনয়ন। এই নামেতে অনেক কপট লোক আছে বটে, কিন্তু এই দরিদ্রকে সঙ্গে আনিয়াছি ইহাতে মহারাজ ক্রুদ্ধ হইবেন না।"

পরে সজলনয়ন প্রভুর চরণে পড়িয়া প্রতিবাসির সঙ্গে আসিবার এই কারণ কহিল। "হে প্রভো, মুই কি তাহা জানি না, আর সত্য কি তাহা তাহাও জানি না। কোনং লোক কহে, মোর পিতা পরামনন, এই কারণে মোর নাম সজলনয়ন হইল। ইহাতে আপনার উপর আপনারই সন্দেহ হয়। ভদ্রলোকেরদেরও কখনং দুষ্ট সন্তান হয়, আর সরল লোকেরদেরও কখনং কুটিল সন্তান হয়। আমার মাতাও শিশুকালঅবধি আমাকে এই নাম ধরিয়া ডাকিতেন, কিন্তু নিত্য কাঁদিতাম বলিয়া কি আমার মন নম্র বলিয়া

irce-awake and Wet-eyes before the Pr

আমাকে এই নাম দিলেন তাহা জানি না। মোর অশ্রু ময়লা ও মোর প্রার্থনার মূলেতে গলিজ দেখিতে পাই। কিন্তু বিনয় এই, আপনি মোরদের দোষ ক্ষমা করুন, দাসেরা অযোগ্য বলিয়া ক্রোধ না হউক, কেবল দয়া প্রকাশ করিয়া নরাত্মার দোষ মার্জনা করুন, আপনকার অনুগ্রহের গৌরব প্রকাশ করিতে বিলম্ব না হয়।" এই সকল কথা কহিবার লজলনয়ন অত্যন্ত কাঁদিল।

পরে রাজা কহিলেন, "উঠিয়া দাঁড়াও।" তাহাতে দুই জন উঠিয়া কাঁপিতে২ দাঁড়াইল। অনন্তর যুবরাজ কহিলেন। "নরাত্মা নগর আমার ও পিতার দৃষ্টিতে মহা দোষ করিয়াছে। তিনিই রাজা; তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, মিথ্যাবাদী ও হন্তা ও অতি দুষ্ট এক জন দাসকে মনোনীত করিয়া রাজা করিয়াছে। ঐ ভাক্ত রাজাকে তোমরা অত্যন্ত সম্মান করিয়াছ, অথচ সেই পাপাত্মা রাজবাটীতে, ও সকলহইতে উত্তম যে অট্টালিকা তাহাতে, আমার ও পিতার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আপনি যুবরাজ হইতে ও রাজপদ লইতে কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু সময় থাকিতে ঐ কল্পনা প্রকাশ হইল। পরে তাহাকে ধরিয়া দোষী বলিয়া বদ্ধ করাইলাম ও সঙ্গিরদের সহিত গভীর গহ্বরে ফেলিবার জন্যে রাখিলাম। সে দুষ্ট তোমারদের রাজা হইতে চাহিলে তোমরা তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলা। ইহাতে পিতার অত্যন্ত অসম্ভ্রম করিয়াছ, ও অনেক কালাবধি করিতেছ। পরে তোমারদিগকে অধীন করিবার নিমিত্তে তিনি পরাক্রান্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন। ঐ সৈন্য ও সেনাপতিরদিগকে তোমরা তুচ্ছ করিলা ও তাহারদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিলা। তোমরা তাহারদের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া তাহারদের সম্মুখে দ্বার বন্দ করিলা ও স্পর্দ্ধা দেখাইয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলা। তাহাতে পিতার নিকটে তাহারা দূত পাঠাইয়া অধিক সৈন্য প্রার্থনা করিলে আমি সৈন্য সঙ্গে

লইয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু ভৃত্যবর্গের প্রতি তোমারদের যে ব্যবহার প্রভুর প্রতিও তদ্রূপ। আমারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহিয়া দ্বার বন্দ রাখিলা ও আমি কথা কহিলেও কর্ণ বদ্ধ করিয়া যতক্ষণ পারিলা ততক্ষণ আমার বাধা করিলা। এইক্ষণে তোমারদিগকে জয় করিয়াছি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যত কাল ভরসা ছিল তত কাল কি দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলা। এখন নগর অধিকার করিয়াছি তোমরা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ। আমার অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ শ্বেতবর্ণ পতাকা ও যথার্থের চিহ্নস্বরূপ রক্তবর্ণ পতাকা ও দণ্ডের চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ পতাকা যখন উড়াইলাম তখন কেন দয়া প্রার্থনা কর নাই। তোমারদের রাজা দিয়াবলকে জয় করিলে তোমরা দয়া প্রার্থনা করিতেছ। তখন সেই বলবানের বিপক্ষ হইয়া আমার সাহায্য কেন করিলা না।

"তোমারদের এই প্রকার কুরীতি যদিও হইয়াছে তথাপি আমি তোমারদের প্রার্থনা বিবেচনা করিব, ও আপনার মহিমা যাহাতে প্রকাশ পায় এমন উত্তর দিব। তোমরা এখন গিয়া বিনেরেগশ ও দোষাবধারক সেনাপতিরদিগকে কহ, কল্য তাহারা কয়েদিদিগকে আমার নিকটে ছাউনি স্থানে আনে। বিচারক ও দণ্ডকারক সেনাপতিরদিগকে কহ, তাহারা গড়ে থাকে, ও যাবৎ আমার অন্য আজ্ঞা না হয় তাবৎ নরাত্মার মধ্যে সকল বিষয় সুস্থির রাখে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।" এই কথা কহিয়া যুবরাজ মুখ ফিরাইয়া তাম্বুতে গেলেন।

পত্রবাহকেরা এই উত্তর পাইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল "বুঝি নরাত্মার প্রতি রাজা দয়া করিবেন না।"

নগরের লোকেরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ইহারদের ফিরিয়া যাইবার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা নগর দ্বারে উপস্থিত হইলেই অনেক লোক জিজ্ঞাসা করিল, "আমারদের প্রার্থনার

কি মঙ্গল। রাজস্থানের কি সম্বাদ। ইম্মনুএল কি কহিয়াছেন।” তাহারা উত্তর করিল “কারাগারে গিয়া সম্বাদ কহিব।” সে স্থানে যাইবার কালে অনেক লোক তাহারদের পাছে২ চলিল। পরে কারাগারে উপস্থিত হইলে উক্ত ভাবনাতে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রাজকুমারের কথা প্রায় জানাইতে পারিল না, কেবল এই কহিল, “রাজা কহেন তোমরা পিতার ও আমার বিপরীত কর্ম্ম করিয়া দিয়াবলকে মনোনীত করিয়া তাহার নিয়মেতে সম্মত হইলা, তাহার সপক্ষে যুদ্ধ করিলা, তাহার কথা মানিলা, ও তাহার অধীন হইলা, রাজাকে ও তাঁহার লোককে তুচ্ছ করিলা।” এই কথা শুনিয়া ভয়েতে কারাগারের লোকেরদের মুখ মলিন হইল। পত্রবাহকেরা আরো কহিল “যুবরাজ আরো কহিয়াছেন, তোমারদের প্রার্থনা বিবেচনা করিবেন ও তাঁহার মহিমা যাহাতে প্রকাশ হয় এমত উত্তর দিবেন।” এই কথা কহিবামাত্রে সজলনয়ন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলই বিষণ্ণ হইয়া কিছুই কহিতে পারিল না। অত্যন্ত ভয় করিয়া মৃতপ্রায় হইল। লোকেরদের মধ্যে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসুনামক অতি দরিদ্র বটে কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রসিদ্ধ এক জন ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল “ইম্মনুএল যাহা২ কহিয়াছেন তাহা কি সমুদয়ই জানাইলা।” তাহারা কহিল “না।” জিজ্ঞাসু কহিল “বটে তাহা বুঝিলাম। তবে আর কি কহিলেন।” তাহারা কিঞ্চিৎ কাল নিঃশব্দ থাকিয়া শেষে সমুদয় কথা জানাইল, “রাজা আজ্ঞা করিলেন তোমরা বিনেরেগশ ও দোষাবধারক সেনাপতিরদিগকে কহ তাহারা কয়েদি লোকেরদিগকে কল্য আমার নিকটে আনে। আমার স্থানে অন্য আজ্ঞা না পাওয়াপর্য্যন্ত বিচারক ও দণ্ডকারক সেনাপতিরা গড়ে থাকিয়া নগর রক্ষা করিবে, এই সকল কথা কহিয়া যুবরাজ বিমুখ হইয়া রাজকীয় তাম্বুতে গেলেন।”

বন্দি লোকেরদিগকে যুবরাজের ছাউনি স্থানে যাইতে হইবেক, এই কথা শুনিলেই সকলে দুঃখে মগ্ন হইয়া যেরূপ কাঁদিতে লাগিল তাহাতে তাহারদের রব আকাশপর্য্যন্ত উঠিল। পরে বন্দি তিন জন কহিল "মরণের নিমিত্তে আমারদের প্রস্তুত থাকা উচিত, প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা নাই, কল্য সূর্য্যাস্ত না হইতেং মরিতেই হইবেক।" লেখক কহিল, "আমারও এই ভয় আছে।" নগরের সকল লোকও বোধ করিল, আমারদের সকলেরই একেং মরিতে হইবেক। অতএব সেই সমস্ত রাত্রি সকল লোক মাটিতে বসিয়া বিলাপ ও অনুত্তাপ ও খেদ করিতে থাকিল। পরে যুবরাজের নিকটে কয়েদি লোকেরদের যাইবার কালে তাহারা শোক দেখাইবার বস্ত্র পরিয়া মস্তকে রজ্জু বাঁধিল। নগরের সকল লোকও শোকের বস্ত্র পরিয়া নগরের প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা ভাবিল কি জানি আমারদের শোক দেখিয়া রাজার দয়া হয়। ইতি মধ্যে নগরের সকল কথা লইয়া যাহারা চর্চ্চা করিয়া থাকে এমত দশ পাঁচ জন একং স্থানে একত্র হইয়া চতুর্দ্দিগে দৌড়াদৌড়ি করিয়া কএক জন এক কথা অন্য কএক জন অন্য কথা কহিয়া মহা গোলমাল করিল। তাহাতে নরাত্মা প্রায় হতবুদ্ধি হইল।

অনন্তর রাজার ছাউনি স্থানে যাইবার কালে তাহারা এইরূপে চলিল। বন্দি লোকেরদের সম্মুখে বিনেরেগশ কএক জন তৈনাতি লইয়া চলিলেন। পশ্চাতে দোষাবধারক, মধ্যে বন্দিরা জিঞ্জির বদ্ধ হইয়া চলিল। এই প্রকারে তাহারা বিষণ্ন বদনে যাইতে লাগিল। তাহারদের সম্মুখে ও পাছে তৈনাতিরা পতাকা তুলিয়া চলিল। এই বিষয়ের আরও বিশেষ বিবরণ লিখি। বন্দি লোকেরা শোকের বস্ত্র পরিয়া মস্তকে রজ্জু বাঁধিয়া বুকে চাপড় মারিতেং চলিল, স্বর্গপানে যে বারেক দৃষ্টি করে তাহারদের এমন সাহসও থাকিল না। নরাত্মার দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া রাজার সৈন্যদলের

মধ্যে উপস্থিত হইলে. সৈন্যেরদের তেজ দেখিয়া পূর্ব্বহইতে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাতে তাহারা নীরব থাকিতে না পারিয়া অতি উচ্চশব্দে চেঁচাইয়া কহিল "হায় আমরা কি দুঃখগ্রস্ত, হায় নরাত্মা কি দুর্ভগা।" তাহারদের বিলাপের শব্দ সহিত জিঞ্জিরের ঝনং শব্দ শুনিয়া কাহার দুঃখ না হইল।

যুবরাজের তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল। পরে রাজকুমারের নিকটে এক জন নিবেদন করিল "নরাত্মার বন্দিরা আসিয়াছে।" যুবরাজ সিংহাসনে বসিয়া কহিলেন "তাহারদিগকে সম্মুখে আন।" তাহারা সম্মুখে গিয়া অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল ও লজ্জাতে মুখ ঢাকিয়া থাকিল। আসনের নিকট গিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। রাজা বিনেরেগশকে কহিলেন "উহারদিগকে দাঁড়াইতে কহ।" তাহারা কাঁপিতেং দাঁড়াইলে, রাজকুমার কহিলেন "তোমরা কি শাদাই রাজার দাস ছিলা।" তাহারা কহিল "হাঁ প্রভু হাঁ।" তিনি কহি-লেন "দুষ্ট দিয়াবল তোমারদিগকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করিলে তো-মরা তাহা সহ্য করিলা।" তাহারা কহিল "হে প্রভো অধিকও হইয়াছে আমারদের সম্পূর্ণ সম্মতিও ছিল।" রাজা আরও কহিলেন "তাহার অধীনে তোমরা কি যাবজ্জীবন দাস হইয়া থাকিতে সন্তুষ্ট হইতা।" তাহারা কহিল "হাঁ প্রভু হাঁ, কেননা তাহার উপদেশে শরীরের তুষ্টি হয়। পূর্ব্বে আ-মারদের যে ভাল অবস্থা ছিল তাহা চাহিলাম না।" রাজা কহিলেন "আমি যখন নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছি-লাম, তখন তোমারদিগকে জয় করিতে না পারি, তোমারদের মনের এই সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল কি না।" তাহারা কহিল "হাঁ প্রভু হাঁ।" তাহাতে রাজা কহিলেন "এই সকল ও আরং ভারিং দোষপ্রযুক্ত তোমরা কি দণ্ডের যোগ্য." তাহারা কহিল "আমরা মরণের ও নরকের যোগ্য।" পরে রাজা

কহিলেন "এই দণ্ডের যোগ্য যদি হও তবে তোমারদের সেই দণ্ড না দেই এমত কোন বিশিষ্ট কারণ কহিতে পার।" তাহারা কহিল "না প্রভু, আমরা কিছু কহিতে পারি না। আপনি ন্যায় বিচারক, আমরা মহা অপরাধী।" রাজা কহিলেন "রজ্জুতে তোমারদের মস্তক বাঁধা কেন।" তাহারা কহিল "আপনি যদি দয়া না করেন তবে প্রাণদণ্ড করিবার জন্যে আমারদিগকে বদ্ধ করিয়া লইবার নিমিত্তে এই রজ্জু" (হিতোপ। ৫॥ ২২)। তিনি কহিলেন "তোমরা যে প্রকারে দোষ স্বীকার করিতেছ নগরের সকল লোক কি এইরূপ করে।" তাহারা কহিল "নগরজাত লোকেরা বটে, কিন্তু নগর অধিকার করিবার সময়ে দিয়াবল যাহারদিগকে সঙ্গে আনিয়াছিল তাহারদের কথা কিছু কহিতে পারি না।"

পরে রাজকুমার আজ্ঞা করিলেন "দূতকে ডাকিয়া কহ, ইম্মনুএলের ছাউনির স্থান ব্যাপিয়া তূরীর দ্বারা এই কথা প্রকাশ কর, "শাদাইর পুত্র আমি পিতার নামেতে ও তাঁহার মহিমার জন্যে নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিলাম। বন্দি লোকেরাও তাহা স্বীকার করুক।" তাঁহার আজ্ঞামতে সকল হইলে পর স্বর্গীয় বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল, ছাউনির সেনাপতি সকলেও মহাজয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল, ও সৈন্যেরা যুবরাজের প্রশংসা করিয়া জয় গীত গান করিতে লাগিল। পতাকাও উড়িল, চতুর্দ্দিকে মহাআনন্দরব। কেবল নরাত্মার লোকেরদের মনে দুঃখ ভয় ছিল।

পরে যুবরাজ ঐ বন্দিরদিগকে কহিলেন "তোমরা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াও।" তাহারা কাঁপিতে২ সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে তিনি কহিলেন "তোমরা ও নরাত্মার সমুদয় লোক পিতার ও আমার বিরুদ্ধে যে সকল দোষ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিতে তিনি আমাকে শক্তি ও আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে তোমারদিগকে ক্ষমা করিলাম।" এই কথা কহিয়া তিনি

The Prince showing favour to the Prisoners.

চর্ম্মেতে লিখিত ও সাত মোহরযুক্ত সাধারণ ক্ষমাপত্র দিয়া স্বেচ্ছাবলম্বিকে ও লেখককে কহিলেন "কল্য সূর্য্যোদয় না হইতেং এই পত্রের সমুদয় কথা নরাত্মা নগরের সমস্ত লোক-কে জানাও।"

পরে যুবরাজ তাহারদের শোকের বস্ত্র লইয়া ছাইর পরি-বর্ত্তে সুন্দর মুকুট, ও শোকের পরিবর্ত্তে সুখরূপ তৈল ও দুঃখিত মনের পরিবর্ত্তে স্তবরূপ বস্ত্র দিলেন (যিশ। ৬১ ॥ ৭)।

পরে তিনি ঐ তিন জনকে স্বর্ণ ও বহুমূল্য মণিতে রচিত অলঙ্কার দিলেন ও মস্তকের রজ্জু লইয়া তাহারদের গলায় সুবর্ণমালা ও তাহারদের কর্ণে কুণ্ডল দিলেন। ইম্মনুএলের দয়ার কথা শুনিয়া তাহারা শক্তি হীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ফলতঃ তাহারদিগকে এই প্রকারে রক্ষা করা যাইবে ও তাহারা এমন অনুগ্রহের পাত্র হইবে ও এত মঙ্গল পাইবে তাহা স্বপ্নেও সম্ভব হয় না, সুতরাং তাহারা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া প্রায় দাঁড়াইতেও পারিল না। স্বেচ্ছাবলম্বী মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল, কিন্তু যুবরাজ তাহার নিকটে গিয়া আপন অনন্ত বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন "স্থির হও আমি যাহা বলিয়াছি তোমারদের সেই মঙ্গলই হইবে।" অন্য দুই জনকেও চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন ও মুখ প্রসন্ন করিয়া কহিলেন "এই আমার প্রেম ও অনুগ্রহ ও দয়ার চিহ্ন। হে লেখক তুমি যাহা দেখিয়াছ শুনি-য়াছ তাহা নরাত্মাকে কহ, এই আমার আজ্ঞা।"

পরে তাহারদের পায়ের বেড়ি তাহারদের সম্মুখে খণ্ডং রূপে ভাঙ্গিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেওয়াইলেন, তাহাতে মুক্ত হইয়া যুবরাজের চরণে পড়িয়া চরণ চুম্বন করিয়া অশ্রুতে ধুইল ও অতি উচ্চ শব্দে কহিল "এই স্থানহইতে প্রভুর মাহাত্ম্য ধন্যং।" অনন্তর যুবরাজ আজ্ঞা করিলেন "তোমরা উঠিয়া নগরে যাও ও আমি যাহা করিয়াছি তাহা নরাত্মাকে কহ।"

যুবরাজ আরো কহিলেন "বাদকেরা বীণাপ্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে২ তাহারদের সম্মুখে নরাত্মায় যাউক।" এই প্রকারে তাহারা যাহা অপেক্ষা না করিয়াছিল তাহা পাইল ও যাহা কখন স্বপ্নেও দেখে নাই এমন মঙ্গলের ভোগ করিল। আরো তিনি বিশ্বাস সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন "তুমি ও তোমার অধীন সৈন্যের কএক জন অধ্যক্ষ পতাকা উড়াইয়া নরাত্মার কুলীনেরদের সম্মুখে২ নগরপর্য্যন্ত যাও, আর লেখক যে সময়ে নগরের মধ্যে ক্ষমাপত্র পাঠ করিবে সেই সময়েতেই তুমি পতাকা ও দশ সহস্র সৈন্য লইয়া চক্ষুর্দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ কর, ও নগরের প্রধান পথ দিয়া গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত চল। যাবৎ আমি না আইসি তাবৎ তুমি ঐ গড়ে থাক। আর বিচারক ও দণ্ডকারক সেনাপতিরদিগকে কহ যে তাহারা গড় ছাড়িয়া নরাত্মাহইতে চলিয়া ত্বরায় আমার নিকটে আইসে।"

তৎসময়ে প্রথম চারি সেনাপতি ও তাহারদের সৈন্যেরদের আশঙ্কাহইতে নরাত্মা মুক্ত হইল।

নবম অধ্যায়

ইম্মনুএল রাজা কারাবদ্ধদিগকে যে প্রকারে গ্রহণ করিলেন, ও তাঁহার সাক্ষাতে তাহারদের যেরূপ আচার হইয়াছিল, ও তিনি যে দয়া প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে বাদ্যযন্ত্র সহিত বিদায় করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণকে জানাইয়াছি। ইতিমধ্যে নগরের লোকেরা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার সম্বাদ অবশ্য শীঘ্র পাইবে এমত ভয় করিয়া মনেং অতিশয় শোক করিল, ও অনেক ভাবনা কাঁটার মত তাহারদের মনে বিন্ধিল, কোন প্রকারেই মন স্থির হইল না। বায়ুতে যেমন পাতা লড়ে, তেমনি তাহারদের চিত্ত চঞ্চল হইল, ও যাহার হাত কাঁপে সে তুলাদণ্ড ধরিলে তাহা যেমন লড়ে তেমনি তাহারদের মন থরং করিতে লাগিল। নগরের প্রাচীরহইতে অনেক কাল দেখিতেং শেষে দেখিল কেহং আসিতেছে। তাহাতে কাহারা আসিতেছে ইহারা কে হবে, এমন সন্দেহ ভাব মনে উঠিল। শেষে তাহারদিগকে চিনিল, কিন্তু তখন যে আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল, বিশেষমতে তাহারদের সাজ ও সম্মান দেখিয়া যে চমৎকার হইয়াছিল, তাহার কি বলিব। তাহারা কাল বস্ত্র পরিয়া ছাউনিতে গিয়াছিল শুক্ল বস্ত্র পরিয়া আইল। যাইবার সময়ে তাহারা মস্তকে রজ্জু বান্ধিয়া গিয়াছিল. আসিবার সময়ে গলায় সোণার মালা পরিয়া আইল। যাইবার সময়ে তাহারদের পায়ে বেড়ি ছিল, আসিবার সময়ে মুক্ত হইয়া আইল। যাইবার সময়ে, মরণ কাল উপস্থিত বলিয়া তাহারদের ভয় ছিল. আসিবার সময়ে বাঁচিব বলিয়া তাহারদের বড়

আনন্দ হইল। যাইবার সময়ে মন অত্যন্ত বিষণ্ণ, আসিবার সময়ে তাহারদের সম্মুখে বাদকেরা বাদ্য বাজাইতেছে, মহাহর্ষেতে আসিতেছে। পরে চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হইলে নরাত্মার লোক সকল ভয় করিলেও আনন্দধ্বনি করিল। তাহারদের জয়ধ্বনি শুনিয়া রাজকুমারের সেনাপতিরা আনন্দ মনে লম্ফ দিতে লাগিল। তাহারদের যে বন্ধু লোক প্রায় মরণাপন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহারা বাঁচিয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহারদের আনন্দ কেন না হইবে। নরাত্মার প্রাচীনেরদের এমন তেজ দেখিয়া, মৃত্যুর গ্রাস এড়াইয়া জীবনামৃত ভোগ করিবার তুল্য হইল। তাহারা বোধ করিয়াছিল ইহারা নিশ্চয়ই কাটা যাইবে, তাহা না হইয়া আনন্দ ও শান্তি ও সান্ত্বনা ও বাদ্যের মধুরধ্বনিপ্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া পীড়িত ব্যক্তি প্রায় সুস্থ হয়। নগরে আইলে সকল লোক তাহারদিগকে কহিতে লাগিল "আইস২ যিনি তোমারদের রক্ষা করিলেন তিনি ধন্য। তোমারদেরতো মঙ্গল হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু নগরের কি হইবে।" লেখক ও নগরাধ্যক্ষ কহিল, "সম্বাদ সুসম্বাদ, মঙ্গলের সম্বাদ, নরাত্মার জন্যে মহা আনন্দের সম্বাদ আছে।" তাহাতে লোকেরা মহা আনন্দের ধ্বনি করিল, সেই ধ্বনি পৃথিবী ব্যাপিল। পরে তাহারা বিশেষমতে জিজ্ঞাসা করিল "ছাউনি স্থানে কি হইয়াছিল, ইম্মনুএল নগরের লোকেরদের কি আজ্ঞা করিয়াছেন।" পরে ছাউনির স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ও যুবরাজ তাহারদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিলেন, তাহা বিশেষরূপে জানাইল। তাহাতে নরাত্মার লোকেরা ইম্মনুএলের বুদ্ধির ও অনুগ্রহের প্রমাণ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। পরে তাহারা কহিল "নরাত্মার সমুদয় লোকের জন্যে এক খানি পত্র আমারদের হাতে আছে।" লেখক ডাকিয়া কহিল "ক্ষমা, নরাত্মার নিমিত্তে ক্ষমা। কাইল পত্রের সবিশেষ জানাইব।" পরে আজ্ঞা

করিল "সকল লোককে এই সম্বাদ দেও, কাইল তাহারা হাটে আইলে ক্ষমাপত্র পাঠ করা যাইবে।"

এই সম্বাদ শুনিয়া সকল লোকের বদনে আনন্দ প্রকাশ হইল ও সেই রাত্রিতে পরমানন্দ প্রযুক্ত কেহ ঘুমাইতে পারিল না। প্রতি ঘরে২ আনন্দ ও বাদ্যধ্বনি ও গান ও সর্ব্বপ্রকার আমোদ। সকলেই ইম্মনুএলের প্রশংসা করিতে ও তাঁহার প্রশংসার কথা শুনিতে রাত্রিযাপন করিল, ও পরস্পর কহিতে লাগিল "কল্য সূর্য্য উঠিলে আমরা আরো অধিক শুনিতে পাইব। এমন কথা শুনা যাইবে তাহা কাইল কে বুঝিতে পারিত। যাইবার সময়ে আমারদের কুলীনেরদের পায়ে বেড়ি ছিল, তাহারা যে সোণার মালা পরিয়া ফিরিয়া আসিবে কাহার এমন বোধ ছিল। তাহারা আপনারদিগকে দণ্ডের যোগ্য জানিয়াছিল, কিন্তু বিচারকর্ত্তা রাজকুমার তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন, নির্দ্দোষি বলিয়া নহে কিন্তু দয়া প্রকাশ করিয়া তাহারদিগকে ক্ষমা করিলেন, ও বাদ্যধ্বনির সহিত ফিরিয়া পাঠাইলেন। এই কি রাজারদের ব্যবহার। শত্রুরদের প্রতি রাজারা কি এই প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। না। এই দয়া কেবল শাদাই রাজার ও তাঁহার পুত্র ইম্মনুএলের ধর্ম্ম।"

অপর ভোর হইলে নগরের সকল লোক হাটে গিয়া থাকিল। নগরাধ্যক্ষ ও স্বেচ্ছাবলম্বী ও লেখকও গেলেন। রাজকুমার পূর্ব্ব দিবসে যে সুন্দর সাজ ও তেজ তাহারদিগকে দিয়াছিলেন তাহা পরিয়া গেলেন, আর অলঙ্কারাদির তেজেতে পথ আলো করিল। হাটের প্রান্তভাগে মুখদ্বার, পূর্ব্বকালাবধি ঘোষণাপত্র সেই দ্বারে পাঠ করা যাইত। বীণাবাদকেরা বাদ্য করিতে২ সম্মুখে চলিল। পত্রের বিস্তারিত কথা শুনিতে সকল লোকের অত্যন্ত বাসনা।

পরে লেখক দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া লোকদিগকে মনো-যোগ করিবার সঙ্কেত করিয়া অতি উচ্চস্বরে ক্ষমাপত্র পাঠ করিতে লাগিল।

[ক্ষমা পত্র পাঠ করণ।]

পড়িতে২ "পরমেশ্বর, প্রভু পরমেশ্বর দয়ালু ও কৃপাবান এবং অধর্ম্মের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী, ও তোমরা যে সমস্ত পাপ ও ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছ সেই সকল অপরা-ধের ক্ষমা হইবেক" এই কথা যখন পড়িলেন তখন সকলে আনন্দেতে লম্ফ দিতে লাগিল। ঐ ক্ষমাপত্রেতে নগরের প্রত্যেক জনের নামও লেখা ছিল ও তাহাতে যে মোহর ছিল তাহা অতি সুপ্রকাশিত।

লেখক ঐ ক্ষমাপত্র পাঠ করিলে পর, নগরের লোকেরা প্রাচীরের উপরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আনন্দেতে লম্ফ দিতে লাগিল, ও ইম্মনু-এলের ছাউনির দিগে সাতবার নমস্কার করিয়া উচ্চস্বরে কহিল "ইম্মনুএল চিরজীবী হউন।" পরে যুব লোকদিগকে ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ হইল। তাহাতে ঘণ্টা বাজিল, লোকেরা গীত গাইতে থাকিল, নরাত্মার ঘরে২ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের পরিসীমা নাই।

[তাহারা ইন্দ্রিয়কে দমন করে।]

ইম্মনুএল যে সময়েতে আনন্দ ও বাদ্যধ্বনি সঙ্গে দিয়া উক্ত প্রধান তিন জনকে বিদায় করিয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি আ-পন সৈন্য ও সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "যে কালে নরাত্মার নিকটে ক্ষমাপত্র পাঠ করা যায় তৎকালে তোমরা আ-মার আজ্ঞামতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হও।" লেখক ক্ষমাপত্র পড়িয়া সমাপ্ত করিলেই ইম্মনুএল আজ্ঞা করিলেন, "ছাউ-নির মধ্যে যত তুরী থাকে সকল লইয়া মহাধ্বনি করা যাউক, ও অনুগ্রহনামক ও ন্যায়নামক পর্ব্বতে পতাকা তোলা যাউক। আরো সমস্ত সেনাপতি আপন২ উপযুক্ত সাজ পরিয়া থাকুক ও সৈন্যেরা আনন্দধ্বনি করুক।" সেই সময়ে নগরের প্র-

ত্যয় সেনাপতি গড়ের মধ্যে থাকিয়াও নিষ্কর্ম্মি ছিলেন না। তিনিও গড়ের ছাতে দাঁড়াইয়া তূরী বাজাইতেং নরাত্মার ও রাজকুমারের সৈন্যেরদের নিকটে দেখা দিলেন।

দিয়াবলের হস্ত ও পরাক্রমহইতে নরাত্মার উদ্ধার করিবার জন্যে ইম্মনুএল যে কার্য্য করেন তাহার বিবরণ লিখিলাম।

উক্ত সকল ব্যাপারের পরে রাজকুমার আপন সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে কহিলেন "তোমরা সকলে বাহির হইয়া নরাত্মার সাক্ষাতে অস্ত্র খেলা কর।" তাহাতে সৈন্যেরা যেরূপ শীঘ্রং অস্ত্র চালায় ও যে পটুতা ও সাহস প্রকাশ করে তাহা দেখিয়া নরাত্মার লোকেরা চমৎকৃত হইল।

সৈন্যেরা দলবদ্ধ হইয়া একং বার আগে চলিত, একং বার হটিয়া যাইত, একং বার দুইভাগে কি চারি ভাগে দল ভাঙ্গা হইয়া, আরবার হঠাৎ আসিয়া মিলিত। ইত্যাদি অনেক প্রকার কার্য্য এমন বেগে ও পটু হইয়া করিয়াছিল যে নরাত্মার লোক তাহা দেখিতেং মুগ্ধ হইল। আর তাহারা যে প্রকারে অস্ত্র চালাইল তাহা দেখিয়া নরাত্মা এবং আমিও অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম।

এই তাবৎ কর্ম্ম হইলে পর নরাত্মার সকল লোক একি দল হইয়া রাজকুমারের তাম্বুতে গিয়া, তিনি যে সকল অনুগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার জন্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে চাহিল, ও তিনি গিয়া তাহারদের মধ্যে বাস করেন এই প্রার্থনাও করিতে চাহিল। এমতে তাহারা অতিশয় নম্রভাবে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারের সাক্ষাতে সাতবার দণ্ডবৎ হইয়াছিল। রাজকুমার দেখিয়া কহিলেন "তোমারদের শান্তি হউক।" তাহাতে নরাত্মার সকল লোক তাঁহার স্বর্ণময় দণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া আপনারদের এই প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

"যুবরাজ ইম্মনুএল আপনার সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে লইয়া চিরকাল নরাত্মায় বাস করুন, ও ভিত্তি ভাঙ্গিবার ও

পাতর ছুড়িবার যন্ত্রও সঙ্গে আনুন। তাহা রাজকুমারের কার্য্যেতে লাগিতে পারে ও তাহাতে নরাত্মার উপকার ও বল হয়। আপনকার নিমিত্তে ও আপনকার লোকেরদের ও যুদ্ধের অস্ত্রের নিমিত্তে অনেক স্থান আছে ও আপনকার যান বাহনাদি রাখিতে ঘর করিবারও স্থান আছে। অতএব আইসুন, চিরকাল নরাত্মার রাজা ও অধ্যক্ষ হউন। আপনকার মনের কল্পনামতে আনিয়া কর্ত্তা হউন। আপনকার সেনাপতিকে ও লোকেরদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করুন। আমরা আপনকার দাস হইয়া আপনকার ব্যবস্থামতে আচার ব্যবহার করিব। মহারাজ আমারদের প্রার্থনায় মনোযোগী হউন। এই দুর্ভাগা নরাত্মাকে আপনি এত অনুপম অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে পর যদি সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রস্থান করেন তবে নরাত্মার বিনাশ হয়। হে মহাত্মন্ ইম্মনুএল আপনি আমারদের প্রতি এত মঙ্গল ও এমন অদ্ভুত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে পর যদি আমারদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, তবে আমারদের সকল আনন্দ নিরর্থকই হইবে, শত্রুরা যেমন করিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ক্রোধ করিয়া আমারদের উপর পড়িবে। অতএব হে ইষ্ট প্রভো আমারদের দুঃখিত নগরের বল ও জীবনস্বরূপ আপনি আমারদের মধ্যে আসিয়া বাস করুন, আমরা আপনকার প্রজা হইয়া থাকি। আরো হে প্রভো দিয়াবলের অনেক লোক নগরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে, আপনি যদি প্রস্থান করেন তবে তাহারা উঠিয়া ছলনা করিয়া আমারদিগকে পুনর দিয়াবলের হস্তগত করিয়া দিবে, এইক্ষণেই বা কোন পরামর্শ কি ষড়যন্ত্র করিতেছে কি জানি। দিয়াবলের নির্দ্দয় হাতে আমরা পুনরায় পড়িতে চাহি না। অতএব আমারদের নগরে যে প্রাসাদ আছে তাহাতে আপনি প্রসন্ন হইয়া বাস করুন। ও নগরের প্রধানং লোকেরদের অট্টালিকাতে আপনকার লোকসকল আপনং দ্রব্যাদি লইয়া বাস করুন।"

রাজা কহিলেন," আমি যদি তোমারদের নগরে থাকি তবে শত্রুর উপর আমার যে কল্পনা তাহা সিদ্ধ করিতে বাধা না জন্মাইয়া সাহায্য করিবা কি না।"

তাহারা উত্তর করিল, "হে রাজন্ এখন আমারদের কোন কথা কহিতে সাহস হয় না, দেখুন শাদাই রাজার বিপক্ষে যে কর্ম্ম আগে করিয়াছিলাম তাহা যে কখন করিব এমন কি আমরা পূর্ব্বে জানিতাম। অতএব এইক্ষণে প্রভুকে কি কহিব। প্রভু আপনকার ধার্ম্মিক লোকেতেও বিশ্বাস রাখিবেন না। আপনি আমারদের গড়ে বাস করুন, আমারদের নগরে আপনকার সৈন্যেরদের নিবাস হউক। আপনকার সম্ভ্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও যোদ্ধা সৈন্যেরদিগকে আমারদের উপর কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করুন, ও যে দিনে আমারদের ক্ষমাপত্র পাঠ হইল সেই দিনে যেমন আমারদের জয় ও সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমনি আপনকার স্নেহবলে আমারদিগকে অধীন করিয়া রাখুন, ও আমারদের উপকার করুন, তাহা হইলে আমরা আপনকার মতে সম্মত হইয়া, মহাবলবান দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ হইলেও আপনকার আজ্ঞার অধীন থাকিতে পারি।

"আমারদের আর কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে। হে রাজন্ দয়ার সাগর আপনকার যে আশ্চর্য্য বুদ্ধি, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রথমে আমারদের যে অত্যন্ত দুঃখ ছিল তাহা দূর হইয়া যে এত আনন্দ ও সুখ হইবে, কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও কি এমন জানিতে পাইত। হে প্রভো দীপ্তি আমারদের আগে২ যাউক, প্রেম পশ্চাতে আইসুক। আমারদিগকে হস্তে ধরিয়া আপনকার পরামর্শমতে লইয়া যাউন, সকল বিষয় মিলিয়া আমারদের মঙ্গল জন্মায়, এই বিশেষ আশীর্ব্বাদ করুন। আপনিও নরাত্মায় আসিয়া আপনকার মনের কল্পনামতে কার্য্য করুন। হে প্রভো আমারদের নরা-

আয় আসিয়া আপনকার যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, কেবল আমারদিগকে পাপহইতে রক্ষা করুন, ও আপনকার সেবা নিত্য করিতে শক্তি দিউন।”

তাহাতে রাজা আরবার কহিলেন, “ তোমরা আপন২ স্থানে কুশলে যাও। এই সকল কর্ম্ম আমি অবশ্য তোমারদের ইচ্ছামতে করিব। কাইল তাম্বু উঠাইয়া চক্ষুদ্বারের সম্মুখে আপন সৈন্য সকলকে লইয়া যাইব, পরে নরাত্মা নগরে যাইব। আমি নরাত্মার গড়ে বাস করিব ও আপন সৈন্যের-দিগকে তোমারদের কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিব। নরাত্মাতে আমি যে আশ্চর্য্য কার্য্য করিব তাহার সমান আকাশ মণ্ডলের নীচে কোন দেশে বা রাজ্যে কখন হয় নাই।”

তাহাতে নরাত্মার লোকেরা আনন্দধ্বনি করিতে২ কুশলে আপনারদের বাটীতে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞাতিকুটুম্বাদিগকে কহিল “ইম্মনুএল নরাত্মার এই২ মঙ্গল করিবেন, কল্য তিনি ও তাঁহার লোকসকল আসিয়া নরাত্মায় বাস করিবেন।”

এই কথা শুনিয়া নরাত্মার লোকেরা তাঁহার আসিবার অপেক্ষায় প্রবীন ডালপালা ও নানা প্রকার ফুল পথে ছড়াইবার নিমিত্তে কাটিয়া আনিল। ইম্মনুএল নগরে আসিতেছেন, ইহাতে আপনারদের আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্যে অনেক ফুলের মালা ও পাতাপ্রভৃতি লইয়া স্থানে২ নানা প্রকার সুদৃশ্য বস্তু রচনা করিল। এবং পুষ্প পত্রাদি তাহারা চক্ষু-দ্বারাবধি রাজপুত্রের বাস করিবার গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত পথে ছড়াইতে লাগিল। আর তাঁহার সম্মুখে গিয়া বাদ্যধ্বনি করিবার জন্যে নরাত্মায় যত প্রকার বাদ্য যন্ত্র ছিল তাহা একত্র করিয়া রাখিল।

অনন্তর উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমাগম হইতে লাগিল। নগরের সকল দ্বার খোলা গেল ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে২ নরাত্মায় গ্রহণ করিতে সমস্ত বৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দ্বারে২

দাঁড়াইল। পরে তিনি অমাত্য ভৃত্যগণকে লইয়া নরাত্মায় প্রবেশ করিলেন। গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত বৃদ্ধেরা তাঁহার সম্মুখে নাচিতেং চলিল। তিনি এইরূপে আইলেন। রাজকুমার সোণার সাজেতে সুশোভিত হইয়া রাজকীয় রথে বসিলেন। তাঁহার চারি দিগে লোকেরা তূরী বাজাইতে লাগিল ও পতাক উড়িল, তাঁহার পিছনে দশ সহস্র সৈন্য, ও নরাত্মার বৃদ্ধের নাচিতেং অগ্রেং চলিল। মহাত্ম রাজাকে ও রাজকীয় সৈন্যেরদিগকে দেখিবার নিমিত্তে বহুতর লোক প্রাচীরে উঠিল, ও নগরের যে মঙ্গল হইতেছে তাহা দেখিতে অনেক লোক কেহ ঘরের দাওয়াতে, কেহ বা খিড়কী দ্বারে, কেহ বা ছাতে দাঁড়াইল।

লেখকের বাটীর সম্মুখে আইলে ইম্মনুএল এক জনকে কহিলেন, "তুমি প্রত্যয় সেনাপতির ঘরে গিয়া দেখ, নরাত্মার গড় আমারদের থাকিবার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে কি না।" কেননা সেই গড় প্রস্তুত করিবার ভার ঐ সেনাপতির উপর ছিল। সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল "প্রস্তুত হইয়াছে।" (প্রেরি. ১৫। ৯) ঐ প্রত্যয় সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতিও এই আজ্ঞা হইল, "তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইস।" পরে প্রত্যয় ইম্মনুএলকে গড়ে আনিলেন (এফি। ৩॥ ১৭)। রাজা ও তাঁহার বলবান সেনাপতিরা ও যোদ্ধা সেনারা সেই রাত্রে গড়ে থাকিলেন, তাহাতে নগরের লোকেরদের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

পরে রাজার সেনাপতিরদের ও সৈন্যেরদের বাস করিবার উপযুক্ত স্থান পাইবার জন্যে লোকেরদের অত্যন্ত উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাহারদিগকে স্থান দিতে চাহে না এমত কেহই ছিল না, প্রত্যেক জনের ঘরে যত সৈন্য ধরে তত সৈন্যকে আনিয়া ঘর পূর্ণ করিল, আর প্রত্যেক জনই আমার ঘরে সকল সৈন্য রাখিবার স্থান নাই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল,

কেননা তাহারা ইম্মনু্এলকে ও তাঁহার তাবৎ লোককে অত্যন্ত ভক্তি করিল। ও সৈন্যেরদের সেবা করিতে পারিলে আপনারদেরই সম্ভ্রম হইত জ্ঞান করিয়া। শেষে এই স্থির করিল।

১। নির্দ্দোষ নামক সেনাপতি বুদ্ধির বাটীতে থাকিবেন।

২। ধৈর্য্যাবলম্ব সেনাপতি মনের বাটীতে থাকিবেন। রাজার সঙ্গে নগরের শত্রুভাব যে সময়ে ছিল সে সময়ে ঐ মন স্বেচ্ছাবলম্বির অধীন লেখক ছিল।

৩। আরো আজ্ঞা হইল প্রেম সেনাপতি আসক্তির বাটীতে থাকেন।

৪। সদাশা মহাশয় নগরাধ্যক্ষের বাটীতে বাস করেন। লেখকের বাটী গড়ের নিকট এই কারণে রাজা আজ্ঞা দিলেন, "কোন সময়ে যুদ্ধ করিতে হইলে ঐ বাটীহইতেই যুদ্ধের সম্বাদ প্রকাশ হইবেক।" অতএব লেখকের প্রার্থনামতে বিনেরেগশ ও দোষাবধারক ও তাহারদের অধীন সকল সেনা ঐ বাটীতে বাস করিল।

৫। বিচারক ও দণ্ডকারক সেনাপতি ও তাঁহারদের সৈন্যেরদিগকে স্বেচ্ছাবলম্বী আপন বাটীতে স্থান দিলেন। যেহেতুক পূর্ব্বে যেমন দিয়াবলের অধীনে স্বেচ্ছাবলম্বী নগরের ক্ষতি ও দুঃখ করিবার কর্ত্তা হইয়াছিল, তেমন ইম্মনুএলের অধীনে নগরের মঙ্গলের কর্ত্তা পদ পাইল (রোম। ৬।। ১৯)।

৬। ইম্মনুএলের অন্য সকল সৈন্য নগরের অন্যং স্থানে থাকিল। প্রত্যয় আপন সৈন্যদিগকে লইয়া গড়ে থাকিলেন। এইমতে ইম্মনুএল ও তাঁহার সেনাপতিরা ও সৈন্যরা নগরে থাকিলেন।

ইম্মনুএলের আকৃতি ও তাঁহার কর্ম্ম ও কথা ও আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরদের অত্যন্ত আনন্দ হইল ও তাহারা কাণেং কহিল "তিনি নিত্য আমারদের সংসর্গে থাকিলে পরম মঙ্গল হয়।" অতএব তাহারা প্রার্থনা করিল,

" নগরের গড় আপনকার বাস করিবার স্থান বটে, তাহাতে নিত্য বাস করুন, তথাপি কোনং সময়ে আপনি নরাত্মার সকল পথে ভ্রমণ করিবেন ও লোকেরদের বাটীতে গিয়া তাহারদিগকে দর্শন দিবেন। কেননা হে রাজন্ আপনকার বর্ত্তমান থাকা ও আপনকার শ্রীদর্শন ও হাস্যবদন ও কথা সকল নরাত্মার জীব ও বলস্বরূপ হয়।"

আরো তাহারা কহিল, " আমরা নিত্যই অবাধে আপনকার সম্মুখে যাতায়াত করিতে পাই।" অতএব তিনি আজ্ঞা করিলেন, " গড়ের দ্বার খোলা থাকিবে, তাহাতে লোকেরা আসিয়া যুবরাজের আচারব্যবহার ও গড় রক্ষার কার্য্য ও রাজবাটী দেখিতে পায়।"

তিনি কথা কহিলে সকলেই নিঃশব্দ হইয়া শুনিত। তিনি বেড়াইলে তাহারাও তাঁহার মত চলিতে অত্যন্ত আনন্দ করিয়া চেষ্টা করিত।

এক দিনে ইম্মনুএল সকল লোকের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করাইলেন। নগরের সকল লোক গড়ে আসিয়া ভোজে বসিল। তিনি বিদেশের অনেক দ্রব্য তাহারদিগকে খাওয়াইলেন, এমন দ্রব্য নরাত্মায় কিম্বা জগতের কোন স্থানেও জন্মে না, কেবল পিতার বাটীতে পাওয়া যায়। নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে সাজাইলেন, সকলকেই যথেষ্ট আহার করিতে অনুমতি হইল। নূতন প্রকার দ্রব্য দেখিলে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই কিং।" কেননা কাহার কি নাম তাহা জানিত না। (যাত্রা ১৬ ॥ ১৫। প্রকাশ। ২ ॥ ১৭)। যে জলকে দ্রাক্ষারস করা গেল তাহাও পান করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহারদের ভোজে বসিবার সময়ে নানা প্রকার গীত বাদ্য হইতে লাগিল। মনুষ্য দূতগণের আহার পাইল ও শৈল্য পর্ব্বতের মধু পান করিল। এই প্রকারে স্বর্গীয় রাজবাটীর

ভোজ নরাত্মার লোকেরা পাইল, তাহারা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। (১৮ গীত ২৪,২৫)।

যাহারা বাদ্য বাজাইল তাহারা নরাত্মা নগরের লোক নহে, শাদাই রাজার অট্টালিকার প্রধানং বাদ্যকর।

ভোজ হইলে পর ইম্মনুএল নগরের লোকেরদের নিকট কতক প্রহেলিকা পাঠ করিলেন। ঐ প্রহেলিকা শাদাই রাজার জ্ঞানমতে শ্রীশ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক রচনা করিয়াছিলেন। তত্তুল্য প্রহেলিকা অন্য কোন রাজ্যের মধ্যে শুনা যায় না।

ঐ সকল প্রহেলিকার ভাব শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র এবং নরাত্মার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধাদির কার্য্য বিবরণ।

ইম্মনুএল আপনিও কএক প্রহেলিকার অর্থ করিলেন তাহা শুনিয়া তাহারদের অত্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে যেং কথা কখনো বুঝে নাই এমন অনেক কথা বুঝিতে পারিল। ক্ষুদ্রং সামান্য কথার এমন আশ্চর্য্য ভাব হইতে পারে ইহা তাহারা কখন বুঝিত না। কথা শুনিলেই তাহারা জানিত যে সেই কথাতে খ্রীষ্টকে বুঝায়। ফলতঃ প্রহেলিকার কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ দর্শন করিলেই জানিত ইঁহাকে লক্ষ হয়। মেষশাবক ও বলি ও শৈলপর্ব্বত ও রক্তবর্ণ গো ও দ্বার ও পথপ্রভৃতি লইয়া প্রহেলিকা হইল, তাহা পাঠ করিলেই তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল "তিনিই বটেন। ইনিই মেষশাবক। ইনিই বলি। ইনিই শৈলপর্ব্বত। ইনিই রক্তবর্ণ গো। ইনিই দ্বার। ইনিই পথ ইত্যাদি।"

পরে তিনি নগরের লোকেরদিগকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সেই ভোজেতে তাহারদের যে আনন্দ ও সুখ তাহা কে বলিতে পারে। যাহাং দেখিল ও শুনিল ও ইম্মনুএলের প্রস্তুত ভোজ ও তাঁহার নিগূঢ় কথা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতেং তাহারা চমতকৃত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল। আপনং

ঘরেই থাকুক কি নির্জ্জন স্থানে যাউক তাহারা কেবল তাঁহার গুণ ও তাঁহার কার্য্যের কার্ত্তি করিতে থাকিল। ইম্মানুএলকে চিন্তা করিতেং মন মগ্ন হইয়া তাহারা নিদ্রাকালেও প্রশংসা গান করিতে লাগিল।

ইম্মনুএল নরাত্মার মধ্যে কতক নূতন নিয়ম করিতে চাহিলেন। যাহাতে আপনার সন্তোষ হয় ও নরাত্মা নগরের অধিক মঙ্গল ও সুরক্ষা হয় নগরের এমন অবস্থা করিতে চাহিলেন। নগরের ভিতরে কি বাহিরে কোন বিরোধ আক্রমণাদি না হয় এমন উপায়ও করিলেন।

প্রসিদ্ধ নগরের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। তাহাতে প্রথমে আজ্ঞা করিলেন, "পিতার বাটীহইতে গোলা ছুড়িবার যে যন্ত্র আনা গিয়াছিল তাহার কতক বুরুজে স্থাপন কর।" নগরের প্রাচীরের নিকটে দুর্গের মত অনেক নূতন উচ্চ ঘর গাঁথিয়া তাহার ছাতের উপরেও কতক যন্ত্র বসান গেল। তিনি আরো এক প্রকার এমন যন্ত্র সৃষ্টি করাইলেন, তাহাতে নগরের গড়হইতে মুখদ্বার দিয়া গোলা ছোড়া যায়। সে যন্ত্রের সম্মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারিল না। ঐ যন্ত্রের অতি আশ্চর্য্য গুণপ্রযুক্ত তাহার কোন বিশেষ নাম হইল না। যুদ্ধের কালে প্রত্যয় সেনাপতি ঐ যন্ত্র চালাইতে নিযুক্ত হইলেন।

পরে ইম্মনুএল স্বেচ্ছাবলম্বিকে নগরের দ্বার ও প্রাচীর ও তাহার নিকটে যেং ঘর গাঁথা গিয়াছিল তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। নগরের লোকেরদের হইতে সৈন্যকে মনোনীত করিয়া তাঁহার অধীন রাখিয়া আজ্ঞা করিলেন, "নরাত্মার কোন লোক মহারাজার বিপক্ষে কর্ম্ম করিলে ও নগরের শান্তি ও সুনিয়ম ভঞ্জনের কোন কর্ম্ম করিলে তুমি দমন করিবা।" আরো আজ্ঞা করিলেন, "দিয়াবলের কোন লোককে অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের কোন কোণে লুকিয়া থাকিতে দেখিলে

তৎক্ষণাৎ ধরিয়া নষ্ট কর, কিম্বা বিচারমতে দণ্ড করিবার নিমিত্তে কয়েদ কর।"

অপর সুবুদ্ধি নামে যে নগরাধ্যক্ষকে দিয়াবল পদহইতে অবসর করিয়াছিল তাহাকে ইম্মনুএল পুনরায় নিযুক্ত করিয়া কহিলেন "তোমার যত কাল আয়ু তত কাল এই পদ থাকিল। তুমি চক্ষুর দ্বারের নিকটে কোটা করিয়া বাস কর সেই কোটা গড়ের মত অতি দৃঢ় কর। ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপযুক্ত মতে করিতে পার এই জন্যে তুমি যাবজ্জীবন তত্ত্বপ্রকাশক পুস্তক পাঠ কর।"

আরো জ্ঞানকে নগরের লেখক করিলেন। পূর্ব্বে ঐ পদ সদসদ্বোধের ছিল, এইক্ষণে ইম্মনুএল তাহার প্রতি তাচ্ছল্য করিলেন না, কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন "তোমাকে অন্য পদ দিব, তাহার বিশেষ পরে জানাইব।"

পরে আজ্ঞা করিলেন "দিয়াবলের প্রতিমূর্ত্তি যে স্থানে হইয়াছে তাহাহইতে উঠাইয়া গুঁড়া করিয়া নগরের বাহিরে বাতাসে উড়াইয়া দেও। গড়ের দ্বারে আমার ও পিতার প্রতিমূর্ত্তি পুনর্ব্বার বসাও। তাহা পূর্ব্বহইতে আরো সুন্দর-রূপে গড়া যাউক, যেহেতুক আমরা পিতা পুত্র পূর্ব্বহইতে অধিক দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নগরে আসিয়াছি। আরো নরাত্মার সম্মান হইবার জন্যে আমার নাম অতি নির্ম্মল সুবর্ণেতে নরাত্মার সম্মুখভাগে ক্ষোদা যাউক। (প্রকাশিত ২.২॥৪।)

দশম অধ্যায়

পরে ইম্মনুএল আজ্ঞা করিলেন, "নগরের পূর্ব্বকার অধ্যক্ষ অবিশ্বাস ও কামুক এবং লেখক সদ্বিস্মরণকে ধরিয়া আন; দিয়াবলের এই তিনজনভিন্ন সে অন্য যে কএক জনকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করে ও বিশেষ ক্ষমতা দেয় তাহারদিগকে অতি সাহসিক ও প্রভুভক্ত স্বেচ্ছাবলম্বী ধরিয়া কয়েদ করিল। তাহারদের নাম নাস্তিক, কঠিনহৃদয়, কল্পিতশান্তি, সত্যহীন, নির্দয়, দর্পী, প্রভৃতি। কারারক্ষকের নাম সৎপুরুষ। ইম্মনুএল প্রথমে যখন নরাত্মা নগরে দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন ঐ সৎপুরুষকে পিতার বাটীহইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

দিয়াবলের আজ্ঞামতে নরাত্মায় তিনটা দুর্গ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ঐ দুর্গের ও অধ্যক্ষেরদের নাম পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। রাজকুমার ঐ তিন দুর্গ সমূলে বিনষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলনে। কিন্তু দুর্গ বৃহৎ, ও পাতর কাঠ লৌহ নগরের বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইল, তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রাজকুমার নগরাধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তারদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "সৎপুরুষের নিকটে দিয়াবলের যে সকল লোক কয়েদ আছে, তাহারদের বিচার ও দণ্ড করিবার নিমিত্তে আদালত কর।"

[দুষ্ট ভাবের বিচারার্থ আদালত।]

উপযুক্ত সময়ে অদালতে বিচারকেরা বসিলেন। পরে সৎপুরুষকে আজ্ঞা হইল "বন্দিরদিগকে আন।" তাহাতে বন্দিরা

দিগকে আনা গেল। নরাত্মা নগরের ব্যবহারমতে তাহার হাতকড়িতে ও শৃঙ্খলে এক সঙ্গে বদ্ধ ছিল। পরে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হইল ও সাক্ষিরদিগকে শপথ করাণ গেল। পঞ্চায়তের নাম, বিশ্বাস, সৎমন, সরল, মন্দঘৃণ, ঈশ্বরভক্তি, সত্যদর্শী, স্বর্গীয়মন, ধীরস্বভাব, কৃতজ্ঞ, সৎকর্ম্ম, ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্র, ও নম্রভাব। সাক্ষিরদের নাম সর্ব্বজ্ঞাতা, সত্যবাদী, মিথ্যাঘৃণ, ও স্বেচ্ছাবলম্বী। আবশ্যক হইলে তাঁহার পরিচারক মনও সাক্ষ্য দিতে পারে।

বন্দিরা উপস্থিত হইলে সদাচারি নামক বিচারকর্ত্তা কহিল, "নাস্তিককে সম্মুখে আন।"

পরে সদাচারী কহিল, "নাস্তিক, হাত তোল। তোমার নাস্তিক ভাবের বি- নামে এই নালিশ হইয়াছে। তুমি অনুমতি চার।। না পাইয়া নিজ ইচ্ছামতে নরাত্মায় ঢুকিয়া, ঈশ্বর নাই ও ধর্ম্ম মানিতে হয় না, এই কথা দুষ্টভাবে শিক্ষা দিয়াছ, ও সন্দিগ্ধ মনে গ্রহণ করিয়াছ। ইহাতে তুমি রাজস্থিতি ও সম্মান ও গৌরবের বিপরীত কার্য্য করিয়াছ, ও নরাত্মা নগরের শান্তি ও সুরক্ষার সঙ্কট জন্মাইয়াছ। ইহাতে তোমার কি উত্তর, তুমি দোষী কি না।"

নাস্তিক কহিল, "আমি দোষী নহি।"

তাহাতে ঘোষক কহিল, "সর্ব্বজ্ঞাতা ও সত্যবাদী ও মিথ্যাঘৃণকে ডাক।"

তাহারা উপস্থিত হইলে, সদাচারী কহিল, "তোমরা কি এই ব্যক্তিকে চিন।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল, "মহাশয় চিনি, ইহার নাম নাস্তিক। অনেক বৎসর অবধি এই দুর্ভগা নগরের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে।"

সদাচারী কহিল "তুমি ইহাকে নিতান্তই চিন।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "নিশ্চয়ই চিনি, অনেক বার ইহার সঙ্গে

আলাপ করিয়াছি। এই ব্যক্তি দিয়াবলের লোক উহার পিতাও দিয়াবলের লোক ছিল, উহার পিতাকে ও পিতামহকেও জানিতাম।"

সদাচারী কহিল, "ভাল এইক্ষণে তাহার নামে এই নালিশ হইয়াছে, ঈশ্বর নাই ও ধর্ম্ম মানিতে হয় না এইরূপ শিক্ষা দিয়াছে। এই বিষয়ে তুমি কি বল, ইহা সত্য কি না।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "মহাশয় আমরা দুইজন এক দিন দুষ্টের গলিতে যাইতেছিলাম, সেই সময়ে এই ব্যক্তি নানা মত কহিতেং কহিল, আমার বিবেচনায় ঈশ্বর নাই, কিন্তু লোকাচারে স্থানবিশেষে ঈশ্বরমানী ও ধার্ম্মিকও হইয়া থাকি।"

সদাচারী কহিল "ইহার এমন কথা তুমি নিতান্ত শুনিয়াছ।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "আমি শপথ করিয়া তাহা কহি।"

পরে সদাচারী সত্যবাদিকে কহিল, "তুমি এই বন্দির কি জান।"

সত্যবাদী কহিল "মহাশয় পূর্ব্বে ইহার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ ছিল, তৎপ্রযুক্ত এইক্ষণে খেদ হইতেছে। এই ব্যক্তি ঈশ্বর নাই, দূত নাই, আত্মা নাই, এই কথা অনেকবার আমার সাক্ষাতে স্বচ্ছন্দে কহিয়াছে।"

সদাচারী কহিল "এই কথা কোথায় কহিয়াছিল।"

সত্যবাদী কহিল "দুর্ম্মুখ গলিতে ও নিন্দক পাড়ায় ও আরো অনেক স্থানে।"

সদাচারী কহিল "ইহাকে ভালরূপে চিন।"

সত্যবাদী কহিল "এই ব্যক্তি দিয়াবলের লোক, ও কখন ঈশ্বরকে মানে না। ইহার পিতার নাম ভাল-হইতে-নয়। সেও দিয়াবলের লোক। তাহার আরো কএক পুত্র ছিল। আমার আর কথা নাই।"

সদাচারী কহিল " মিথ্যাঘৃণ, তুমি ইহাকে চিন।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল "মহাশয় ইহার তুল্য দুষ্টের সঙ্গে আমার কখন আলাপ হয় নাই, নিকটেও যাই নাই। আমার সাক্ষাতেই এক ব্যক্তি কহিয়াছে, ঈশ্বর নাই পরলোকও নাই, পাপ নাই, পরকালীন দণ্ড নাই, আরো কহিয়াছে ধর্ম্মোপদেশ শুনা কি বেশ্যালয়ে যাওয়াই বা কি। দুই সমান।"

সদাচারী কহিল "এমন কথা কোথায় কহিয়াছিল।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল "মাতালের পাড়ায়, পাজির গলির মোড়ে, অধর্ম্মের ঘরে।

পরে সদাচারী কারারক্ষককে কহিল "ইহাকে এক দিগে রাখ, কামুককে আন।"

তাহাকে আনিলে সদাচারী কহিল "কামুক তোমার নামে এই নালিশ হইয়াছে। তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে ঢুকিয়া কুঅভিলাষমতে স্বচ্ছন্দে কর্ম্ম করা মনুষ্যের উচিত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এইমত শিক্ষা তুমি দুষ্ট স্বভাবা হইয়া করিয়াছ, আরো কহিয়াছ পাপামোদ করিতে পাইলে আপনাকে দমনে রাখি না, কামুক নাম যাবৎ থাকিবে তাবৎ রাখিবও না। ইহাতে তোমার কি উত্তর, দোষা কি নহ।"

কামুক কহিল "মহাশয় আমি জাতীতে কুলীন ও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইয়া আনিতেছি, কেহ আমার কোন কর্ম্মের কিছু দোষ কহে না, আপনার কামই শাস্ত্র জানিয়া কামনামতে কর্ম্ম করিয়াছি, আরো আমার নামে যে দোষ দেওয়া গিয়াছে সে দোষ সকল লোকই করে, তাহাতে সন্তোষও পায়, যদিও প্রকাশরূপে না করুক তথাপি গোপনে বটে, অতএব অদ্য আমার বিচার কি নিমিত্তে হইতেছে তাহা বুঝিলাম না।"

সদাচারী কহিল "মহাশয় তুমি যদি কুলীন হও তবে ভদ্র লোকের মত আচার করা উচিত, কিন্তু কুলীন হও বা না হও তাহাতে আমারদের কিছু আইসে যায় না, তোমার নামে যে

নালিশ হইয়াছে তাহারি উত্তর কর। দোষী বট কি না।”

কামুক কহিল “না।”

তাহাতে সদাচারী ঘোষককে কহিল “সাক্ষিরদিগকে ডাক।”

ঘোষক কহিল “রাজপক্ষের সাক্ষিরা আইস। এই ব্যক্তির আচরণের সাক্ষ্য দিতে হইবেক।”

পরে সদাচারী সর্ব্বজ্ঞাতাকে কহিল “ইহাকে চিন।”

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল “চিনি মহাশয়।”

সদাচারী কহিল “ইহার নাম কি।”

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল “ইহার নাম কামুক, ইহার পিতার নাম পশুভাব, ইহার জন্ম শরীর পথে. ইহার মাতামহীর নাম কামাতুরা, আমি উহার বংশসুদ্ধ জানি।”

সদাচারী কহিল “ইহার নামে যে দোষ দেওয়া গেল তাহা শুনিয়াছ, তাহাতে কি বল, এই লোক দোষী কি না।”

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল “মহাশয় এই বড় লোক বটে কিন্তু বংশভাবে যত বড় দোষভাবে তাহার সহস্র গুণ বড়।”

সদাচারী কহিল “ইহার কোন বিশেষ দোষ জান। এই নালিশপত্রে যাহা লেখা আছে তাহার কি জান।”

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল “আমি জানি এই ব্যক্তি নিত্য শপথ করে ও অসত্য কথা কহে, বিশ্রামবার মানে না, ব্যভিচারী, লম্পট, নানা দোষের দোষী, অতিপাষণ্ড।”

সদাচারী কহিল “এই সকল দোষ কোথায় করিত. গোপনে কি নিলর্জ্জরূপে প্রকাশে।”

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল “মহাশয় সর্ব্বত্রই।”

পরে সত্যবাদিকে ডাকিয়া কহিল “তুমি এই ব্যক্তির কি জান।”

সত্যবাদী কহিল, “প্রথম সাক্ষির কথা সকলই সত্য. অধিকও আছে।”

সদাচারী কহিল "কামুক, এই সকল সাক্ষির কথা শুনিয়াছ।"

কামুক কহিল "মহাশয় সংসারে যাহারা সুখে কাল কাটাইতে চাহে তাহারদের মনের যাহা ইচ্ছা তাহা ভোগ করা উচিত, এই আমার মত। সেই মতে অদ্যাপি আমিও কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। আর আমি আত্মম্ভরি নই। যখন যাহাতে সুখ পাই তখন তাহা অন্য লোকেরদিগকেও দেখাইয়া দি।"

এই কথা শুনিয়া বিচারকর্ত্তা কহিল "এ আপন মুখের কথাতেই আপনাকে দণ্ডের যোগ্য করিল, আর সাক্ষির প্রয়োজন কি। ইহাকে লইয়া যাও, অবিশ্বাসকে আন।"

সদাচারী কহিল "হে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস নাম ধরিয়া তোমার নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে, তুমি আপন ইচ্ছামতে এই নগরে ঢুকিয়াছ ও মহাশাদাই রাজার সেনাপতিরা যখন নগর অধিকার করিতে চাহিল তখন তুমি দুষ্টভাবে তাঁহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলা, আরো মহারাজার নাম ও সৈন্য ও কার্য্য তুচ্ছ করিয়াছিলা, ও রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তুমি ও তোমার কর্ত্তা দিয়াবল নরাত্মার লোকেরদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলা. ইহাতে কি বল. তুমি দোষী কি না।"

অবিশ্বাস উত্তর করিল "শাদাই কে, আমি তাহাকে চিনি না, পূর্ব্বকালাবধি আপনার কর্ত্তাকেই মানি, আমার হাতে যে কার্য্য দেওয়া গিয়াছিল তাহাই করিয়াছি, ও বিদেশিরদিগকে নগরে ঢুকিতে না দিয়া যথাসাধ্য সাহস দেখাইয়া তাঁহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নরাত্মার লোকেরদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত জানিয়াই দিয়াছিলাম। এইক্ষণে তোমরা কর্ত্তা হইয়াছ বটে, কিন্তু দুঃখ পাইবার ভয়ে আমার অন্যমত যে হবে তাহা কখন হইতে পারিবে না।"

বিচারকর্ত্তা কহিলেন "এই ব্যক্তি বড় দুঃসাহস দেখিতেছি, এখনও সাহস করিয়া দুষ্টামি ছাড়ে না। ইহাকে লইয়া যাও, সদ্বিস্মরণকে আন।"

পরে সদাচারী কহিল "হে সদ্বিস্মরণ তোমার নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে, তুমি আপন ইচ্ছাতে নগরে ঢুকিয়া নরাত্মা নগরের সমস্ত কার্য্য যখন তোমার হাতে ছিল তখন লোকেরদের মঙ্গল করিতে ভুলিয়া, শাদাই রাজার ও তাঁহার সেনাপতি ও সৈন্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দিয়াবলের সাহায্য করিয়াছিলা, ইহাতে শাদাই রাজার অনাদর ও তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন হইয়াছে, নরাত্মা নগরের বিনাশ সম্ভাবনাও হইয়াছিল, অতএব ইহাতে তুমি দোষী আছ কি না।"

সদ্বিস্মরণ কহিল "হে বিচারকর্ত্তা মহাশয়েরা আমার নামে যে সকল দোষ দেওয়া গিয়াছে তাহা আমি জানিয়া শুনিয়া করি নাই, বুড় হইয়া ভুলে করিয়াছি, সাবধান না হইয়া দোষ করিলাম তাহাও নয়, আমার বুদ্ধির দোষ হইয়াছে। তাহাতে আপনি দোষী স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু প্রার্থনা করি মহাশয়েরা কৃপা করিয়া আমাকে মাফ করুন্, ভারি দণ্ড করিবেন না।"

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিলেন "ওরে সদ্বিস্মরণ তোমার বুদ্ধির দোষেতে ভাল কথা মনে থাকিত না এই কথা সত্য নয়। ভাল কথা মনে রাখিতে চাহিলা না। মন্দ কথা মনে রাখিতা, ভাল কথা মনে থাকিতে দিতা না। এখন আপনকার বয়সের ও বুদ্ধির দোষের কথা বলিতেছ, তাহা কেবল ছলনা, বিচারকর্ত্তারদিগকে ভুলাইতে চাহ। কিন্তু সাক্ষিরদের কথা শুনি। এই লোক দোষী কি না।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল "মহাশয় এই সদ্বিস্মরণ আমার সাক্ষাতে এই কথা কহিয়াছে, কোন ভাল কথা পোয়া ঘণ্টা মনে থাকে এমন চাহি না।"

সদাচারী কহিল, "এমন কথা কোথায় বলিয়াছিল।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল, "সর্ব্বদুষ্টতার গলিতে তপ্ত লৌহেতে দগ্ধ মননামক মদিরালয়ে।"

সদাচারী কহিল "সর্ব্বজ্ঞাতা, তুমি ইহার কিছু বলিতে পার।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "পারি মহাশয়, তাহাকে ভালমতে চিনি, সে দিয়াবলের লোক, ইহার পিতাও দিয়াবলের লোক, তাহার পিতার নাম অসারাসক্তি। ভাল কথা মনে থাকিলে বড় ক্লেশ হয়, এই কথা অনেকবার আমাকে কহিয়াছে।

সদাচারী কহিল "এই কথা কোন্ স্থানে কহিয়াছিল।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "শরীরগলিতে ভজনালয়ের সম্মুখে।"

পরে সদাচারী সত্যবাদিকে কহিল "তুমি ইহার যাহা জান তাহা কহ।"

সত্যবাদী কহিল "মহাশয় ধর্ম্মপুস্তকের কথা চিন্তা না করিয়া অতি কুকর্ম্মের চিন্তা করা ভাল, এই কথা অনেকবার আমাকে কহিয়াছে।"

সদাচারী কহিল "এই দুষ্ট কথা কোথায় কহিয়াছিল।"

সত্যবাদী কহিল "অনেক স্থানে, বিশেষমতে নির্লজ্জের বাটীতে ও গলিজ গলিতে, গভীর স্থলে গমনীয় পথ নামক বাটীর নিকটে দুরাচার নামক মদিরালয়ে।"

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল "মহাশয়েরা ইহার নামে যে দোষ দেওয়া গিয়াছিল তাহা শুনিয়াছ ও এই ব্যক্তির উত্তর ও সাক্ষিরদের সাক্ষ্য শুনিয়াছ। ইহাকে এক দিগে রাখ কঠিন হৃদয়কে আন।"

তাহাকে আনা গেলে সদাচারী কহিল, "কঠিন হৃদয় নাম ধরিয়া তোমার নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে তুমি আপন ইচ্ছাতে নগরে ঢুকিয়া অত্যন্ত দুষ্টভাবে নরাত্মার মন কঠিন করিয়াছিলা ও শাদাই রাজাকে তাহারা ত্যাগ করিলে ও তাঁ-

হার নিকটে দোষ করিলে তুমি তাহারদিগকে খেদ ও অনুতাপ করিতে দিলা না। ইহাতে কি কহ, তুমি দোষা কি না।

কঠিন হৃদয় কহিল "মহাশয় খেদ কি অনুতাপ কি, তাহা আমি কখন জানি না, আমার মন অভেদ্য, কোন মানুষের অপেক্ষা করি না, পরের দুঃখেতে আমার দুঃখ হয় না, পরের বিলাপ শুনিলে আমার মনে শোক হয় না, কাহারো ক্ষতি কি অন্যায় হইলে তাহার ক্রন্দন আমার কাণে মিষ্ট স্বরের মত লাগে।

বিচারকর্ত্তা কহিল "দেখ এই ব্যক্তি নিতান্ত দিয়াবলের লোক, কথাতেই ইহার দোষ নিশ্চয় হয়, অতএব ইহাকে এক দিগে রাখ ও কল্পিতশান্তিকে আন।

আনা গেলে সদাচারী কহিল "কল্পিতশান্তি নাম ধরিয়া তোমার নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে, তুমি আপন ইচ্ছামতে নগরে প্রবেশ করিয়াছ ও নগরের লোকেরা পাপি ও নরকের উপযুক্ত দুষ্ট হইলেও তুমি তাহারদের মনে কল্পিত ও অমূলক ও ক্ষতিজনক শান্তি জন্মাইয়াছিলা, তাহাতে রাজার অনাদর হইয়াছে, তাঁহার ব্যবস্থা লঙ্ঘনও হইয়াছে ও নগরের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছ, ইহাতে কি বল তুমি দোষী হইয়াছ কি না।"

তাহাতে কল্পিতশান্তি কহিল "বিচারকর্ত্তা মহাশয়েরা আমার নাম কল্পিতশান্তি নহে, আমার নাম শান্তি। যাহারা আমাকে ভালমতে চিনে এমত কোন লোককে জিজ্ঞাসা করুন, কি আমার জন্মকালে যে ধাত্রী ছিল তাহাকে, কি আমার নামকরণ কালে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারাই প্রমাণ দিবে। অতএব যে নালিশ পত্র পাঠ হইয়াছে তাহার উত্তর আমি দিতে পারি না, আমার নাম তাহাতে নাই, আমার প্রকৃত নাম যেমন তেমনি স্বভাব, আমি নিতাই শান্তিভাবে কাল কাটাইতে ভালবাসি। আর আপনি

যাহা ভাল জানি তাহা অন্যেরদেরও প্রিয় বোধ করি। অতএব কাহারো মন চঞ্চল দেখিলে আমি সাধ্যমতে তাহার উপকার করিয়া থাকি, আমার এই সুস্বভাবের অনেক প্রমাণও দেখাইতে পারি।

প্রথম। নরাত্মা নগর শাদাই রাজার ব্যবস্থা ত্যাগ করিলে পর তাহারদের কএক জনের মনে নানা মত দুর্ভাবনা হইতে লাগিল। আমি তাহারদের দুঃখ দেখিয়া তাহারদিগকে শান্ত করিতে নানা উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয়। সংসারের পূর্ব্বকালের ও সিদোম নগরের রীতির চলন যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময়ে যদি কেহ কুরীতি বলিয়া শোক করিত আমি তৎক্ষণাৎ তাহারদের মন স্থির করিয়া সেই রীতিমতে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করাইতাম।

তৃতীয়। সম্প্রতি দিয়াবলের সঙ্গে শাদাইর যুদ্ধ হইতে লাগিলে যদি নগরের কেহ বিনাশের আশঙ্কায় ভয় পাইত, তবে আমি তাহারদের মন স্থির করিবার জন্যে নানা প্রকার উপায় করিতাম।

মেলকারি ব্যক্তিরা সুশীল এই কথা অতি চলিত। অতএব আমি যদি এমন সুশীল তবে আপনারা ন্যায় ও যথার্থ বিচারকর্ত্তা, নরাত্মার মধ্যে অত্যন্ত যশ পাইয়াছেন, আমাকে এক স্থানে বদ্ধ না রাখিয়া একেবারে মুক্ত করা উচিত, আর যাহারা আমার নামে অপবাদ দিয়াছে তাহারদের নামে অপমানের আপত্তিতে নালিশ করিতে অনুমতি দিউন।

তাহাতে সদাচারী বিচার স্থানের ঘোষককে কহিল "এই কথা ঘোষণা কর।"

ঘোষক কহিল "শুনং, সাক্ষাতে যে বন্দি দাঁড়াইয়াছে সে কহে, নালিশ পত্রে যে নাম লেখা আছে সে আমার নাম নহে, তাহাতে যে দোষ লেখা হইয়াছে তাহাতেও আমি দোষী নহি, অতএব উপস্থিত কেহ যদি এই ব্যক্তির প্রকৃত ও যথার্থ

নাম জানে সে সম্মুখ হইয়া সাক্ষ্য দিউক, বিচারকর্ত্তারদের এই আজ্ঞা।”

তাহাতে বিচার স্থলে সত্যতাসন্ধান ও সত্যতাপ্রমাণ নামক দুইজন সম্মুখ হইয়া কহিল “এই বন্দির যাহা জানি তাহা অনুমতি হইলে কহিতে পারি।”

বিচারকর্ত্তা কহিল “এই ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষি জানাইতেছে অতএব তোমরা যাহা জান তাহা কহ।”

সত্যতাসন্ধান কহিল “মহাশয় আমি”——————

বিচারকর্ত্তা কহিল “থাক২ উহাকে শপথ করাও।”

শপথের পরে কহিল “মহাশয় আমি ইহাকে বাল্যকালাবধি চিনি। ইহার নাম কল্পিতশান্তি, ইহার প্রমাণ দিতে পারি। উহার পিতাকেও চিনিতাম তাহার নাম মিথ্যাপ্রশংসক। ইহার মাতার নাম সান্ত্বনাকারিণী, তাহারদের বিবাহের কতক কাল পরে এই ব্যক্তি জন্মিলে নাম হইল কল্পিতশান্তি। এই লোকের বয়সঅপেক্ষা আমার বয়স কিছু অধিক কিন্তু ইহার সঙ্গে নিত্য খেলা করিতাম, এমন সময়ে উহার মাতা ডাকিয়া কহিত, রে কল্পিতশান্তি শীঘ্র আয়। যখন মায়ের দুধ ছাড়ে নাই তখনঅবধি উহাকে চিনি। তখন আমিও শিশু বটি, ইহার মাতা দ্বারে বসিয়া উহাকে কোলে করিয়া বিশবার সোহাগ করিয়া কহিত, আমার বাছা কল্পিতশান্তি, আমার যাদু বাপধন মাণিকধন কল্পিতশান্তি, ইহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়। এই ব্যক্তি যদিও আপনার নাম স্বীকার করে না তবু পাড়াপ্রতিবাসিরা অবশ্য চিনে।”

পরে সত্যতাপ্রমাণ শপথ করিয়া কহিল “মহাশয় এই ব্যক্তি যে সাক্ষ্য দিল সমস্তই সত্য, উহার নাম কল্পিতশান্তি বটে, ইহার বাপের নামও মিথ্যাপ্রশংসক, উহার মায়ের নাম সান্ত্বনাকারিণী। পূর্ব্বে ইহাকে কেহ কল্পিতশান্তি ভিন্ন অন্য নাম ধরিয়া ডাকিলে অতিক্রুদ্ধ হইয়া কহিত, ইহারা আমাকে

চাউটা করে, কিন্তু সেই সময়ে কল্পিতশান্তি বড় মানুষ ছিল;
তখন দিয়াবলের লোকেরা কর্ত্তা ছিল।

পরে বিচারকর্ত্তা কহিলেন "মহাশয়েরা এই দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য শুনিলা। কল্পিতশান্তি তুমি আপনার এই নাম স্বীকার না করিলেও, এই দুইজন ভদ্র লোক শপথ করিয়া কহিল, তোমার ঐ নাম বটে। আর তোমার নামে যে দোষ দেওয়া গিয়াছে তাহারও উত্তর কর নাই। তোমাকে শান্তশীল কি প্রতিবাসিরদের মধ্যে মেলকারী বলিয়া তোমার নামে কোন দোষ পড়ে নাই, কিন্তু নরাত্মানগরের লোকেরা শাদাই রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মচ্যুত ও মহাদোষী হইলেও তুমি তাহারদের মনে কল্পিত ও অমূলক ও ক্ষতিজনক শান্তি জন্মাইয়াছিলা, তাহাতে শাদাই রাজার ব্যবস্থা লঙ্ঘন হইল ও নরাত্মা নগরের বিনাশ হইবার আশঙ্কা হইল। তোমার উত্তরের মধ্যে কেবল এই, তুমি আপনি আপনার নাম স্বীকার কর না, কিন্তু তোমার সেই নাম বটে ইহার প্রমাণ হইল। আর তুমি পাড়াপ্রতিবাসিরদের মধ্যে মেলকারী বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ। কিন্তু ধর্ম্মঘটিত যে শান্তি না হয়, তাহা মিথ্যা ও প্রতারণা ও সঙ্কটময়, এই কথা শাদাই রাজার সত্য শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। তোমার কথাতে তোমার দোষ না খণ্ডাইয়া বরং আরো দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়মতে তোমার বিচার হইবে। সাক্ষিরদিগকে ডাকি, তাহারা প্রভুর পক্ষে কি কহে শুনি।"

সদাচারী কহিল "সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি ইহার কি জান কহ।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল "মহাশয় নরাত্মার লোকেরা নানা পাপে ও দোষে আসক্ত ও নানা দুঃখেতে লিপ্ত হইলেও এই ব্যক্তি তাহারদের মনে শান্তি জন্মাইতে অনেক কালাবধি উদ্যোগ করিতেছে। আর মন স্থির থাকিবার কোন উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও আমরা স্থিরমনা থাকিয়া কাল যাপন করি, এই কথা আমার সাক্ষাতেই কহিয়াছে।"

পরে সদাচারী কহিল "মিথ্যাঘৃণ তুমি ইহার কি জান।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল "মহাশয় এই ব্যক্তি কহিয়াছে ধর্ম্মের সঙ্গে দুঃখ অপেক্ষা অধর্ম্মের পথে শান্তি পাওয়া ভাল।"

সদাচারী কহিল " এই কথা কোথায় কহিয়াছিল।"

মিথ্যাঘৃণ কহিল " আত্মপ্রবঞ্চক মদিরালয়ের নিকটে মূর্খতা বাগানে নির্ব্বোধ নামক ব্যক্তির ঘরে, আমার সাক্ষাতে এই কথা বিশবার কহিয়াছে।"

সদাচারী কহিল " আমারদের আর সাক্ষির প্রয়োজন নাই এই সাক্ষ্যই সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট। অতএব ইহাকে লইয়া যাও। সত্যতাহীনকে সম্মুখে আন।"

আনা গেলে বিচারকর্ত্তা তাহাকে কহিল " সত্যতাহীন তোমার নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে। তুমি আপন ইচ্ছাতে নগরে ঢুকিয়া লোকেরা যে সময়ে আপনারদের যথার্থ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াবলের প্রতি অনু-রাগ প্রকাশ করিল, সেই সময়ে শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাঁহার ব্যবস্থার যে অবশেষ ছিল তাহা নষ্ট করিতে উদ্যোগ করিলা, তাহাতে শাদাই রাজার অনাদর ও নরাত্মা নগরের বিনাশ হইবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছ। ইহা-তে কি কহ। তুমি দোষী কি না।"

সে " কহিল না মহাশয় দোষী নহি।"

পরে সাক্ষিরদিগকে ডাকা গেলে প্রথমে সর্ব্বজ্ঞাতা এই সাক্ষ্য দিল।

"শাদাই রাজার প্রতিমূর্ত্তি যে সময়ে ফেলিয়া দেওয়া গেল সেই সময়ে ঐ সত্যতাহীন দিয়াবলের আজ্ঞামতে তাহা ফেলি-য়াছিল। আমি নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তাহা করিলে পর এই সত্যতাহীন ঐ প্রতিমূর্ত্তির স্থানে দিয়াবল পশুর শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল। আর নরাত্মার মধ্যে রাজার ব্যবস্থার যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল তাহার কোন

অংশ এই ব্যক্তির হস্তে পড়িলে তৎক্ষণাৎ দিয়াবলের আজ্ঞা-মতে তাহা ছিঁড়িয়া দগ্ধ করাইত।”

সদাচারী কহিল “এই ব্যক্তির এই কার্য্য অন্য কেহ দে-খিয়াছে কি না।”

মিথ্যাঘৃণ কহিল। “আমি দেখিয়াছিলাম। অন্যান্য লোকেরাও দেখিয়াছে। এই সকল কর্ম্ম লুকাইয়া করে নাই সকলের দৃষ্টিগোচরেই করিয়াছিল। এমন কর্ম্ম করিলে সন্তোষ হয় বলিয়া প্রকাশরূপে করিয়াছিল।”

সদাচারী সত্যতাহীনকে কহিল। “সত্যতাহীন এমন কর্ম্ম তুমি প্রকাশরূপে করিলে পর এইক্ষণে দোষী নই কেমন করি-য়া কহ।”

সত্যতাহীন কহিল। “মহাশয় কিছু উত্তর দিতেই হই-বেক বোধ করিয়া আমার নামানুসারে উত্তর করিলাম। মিথ্যা কথা কহাতে আমার অনেকবার মঙ্গল হইয়াছে, তাহাতে ভাবিলাম কি জানি এইবারও মিথ্যা কথা কহিয়া যদি রক্ষা পাই।”

সদাচারী কারারক্ষককে কহিল “ইহাকে লইয়া যাও নির্দ্দয়কে আন।” পরে নির্দ্দয়কে কহিল “তোমার নাম নি-র্দ্দয়, তুমি আপন ইচ্ছামতে নগরে ঢুকিয়া বিশ্বাসঘাতকের মতে অতিদুষ্ট ভাবে দয়া রোধ করিয়াছ ও নরাত্মা আপনার যথার্থ রাজার নিয়ম ত্যাগ করিলে পরে সেই দুঃখজনক কার্য্যের নি-মিত্তে অনুতাপ করিতে নিবারণ করিয়াছ, বরং যে চিন্তাতে অনুতাপ জন্মিতে পারে এমন চিন্তা মনেতে উদয় হইলেই তুমি লোকেরদিগকে অন্যমনস্ক করিয়াছ। ইহাতে কি বল। দোষী হইয়াছ কি না।”

নির্দ্দয় কহিল, “নির্দ্দয় কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমি দোষী নই। আমার নামও নির্দ্দয় নয়, আমার নাম সাহসদায়ী, অত-এব আমার নামানুসারে আমি লোকেরদিগকে সাহস দিতাম।

নরাত্মা বিষণ্ণ বদন হইলে আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না।"

সদাচারী কহিল, "কি, আপনার নাম স্বীকার কর না। আমার নাম নির্দ্দয় নয় আমার নাম সাহসদায়ী, এমন কথা কহ। সাক্ষিরদিগকে ডাক। তোমরা ইহাতে কি কহ।"

সর্ব্বজ্ঞাতা কহিল, "মহাশয় ইহার নাম নির্দ্দয়। এই ব্যক্তি কার্য্যের সমস্ত কাগজ পত্রেতে নির্দ্দয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছে। দিয়াবলের এই সকল লোক নাম পরিবর্ত্তন করাই ভাল বাসে। লোভ বলে আমার নাম পরিমিতব্যয়ী। অহঙ্কার বলে আমার নাম পরিষ্কার কি সুন্দর কিম্বা এমত কোন একটা নাম ধরে। সকলেই সেইরূপ।"

পরে সত্যবাদিকে সদাচারী কহিল, "তুমি কি কহ।"

সত্যবাদী কহিল, "মহাশয় ইহার নাম নির্দ্দয়। আমি ইহাকে শিশুকালাবধি জানি। আপনি তাহার যে দোষের পত্র পড়িয়াছিলেন সেই সমস্ত দোষের দোষী বটে। কিন্তু ইহারদের কএক জন অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে কিছু মাত্র ভয় করে না। অতএব যাহারা সে যন্ত্রণা এড়াইতে চেষ্টা করে তাহারদিগকে ইহারা ক্ষুণ্ণ বলিয়া জ্ঞান করে।"

পরে সদাচারী কহিল "দর্পিকে সম্মুখে আন।" তাহাকে আনিলে সদাচারী তাহার নামের এই দোষের পত্র পড়িল। "তোমার নাম দর্পী। তুমি স্বেচ্ছামতে নগরে ঢুকিয়াছ। আর শাদাই রাজার সেনাপতিরা যখন নরত্মাকে আপনারদের প্রকৃত রাজাকে স্বীকার করিতে কহিলেন তখন তুমি লোকেরদিগকে শাদাই রাজার অতি তুচ্ছনীয় ও দম্ভভাবে কথা কহিতে শিক্ষাইলা, তদ্ভিন্ন আপন কথাতে মহারাজ ও তাঁহার পুত্র ইম্মনুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিলা, আপনিও যুদ্ধ করিয়া তাহারদের সাহস বৃদ্ধি করিলা। ইহাতে কি কহ। দোষী আছ কি না।"

দর্পী কহিল “ মহাশয়েরা আমি সর্ব্বদা সাহসী। অত্যন্ত বিপদ ঘটিলে কখন মাথা নওয়াই না। শত্রুরা দশগুণ বলবান হইলেও কেহ তাহারদিগকে দেখিয়া নতমস্তক হয় ইহা আমি কখন সহ্য করিতে পারি না। কে আমার শত্রু, কি জন্যেই বা যুদ্ধ করিতে হয়, ইহার কিছু বিবেচনা করি না। সাহস প্রকাশ করিয়া পুরুষের কার্য্য করিতে ও জয় করিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করি।”

বিচারকর্ত্তারা কহিল “ ওরে দর্পী তোমার সাহস আছে বলিয়া কিম্বা বিপদগ্রস্ত হইলেও অবসন্ন হও না বলিয়া তোমার নামে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি ঐ কল্পিত সাহসদ্বারা নরাত্মার লোকেরদিগকে মহারাজ ও তাঁহার পুত্র ইম্মানুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লওয়াইয়াছ এই দোষ তোমার নামে দেওয়া যায়।”

তাহাতে সে কোন উত্তর করিল না।

পরে বিচারকর্ত্তারা বন্দিরদের উক্ত সকল কার্য্য সমাপন করিয়া পঞ্চায়তেরদিগকে এইরূপ কহিল।

“ হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বন্দিরদিগকে দেখিয়াছ, তাহারদের নামে যে দোষ দেওয়া গিয়াছে তাহা শুনিয়াছ, তাহারদের উত্তরও শুনিয়াছ, সাক্ষিরদের সাক্ষ্যও শুনিয়াছ, এইক্ষণে তোমরা নির্জ্জন স্থানে গিয়া মহারাজার পক্ষে ইহারদিগকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বিচারমতে যেরূপে দণ্ড করিতে হয় তাহা বিবেচনা করিয়া কহ।”

পরে পঞ্চায়ত অর্থাৎ ভক্তি, সৎমন, সরল, মন্দঘৃণ, ঈশ্বর ভক্তি, সত্যদর্শী, স্বর্গীয়মন, ধীরস্বভাব, কৃতজ্ঞ, নম্রভাব, সৎকর্ম্ম ও ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্র ইহাঁরা স্বতন্ত্র গিয়া পরস্পর এই প্রকার বিবেচনা করিতে লাগিল।

তাঁহারদের মধ্যে ভক্তি প্রধান হইয়া প্রথমে কহিল “ মহাশয়েরা আমি বোধ করি ঐ বন্দিরা সকলই প্রাণদণ্ডের

যোগ্য।” সৎমন কহিল “আমারো এই মত।” সরল কহিল “আমারও ঐ বিবেচনা।” মন্দঘৃণ কহিল “এমন দুষ্টেরা ধরা পড়িয়াছে আমারদের কি সৌভাগ্য।” ঈশ্বরভক্তি কহিল “বটেং এমন সুখের দিন প্রায় দেখি না।” সত্যদর্শী কহিল “ইহারা প্রাণদণ্ডের যোগ্য এমত বিবেচনা হইলে পরম ধার্ম্মিক শাদাই রাজাপর্য্যন্তও তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।” স্বর্গীয়মন কহিল “ইহাতে সন্দেহ কি, নরাত্মাহইতে এই প্রকার পশুবৎ লোক উচ্ছিন্ন হইলে নগর কি সুন্দর হয়।” ধীরস্বভাব কহিল “আমি উপযুক্ত বিচার না করিয়া আপনার মত কখন জানাই না, কিন্তু ইহারদের দোষ এমন প্রসিদ্ধ, সাক্ষ্যও এমন স্পষ্ট, ইহারা প্রাণদণ্ডের যোগ্য নহে যাহারা কহে তাহারা অবশ্যই জ্ঞানান্ধ।” কৃতজ্ঞ কহিল “ধন্য পরমেশ্বর ইহারা বদ্ধ হইয়াছে।” নম্রভাব কহিল “আমিও হাঁটু গাড়িয়া তোমার সঙ্গে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি।” সৎকর্ম্মা কহিল “আমিও ইহাতে অতিহৃষ্ট হইলাম।” অতিব্যগ্রচিত্ত ও সরলমনা ঈশ্বরের পক্ষে ব্যগ্র কহিল “উহারদিগকে নষ্ট করাই উচিত, উহারাই সর্ব্বতোভাবে নগরের অশেষ ক্লেশ ও বিনাশ চেষ্টা করিয়াছে।”

পরে সকলই এইরূপে স্থির করিয়া বিচারস্থলে গেল।

অনন্তর সদাচারী কহিল “হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা তোমারদের নাম ডাকিলে উত্তর কর। ভক্তি, সৎমন, সরল, মন্দঘৃণ, ঈশ্বর ভক্তি, সত্যদর্শী, স্বর্গীয়মন, ধীরস্বভাব, কৃতজ্ঞ, নম্রভাব, সৎকর্ম্মা, ঈশ্বরের পক্ষেব্যগ্র। হে ভদ্র সরল মহাশয়েরা তোমরা আপনারদের বিবেচনাতে ঐক্যবাক্য আছ কি না।” পঞ্চায়ত কহিল “আছি মহাশয়।”

সদাচারী কহিল “তোমারদের মত কে জানাইবে।” পঞ্চায়ত কহিল “আমারদের মধ্যে যিনি প্রধান।”

সদাচারী কহিল "হে পঞ্চায়ত মহাশয়েরা তোমরা প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের বিচার করিতে আমারদের প্রভু মহারাজের পক্ষে মনোনীত হইয়াছ, আর বন্দিরদের বিচারের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, অতএব এইক্ষণে কি বল উহারা ঐ সকল দোষেতে দোষী হইয়াছে কি না।"

ভক্তি কহিল "দোষী।"

তাহাতে সদাচারী কারারক্ষককে কহিল "বন্দিরদিগকে লইয়া সাবধানে রাখ।"

এই সকল কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে হইয়াছিল, ব্যবস্থামতে প্রাণদণ্ড হইবেক এই আজ্ঞা অপরাহ্নে হইল।

অতএব কারারক্ষক আজ্ঞা পাইলে তাহারদিগকে লইয়া কারাগারের অন্তরাগারে রাখিল। পর দিন প্রাতঃকালে তাহারদের প্রাণদণ্ড হইবেক এই স্থির হইল।

দণ্ড করিবার সময় না হইতেং বন্দিরদের মধ্যে অবিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি কোনক্রমে কারাগারহইতে পলাইয়া নরাত্মা নগরের বাহিরে গিয়া কোন গহ্বরে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রহিল, আর সে এইরূপ ভাবিয়াছিল "লোকেরা আমারদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, ভাল, আমি ওতে থাকিয়া তাহারদিগকে দুঃখ দিবার সুযোগ পাইলেই ছাড়িব না।"

ঐ ব্যক্তি পলাইয়াছে দেখিয়া, সৎপুরুষ নামক কারারক্ষক অত্যন্ত ভাবিত হইল, যেহেতুক কারাবদ্ধেরদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি অতি দুষ্ট। অতএব কারারক্ষক প্রথমে গিয়া নগরাধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ও স্বেচ্ছাবলম্বিকে সেই কথা জানাইল। তাহারা তাহাকে খুজিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু নগরের কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাইল না।

কেবল এই জানা গেল, সে কিঞ্চিৎকাল নগরের বাহিরে এদিগ ওদিগ করিয়া চলিয়া গেল, পলাইবার সময়ে কেহং

তাহাকে দেখিয়াওছিল। কেহ২ কহিল "আমরা তাহাকে নগরের বাহিরে মাঠ দিয়া অতিবেগে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম।" একেবারে চলিয়া গেলে পর দর্শিয়াছিল নামক এক ব্যক্তি কহিল "সে মরুস্থানে ভ্রমণ করিতে২ শেষে নরকদ্বার নামক পর্ব্বতে আপনার বন্ধু দিয়াবলের সঙ্গে মিলিল।"

ইম্মনুএল নরাত্মার নিয়ম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ইহাতে ঐ অবিশ্বাস খেদ করিয়া দিয়াবলকে এই কথা জানাইল, "কতক কাল বিলম্ব করিলে পর লোকেরা ইম্মনুএলের নিকটে ক্ষমা পাইয়া তাঁহাকে নগরের মধ্যে ডাকিয়া গড় ছাড়িয়া দিয়াছে। আর তাঁহার সৈন্যসামন্তকে নগরে আনিয়া কে কত জনকে স্থান দিতে পারে এই বিষয়ে সকলেই পরস্পর ব্যগ্র হইল, ও তিনি আইলে লোকেরা নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র লইয়া মহাআনন্দ প্রকাশ করিল।" অবিশ্বাস আরো কহিল "হে পিতঃ বিশেষতঃ আরো খেদ ইহাতে জন্মে, ইম্মনুএল তোমার প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ও তুমি যে কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলা তাহারদিগকে পদচ্যুত করিয়া অন্যেরদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক স্বেচ্ছাবলম্বির কথা কি বলিব। আমরা বোধ করিয়াছিলাম সে আমারদের পক্ষেই স্থির থাকিবে, তাহা না হইয়া তোমার যেমন প্রিয়পাত্র ছিল তেমনি ইম্মনুএলের হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সে এইক্ষণে এমন শক্তি পাইয়াছে দিয়াবলের যে কোন প্রকারের কোন ব্যক্তিকে নরাত্মার মধ্যে পায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া হত করে, তাহাতে সে নরাত্মা নিবাসি তোমার আট জন অতি বিশ্বস্ত বন্ধুকে ধরিয়া কয়েদ করিয়াছে। অতিশয় খেদ করিয়া আরো জানাই বিচারস্থলে তাহারদের বিচার হইয়া তাহারা প্রাণদণ্ডের যোগ্য এমত নির্দ্ধারণ হইয়াছে। বোধ হয় ইহার

মধ্যে তাহারদের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আট জনের কথা বলিলাম। আর এক জন আমি ছিলাম আমারও সেই দশা হইত কিন্তু কোন কৌশলে তাহারদের হাত ছাড়াইলাম।"

দিয়াবল এই কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া হুং করিয়া ঘোর গর্জনেতে গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া এই দিব্য করিল "এই কারণে আমি নরাত্মাকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগাইব।" পরে তাহারা নরাত্মার অধিকার পুনরায় করিবার মহা মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

[দিয়াবল ঐ কথা শুনিয়া গর্জন করে।]

ইতিমধ্যে ঐ কয়েদিরদের প্রাণদণ্ড হইবার সময় হইলে নরাত্মার লোকেরাই তাহারদিগকে অতিগম্ভীর মনে ক্রুশের তলে আনিল। (রোম।৮।১৩। ৬।১২-১৪।) রাজার আজ্ঞা ছিল "এই ব্যাপার নরাত্মারই লোক করিবে, তাহা করিলে, আমি যেমন নরাত্মাকে রক্ষা করিলাম তেমন লোকেরাও আমার কথা মানিতে চাহে ইহা দেখিয়া আমি তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। সরল ভাবের প্রমাণ পাইলে আমার সন্তোষ হয়। অতএব দিয়াবলের এই লোকেরদিগকে নরাত্মার লোকেরাই দণ্ড করুক।"

পরে রাজার আজ্ঞামতে নগরের লোকেরা ঐ দুষ্টেরদের প্রাণদণ্ড করিল। কিন্তু তাহারদিগকে বধ করিবার জন্যে ক্রুশের নিকটে আনিলে তাহারা অত্যন্ত ক্লেশ দিল। ফলতঃ তাহারা নরাত্মাকে মনের সহিত সম্পূর্ণ দ্বেষ করে ও মরিতেই হবে বলিয়া তাহারা ক্রুশের তলেই নরাত্মার উপর চড়াউ হইতে লাগিল তাহাতে লোকেরা সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনারদের স্থানে উপকার প্রার্থনা করিল। নগরের মধ্যে শাদাই রাজার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। তিনিও নরত্মাকে বড় ভাল বাসিতেন ও সেই সময়ে সেখানে ছিলেন। দিয়াবলের ঐ লোকেরা অবাধ্য হইলে নগরের লোকেরা সাহায্য প্রার্থনা

করিতেছে শুনিয়া তিনি নিকটে গিয়া নরাত্মার লোকেরদের উপর হাত দিয়া তাহারদের সাহস বাড়াইলেন। এইপ্রকারে ঐ দুষ্ট লোকদিগকে বধ করা গেল।

একাদশ অধ্যায়।

[রাজকুমার তাহারদিগকে সাহস দিয়া নূতন এক সেনাপতি করিলেন।]

এই ভাল কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে রাজকুমার গিয়া নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহারদিগকে সান্ত্বনার কথা কহিয়া সাহস দিয়া কহিলেন "এই ক্রিয়াতে আমি তোমারদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, ও তোমরা আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কর ও আমার ব্যবস্থা মান ইহার প্রমাণ পাইলাম, ইহাতে তোমারদের কোন ক্ষতি হইবেক না, আমি তোমারদের এক জনকে অধ্যক্ষ করিব, তাহার অধীন সহস্র সৈন্য থাকিবেক। সেই ব্যক্তির দ্বারা নরাত্মার মঙ্গল হইবেক।"

অনন্তর রাজকুমার সেবক নামক এক ব্যক্তিকে কহিলেন "শীঘ্র গড়ের দ্বারে গিয়া প্রাপ্তজ্ঞানকে ডাকিয়া আন, সে বিশ্বাস নামক সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে আছে।" সে গিয়া দেখিল সৈন্যেরদিগকে বিশ্বাস একত্র করিয়া যুদ্ধের শিক্ষা দিতেছে, প্রাপ্তজ্ঞান নিকটে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সেবক তাহার কাছে গিয়া কহিল, "মহাশয় রাজকুমার আপনাকে ডাকিয়াছেন, শীঘ্র আইসুন।" তাহাতে প্রাপ্তজ্ঞান রাজার নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ঐ প্রাপ্তজ্ঞান নরাত্মা জাত লোক। সকলের সঙ্গেই তাহার ভাল পরিচয় ছিল। সকলেই জানিত সে ব্যক্তি অতিশয় উদ্যোগী সাহসিক পরিণাম দর্শী সুদৃশ্য সুবক্তা ও সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য।

অতএব রাজাও তাহাকে ভাল বাসিয়া সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিতে চাহেন দেখিয়া নগরের লোকেরা অত্যন্ত

Mr. Experience appointed Captain.

আনন্দ পাইয়া ইম্মনুএলের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া কহিতে লাগিল "রাজকুমার চিরজীবী হউন।"

প্রাপ্তজ্ঞানকে রাজকুমার কহিলেন "আমার নরাত্মা নগরের মধ্যে তোমাকে গুরুতর ও সম্ভ্রান্ত পদ দিতে মনস্থ করিয়াছি।" তাহাতে প্রাপ্তজ্ঞান প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিল। ইম্মনুএল আরো কহিলেন "তোমাকে আমার অতি প্রিয় নগরের মধ্যে সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ করিব।" সেনাপতি কহিল "রাজা চিরজীবী হউন।" পরে যুবরাজ প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে কহিলেন "এই প্রাপ্তজ্ঞানকে সহস্র সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলাম, এই মর্ম্মের এক নিয়োগ পত্র লিখিয়া আন, তাহাতে মোহর করিয়া দিব।" ঐ পত্র আনা গেলে ইম্মনুএল তাহাতে মোহর করিয়া সেবকদ্বারা ঐ সেনাপতির নিকটে পাঠাইলেন।

নিয়োগপত্র পাইলে পর সেনাপতি নূতন সৈন্য করিবার নিমিত্তে তূরী বাজাইল, তাহাতে অনেক লোক অতিত্বরায় তাহার নিকটে আইল। নগরের প্রধানং লোকেরা আপনং পুত্রদিগকে সৈন্য হইবার নিমিত্তে পাঠাইল। এই প্রকারে নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে প্রাপ্তজ্ঞান ইম্মনুএলের অধীন কর্ম্মকারক হইল। তাহার অধীনে কতক সেনার অধ্যক্ষ কর্ম্মপটু নামক এক জন ছিল। তাহার পতাকাধারি কনিষ্ঠ সেনাপতির নাম স্মৃতি। তাহার অধীন অন্য সেনাপতিসকলের নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। নরাত্মা নগরের জন্যে তাহার পতাকা শুক্লবর্ণ ও তাহাতে মৃত সিংহ ও ভল্লুক চিত্রিত। পরে রাজকুমার রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

অনন্তর তিনি পরম বাধিত নরাত্মা নগরের প্রতি যে স্নেহ ও মনোযোগ ও দয়া প্রকাশ করিলেন তাহার নিমিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে নগরাধ্যক্ষ ও লেখক ও স্বেচ্ছাবলম্বী নি-

কটে গেল। কিঞ্চিৎকাল ইষ্টালাপাদি করিয়া তাহারা ফি-রিয়া গেল।

অনন্তর ইম্মনুএল আপন ইচ্ছামতে এক দিবস নিরূপণ করিয়া কহিলেন " অমুক দিবসে এই নগরের পুরাতন সনদ-সকল উঠাইয়া নূতন সনদ দিব, তাহাতে তোমারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বহইতে সহজ হইবেক।" পরে তিনি পুরাতন সনদ দেখিয়া ত্যাগ করিয়া কহিলেন " যাহা পুরাতন ও জীর্ণ তা-হার লুপ্ত হইবার সময় হইয়াছে।" (ইব্রী। ৮॥১৩।) আরো কহিলেন " আমি অতি উত্তম নূতন সনদ দিব। তাহার সার এই।

" শান্তির রাজা আমি ইম্মনুএল নরাত্মার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিয়া পিতার নামেতে ও আপনার দয়াতে প্রিয় নরাত্মা নগরজাত লোকদিগকে এইং অনুগ্রহ ও ক্ষমতা দিলাম।

[নূতন সনন্দের সার কথা]

প্রথম। তাহারা আমার ও পিতার ও তাহারদের প্রতি-বাসিরদের ও আপনারদের যে সকল ক্ষতি ও হিংসা ও দোষ করিয়াছে তাহা সমুদয়ই অমনি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিলাম। (ইব্রী। ৮॥ ১২।)

দ্বিতীয়। তাহারদের চিরকালের আনন্দ ও শান্তির জন্যে আমি তাহারদিগকে ধর্ম্মব্যবস্থা ও নূতন নিয়ম ও তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহা সমস্ত দিলাম। (২ পিত। ১॥৪। ২ করি। ৬॥১।)

তৃতীয়। পিতার ও আমার অন্তঃকরণে যেং গুণ ও ধর্ম্ম-স্বভাব আছে তাহার অংশ তাহারদিগকে দান করিলাম। (যোহন ১॥১৬।)

চতুর্থ। পৃথিবীর সকল বস্তু তাহারদের মঙ্গলের জন্যে বি-নামূল্যে প্রদান করিলাম। (১ করি। ৩॥ ২২, ২৩।) পিতার সম্ভ্রম ও আমার গৌরব ও তাহারদের নিজ শান্তি যাহাতে

থাকে সংসারের উপর তাহারদের এমন কর্তৃত্ব থাকিবেক। আমি জীবনে ও মৃত্যুতে ও ইহকালে ও পরকালে যে মঙ্গল হইতে পারে তাহা তাহারদিগকে প্রদান করিলাম।

পঞ্চম। আমি তাহারদিগকে এই অনুমতি দিলাম, তাহারা সর্ব্ব সময়ে রাজবাটীতে আমার নিকটে আসিয়া আপনারদের প্রার্থনা জানাইতে পারিবে, আর এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ক্ষতিগ্রস্ত কোন লোক আমার নিকটে দুঃখ জানাইলে আমি তাহার প্রতীকার করিব। (ইব্রী। ১০॥ ১৯, ২০। মথি ৭॥ ৭।)

ষষ্ঠ। আমি নরাত্মা নগরের লোককে এই সম্পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা দিলাম তাহারা কোন সময়ে দিয়াবলের কোন লোককে নগরের মধ্যে কি তাহার নিকটে বেড়াইতে দেখিলেই তাহারদিগকে ধরিয়া বিনষ্ট করে। (ইফি। ৪॥ ২২। কলস। ৩॥ ৫-৯।)

সপ্তম। আমি আরো অতি প্রিয় নরাত্মা নগরকে এই ক্ষমতা দিলাম, তাহারা বিদেশীয় কিম্বা অজ্ঞাত কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার বংশকে মঙ্গলপ্রাপ্ত এই নগরের কোন ক্ষমতার কি শক্তির অংশী হইতে দিবে না, কিন্তু যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ও অনুগ্রহ নরাত্মা নগরে অর্পণ করিলাম তাহাতে এই নগরজাত প্রাচীন ও প্রকৃত লোকের ও তাহারদের বংশের অধিকার। দিয়াবলের কোন বংশের বা দেশের বা রাজ্যের কোন ব্যক্তির তাহাতে কোন সম্পর্ক থাকিবেক না।”

এই সনদের সারার্থ লিখিলাম। তাহা পাইলে পর নগরের লোকেরা সকলের শুনিবার স্থানে অর্থাৎ হাটে আনিল। লেখক তাহা হাটের মধ্যে পাঠ করিল। (যিরি। ৩১॥৩৩।) পরে ঐ পত্রের সমস্ত কথা গড়ের দ্বারের উপর সোণার অক্ষরে ক্ষোদিত হইল তাহাতে রাজকুমার যে আনন্দময় মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন তাহা নগরের সকল লোক নিত্য দেখিতে পায়, ও সেই স্থানে গিয়া তাহারদের আনন্দের

নিত্য বৃদ্ধি হয় ও দয়াবান ইম্মনুএল রাজার প্রতি তাহারদের স্নেহ নিত্য বাড়ে।

এই সকল কর্ম্মেতে লোকেরদের মনে যে আনন্দ ও শান্তি পূর্ণ হইল তাহার কি কহিব। ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, বাদকেরা বাদ্য বাজাইতে লাগিল, নর্ত্তকেরা নাচিতে লাগিল, সৈন্যাধ্যক্ষেরা জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল, তাহারদের পতাকা পতং শব্দ করিয়া উড়ীতে লাগিল, ও রূপার তূরীর শব্দ হইল। আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু দিয়াবলের লোকেরা লুকাইয়া রহিল। ও বহুকালের মরা লোকের মত তাহারদের চেহারা হইল।

এই সকল হইলে পর রাজকুমার নগরের প্রাচীনেরদিগকে ডাকিয়া কহিলেন "আমি ধর্ম্মউপদেশ দিবার জন্যে কএক জনকে নিযুক্ত করিব, তাহারা লোকেরদের ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলের হ্রাসবৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহার শিক্ষা দিবে, বিশিষ্ট উপদেশক না থাকিলে পিতার ইচ্ছা জানিতে পারিবা না, না জানিলে সুতরাং পিতার ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতে পারিবা না।" (য়িরি ১০ ॥২৩। ১ করি। ২ ॥ ১৪)

প্রাচীনেরা এই কথা লোকেরদিগকে জানাইলে সকলে মহা আনন্দ করিল। ফলতঃ রাজা যাহা করিতেন তাহাতে লোকসকলের পরম সন্তোষ হইত। সকলেই একমনা হইয়া দৌড়িয়া গিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল "আমারদিগকে ব্যবস্থা- ও ন্যায়বিচার ও শিক্ষা ও আজ্ঞা জানাইবার নিমিত্তে ও মঙ্গলজনক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেতে আমারদিগকে দৃঢ় করিবার নিমিত্তে অনুগ্রহ করিয়া আপনি উপযুক্ত উপদেশককে নিযুক্ত করুন।"

তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ আমি তোমারদের প্রার্থনা মতে দুই জনকে নিযুক্ত করিব, এক জন পিতার বাটী হইতে আসিবেন, অন্য জন এই নগরজাত। পিতার বাটী হইতে যিনি আসিবেন তিনি পিতার ও আমার সমান গুণশালী ও সম্ভ্রান্ত।

[ধর্ম্মাত্মা।] তিনি পিতার বাটীর সর্ব্ব কার্য্যের প্রধান নির্ব্বাহক। তিনি আদি অবধি পিতার সকল ব্যবস্থার প্রধান রচক। (২ পিত। ১॥ ২১। ১ করি। ২।। ১০।) আমিও পিতা যেমন তেমন তিনিও সর্ব্বগূঢ় কথাতে ও তত্ত্ব জ্ঞানেতে পটু, তিনি স্বভাবেতে পিতার ও আমার সমান; আর আমরা যেমন নরাত্মার প্রতি দয়ালু হইয়া নগরের মঙ্গল বিনা কোন কর্ম্ম করিতে পারি না তেমনি তিনিও।

"তিনিই তোমারদের প্রধান শিক্ষক হইবেন। (যো। ১৪॥ ২৬। ১৬॥ ১৩। ১ যো। ২॥২৭।) তাঁহাভিন্ন কেহই তোমারদিগকে ভারি২ কথার ও স্বর্গের কথার শিক্ষা স্পষ্টরূপে দিতে পারিবে না, কেবল তিনিই পিতার বাটীর রীতি ব্যবহার জানেন, সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে নরাত্মার প্রতি পিতার যে ভাব তাহা উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। যেমন মানুষের মনোগত সকল কথা অন্তরস্থ আত্মাব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরের কথা এই মহান ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকব্যতিরেকে আর কেহ জানিতে পারে না। (১ করি। ২॥ ১১।) আর যদ্রূপ ব্যবহার করিলে নরাত্মার লোকেরা পিতার স্নেহভোগে থাকিতে পারিবেক তাহার কথা তিনি যেমন জানাইতে পারিবেন তেমন অন্য কেহই পারে না। তোমরা যে সকল কথা ভুলিয়াছ তাহা তোমারদের মনে করাইতে ও ভবিষ্যদ্বিষয় জানাইতে পারেন। অতএব তোমারদের অন্য শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাকেই তোমরা প্রধান জ্ঞান করিয়া অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা কর। তিনি অতিশয় গুণশালী ও তাঁহার শিক্ষা উত্তম। আরো পিতার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চাহিলে তিনি সেই প্রার্থনা করিবার ধারা তোমারদিগকে জানাইবেন, ও পিতা যাহা গ্রাহ্য করিবেন এমত প্রার্থনা করিতে শিক্ষাইবেন। এই২ কারণে তাঁ-

হাকে শ্রদ্ধা করা ও ভয় করা তোমারদের কর্ত্তব্য। আর সাবধান কুকর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে দুঃখ দিও না।

"তিনি যে কথা কহেন সেই কথার তেজ ও বল প্রকাশ করিতে পারেন ও সেই কথা তোমারদের মনে বসাইতে পারেন। (১ থিষ। ১॥৫,৬।) তিনি তোমারদের কএক জনকে আচার্য্য ও ভবিষ্যদ্বক্তা করিতে পারেন। (প্রেরিত।২১॥১১। যিহূ।২০ পদ। ইফি। ৬॥ ১৮। রোম।৮॥ ১৬। প্রকা। ২॥ ১৭। ইফি। ৪॥৩০।) তাঁহার শিক্ষা মতে তোমরা আমার ও পিতার নিকটে আপনারদের নিবেদন প্রস্তুত করিবা। তাঁহার পরামর্শ না লইয়া ও তাঁহার অনুমতি না হইলে কোন দ্রব্য নরাত্মার নগরে কিম্বা গড়ে আনিতে দিবা না। দিলে ঐ অতি সাধুর দুঃখ ও ক্রোধ জন্মিতে পারে।

"অতএব সাবধান ঐ উপদেশকের ক্রোধ জন্মাইও না। তিনি ক্রোধ করিলে তোমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। তিনি একবার তোমারদের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলে তোমারদের যত দুঃখ হইবে তত স্বর্গের লক্ষ দূত তোমারদের শত্রু হইলেও হয় না।

"কিন্তু তাঁহার কথা মানিয়া যদি তাঁহাকে ভক্তি কর ও তাঁহার শিক্ষাতে মনোযোগী হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে যত্ন কর, তবে তোমরা দেখিবা সর্ব্ব জগতের অধিকার পাইলে যত মঙ্গল তাহাহইতে তোমারদের দশগুণ মঙ্গল হইবে। তিনি পিতার স্নেহেতে তোমারদের অন্তঃকরণ পূর্ণ করিবেন, তাহাতে নরাত্মা অন্য সকল লোকহইতে বুদ্ধিমান হইয়া বহু মঙ্গল পাইবে।"

অপর আগে নরাত্মায় যে জন লেখক ছিল সেই সদসদ্বোধকে ডাকিয়া ইম্মানূএল কহিলেন "তুমি নরাত্মার বিধি ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্ব করিবার নিয়ম ভালমতে জান, ও তোমার কথা কহিবার ভাল ক্ষমতা আছে, সংসারের ও ঘরের কর্ম্ম ধরিয়া

প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহা উত্তমরূপে জানাইতে পার, অতএব তোমাকে প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের সকল বিধি ও ব্যবস্থার শিক্ষক করি। সুনীতির ও লোকেরদের পরস্পর কর্ত্তব্য কর্ম্মের ও পিতামাতা বালকাদির পরস্পর কর্ত্তব্য কর্ম্মের শিক্ষা তুমি দেও। সাবধান। যে সকল গূঢ় কথা পিতা কাহারো নিকটে প্রকাশ করেন নাই, তাহার সন্ধান লইয়া প্রকাশ করিতে কোন ক্রমেই সাহস করিয়া চেষ্টা করিও না। সেই সকল কথা মনুষ্য জানে না, পিতার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ভিন্ন কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি নরাত্মাজাত লোক। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক পিতার তুল্য ব্যক্তি। নগরের বিধি ব্যবস্থা তুমি যেমন জান, তেমনি পিতার মনের কথা তিনিই জানেন।

"অতএব আমি যদিও নরাত্মার শিক্ষকও উপদেশকের পদে তোমাকে নিযুক্ত করিলাম তথাপি প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক যে সকল কথা জানেন ও জানাইবেন সেই সকল কথা অন্যান্য লোকের ন্যায় তোমারও শিক্ষা করা আবশ্যক। গুরুতর ও পারমার্থিক গূঢ় সকল কথার শিক্ষা তুমি তাঁহার নিকটে লও। মনুষ্যের আত্মা আছে বটে তথাপি তাঁহার আবির্ভাবেতেই বুদ্ধি হয়। (আয়ুব ৩২ ।। ৮।) অতএব হে অধ্যাপক তুমি নম্র হও। দিয়াবলের যে লোকেরা আপনারদের প্রথম পদ রক্ষা না করিয়া তাহাহইতে পড়িয়াছিল তাহারা এক্ষণে গভীর স্থলে বদ্ধ আছে, এই কথা মনে কর। অতএব তুমি যে পদ পাইয়াছ তাহাতে সন্তুষ্ট হও। আরও উচ্চ পদ পাইতে লোভ করিও না।

"পূর্ব্বোক্ত সকল কথা লইয়া তোমাকে পৃথিবীতে পিতার প্রতিনিধি করিয়াছি, সেই সকল কথার শিক্ষা দিতে তোমাকে ক্ষমতা দিলাম। লোকেরা তোমার কথা না মানিলে তুমি তাহারদিগকে শাসন করিয়া মানাও। আরো হে লেখক

তুমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল এই কারণে তোমাকে এই অনুমতি দিলাম, তুমি আমার উনুইতে ও জলাশয়ে স্বেচ্ছামতে গিয়া আমার দ্রাক্ষা ফলের রস বলিয়া যে রক্ত তাহা যথেষ্টরূপে পান কর, আমার জলাশয় দ্রাক্ষারসেতে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। (ইব্রী। ৯॥ ১৪।) তাহা করিলে তোমার মস্তক ও উদরহইতে সর্ব্বপ্রকার মন্দ রস নির্গত হইবে ও রাজার অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক যে সকল শিক্ষা দেন তাহা বুঝিতে ও মনে রাখিতে তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইবে।"

এইরূপে সদসদ্বোধ নরাত্মার উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইলে প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করিল। পরে ইম্মনুএল নরাত্মার লোকদিগকে এইরূপ কহিলেন।

"দেখ তোমারদের নিকটে আমি অত্যন্ত স্নেহ ও দয়া প্রকাশ করিয়াছি। এখন আমার এই অধিক দয়া প্রকাশ হইতেছে, আমি শিক্ষা দিবার জন্যে দুই জনকে উপদেশক করিলাম। গূঢ় কথার শিক্ষক অতি সম্ভ্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহককে ও সুনীতির শিক্ষা দিবার জন্যে সদসদ্বোধককে নিযুক্ত করিলাম। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের স্থানে সদসদ্বোধ যে সকল গূঢ় কথার তত্ত্ব লইয়া শিক্ষা পায় তাহাও জানাইতে পারিবে কিন্তু আপন বুদ্ধিতে তাহা প্রকাশ করিতে কোন ক্রমে সমর্থ হইবেক না। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকভিন্ন অন্য কাহারও সেইং কথা প্রকাশ করিবার শক্তি ও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ঐ সকল কথা ধরিয়া কথোপকথন করিতে পারিবে, তোমরা সকলেও তাহা করিতে পারিবা, তাহা করিলে সকলের মঙ্গল হবে। তোমরা মনোযোগ করিয়া এই সকল কর্ম্ম কর কেননা তাহাই তোমারদের জীবন, তাহাতে আয়ু বৃদ্ধিও হইবেক।

"সদসদ্বোধের ও নরাত্মার সকল লোকের নিকটে আমার আর এক কথা আছে। তোমারদের বর্ত্তমান বাসস্থান জীর্ণ

হইলে আমি তোমারদিগকে পরলোকে অন্য বাসস্থান দিব। সদসদ্বোধকে যে সকল সুনীতিপ্রভৃতি কর্ম্মের শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলাম, তাহার কোন কর্ম্মেতে তোমারদের সেই পরকালের সুখ হইবে, এমত কোন বিশ্বাস ও ভরসা করিও না। প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের শিক্ষাই তোমারদের আশা ভরসার মূল। সদসদ্বোধ যে শিক্ষা দেয় তাহাতে সে আপনিও জীবন পাইতে পারিবে না, তাহারও সমস্ত প্রত্যাশার মূল প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের শিক্ষা। ঐ কার্য্যনির্ব্বাহক যাহা প্রকাশ না করেন এমত কোন কথার শিক্ষা সদসদ্বোধ দিবে না, আপনিও গ্রহণ করিবে না, তাহাতে অতিশয় সাবধান থাকিবে।"

এই প্রকারে সকল নিয়ম করিয়া রাজকুমার যে সম্ভ্রান্ত সেনাপতিরদিগকে পিতার বাটীহইতে পাঠাইয়াছিলেন ও সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাঁহারদের প্রতি লোকেরদের যেরূপ আচরণ করিতে হয় তাহারও এই উপদেশ দিলেন। "এই সেনাপতিরা নরাত্মা নগর ভালবাসে, আর নগর রক্ষার নিমিত্তে ইহারাও অতি উপযুক্ত, ও শাদাই রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অতিবিশ্বস্ত, এই প্রযুক্ত অনেক লোকের মধ্যহইতে ইহারা মনোনীত হইয়াছে। অতএব হে মঙ্গলপ্রাপ্ত নরাত্মা তোমরা তাহারদের ও সৈন্যেরদের দুঃখ যাহাতে জন্মে এমন কর্ম্ম করিও না। পুনর্ব্বার কহি তাহারদিগকে দুঃখ দিও না। রাজশত্রুরদের ও নরাত্মার বিপক্ষ লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইলে তাহারা সিংহতুল্য সাহসিক ও নির্ভয় বটে, কিন্তু নগরের লোকেরা তাহারদিগকে তুচ্ছ করিলে তাহারা নতমস্তক হইয়া দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইবেক। অতএব আমার সাহসিক সৈন্যাধ্যক্ষ ও বীরতুল্য যোদ্ধারদের প্রতি কোন অংশে স্নেহের ন্যূনতা প্রকাশ না করিয়া প্রণয় প্রতিপালন উপকারাদি করিয়া তাহারদিগকে অতিপ্রিয়ের ন্যায় হৃদয়ে স্থান দিও। তাহাতে তো-

মায়দের পক্ষে তাহারা যুদ্ধ করিয়া দিয়াবলের যে সকল লোক তোমারদের সম্পূর্ণ বিনাশ চেষ্টা করে তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিবে।

"তাহারা তোমারদিগকে প্রেম করে, ইহাতে যত কাল তাহারদের শক্তি ও স্বাস্থ্য থাকে (ইব্রী। ১২॥ ১২। যিশা। ৩৫॥ ৩।) ততকাল তাহারা অবশ্য সর্ব্বপ্রকারে তোমারদের উপকার করিবে। যদিও কোন সময়ে পীড়িত কি দুর্ব্বল হইয়া তাহারা তাদৃশ উদ্যোগ প্রকাশ করিতে না পারে, তবু তাহারদিগকে তুচ্ছ করিও না, বরং দুর্ব্বল ও মরণাপন্ন হইলেও তাহারদিগকে আশ্বাস দিয়া বলবান কর। (১ থিষ। ৫॥ ১৪।) কেননা তাহারাই তোমারদের রক্ষক, ও প্রহরী, প্রাচীর, দ্বার, হুড়কাদি স্বরূপ। দুর্ব্বল হইলে অক্ষম হইবে বটে, এমন সময়ে তাহারা কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিবে। বরং তোমারদের স্থানে উপকার চাহিবে, কিন্তু সুস্থ থাকিলে তাহারা যে মহৎ কার্য্য ও বীরস্বভাব প্রকাশ করিবে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

"আরো জান তাহারা দুর্ব্বল হইলে নরাত্মা বলবান হইতে পারে না। তাহারা বলবান হইলে নরাত্মা দুর্ব্বল হইতে পারে না। অতএব তাহারা সুস্থ থাকিলে ও তোমারদের স্থানে আশ্বাস পাইলে তোমরাই নির্ব্বিঘ্ন হও। আর তাহারদের পীড়া যদি হয় তবে নরাত্মাহইতেই পীড়া হয় জানিবা।

"তোমারদের মঙ্গল ও মান রক্ষা করিতে চাহিয়া এই কথা কহিয়াছি। কেবল সেনাপতি ও শিক্ষক রক্ষকাদির প্রধানং লোকদিগকে নয় কিন্তু সকলকে কহিলাম, কেননা প্রভুর বিধি ব্যবস্থা না মানিলে তোমারদের কাহারো মঙ্গল হইতে পারে না। আমি যে উপদেশ করিলাম তাহা মান। সেইমতে কর্ম্ম করিতে যত্ন কর। প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি মানিলে তোমারদের নিজ মঙ্গলও হইবে।

"আরো হে নরাত্মা তোমারদের মন ফিরিয়াছে বটে, তবু অন্য এক কথায় তোমারদিগকে সতর্ক করা অত্যাবশ্যক, অতএব আমার কথায় অবধান কর। দিয়াবলের কএক জন অতি নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত লোক নরাত্মা নগরে থাকে তাহা আমি জানি, তোমরাও পরে টের পাইবা। আমি তোমারদের নিকটে থাকিতেই তাহারা তোমারদের নাশ করিতে ও মিসরদেশে ইস্রাএলী লোকেরদের যে অবস্থা ছিল তাহাহইতেও ঘোরতর দুরবস্থায় তোমারদিগকে ফেলিতে মন্ত্রণা ও পরামর্শ ও যত্ন ও উদ্যোগ করিতেছে। আমি থাকিতেই যদি এইরূপ করে তবে আমি গেলে পর কি না করিবে। তাহারা দিয়াবলের সম্পূর্ণ ভক্ত লোক অতএব সাবধান২। (মথি। ৭ ॥ ২১, ২২।) অবিশ্বাস যে সময়ে নগরাধ্যক্ষ ছিল সেই সময়ে তাহারা আপনারদের প্রভুর সহিত গড়ে থাকিত, এখন আমি আছি বলিয়া তাহারা বাহিরে ও প্রাচীরের নিকটে লুকিয়া থাকে, প্রাচীরেতেই তাহারা গহ্বর ও গর্ত্ত ও নানা দৃঢ় স্থান করিয়া থাকে, ইহাতে সাবধান। (রোম। ৭ ॥ ১৮।)

"হে নরাত্মা তাহারদিগকে লইয়া তোমার কর্ম্ম অতি কঠিন। অর্থাৎ পিতার ইচ্ছামতে তাহারদিগকে ধরিয়া ক্লেশ দিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবেক। কিন্তু নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে তোমরা তাহারদেরহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিবা না। কিন্তু নগরের প্রাচীর যে ভাঙ্গিয়া ফেল এমন আমার ইচ্ছা নয়। তবে যদি বল যে আমারদের কি করিতে হইবে। বলি। তোমরা যত্নবান ও সাহসিক হও। তাহারদের দৃঢ় স্থান সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখ। যে২ স্থানে তাহারা নিত্য গিয়া থাকে সেই২ স্থান লক্ষ করিয়া তাহারদের উপর আক্রমণ কর, কোন ক্রমেই তাহারদের সঙ্গে মেল করিও না। তাহারা যে২ স্থানে যায় কি লুকায় কি থাকে সে সকল স্থান ঘৃণা কর। তাহারা মেল করিতে চাহিলে কখন স্বীকার করিও

না। তাহা হইলেই আমার সঙ্গে তোমারদের মেল থাকিবে। আর তাহারদিগকে চিনিতে পার এই কারণে তাহারদের প্রধানং ব্যক্তিরদের নাম জানাই। পরদারগমন। ব্যভিচার। হত্যা। কোপ। কামভাব। প্রবঞ্চনা। কুদৃষ্টি। মাতলামী। লম্পটতা। প্রতিমাপূজা। কুহক। অমেল। আড়াআড়ি। রাগ। কলহ। দ্বন্দ্বজ। বিধৰ্ম্মাচরণ। হে নরাত্মা যাহারা তোমারদের অনন্ত নাশ চেষ্টা করে তাহারদের মধ্যে ইহারাই প্রধান। ইহারা নগরের মধ্যে স্থানেং লুকিয়া থাকে, কিন্তু রাজার ব্যবস্থায় ভালমতে দৃষ্টি রাখিলে তাহারদের আকার প্রকার ও বিস্তারিত বৃত্তান্ত পাইবা, তাহাতে তাহারদিগকে চিনিতে পারিবা।

"এই লোকেরা যদি নগরের স্থানেং স্বেচ্ছামতে বেড়াইতে পায় তবে অত্যল্পকালে কালসর্পের ন্যায় তোমারদের অন্তরপর্য্যন্ত গ্রাস করিবে, তোমারদের সৈন্যাধ্যক্ষদিগকেও দংশন করিবে ও তোমারদের সেনারদের শির কাটিয়া ফেলিবে, আরো তাহারা তোমারদের দ্বারের সকল হুড়কা কুলুপাদি ভাঙ্গিয়া এই উন্নত নরাত্মা নগর অরণ্যময় ও ঢিবিরমত করিয়া ফেলিবে। এই কথা মনে রাখ। অতএব ঐ দুষ্টেরদিগকে ধরিতে তোমারদের সাহস বৃদ্ধি হয় এই নিমিত্তে নগরাধ্যক্ষকে ও স্বেচ্ছাবলম্বিকে ও অধ্যাপককে ও নগর নিবাসি সকল লোককে এই শক্তি ও ক্ষমতা দিলাম, তোমরা দিয়াবলের সকল প্রকার লোকের সন্ধান লইয়া এই নগরের মধ্যে কিম্বা প্রাচীরের বাহিরে যাহাকে পাও তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ক্রুশে প্রাণদণ্ড কর।

"তোমারদের নিমিত্তে দুই জন উপদেশককে নিযুক্ত করিয়াছি। ঐ দুই জন ভিন্ন আমার যে চারি জন সেনাপতি নরাত্মা নগরের মধ্যে ঐ দুষ্টেরদের কর্ত্তা ও প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহারাও গুপ্তরূপে সম্বাদ দিতে পারে ও প্ররো-

জন হইলে তাহারা প্রকাশরূপে উত্তম ও মঙ্গলজনক উপদেশ দিবে। তাহারদের উপদেশ মানিলে তোমরা আপনারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিবা। তাহারা সপ্তাহেং ও আবশ্যক হইলে প্রতি দিবসেই তোমারদিগকে শিক্ষা দিবে, তাহাতে মনোযোগ করিলে তোমারদের শেষে মঙ্গল হইবে। যাহার-দিগকে ধরিয়া নষ্ট করিবার ক্ষমতা পাইয়াছ তাহারদের কোনক্রমেই রক্ষা করিও না। সাবধানং।

"ঐ দুষ্টেরদের নাম ধরিয়া তোমারদিগকে জানাইয়াছি। আরো কহি তাহারদের কএক জন অপরিচিত ভাবে তোমার-দের মধ্যে আসিয়া তোমারদিগকে ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা অন্য বেশ ধরিবে। তাহাতে ধর্ম্মের নিমিত্তে আপ-নারদিগকে অতি ব্যগ্র ও উদ্যোগী দেখাইয়া আসিবে ও তোমরা অতি সতর্ক না থাকিলে তাহারা তোমারদের অত্যন্ত ক্ষতি করিবে। অতএব সুস্থির ও সতর্ক হও। কেহই যেন তাহারদের হাতে না পড়।"

এই প্রকারে ইম্মনুএল নগরের মধ্যে নূতন নিয়ম করিলে পর, ও লোকেরদের মঙ্গলের নিমিত্তে তাহারদের যেং কথা জানা উচিত তাহা জানাইলে পর, তাহারদিগকে সম্মানের অন্য এক চিহ্ন দিবার মনস্থ করিয়া এক দিবস নিরূপণ করিলেন। নরলোকের কোন রাজ্যের কোন জাতির সেই চিহ্ন থাকে না। অতএব সে বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাহারদিগকে তাঁহারই প্রকৃত লোক বলিয়া জানা যায়। নিরূপিত দিনে রাজকুমার ও প্রজা সকল রাজবাটীতে একত্র হইলেন। তখন ইম্মনুএল তাহার-দের নিকটে সংক্ষেপে এই কথা কহিয়া ঐ চিহ্ন দিলেন।

'হে নরাত্মা, তোমরা আমার লোক ইহার প্রমাণ জগতের লোকেরা পায় এই নিমিত্তে, এবং তোমারদের সঙ্গে যে সকল কপটী মিলে তোমরা তাহারদের মত নও ইহারই প্রমাণ স্বরূপ, তোমারদিগকে এক চিহ্ন দেই।"

পরে আপন সেবকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "আমি যে [পূণ্যরূপ বস্ত্র।] সকল শুভ্রবর্ণ চকচকিয়া বস্ত্র আপন নরাত্মার নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তাহা ভাণ্ডারহইতে আন।" তাহাতে চাকরেরা সেই শুভ্রবর্ণ বস্ত্র আনিয়া লোকেরদের সম্মুখে রাখিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন "এই সকল লইয়া পর। "তাহাতে সকলে ঐ সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিয়া সুশোভিত হইল। (প্রকা। ১৯॥ ৮।)

পরে রাজকুমার কহিলেন "দেখ এই বস্ত্রেতে তোমারদিগকে আমার লোক বলিয়া চেনা যাইবে। আমার সকল সেবককেই আমি এইরূপ বস্ত্র দিই। আর এই বস্ত্র না পরিলে কেহই আমার দর্শন পাইবে না। অতএব আমিই দিলাম বলিয়া, ও তোমরা আমার লোক এই কথা জগতের সর্ব্বলোক জানিতে পায় এই নিমিত্তে, এই বস্ত্র নিত্য পরিতে থাক।"

তাহা পরিলে পর নরাত্মার যে তেজঃপ্রকাশ হইল তাহার কি বলিব। ঐ বস্ত্র সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, ও ধ্বজাবিশিষ্ট সেনার ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল।

অনন্তর রাজা কহিলেন "দেখ জগতের মধ্যে অন্য কোন রাজা কি বাদশাহ্ কিম্বা পরাক্রান্ত প্রভু আপন সেবকদিগকে এমন বস্ত্র দেন না। অতএব তোমরা যে আমার তাহা বস্ত্রেতেই জানা যাইবে।

"এখন সেই বস্ত্রের কিছু কথা তোমারদিগকে সতর্ক করিবার জন্যে কহি। মন দিয়া শুন।

"প্রথম। তাহা প্রতিদিন পর। কোন সময়ে না পরিলে পাছে কেহ তোমারদিগকে দেখিয়া বোধ করে তোমরা আমার লোক নও।

"দ্বিতীয়। ঐ বস্ত্র নিত্য পরিষ্কার রাখ। তাহাতে কলঙ্ক লাগিলে আমার অনাদর হয়। (উপ। ৯॥ ৮। প্রকা। ৩॥ ২।)

The Prince giving white Garments.

" তৃতীয়। অতএব তাহা ধূলাতে কি পঙ্কেতে মলিন না হয় এই জন্যে বস্ত্র আঁটিয়া পর, মাটিতে লুটাইও না।

" চতুর্থ। সাবধান ঐ বস্ত্র হারাইও না, বিবস্ত্র হইলে পাছে তোমারদের উলঙ্গতা প্রকাশ হয়।

" পঞ্চম। তোমারদের বস্ত্র নিত্য নির্ম্মল থাকিলে আমার সন্তোষ হয়, কিন্তু মলিন দেখিলে দিয়াবল অবশ্য সন্তুষ্ট হইবে। অতএব যদি কোন সময়ে মলিন কিম্বা কলঙ্কযুক্ত হয় তবে তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার ব্যবস্থার লিখন মতে তাহা পরিষ্কার কর। (প্রকা। ৭॥ ১৪—১৭।) যদি না কর তবে তোমরা আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবা না (লুক ২১॥ ৩৬।) এই সকলে যদি মনোযোগ কর তবে আমি ইহকালে তোমারদিগকে কখন ছাড়িব না, ও ত্যাগ করিব না, নিরন্তর নরাত্মায় বাস করিব।"

তৎকালে নরাত্মা নগর ও লোকসকল ইম্মনুএলের দক্ষিণ হস্তের মোহর হইল। তাহাতে অন্য কোন নগর এই নগরের সমান হইতে পারে না। ফলতঃ তাহা দিয়াবলের হস্ত ও পরাক্রমহইতে উদ্ধার পাইল। মহা শাদাই রাজা তাহাতে প্রেম করিয়া তাহা ঐ দুষ্টের হাতহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ইম্মনুএলকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ নগর ইম্মনুএল ভাল বাসিয়া তাহাতে রাজবাটী করিলেন, ও আপনার নিমিত্তে সুশোভিত করিয়া আপন বাহুবলেতে বলযুক্ত করিলেন। আর কি কহিব। নরাত্মার রাজা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সেনাপতিরা ও যোদ্ধারা সুবর্ণতুল্য তেজস্বী। অস্ত্র শস্ত্র সুপরীক্ষিত। বস্ত্র হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ। এই সকল ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে মহৎ মঙ্গল। কিন্তু নরাত্মার উপযুক্ত জ্ঞান থাকে কি না ও যে অভিপ্রায়ে এই মঙ্গল হইল তাহা বুঝিয়া উপযুক্ত মতে ব্যবহার করে কি না, তাহা পরে দেখা যাইবে।

এই প্রকারে নগরের সুধারা স্থাপন করিলে পর তিনি স্বহস্তের বস্তুতে মহানন্দিত হন ও অতি প্রসিদ্ধ উন্নত নরাত্মার যে মঙ্গল করিয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হন ইহার প্রমাণ করিবার জন্যে গড়ের মূর্চার উপরে আপনার পতাকা উড়াইতে আজ্ঞা করিলেন।

তাহার পর লোকেরদের সঙ্গে বারম্বার সাক্ষাৎ করিতেন। প্রতিদিন নরাত্মার প্রাচীনেরা হয় রাজবাটীতে তাহার নিকটে যাইত, না হয় তিনি তাহারদের কাছে যাইতেন। তাঁহারা একত্র ভ্রমণ করিয়া নরাত্মার নিমিত্তে তিনি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন ও যাহা করিবেন তাহার কথোপকথন করিত। নগরাধ্যক্ষের ও স্বেচ্ছাবলম্বির ও অতি সরল ধর্ম্মোপদেশক সদসদ্বোধের ও লেখকের সঙ্গে তিনি বারম্বার সেইরূপে করিতেন। আরো নরাত্মা নগরের সকল লোকের নিকটে রাজপুত্র যে দয়া ও স্নেহ কথা কহিতেন ও শিষ্টভাবে ও কোমলরূপে আচরণ করিতেন তাহার কি কহিব। পথে কি বাগানে কি অন্য যে কোন স্থানে দরিদ্রদিগকে দেখিতেন অবশ্য তাহারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চুম্বনও করিতেন। কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিতেন। সেনাপতিরদের সঙ্গে তিনি দিনে২ কথন২ ঘণ্টায়২ সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট কথা কহিয়া তাহারদিগকে আশ্বাস দিতেন। ফলতঃ তাঁহার হাস্যবদন দেখিলেই তাহারদের যেপর্য্যন্ত সাহস ও উদ্যোগ ও বল বৃদ্ধি হইত সেপর্য্যন্ত কোন প্রকারান্তরে হইতে পারিত না।

যুবরাজ তাহারদের নিমিত্তে ভোজও প্রস্তুত করাইতেন ও নিত্য তাহারদের সহিত থাকিতেন। প্রায় প্রতিসপ্তাহে তাহারদের সঙ্গে ভোজন করিতেন। (১ করি। ৫।। ৮।) পূর্ব্বে এক ভোজের কথা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তদ্রূপ ভোজ বারম্বার হইতে লাগিল। প্রতিদিনই উৎসব। পরে আপন২ ঘরে যাই-

বার সময়ে অবশ্য কোন দ্রব্য দান না করিয়া বিদায় করিতেন না। হয় একটি অঙ্গুরী * কি সুবর্ণমালা † অথবা হাতের বালা ‡ কিম্বা শুক্ল বর্ণ প্রস্তর § ইত্যাদি কোন না কোন দ্রব্য অবশ্যই দিতেন। ফলতঃ নরাত্মা অতি প্রিয় ও তাঁহার দৃষ্টি-তে অতি রূপবান্ হইল।

আরো নগরের প্রাচীনেরা কি সাধারণ লোকেরা যদি কোন দিন তাঁহার নিকটে যাইতে না পারিত তবে তিনি তাহারদের খাইবার অনেক দ্রব্য পাঠাইতেন, রাজবাটীর প্রচুর মাংস ও পিতার বাটীর নিমিত্তে প্রস্তুত দ্রাক্ষারস, ও রোটি ইত্যাদি বহুতর সুখাদ্য দ্রব্য পাঠাইতেন, তাহা রাখিবার প্রায় স্থান হইত না। লোকেরা তাহা দেখিয়া কহিত "রাজার এরূপ স্নেহ কোন রাজ্যে দেখা যায় না।"

যদি নরাত্মার লোকেরা তাঁহার ইচ্ছামতে বহুবার তাঁহার নিকটে না যাইত তবে সদ্ভাব ভঞ্জন না হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহারদের বাড়ী২ গিয়া দ্বারে ঘা মারিয়া প্রবেশ করি-বার অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। তাহারা ঘরে থাকিলে দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিত, তাহাতে তিনি পূর্ব্ববৎ মধুর ভাষা কহিয়া আপন অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ তাহার-দিগকে কিছু২ নূতন দ্রব্য দান করিয়া আসিতেন। (প্রকা। ৩॥ ২০। ধর্ম্মগীত। ৫ ॥ ২।)

অনন্তর দিয়াবল যে স্থানে বাস করিয়া লোকদিগকে ভোজন পানাদি করাইয়া নরাত্মার প্রায় বিনাশ করিয়াছিল সেই স্থানেই রাজাধিরাজ লোকেরদের সহিত ভোজন পান করি-তেছেন, ও পিতার বাটীহইতে যে পরাক্রান্ত সেনাপতিরা ও

---

* বিবাহের চিহ্ন। (য়িরি ৩ ॥ ১৪।) † আদরের চিহ্ন। (য়িরি। ৩৩ ॥ ৯।) ‡ সৌন্দর্য্যের চিহ্ন। (য়িশ। ৬১ ॥ ৩।) § ক্ষমার চিহ্ন। (প্রকা। ২ ॥ ১৭।)

যোদ্ধারা ও তুরীবাদকেরা ও গায়ক গায়িকারা আসিয়াছিল তাহারা চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারদের সেবা করিতেছে দেখিলে কাহার আশ্চর্য্য বোধ না হয়। তৎকালে নরাত্মায় সম্পূর্ণ আনন্দ হইল, তাহারদের জলাশয় মিষ্ট দ্রাক্ষারসে পূর্ণ। আহারের জন্যে অত্যুত্তম শস্য। পান করিবার জন্যে শৈল পর্ব্বতহইতে ক্ষরিত দুগ্ধ ও মধু। তাহাতে লোকেরা কহিল "তাঁহার কি আশ্চর্য্য দয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যদবধি সুদৃশ্য হইলাম তদবধি কিপর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত না হইয়াছি।"

যুবরাজ আর এক জনকে নগরের কর্ত্তা করিলেন। সে অতি ভদ্র লোক তাহার নাম ঈশ্বরীয় শান্তি (কোল। ৩॥ ১৫।) স্বেচ্ছাবলম্বি ও নগরাধ্যক্ষ ও লেখক ও ধর্ম্মোপদেশক ও মন ও নগরজাত সকল লোককে তাহার অধীন করা গেল। সে নগরজাত লোক নহে কিন্তু ইম্মনুএলের সঙ্গে রাজবাটী হইতে আসিয়াছিল। বিশ্বাস ও সদাশা নামক দুই সেনাপতির সুপরিচিত। কেহ কহে তাহারা এক বংশজ। আমিও এমত বোধ করি। (রোম। ১৫॥ ১৩।) সেই জন বিশেষরূপে গড়ের অধ্যক্ষ ছিল। আর বিশ্বাস তাহার সহকারী। আমি বিশেষ সন্ধান লইয়া দেখিলাম যত দিন নরাত্মার সকল কার্য্য এই অতি সুশীল লোকের আজ্ঞামতে চলিয়াছিল তত দিন পরম মঙ্গল হইল, যেহেতুক নগরে কোন প্রকার বিবাদ কি বিরোধ কি অনর্থক চর্চ্চা হইত না। পরস্পর সকলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কর্ম্মে মনোযোগী। ধনবান লোকেরা সেনাপতিরা সৈন্যেরা সকলই সুধারামতে আচরণ করিত। স্ত্রী, বালকাদি আপন২ কর্ম্ম আনন্দপূর্ব্বক করিত সকালাবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত তাহারা গান করিতে২ কর্ম্ম করিত। এই প্রকারে নগরের সমস্ত পল্লীতে আনন্দ ও ঐক্য ভাব ও স্বাস্থ্য ও শান্তি ছিল। গ্রীষ্মকালে এইরূপ ভাব ছিল।

পরে কপট নির্ব্বিঘ্ন নামক এক ব্যক্তি নগরে ছিল। নরাত্মা উক্ত প্রকারে নানারূপ মঙ্গল পাইলেও ঐ ব্যক্তিই লোকেরদিগকে মহা বিপদে ফেলিয়া পুনরায় পাপের অধীন করিতে চেষ্টা করিল। তাহার বিবরণ লিখিতেছি।

দ্বাদশাধ্যায়।

দিয়াবল যে সময়ে নরাত্মা নগরের অধিকার করে সে সময়ে অনেক লোককে সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহারই ভক্ত। ইহারদের মধ্যে অভিমানী নামে অতি পারক এক জন ছিল। তাহাকে অতি চালাক ও সাহসিক দেখিয়া দিয়াবল অনেক কঠিন কর্ম্ম করিতে তাহাকেই পাঠাইত, তাহাতে সে ঐ সকল কর্ম্ম যে প্রকারে করিত তাহা দেখিয়া দিয়াবল অতিশয় সন্তুষ্ট হইত। তাহার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল তাহারদের অন্য কেহ মুনীবের এমন সন্তোষ জন্মাইতে পারিত না।

অতএব উপযুক্ত দেখিয়া দিয়াবল তাহাকে উচ্চ পদ দিয়া স্বেচ্ছাবলম্বির অধীনে নিযুক্ত করিয়াছিল। স্বেচ্ছাবলম্বীও ঐ লোকেতে ও তাহার কর্ম্মেতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে নির্ভীতা নামে কন্যার বিবাহ দিল। ঐ কন্যাতে উক্ত কপট নির্ব্বিঘ্ন জন্মে। এইং প্রকারে স্থানেং বিবাহ হওয়াতে প্রকৃত নগরজাত লোক কে আছে কে বা নয় ইহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। যেহেতুক ঐ কপট নির্ব্বিঘ্ন স্বেচ্ছাবলম্বির দৌহিত্র কিন্তু তাহার পিতা দিয়াবলের লোক।

এই কপটনির্ব্বিঘ্ন পিতামাতার মত হইল অর্থাৎ অভিমানী ও কিছুতে ভয় করিত না ও সকল কর্ম্মে চালাক। নরাত্মার মধ্যে কিছু সম্বাদ প্রকাশ হইলে কি কোন নূতন কথার শিক্ষা হইলে কিম্বা কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন হইলে কি পরিবর্ত্তনের কথা হইলে সে অবশ্য তাহার প্রধান কর্ম্মকারক,

কিন্তু ইহার মধ্যে যে পক্ষ দুর্ব্বল জানিত সেই পক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষের সপক্ষ হইত।

মহাশাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইম্মানুএল যে সময়ে নরাত্মার অধিকার করিতে আইসেন তৎকালে এই কপটনির্ব্বিঘ্ন নগরে ছিল। সে লোকেরদিগকে রাজার সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত সাহস দিত। পরে মহামহিম ইম্মনুএল যুবরাজ এই মহানগর জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন ও দিয়াবল ভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত অপমানেতে গড়হইতে তাড়িত হইয়াছে, ও নরাত্মা নগর অধিক সেনাপতি ও সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, সেই ব্যক্তিও কাপট্য করিয়া যেমন দিয়াবলের সপক্ষে রাজকুমারের বিরুদ্ধে যত্ন করিত তেমনি ফিরিয়া রাজকুমারের সপক্ষে দিয়াবলের বিপক্ষতা করিবার বেশ দেখাইতে লাগিল। আরো ইম্মনুএলের ভাবের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইয়া সে গর্ব্বী হইয়া নগরের লোকেরদের নিকটে গিয়া তাহারদের সঙ্গে নানা মতের কথা কহিতে লাগিল। নরাত্মার অধিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া সে মনেং ভাবিল "ইহারদের সামর্থ্য ও গৌরবের প্রশংসা করিলে ইহারা মহাহৃষ্ট হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইবে তাহাতে স্বচ্ছন্দে তাহারদিগকে ফাঁদে ফেলিব।" অতএব প্রথমে নরাত্মার সামর্থ্য ও শক্তির প্রশংসা করিয়া কহিত "এইক্ষণে এই নগর কে জয় করিতে পারে।" পরে সেনাপতিরদের ও তাহারদের কিল্লার ও ভিত্তিভেদক যন্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে মূর্চ্চার ও দুর্গের কথা কহিত। শেষে "রাজাই কহিয়াছেন নরাত্মা চিরকাল আনন্দ ভোগ করিবে" এইং প্রকার কথা কহিয়া লোকদিগকে ভুলাইতে লাগিল। আর কএক জন এই সকল কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ঐ ব্যক্তি পথেং ঘরেং সকল লোককে তদ্রূপ কহিতে থাকিত। তাহাতে অনেক লোক

তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনারদের নিষ্কণ্টক অবস্থা হইয়াছে জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেং ক্রমে তাহার সঙ্গে ভোজন পান ক্রীড়াদি করিতে লাগিল। ইম্মনুএল তখন নগরে ছিলেন ও তাহারদের কর্ম্ম সকল লক্ষ করিয়া থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। তাহারা দিয়াবলের কোন লোকের প্রতারণায় বিড়ম্বিত না হয় এই জন্যে তিনি পূর্ব্বে তাহারদিগকে সাবধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না মানিয়া নগরাধ্যক্ষ ও স্বেচ্ছাবলম্বী ও লেখক দিয়া-বলের ঐ কপট লোকের কথাতে ভ্রান্ত হইল। ইম্মনুএল আরো তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন "গড়েতে ও বলেতে নরাত্মা নগরের তাদৃশ রক্ষা হইতে পারে না কিন্তু যে সকল অনুগ্রহ পাইয়াছ তাহা বুঝিয়া উপযুক্ত আচার করিলে আমি নিত্য গড়েতে বাস করিব, আমার থাকাতেই তোমারদের রক্ষা। আমার প্রকৃত শিক্ষা এই, পিতার ও আমার প্রেম নরাত্মা না ভুলে। আর যাহাতে তাহারা সেই প্রেমে স্থির থাকে এমন আচরণ করে।" কিন্তু তাহারা ঐ বিধি না মানিয়া দি-য়াবলের এক জনকে প্রেম করিল। সে কপটনির্ব্বিঘ্ন অতি দুষ্ট, তাহার প্রতি তাহারদের অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত কিছু বিবে-চনা না করিয়া তাহার পরামর্শমতে চলিল। রাজকুমারের কথাতে মনোযোগ করা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি করা ও তাঁহাতে আসক্ত হওয়া তাহারদের কর্ত্তব্য ছিল। তাহা করিয়া যদি ঐ দুষ্টকে পাতর মারিয়া নষ্ট করিয়া যুবরাজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিত তবে তাহারদের মঙ্গল মহানদীস্বরূপ ও তাহারদের ধর্ম্ম সমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ হইত।

কপট নির্ব্বিঘ্নের দ্বারা নরাত্মার লোকেরদের অন্তঃকরণ বিকৃত হইল ও তাহারদের প্রেম অনুরাগ খর্ব্ব হইয়াছে দেখিয়া ইম্মনুএল এই কার্য্য করিলেন।

প্রথমে, তিনি ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক এক স্থানে বসিয়া লোকেরকের তৎকালীন অবস্থা বুঝিয়া বিলাপ করিয়া কহিলেন "হায়২ আমার লোক আমার কথায় কেন অবধান করে নাই ও আমার পথে কেন চলে নাই। তাহা করিলে আমি তাহারদিগকে উত্তম গোম ভোজন করাইতাম ও পর্ব্বতীয় মধুতে তাহারদিগকে তৃপ্ত করিতাম। (৮১ গীত ১৬ পদ।)" পরে তিনি মনেং কহিলেন "আমি পিতার বাটীতে ফিরিয়া যাবৎ লোকেরা যাবৎ অপরাধ স্বীকার না করে তাবৎ আমি আপন স্থানে থাকিব।" (হোশে। ৫॥ ১৫।) তাহাই করিলেন। তাহার কারণ এই।

নরাত্মা তাঁহার সেবাতে শৈথিল্য প্রকাশ করিল বিশেষতঃ।

১। তাহারা পূর্ব্বের মতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না রাজবাটীতেও আসিত না।

২। তিনি তাহারদের সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন কি না তাহার কিছু মাত্র মনোযোগ কি চিন্তা করিত না।

৩। যুবরাজের সঙ্গে যে প্রীতির ভোজ হইত তাহা তিনি প্রস্তুত করিতে থাকিতেন তাহারদিগকে পূর্ব্বমতে নিমন্ত্রণও করিতেন বটে কিন্তু তাহারা আসিত না ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইত না।

৪। তাহারা তাঁহার স্থানে পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া একগুঁয়া হইয়া নিজবলের উপর নির্ভর করিত। তাহারা মনেং ভাবিত, আমরা বলবান, অজেয়. নরাত্মা নিষ্কণ্টক, শত্রু স্পর্শও করিতে পারে না, আর এই ভাবই আমারদের নিত্য থাকিবেক।

কপট নির্ব্বিঘ্নের কৌশলক্রমে নরাত্মার লোক আমাতে ও আমাদ্বারা পিতাতে ভরসা রাখে না, কেবল আমার দেওয়া বস্তুতেই আশা করে. ইহা দেখিয়া ইম্মনুএল তাহারদের বিপদ্দশার নিমিত্তে খেদ করিলেন, পরে তাহারা যেরূপ আ-

চার করিতেছে তাহাতে মহা সঙ্কটের সম্ভাবনা, এই কথা তাহারদিগকে বুঝাইবার উপায় করিলেন ও তাহারদিগকে চেতাইবার নিমিত্তে প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে পাঠাইলেন। তিনি দুইবার তাহারদের নিকটে গিয়া দেখিলেন, লোকেরা কপট নির্ব্বিঘ্নের ঘরে বসিয়া ভোজন করিতেছে ও আপনারদের মঙ্গলের কোন পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে চাহে না অতএব তিনি দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে এই কথা ইম্মনুএলকে জানাইলে তিনিও দুঃখিত হইয়া পিতার ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

তিনি এইরূপে গেলেন।

১। নরাত্মায় থাকিয়াও তিনি গোপনে থাকিতেন। লোকেরদের সঙ্গে প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন না।

২। কদাচিৎ তাহারদের সঙ্গে কথা কহিলেও তিনি পুর্ব্ববৎ প্রণয় ভাবে কহিতেন না।

৩। পূর্ব্ববৎ আপন ভোজাসনহইতে সুখাদ্য দ্রব্য তাহারদের নিকটে পাঠাইতেন না।

৪। তাহারা কদাচিৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইলে তিনি পূর্ব্বে যেমন অতি ত্বরায় বাহিরে গিয়া তাহারদের সঙ্গে কথা কহিতেন তেমন করিতেন না। পূর্ব্বে তাহারদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি দৌড়িয়া তাহারদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আনিতেন, এইক্ষণে তাহারা একবার দুইবার ঘা মারিলেও তিনি মনোযোগ করিয়া ত্বরায় দ্বার খুলিতেন না।

তাঁহার অভিপ্রায় এই, এইমত করিলে পর কি জানি নরাত্মার লোক দুঃখিত হইয়া আমার প্রতি ফিরে। হায়২ তাহারা বিবেচনা করিল না, তাঁহার পথ জানিল না, তাহারা কিছু বিবেচনা করিল না। ইম্মনুএল সেইরূপ করিলেও তাহারা দুঃখিত হইল না। যে মঙ্গল পাইয়াছিল তাহা মনে করিয়া কিছু চেতনা পাইল না। (যিহি। ১১। ২১।) অতএব

Carnal Security's Feast.

তিনি গোপনে রাজবাটী ত্যাগ করিয়া নগরের দ্বারে গিয়া থাকিলেন, শেষে চলিয়া গেলেন। নরাত্মা যাবৎ আপনার দোষ স্বীকার করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিল, তাবৎ ফিরিয়া আইলেন না।

ঈশ্বরীয় শান্তিও আপনার পদ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে চাহিল না। লোকেরা তাহার বিপরীত পথে চলিল, সেও তাহারদের বিপক্ষ পথে গমন করিল। আর কি বলিব। তাহারা আপনং পথে একগুঁয়ামীরূপে চলিতে লাগিয়া কপট-নির্ব্বিঘ্নের শিক্ষা মানিল। যুবরাজ প্রস্থান করিলেও তাহারা ভাবিত হইল না। তিনি গেলে পর তাঁহাকে মনেও করিল না। সুতরাং যাওনেতে তাহারা কিছু খেদ করিল না। (যিরি। ২ ॥ ৩২।)

অনন্তর কপটনির্ব্বিঘ্ন অন্য এক দিবসে লোকেরদের জন্যে মহাভোজ করিল। সেই সময়ে ঈশ্বরীয় ভয় নামক এক জন নগরে ছিল। আগে সকলে তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। তখন তাহাকে তুচ্ছ করিল। কপটনির্ব্বিঘ্ন মনেং কহিল "অন্যেরদিগকে যে প্রকারে ভুলাইয়াছি সেই প্রকা-কে ইহাকেও ভুলাই।' অতএব তাহাকেও ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। নিরূপিত দিবসে সকলে ভোজে গেল, ঈশ্বরীয় ভয়ও গেল। পরে ভোজে বসিয়া সকলেই ভোজনপান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। কেবল ঈশ্বরীয় ভয় একাই উদাসীনের মত বসিয়া কিছু আহার করিল না, কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হইল না। কপটনির্ব্বিঘ্ন ইহা দেখিয়া কহিল "ও গো ঈশ্বরীয় ভয়। তোমার কি হইয়াছে। শরীরের কি মনের অসুখ হইয়া থাকিবে, দুয়েরই বা পীড়া হইয়াছে। সদ্বিস্মরণ এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা নিকটে আছে, তাহার কিঞ্চিৎ সেবন করিলে তুমি পরমানন্দিত হইয়া এক্ষণেই আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবা।"

তাহাতে ঈশ্বরীয় ভয় বিবেচনা করিয়া এই উত্তর করিল, "মহাশয় তুমি আমার প্রতি যে শিষ্টাচার করিতেছ তাহার নিমিত্তে বাধ্যতা স্বীকার করি, কিন্তু ঐ ঔষধ সেবন করিব না। নরাত্মার লোকেরদের নিকটে কিছু কহিতে চাহি। হে প্রাচীন ও প্রধান লোক সকল, নরাত্মার অতিশয় দুরবস্থা হইলেও তোমরা এমন আমোদ আহ্লাদ করিতেছ, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।"

কপটনির্ব্বিঘ্ন কহিল "মহাশয় আপনার কিঞ্চিৎ নিদ্রা হইলে ভাল হয়। কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাও আমরা আনন্দ করি।"

ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "মহাশয় তোমার মন যদি সরল থাকিত তবে এইরূপ কর্ম্ম করিতা না।"

কপটনির্ব্বিঘ্ন কহিল "কেন কি করিয়াছি।"

ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "স্থির হও। আমাকে কথা কহিতে দেও। নরাত্মা নগর পূর্ব্বে বলবান ছিল। ইম্মনুএল এক নিয়ম করিয়া কহিলেন, লোকেরা এই নিয়ম মানিলে নগর কখন শত্রুর হাতে পড়িতে পারিবে না। তুমিই নগরকে ক্ষীণ করিয়াছ ও শত্রুরদের দ্বারা তাহা পরাজিত হইবার পথ করিয়াছ। এমন সময়ে আমি কি নীরব হইয়া থাকিতে পারি। হে কপটনির্ব্বিঘ্ন তুমিই নরাত্মাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার মহিমাস্বরূপ প্রভুকে তাড়াইয়া দিয়াছ, তুমি দুর্গ ভাঙ্গিয়াছ, দ্বারও ভাঙ্গিয়াছ, হুড়কাদিও নষ্ট করিয়াছ।

"এই কথার কিছু স্পষ্ট অর্থ বলি। নরাত্মার প্রধান২ লোকেরা যে কালাবধি তোমার সঙ্গে প্রণয় করিয়াছে সেই কালাবধি নরাত্মার বলস্বরূপ ইম্মনুএল বিরক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি নগরহইতে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ আমার কথায় সন্দেহ করিলে তাহাকে এই উত্তর করিব, ইম্মনুএল কোথায় আছেন। নরাত্মার স্ত্রী পুরুষ কে তাঁহাকে

সম্প্রতি দেখিয়াছে। কত দিনঅবধি তাঁহার কথা শুন নাই ও তাঁহার স্থানে আহারের দ্রব্য পাও নাই। এইক্ষণে তোমরা এই দিয়াবলের লোকের সঙ্গে ভোজন পান কর বটে। এ তোমারদের রাজা নয়। অতএব কহি শুন। তোমরা মনোযোগ মতে যদি কর্ম্ম করিতা তবে বাহিরের শত্রুরাও তোমারদিগকে গ্রাস করিতে পারিত না। কিন্তু রাজার বিপরীতে দোষ হইয়াছে ইহাতে ভিতরের অর্থাৎ নগর বাসি শত্রুদিগকেও দমন করিতে পারিলা না।

কপটনির্ব্বিঘ্ন কহিল "ধিক তোমারে, ঈশ্বরীয় ভয়, ধিক তোমারে। কখন কি ভয় ছাড়িবা না। তুমি চড়ই পাকীর লাথিতে নষ্ট হইবার ভয় কর না কি। তোমার ক্ষতি কে করিয়াছে। দেখ আমি তোমার সপক্ষ। তুমি সন্দেহ কর, আমি সন্দেহ করি না এই মাত্র বিশেষ। আর এই কি দুঃখ করিবার সময়। ভোজন করা আনন্দের কার্য্য। অতএব তুমি এমন সময়ে কেন ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাদ জন্মাইবার কথা কহিয়া আপনারই লজ্জা আমারদেরও দুঃখ জন্মাইতেছ। এই সময়ে ভোজন পান করিয়া আনন্দ না কর কেন।"

ঈশ্বরীয় ভয় পুনশ্চ কহিল "দুঃখ করা উচিত। কেননা ইম্মনুএল নরাত্মা ছাড়িয়া গিয়াছেন। আরবার কহি তিনি গিয়াছেন, তুমিই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ। নরাত্মার প্রধান২ লোকেরদিগকে কিছু না কহিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি তাঁহার ক্রোধের প্রমাণ না হয়, তবে আমি ধর্ম্ম ব্যবস্থা জানি না।

"হে কুলীনেরা ও প্রধান লোক সকল তোমারদেরই নিকটে কহি। তোমরা ক্রমে২ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। তাহাও হঠাৎ যান নাই কিন্তু থাকিয়া২। তাঁহার অভিপ্রায় এই, কি জানি তোমরা খেদ করিয়া নম্র হইয়া তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাও। কিন্তু কেহ

বিবেচনা করিল না, তাঁহার ক্রোধ ও দণ্ডের আরম্ভ হই-য়াছে ইহাতেও কেহ মনোযোগ করিল না, তাহাতে তিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে যাইতে আপন চক্ষুতে দেখি-লাম। তোমরা এইক্ষণে দর্প করিতেছ বটে কিন্তু তোমারদের বল গেল। শিমশোনের মস্তক যখন মুণ্ডিত হয় নাই তখন তা-হার কেশ স্কন্ধপর্য্যন্ত পড়িত, তখন বলবান ছিল। মস্তক মুণ্ডিত হইলে সে বলহীন হইল (বিচার। ১৬ ॥ ১।) তদ্রূপই তো-মরা। এই ভোজের কর্ত্তাকে লইয়া তোমরা আলস্য ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমতে বল প্রকাশের মনস্থ করিতে পার বটে। কিন্তু ইম্মনুএলছাড়া তোমরা কিছু করিতে পার না। তিনিই গি-য়াছেন, অতএব ভোজন পানের পরিবর্ত্তে কোঁকান, ও আমোদ আহ্লাদের পরিবর্ত্তে বিলাপ করা উচিত।"

এই সকল কথা শুনিয়া যে জন পূর্ব্বে নগরের লেখক ছিল পরে উপদেশকের কর্ম্ম পাইয়াছে সেই সদসদ্বোধ চেতনা পাইয়া এই প্রকার কথা কহিতে লাগিল।

"ভাইরে বোধ হয় ঈশ্বরীয় ভয়ের কথা সত্য। আমি অনেক কালাবধি রাজাকে দেখি নাই। আর শেষ কোন দিনে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম তাহাও মনে নাই। আর ঈশ্বরীয় ভয় যেৎ কথা জিজ্ঞাসা করে তাহারও উত্তর করিতে পারি না। বোধ হয় নরাত্মার অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিল।"

ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "তোমরা রাজাকে নরাত্মার মধ্যে পা-ইবা না, তিনি গিয়াছেন। প্রাচীনেরদেরই দোষেতে গিয়া-ছেন। তিনি অনুগ্রহ করিলেও লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিত। তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া সদসদ্বোধ অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রায় মূর্চ্ছা-পন্ন হইল। ঘরের মধ্যে যত জন ছিল সকলই অত্যন্ত ভয় পাইল ও তাহারদের মুখ বিবর্ণ ও মলিন হইল, কেবল কপট নির্ব্বিঘ্ন কিছু ভয় করিল না। সে অন্য ঘরে গিয়া থাকিল,

কেননা এই সকল কথা তাহার ভাল লাগিল না। অন্য সকল লোক কিঞ্চিৎ চেতনা পাইলে পর ঈশ্বরীয় ভয়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। "এইক্ষণে আমারদের কি করিতে হয়। যে ব্যক্তি আমারদিগকে এমন দোষেতে ফেলিয়াছে তাহার কি করি, আর ইম্মনুএল আমারদিগকে পুনরায় দয়া করেন এই নিমিত্তেই বা কি করি।"

তাহাতে "নরাত্মার মধ্যে ভাক্ত আচার্য্যেরা উপস্থিত হইয়া ভ্রান্তিতে ফেলিবার উদ্যোগ করিবে" যুবরাজের এই কথা তাহারদের মনে উঠিল। ও সেই প্রকারের লোকদিগকে লইয়া তাহারদের যেরূপে কার্য্য করিতে হইবে এই কথাও মনে উঠিল। অতএব ঐ কপট নির্ব্বিঘ্নই সেই ভাক্ত আচার্য্য জ্ঞান করিয়া তাহার ঘরে আগুন দিয়া তাহাকে পোড়াইয়া ফেলিল। যেহেতুক সেই ব্যক্তি দিয়াবলের জাতি।

পরে তাহারা অতিশীঘ্র ইম্মনুএলকে খুজিতে গেল (পরমগীত ৫ ॥ ৬।) কিন্তু পাইল না। তাহাতে তাহারা ঈশ্বরীয় ভয়ের কথা নিতান্ত সত্য জানিল ও আপনাদেরই অতিদুষ্ট ও অধর্ম্ম কর্ম্মপ্রযুক্ত আপনারদিগকে বিলক্ষণরূপে ধিক্কার করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল রাজা নিতান্ত গিয়াছেন।

পরে তাহারা ইম্মনুএলের নিকটে প্রার্থনাপত্র লিখিতে চাহিলে ঐক্যবাক্য হইয়া প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে গিয়া পত্র লিখিবার ধারা তাঁহার স্থানে জানিতে চাহিল। কেননা তিনি আচার্য্য ও ইম্মনুএল কোথায় গিয়াছেন তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা ঐ কার্য্যনির্ব্বাহকের কথা মানে নাই, ও অনুচিত কর্ম্ম করিয়া তাঁহার দুঃখ জন্মাইয়াছিল, এই কারণে তিনি তাহারদের সঙ্গে কথা কহিলেন না, রাজবাটীতেও আসিতে দিলেন না। তাহারদের সঙ্গে দেখাও

করিলেন না (যিশা। ৬৩॥ ১০। ইফি। ৪॥৩০। ১ থিষ। ৫॥ ১৯।)

নরাত্মার বোধে সেই দিবস অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময় হইল। তাহারা মনেং জানিল ' আমরা বড় মূর্খ, কপটনির্ব্বিঘ্নের সঙ্গে প্রণয় করিয়া ও তাহার প্রতারণার কথা শুনিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। পরে কি হইবে তাহা জানি না।" তৎকালে তাহারা ঈশ্বরীয় ভয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতে লাগিল, প্রায় আচার্য্য তুল্য জ্ঞান করিল।

বিশ্রামবারে তাহারা দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকের উপদেশ শুনিতে গেল। সেই দিনে উপদেশক বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। যে পদ ধরিয়া উপদেশ দিল তাহা যূনস আচার্য্যের ২॥৮। যথা "যাহারা মিথ্যা ও অসার বস্তু মানে তাহারা আপনং মঙ্গল পরিত্যাগ করে।" সেই দিনে উপদেশকের কথার যে জোর ও লোকেরদের মুখে যে মালিন্য দেখা গেল তত্তুল্য প্রায় কখনই দেখা কি শুনাও যায় নাই। ঐ উপদেশ শুনিয়া লোকেরা খেদেতে প্রায় ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিল না, আর সপ্তাহে আপনারদের সাংসারিক কর্ম্ম করিতেও প্রায় অক্ষম হইল। তাহারা মনেতে অত্যন্ত আঘাত ও বেদনা পাইয়া, কি করিতে হবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। উপদেশক সেই দিনে নরাত্মার দোষ প্রকাশ করিতেং আপনিও নিজ দোষের ভয়ে কাঁপিতেং বারম্বার কহিল " হায় আমি দুর্ভাগা। আমি এমন কুকর্ম্ম কেন করিলাম। আমি উপদেশক, ব্যবস্থার শিক্ষা দিবার জন্যে রাজকুমারহইতে নিযুক্ত হইলাম, আমিও অচেতন ভাবে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, ও পাপিরদের মধ্যে প্রায় প্রথমই আমি। আর এই কর্ম্ম নিষেধ করা আমার অধিকার বটে, অতএব লোকেরদিগকে উচ্চস্বরে দোষ প্রকাশ করা আমার উচিত ছিল। তাহা না করিয়া লোকেরা সেই দোষরূপ পঙ্কেতে গড়াগড়ি দিলেও আমি নিবারণ করিলাম

না, শেষে ইম্মনুএল তৎপ্রযুক্ত দেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই সকল দোষের ঝুঁকী নরাত্মার কুলীন ও প্রধান২ লোকেরদের উপরেও আছে।" উপদেশকের এই সকল কথা শুনিয়া তাহারাও অত্যন্ত অস্থির হইল।

এমন সময়ে নরাত্মার মধ্যে পীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল, প্রায় সকল লোকই রোগী হইল। তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষেরা ও সেনারা অনেক কালপর্য্যন্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইল। সেই সময়ে যদি নগরের উপর শত্রুরা আক্রমণ করিত, তবে কি নগরের লোক কি সেনাপতিরা কেহ কিছুই করিতে পারিত না। (প্রকা। ৩॥২।) নরাত্মার পথে ঘাটে পীড়াতে বিবর্ণ মুখ ও দুর্ব্বল হাত ও কম্পবান হাঁটু ও অস্থির পা দেখা গেল। এক দিগে কোঁকানি অন্য দিগে দীর্ঘ নিশ্বাস আর এক স্থানে মূর্চ্ছাপন্ন লোক। এই প্রকার সর্ব্বত্র।

।ভারি পীড়া।

আরো ইম্মনুএল যে বস্ত্র দিয়াছিলেন তাহার কতক এক২ ভাগ ফাড়া আর কতক ছিঁড়িয়া রহিল, সকলই অতি কদর্য্য। কতক জনের বস্ত্র এমন ঝিলমিলে হইল যে কাঁটার গাছ লাগিলে একেবারে ছিঁড়িয়া যায়।

এই প্রকারে কতক কাল গেলে দ্বিতীয় উপদেশক কহিল "আমারদের এক দিবস উপবাস করিয়া নম্র অন্তঃকরণে শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্রের নিকটে পাপ স্বীকার করা উচিত।" আর বিনেরেগশ সেনাপতির কাছে প্রার্থনা করিল "তুমি সেই দিনে লোকেরদিগকে উপদেশ কর।" তিনি সম্মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই কথা ধরিয়া উপদেশ করিলেন যথা "কেন মিথ্যা স্থান যোড়া করিয়া থাকে। কাটিয়া ফেল।" (লূক ১৩ ৭।) উত্তমরূপেও উপদেশ করিলেন। বিশেষতঃ এই২ কথা কহিলেন। প্রথমে ঐ কথা কহিবার কারণ অর্থাৎ ডুম্বর বৃক্ষ নিষ্ফল এই হেতুক। দ্বিতীয়, দণ্ডের

অভিপ্রায় অর্থাৎ ফল ধরে না, না ধরিলে কাটিয়া ফেলা যাইবে। তাহাতে এই প্রমাণ, মানুষের মন না ফিরিলে তাহার সমপূর্ণ নাশ হইবেক। তৃতীয়, এই দণ্ডাজ্ঞার কর্ত্তা, অর্থাৎ শাদাই রাজা আপনি কাটাইবেন। শেষে ঐ দণ্ডের কারণ দেখাইলেন, পরে উপদেশ সমাপ্ত করিলেন। ঐ সকল কথা বিনেরেগণ অত্যন্ত শক্ত করিয়া কহিলেন তাহাতে নরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। উপদেশক পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়াছিল তাহাতে লোকেরদের চেতনা জন্মিয়াছিল, এই উপদেশেতে ঐ কথা আরো শক্তরূপে লাগিল। তাহাতে নগরের চারি দিগে বিলাপ ও শোক ও মহাদুঃখ হইল।

উপদেশ শুনিলে পর তাহারা একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল "এইক্ষণে কি করিতে হয়।" দ্বিতীয় উপদেশক কহিল "আমি আপন বুদ্ধিতে কিছুই করিব না, ঈশ্বরীয় ভয়ের পরামর্শ লইতে হইবেক।" তাহাতে ঈশ্বরীয় ভয়কে ডাকিতে গেলে সে তৎক্ষণে আইল। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমারদের এই দশায় কি করিতে হয়।" বৃদ্ধ ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "আমার পরামর্শ এই, এই দুঃখের কালে নরাত্মার সমস্ত লোক অতি নম্র ভাবে প্রার্থনা পত্র লিখিয়া যুবরাজের নিকটে পাঠাউক, তাহাতে এই প্রার্থনা করুক, আপনি অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া আমারদের নিকটে ফিরিয়া আইসেন, চিরকাল ক্রুদ্ধ না থাকেন।"

নগরের লোকেরা তাহার পরামর্শমতে সেই সময়েই প্রার্থনা পত্র লিখিল। পরন্তু কাহার হাতে পাঠাইতে হয় ইহার পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, নগরাধ্যক্ষের হাতে দিয়া পাঠাইতে হয়। তাহাতে অধ্যক্ষ পত্র লইয়া শাদাইর রাজবাটীতে গেল, যেহেতুক নরাত্মার যুবরাজ তথায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবাটীর দ্বার বদ্ধ, দ্বারে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে অধ্যক্ষ অনেক কাল দ্বারে দাঁড়াইয়া থা-

The Lord Mayor returning from Court.

কিল। (বিল। ৩।। ৮, ৪৪।) পরে কএক জনকে কহিল "তোমরা রাজকুমারের নিকটে গিয়া কহ নরাত্মা নগরের অধ্যক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, আপনার নিকটে প্রার্থনা পত্র আনিয়াছে।" তাহাতে এক জন গিয়া শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইম্মনুএলকে কহিল "নরাত্মা নগরের অধ্যক্ষ রাজবাটীর বাহিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে।" তাহার আসিবার অভিপ্রায়ও রাজাকে ও তাঁহার পুত্রকে জানাইল। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া আইলেন না, দ্বার খুলিয়া দিবার অনুমতিও দিলেন না, কেবল এই উত্তর করিলেন "তুমি তাহাকে কহ, নরাত্মার লোকেরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, আপনারদের পিঠ আমাকে দেখাইয়াছে, এইক্ষণে দুঃখের কালে তাহারা কহে, উঠ আমারদের ত্রাণ কর। তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া কপটনির্ব্বিঘ্নকে আপনারদের অধ্যক্ষ ও প্রভু ও রক্ষক করিয়াছিল, এখন কি তাহার কাছে যাইতে পারে, না। তাহারদের মঙ্গলের কালে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, দুঃখের কালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহে।" (যিরি ২।। ২৭,২৮।)

এই উত্তর পাইলে নগরাধ্যক্ষের মুখ মলিন হইল ও অতিশয় দুঃখিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "কপটনির্ব্বিঘ্ন দিয়াবলের লোক। তাহার সহিত আলাপ করিবার এই ফল বটে। এইক্ষণে নরাত্মার লোকেরা রাজবাটীহইতে উপকার পাইতে পারিবে না।" তাহাতে অধ্যক্ষ আপন বুকে চাপড় মারিতে২ ও কাঁদিতে২ ও নরাত্মার জন্যে বিলাপ করিতে২ ফিরিয়া গেল।

নগরের নিকটে আইলে নরাত্মার প্রাচীনেরা ও প্রধানের সকল বৃত্তান্ত জানিবার জন্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আইল। অধ্যক্ষ বিলাপ করিতে২ সকল বৃত্তান্ত

জানাইল। সকলই চীৎকার ও ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেং মাথায় ভস্ম ও ধুলা মাখিয়া ও গায়ে চট দিয়া চেঁচাইতেং নগরের সমস্ত পল্লীতে বেড়াইতে লাগিল। নগরের অন্যং লোকেরাও তাহা দেখিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। অতএব নরাত্মার পক্ষে সেই দিন অনুযোগের ও দুঃখের ও অত্যন্ত শোকের দিন হইল।

এই প্রকারে কতক কাল গেলে তাহারা কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া অধিক কি করিতে হয় ইহার পরামর্শ করিতে সভা করিল। অতএব তাহারা পুনরায় ঈশ্বরীয়ভয়ের স্থানে পরামর্শ প্রার্থনা করিলে সে কহিল "তোমরা যাহা করিয়াছ তদ্ভিন্ন উপায় নাই। রাজবাটীতে তোমারদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া নিরাশ হইও না। পুনঃং অনুযোগ হইলেও কিম্বা কোন উত্তর না পাইলেও নিরাশ হইও না। যেহেতুক শাদাই রাজার অনন্ত দয়া। তিনি লোকেরদের প্রতি এই প্রকার করিয়া থাকেন। অনেক কাল প্রার্থনার উত্তর না দিয়াও থাকেন। তাঁহার উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা দুঃখি লোকেরদের উচিত।" (গীত ২৫॥৩। ২৭॥১৪। ৩৭॥৭। ৬২॥৫। বিল। ৩। ২৬। হোশ ১২। ৬)

এই কথাতে তাহারা সাহস পাইয়া পুনঃং লোক পাঠাইল. দিনেং ঘণ্টায়ং দূতেরা নরাত্মার ক্ষমা পাইবার ও রাজকুমারের ফিরিয়া আসিবার প্রার্থনা পত্র লইয়া পথে যাইতেছে ও ফিরিয়া আসিতেছে। এই প্রকারে সেই শীতকাল গেল। (পরমগীত ২॥১১। যিরি। ৩। ১২,২৪)

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ইম্মনুএল নরাত্মা নগর অধিকার করিলে পর নূতন নিয়ম করিলেও দিয়াবলের অনেক লোক নগরের কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকিল। দিয়াবল যখন নগরে আক্রমণ করিল তখন ইহারদের কএক জন তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, পরে কেহং নগরের কোনং স্ত্রীলোককে বিবাহ

করিয়াছিল তাহাতে সন্তান জন্মিয়া নগরে প্রতিপালিত হই-য়াছিল। তাহারা নগরের প্রাচীরের নিকটে কি মধ্যে কিম্বা নাচে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া থাকিত। তাহারদের কতক জনের নাম এইং। পরদারগমন। ব্যভিচার। হত্যা। কোপ। কামভাব। প্রবঞ্চনা। কুদৃষ্টি। ঈশ্বরনিন্দা ও বৃদ্ধ অতিদুষ্ট লোভ। ইম্মনুএল গড়হইতে দিয়াবলকে তাড়িয়া দিলে পরও ইহারা ও অন্য অনেক জন নরাত্মা নগরে থা-কিল।

ইহারদিগকে লক্ষ করিয়া সুশীল রাজকুমার স্বেচ্ছাবলম্বিকে ও নরাত্মার সকলকেই আজ্ঞা দিয়াছিলেন "তোমরা তাহার-দের যত ব্যক্তিকে ধরিতে পার ধরিয়া নষ্ট কর যেহেতুক তাহারা জাত দিয়াবলীয়, আমার শত্রু। অবশ্য তাহারা নরাত্মা নগরের নাশ করিতে চেষ্টা করিবে।" হায়ং নরাত্মা এই আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিল না। দিয়াবলের ঐ লোকদিগকে ধরিয়া নষ্ট করিল না। তাহাতে ঐ দুষ্টেরা সাহস পাইয়া ক্রমেং নগরের লোকেরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। আরো শুনিতে পাইয়াছি নগরের লোকেরা তাহারদের কতক জনের সঙ্গে অতিশয় প্রণয় করিল, তাহাতে নগরের অত্যন্ত দুঃখ ঘটিল। তাহার বিবরণ পরে লিখিব।

ত্রয়োদশাধ্যায়।

নরাত্মার লোক পাপ করিয়া যুবরাজ ইম্মানুএলের ক্রোধ জন্মাইয়াছে, তিনিও প্রস্থান করিয়াছেন, দেখিয়া দিয়াবলের প্রধান২ লোকেরা নরাত্মার বিনাশ করিবার মন্ত্রণা করিল। অতএব তাহারা অপকার নামক দিয়াবলের কোন দাসের বাটীতে একত্র হইয়া, নরাত্মাকে পুনর্ব্বার দিয়াবলের হস্তগত কিরূপে করাইতে পারে, এই মন্ত্রণা করিল। তাহাতে আপন২ বিবেচনাক্রমে এক জন এক মত, অন্য জন অন্য মত প্রকাশ করিতে লাগিল। শেষে কামভাব কহিল "নগর-নিবাসি আমারদের কএক জন এই নগরের লোকেরদের ঘরে২ চাকরের কর্ম্ম লউক। যদি তাহারা আমারদিগকে কর্ম্ম দেয় তবে আমরা উদ্যোগ করিলে, প্রভু দিয়াবল যাহাতে অতি সহজে নগরের অধিকার পান এমন উপায় করিতে পারিব।" হত্যা কহিল "কিন্তু এই সময়ে এই কর্ম্ম হইতে পারে না, কেননা কপটনির্ব্বিঘ্ন তাহারদিগকে একবার ফাঁদে ফেলিয়াছে তাহাতে রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, অতএব যাহারদের দ্বারা দুঃখ জন্মিয়াছে তাহারদিগকে নষ্ট না করিলে রাজা তাহারদের প্রতি কি প্রকারে প্রসন্ন হইবেন। তাহারা আমারদিগকে পাইলেই ধরিয়া নষ্ট করিবার আজ্ঞা পাইয়াছে। আমরা মরিলে তাহারদের ক্ষতি করিতে পারিব না। বাঁচিলে পারিব। অতএব আমরা শৃগালের মত ধূর্ত্ত হই।"

ইত্যাদি তর্ক বিতর্ক হইলে শেষে এই স্থির করিল "দিয়াবলের নিকটে পত্র পাঠাই, তাহাতে নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থা

ও নগরের উপর রাজপুত্রের ক্রোধ হইয়াছে ইহা জানাই।" কেহ২ কহিল "তদ্ভিন্ন আমারদের মানস জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার পরামর্শ প্রার্থনা করা উচিত।"

তাহাতে পত্র প্রস্তুত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই। "পাতালবাসি মহাপ্রভু দিয়াবল শ্রী চরণেষু।

"ও হে পরম পিতঃ হে বলবন্ত রাজা দিয়াবল, জানিবেন, আমরা আপনকার ভক্ত প্রজা অদ্যাপি নরাত্মা নগরে বাস করিতেছি। আপনহইতে আমারদের জন্ম ও প্রতিপালন হইতেছে। অতএব এই নগরের লোকেরা আপনাকে যে প্রকার অনাদর অপমান নিন্দাদি করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া আমরা দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতেছি। আপনিও নিকট নহেন, ইহাতে আমারদের অত্যন্ত ক্ষতি ও শোক হয়।

"এইক্ষণে পত্র লিখিবার অভিপ্রায় এই। আপনি এই নগরে পুনরায় বাস করিতে পারিবেন, এমত দৃঢ় আশা হইতেছে। যেহেতুক নগরের লোকেরা রাজপুত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়াছে, তাহাতে তিনি তাহারদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার জন্যে তাহারা বারম্বার দূত পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তিনি আইসেন না, তাহারদিগকে মঙ্গলের উত্তরও দেন না।

"আরো কতক দিনাবধি লোকেরা অতিশয় পীড়িত ও দুর্ব্বল হইতেছে। ক্ষুদ্র২ লোকেরা যেমন, প্রধান২ লোকেরা ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা ও ভদ্র২ লোকসকলেও তদ্রূপ। কেবল আমরাই সুস্থ ও বলবান। অতএব তাহারদের দোষ ও পীড়া দেখিয়া বোধ করি আপনি অতি সহজে তাহারদিগকে জয় করিয়া এদেশ অধিকার করিতে পারিবেন। এদেশে আসিয়া অধিকার করিবার উদ্যোগ করা যদি আপনকার ও আপনার সঙ্গি প্রধান২ লোকেরদের অসীম চতুরতামতে উপযুক্ত বোধ হয় তবে আমারদিগকে সম্বাদ দিউন, আমরাও

এই নগর আপনকার হাতে সমর্পণ করিবার জন্যে সাধ্যমতে উদ্যোগ করি ইহাতে ত্রুটি করিব না। যদি উপযুক্ত না হয়, তবে আমারদের যাহা করিতে হয় তাহা সংক্ষেপে জানাইবেন, আমরা ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আপনকার পরামর্শমতে কার্য্য করিব।

“অপকার এখনও বর্ত্তমান আছে, ও এই সুন্দর নগরে বাস করিতেছে। তাহার ঘরে সভা করিয়া পরামর্শমতে পত্র লিখিলাম, তাহাতে স্বাক্ষরও করিলাম। ইতি তাং অমুক।”

ধর্ম্মনিন্দক এই পত্র লইয়া গেল। সে নরকদ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে দ্বারে ঘা দিল। তাহাতে সর্ব্বিরস নামক দ্বারী ঐ দ্বার খুলিলে ধর্ম্মনিন্দক তাহার হাতে পত্র দিল। সে পত্র লইয়া প্রভু দিয়াবলের নিকটে গিয়া কহিল “হে প্রভো, নরাত্মাতে আমারদের বিশ্বস্ত যে বন্ধুরা থাকে তাহারদের এই সম্বাদপত্র আসিয়াছে।”

তাহাতে নরাত্মার সম্বাদ শুনিবার জন্যে বালজিবুব ও লুসিফর ও আপলিয়োন দুরাত্মারা একত্র হইলে পত্র পাঠ করা গেল। সর্ব্বিরস নিকটে দাঁড়াইল। পত্র পাঠ হইলে পর ও গভীর স্থলের সর্ব্বত্রে সম্বাদ প্রকাশ হইলে, অতিশীঘ্র মরারদের ঘণ্টা বাজাইবার আজ্ঞা হইল। ঘণ্টা বাজিল, ও নরাত্মার সর্ব্বনাশ হইতে পারে বলিয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। “নরাত্মা আমারদের সঙ্গে বাস করিবে, নরাত্মার নিমিত্তে স্থান কর” ঘণ্টার ধ্বনির এই অর্থ বোধ হইল।

এই ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিলে পর নরাত্মাতে আপনারদের বন্ধুরদিগকে যে উত্তর দিতে হইবে ইহার পরামর্শ তাহারা করিতে লাগিল। কোনং লোকের একরূপ, অন্য লোকের অন্যরূপ পরামর্শ। শেষে অতিত্বরার কর্ম্ম বলিয়া তাহারা দিয়াবলের উপর ভার দিল যেহেতুক সে ঐ স্থানের প্রকৃত

প্রভু। অতএব সে ঐ পত্রের উত্তর লিখিয়া ধর্ম্মনিন্দকের হাতে দিল। ঐ পত্রের মর্ম্ম এই।

“নরাত্মা নগরবাসি আমারদের স্বজাতীয় ভদ্র ও মহৎ লোকের নিকটে নরকের রাজা দিয়াবলের পত্র। তোমরা আমাকে স্নেহ ও সম্ভ্রম দেখাইয়া নরাত্মার নাশ করিবার জন্যে যে সকল মনস্থ ও উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র করিতেছ তাহা ত্বরায় সফল হয়, এই আমার বাঞ্ছা।

“পরদারগমন ব্যভিচারপ্রভৃতি অতিপ্রিয় বালক ও শিষ্যগণ, তোমরা আমার বিশ্বাসপাত্র ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা যে পত্র পাঠাইয়াছিলা তাহা পাইয়া অতি সন্তুষ্ট হইলাম। নরাত্মার মধ্যে বন্ধুগণ অদ্যাপি আছে, ও নগরের নাশ করিয়া আমারদের সম্ভ্রমক্ষতির প্রতিহিংসা করিবার লোক আছে, এমত সম্বাদ পাইয়া আমরা আনন্দেতে ঘণ্টা বাজাইলাম। আর লোকেরা পাপে পড়িয়াছে ও রাজা বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমারদের অতিশয় আনন্দ হয়। তাহারদের পীড়া হইতেছে ও তোমরা সুস্থ ও বলবান আছ, ইহা শুনিয়াও অত্যন্ত সন্তোষ জন্মে। এইক্ষণে নগর অধিকার করিতে পারিলে পরম সন্তুষ্ট হই। তোমরা সাহস করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা সিদ্ধ করিয়া বাঞ্ছা পূর্ণ কর এই কারণে আমরা আপনারদের দুর্ব্বুদ্ধি ও কুমন্ত্রণা ও নারকী পরামর্শ ও কৌশলক্রমে সাধ্যমতে উদ্যোগ করিতে ক্রুটি করিব না।

“হে আমারদের ঔরসজাত সন্তানেরা, তোমারদের সান্ত্বনার নিমিত্তে ইহাও জানাই, কোন কৌশলক্রমে নগর অধিকার করিতে পারিলে আমরা তোমারদের শত্রুদিগকে খড়্গেতে নষ্ট করিয়া তোমারদিগকে নগরের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ করিব। এইবার নগর পাইলে কেহই আমারদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না। আমরা অধিক সৈন্য লইয়া আসিব ও দৃঢ়রূপে নগরের অধিকার করিব। বিশেষতঃ ইম্মনুএল রাজারও এই

নিয়ম, নগর দ্বিতীয়বার আমারদের অধিকার হইলে চিরকা লেই থাকিবে। (মথি।১২।৪৩ ৪৫।)

"অতএব হে আমারদের বিশ্বাসপাত্রগণ নগর যে অংশে দুর্ব্বল হয় ইহার সন্ধান কর ও বিশেষমতে তত্ত্ব লও। আরো লোকদিগকে অধিক দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা কর। আর যাহা করিলে ঐ নগর আমারদের হাতে পড়ে তাহা জানাইবা। লোকেরদিগকে লম্পট করাইলে হয়, কিম্বা মনে সন্দেহ ও নিরাশা জন্মাইলে, কিম্বা অহঙ্কার ও অভিমানরূপ বারুদ দ্বারা উড়াইয়া ফেলাইলে হয়, ইহা বিশেষমতে জানাইবা। হে সাহসিক লোক সকল, ও গভীরস্থলের প্রকৃত সন্তানেরা আমরা বাহিরহইতে আক্রমণ করিতে গেলে তোমরাও ভিতরে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হও। এইক্ষণে তোমরা অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সম্পূর্ণরূপে যত্ন কর, আমরাও আপনারদের সাধ্যপর্য্যন্ত করিব। নরাত্মার শত্রু যে মহা দিয়াবল বিচারের দিনের ভয়ে কাঁপে তাহার এই ইচ্ছা। গভীর স্থলের আশীর্ব্বাদ তোমারদের প্রতি হউক ইতি।

"অন্ধকারময় স্থানের সকল প্রধান২ লোক ঐক্যবাক্য হইয়া গভীর স্থলের দ্বারের নিকটে এই পত্র লিখিয়া আমারদের অবশিষ্ট বল ও পরাক্রমস্বরূপ নরাত্মা নগরের লোকেরদের নিকটে ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা পাঠাইলাম।"

ধর্ম্মনিন্দক ঐ পত্র লইয়া নগরে উপস্থিত হইয়া অপকারের বাটীতে গেল। যাহারা নগর নাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহারা সেই স্থানে সভা করিয়া পরামর্শ করিতেছিল। দূত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছে দেখিয়া তাহারদের অতিশয় আনন্দ হইল। পরে ধর্ম্মনিন্দক তাহারদের হাতে পত্র দিলে তাহারা পাঠ করিয়া পত্রের ভাব বিবেচনা করিয়া পরম আনন্দ পাইল। পরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "বন্ধুরদের সম্বাদ কি। দিয়াবল, লূসিফর, বালজিবুব, ইহারা ভাল আছে।' ধর্ম্মনি-

ন্দক কহিল "সকলেই ভাল আছে, তাহারদের দুর্দ্দশা বুঝিয়া ভাল বটে। আরো তোমারদের পত্র পাঠ করিয়া তাহারা মহাহৃষ্ট হইয়া ঘণ্টা বাজাইল। এই পত্র পড়িয়া অবশ্য তাহা জানিবা।"

পত্র পাঠ করিলে পর, দিয়াবল তাহারদিগকে আ-শ্বাস দিতেছে দেখিয়া, নরাত্মার নাশ করিবার কল্পনা কি প্র-কারে সিদ্ধ হইতে পারে ইহার পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লা-গিল। প্রথমে এই স্থির করিল, নরাত্মা আমারদের কল্পনা কোনরূপে না জানে। পরে কি করিলে নরাত্মার নাশ করি-তে পারিব ইহার বিচার হইলে, একের একমত অন্যের অন্য মত হইল। শেষে প্রবঞ্চনা কহিল "হে দিয়াবলের প্রকৃত বন্ধুগণ, প্রভুরা ও গম্ভীরস্থলের প্রধান২ মহাশয়েরা তিন উপায় লিখিয়া দিয়াছেন।

"প্রথম। নরাত্মাকে লম্পট ও অভিমানি করা।

"দ্বিতীয়। তাহারদের মনে সন্দেহ ও নিরাশ জন্মান।

"তৃতীয়। তাহারদিগকে অহঙ্কার ও অভিমানরূপ বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া।

"ইহার মধ্যে যে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে হইবে। বোধ করি তাহারদের অহঙ্কার জন্মাইলে আমারদের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, ও তাহারদিগকে লম্পট করিতে পারিলে ভাল উপকার হয়, কিন্তু তাহারদিগকে নিরাশ করিতে পারিলে একেবারেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যেহেতুক নিরাশ হইলে, ইম্মনু-এল নিতান্ত আমারদিগকে স্নেহ করেন কি না ইহার সন্দেহ হইবে, তাহাতে রাজা অতিশয় বিরক্ত হইবেন। আরো নি-রাশ হইলে তাহারা তাঁহার নিকটে আর প্রার্থনাপত্র পাঠা-ইবে না। তাহার পর আর উপকার পাইবার উপায় থাকিবে না, বরং তাহারা কহিবে পণ্ডশ্রম করাহইতে কিছুই না কর

ভাল।" প্রবঞ্চনার এই পরামর্শ সকলে উত্তম জ্ঞান করিল। কিন্তু কি প্রকারে কর্ম্ম করা যায়।

প্রবঞ্চনা কহিল "আমার পরামর্শ এই। আমারদের মধ্যে যাহারা রাজার সেবাতে প্রাণপণ করিতে উদ্যত, এমন কএক জন ছদ্ম বেশ ধরিয়া নাম পরিবর্ত্তন করুক, পরে দূর দেশি লোকের মত হইয়া হাটে গিয়া দাঁড়াউক, ও নরাত্মা অতি প্রসিদ্ধ ইহাতে এই নগরে কোন কর্ম্ম চাহি এই কথা জানাউক, পরে কেহ কর্ম্ম দিলে তাহারা ছলনা করিয়া ঐ প্রভুর সেবা ভালমতে করুক। এমন করিলে তাহারা অত্যল্প কালে নগ রের লোককে অতিশয় মলিন ও দুষ্ট করিতে পারিবে, তাহাতে রাজা আরো বিরক্ত হইবেন, শেষে তাহারদিগকে বমির মতে মুখহইতে উদ্গীর্ণ করিবেন। তাহা হইলে দিয়াবল রাজা অতি সহজে তাহারদিগকে গ্রাস করিবেন, বরং তাহারাই স্বেচ্ছামতে ভোক্তার মুখে পড়িবে।"

এই পরামর্শেতেই সকল লোক একেবারে সম্মত হইয়া ঐ কার্য্য করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সকলে ঐ প্রকারে কর্ম্ম লইলে পাছে ভাব প্রকাশ হয়, এই কারণে তাহারা তিন জনকে নিযুক্ত করিল, তাহারদের নাম এই২, লোভ ও কামভাব ও কোপ। লোভ কহিল, "আমার নাম পরিমিতব্যয়-জন্য-উন্নতি।" কামভাব অক্ষতিকর-আমোদ নাম গ্রহণ করিল। কোপ কহিল, "আমার নাম সদ্যগ্রতা।" এই তিন জন মোটা বলবান। হাটের দিনে তাহারা মেষের লোমের বস্ত্র পরিয়া হাটের মধ্যে গেল। তাহারদের ঐ বস্ত্র প্রায় নরাত্মার লোকেরদের বস্ত্রের মত।

ঐ তিন জন নরাত্মার কথাও ভালমতে কহিতে পারিত। অতএব হাটে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে অল্পকালেই সকলের কর্ম্ম হইল, কেননা তাহারা অল্প বেতন লইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিল।

পরিমিতব্যয়জন্য-উন্নতি নামক ব্যক্তি মনের ঘরে কর্ম্ম পাইল। ঈশ্বরীয় ভয় সদ্ব্যগ্রতাকে কর্ম্ম দিল। অক্ষতিকর আমোদ কিছু গৌণে কর্ম্ম পাইল, যেহেতুক নগরের লোকেরা সে সময়ে শোকাকুল হইয়া উপবাস করিতেছিল। উপবাসের কাল *প্রায় গত হইলে স্বেচ্ছাবলম্বী তাহাকে সাধারণ চাকরের কর্ম্ম দিল। এইরূপে তিন জনেরই কর্ম্ম হইল।

ঐ দুষ্টেরা নরাত্মার লোকেরদের বাড়ীতে কর্ম্ম পাইয়া অত্যন্ত দুষ্টতা করিতে লাগিল। তাহারা অতি দুরাচার ও ধূর্ত্ত হইয়া যে পরিবারে কর্ম্ম পাইল তাহার লোককে ও আপনং প্রভুপর্য্যন্তকে কুপথে লওয়াইতে লাগিল। বিশেষতঃ পরিমিতব্যয়জন্য-উন্নতি ও অক্ষতিকর-আমোদ এই দুই জন অত্যন্ত দুষ্টতা করিল। সদ্ব্যগ্রতা নাম যে ধারণ করিল সে জন প্রভুর প্রিয়পাত্র হইল না। প্রভু তাহাকে ছদ্মবেশী দুষ্ট জানিলে সে অতিশীঘ্র পলাইল। না পলাইলে বুঝি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইত।

ঐ দুষ্টেরা অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলে ও সাধ্যমতে নগরের লোকদিগকে দুষ্ট করিলে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল, দিয়াবল বাহিরহইতে আমরা ভিতরহইতে চেষ্টা করিয়া কোন্ সময়ে নরাত্মার অধিকার করিতে পারিব। তাহাতে সকলে কহিল "হাটের দিনে করিতে পারিলে ভাল হয়, ঐ দিনে নগরের সকল লোক আপনং ক্রয় বিক্রয়েতে ব্যস্ত থাকে। লোকেরদের মন সাংসারিক কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিলে তাহারদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করা যায়, এই নিত্য নিয়ম জানিবা।" (লূক ২১ ॥ ৩৪।) আরো তাহারা কহিল "এমন দিনে আমরা বন্ধুর ও প্রভুরদের পক্ষে চেষ্টা করিলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। আর হাটের দিনে আমারদের উদ্যোগ সফল না হইলেও যদি লোকেরা আমার-

দিগকে ধরিতে চাহে তবে ভিড়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে লুকিয়া পলা-ইতে পারি। কেহ লাগাইল পাবে না।"

এই সকল স্থির করিয়া তাহারা দিয়াবলের নিকটে পত্র লি-খিয়া ধর্ম্মনিন্দকের হাতে পাঠাইল। সেই পত্রের সার এই।

"নরাত্মা নগরের প্রাচীর ও তাহার নিকটের গহ্বর ও আ-শ্রয় দুর্গ নিবাসি লম্পট প্রধানগণ আমরা মহা ও বলবন্ত দিয়া-বলের নিকটে নমস্কার জানাইতেছি।

"হে মহাপ্রভো ও জীবন প্রতিপালক দিয়াবল, নরাত্মার বি-নাশ করিবার চেষ্টাতে আপনি সাহায্য করিতে সম্মত ও প্রস্তুত আছেন, এই সম্বাদ পাইয়া আমারদের যে আনন্দ হইল তাহার কি বলিব। আমারদেরই মত যাহারা গভীরস্থানে সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মের চিহ্নেরও শত্রু তাহারাই কেবল জানে। (গাল ৫ ॥ ১৭।)

"নরাত্মার বিনাশ করিতে আপনি উদ্যোগ ও মন্ত্রণা ও চেষ্টা করিতে যে আশ্বাস দিলেন তাহার কি প্রয়োজন। আ-মারদের শত্রুরদিগকে ও যাহারা আমারদের প্রাণ দণ্ড করি-তে চাহে তাহারদিগকে পায়ের নীচে পড়িয়া মরিতে দেখিলে কি পলাইতে দেখিলে আনন্দ কি হবে না। অতএব আ-পনি ও আমরা যাহাতে এই কর্ম্ম স্বচ্ছন্দে করিতে পারি, এমত উপায় আমরা আপনারদের চতুরতামতে চেষ্টা করি।

"প্রথমে আপনি নরকের উপযুক্ত ধূর্ত্ততাক্রমে যে তিন উপায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম, অহঙ্কাররূপ বারুদেতে নগর উড়াইয়া দেওয়া ভাল বটে, ও লোকদিগকে লম্পট ও অভিমানি করিলে অনেক উপ-কার হয়, কিন্তু তাহারদিগকে নিরাশ করিতে পারিলে অতি উত্তম হয়। অতএব আমরা আপনকার আজ্ঞা মস্তকে রা-খিয়া এই কার্য্য করিবার দুই উপায় স্থির করিলাম। প্রথমে আমরা লোকেরদিগকে সাধ্যপর্য্যন্ত দুরাচার করিব, পরে

আপনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অতি পরাক্রান্ত সৈন্যসহিত আসিয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিবেন, আমরা নগরে থাকিয়া সাহায্য করিব। আরো যত দেশের লোক আপনকার অধীন আছে তাহারদের মধ্যে বুঝি সন্দেহিরদের সৈন্যদল লইয়া আইলে নগর অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবেন। এই প্রকারে শত্রুরদিগকে জয় করিব। তাহাতে না হইলে গভীরস্থলের দ্বার মুক্ত হইবে ও নিরাশের বলেতে তাহারদিগকে ফেলা যাইবেক। আমারদের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যে অতিবিশ্বাস পাত্র লোভ ও কামভাব ও কোপ এই তিন জনকে লোকেরদের মধ্যে পাঠাইয়াছি। তাহারা ছদ্ম বেশ ধরিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিলে লোকেরা তাহারদিগকে কর্ম্ম দিয়াছে। লোভ পরিমিতব্যয়-জন্য-উন্নতি নাম লইয়াছে। মন তাহাকে কর্ম্ম দিয়াছে তাহাতে সেও লোভের প্রায় সমান দুষ্ট হইয়াছে। কামভাব অক্ষতিকর-আমোদ নাম লইয়া স্বেচ্ছাবলম্বির বাটীতে কর্ম্ম পাইল, তাহার প্রভুকে অতিশয় চঞ্চল করিয়াছে। কোপ সদ্ব্যগ্রতা নাম লইয়া ঈশ্বরীয়ভয়ের নিকটে কর্ম্ম পাইয়াছিল, কিন্তু সেই ঈশ্বরীয়ভয়ের সন্তোষ করা দুঃসাধ্য, অতএব তাহাকে তাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু কোপ কহে, আমি আপনিই তাহাকে ছাড়িয়া পলাইলাম, তাহা না করিলে আমাকে ফাঁসি দিত। নরাত্মার বিপরীত আমারদের কার্য্য ও অভিপ্রায়ে ইহারাই অতিশয় সাহায্য করিয়াছে। কেননা ঈশ্বরীয়ভয় যদিও নিত্য আড়াআড়ি করে. তথাপি অন্য দুই জন অত্যুত্তমরূপে কর্ম্ম চালাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় তাহারদের কার্য্য অতিশীঘ্র সফল হইবেক।

"দ্বিতীয় এই উপায় স্থির করিলাম, হাটের দিনে লোকেরা যে সময়ে সাংসারিক মায়াতে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ থাকে এমন সময়ে আপনি নগরে আক্রমণ করুন। সেই সময়ে তাহারা

সতর্ক থাকিবে না, নগরের প্রতি আক্রমণ হইবে ইহা মনেও উদয় হইবে না। আরো এমন সময়ে তাহারা আপনারদের রক্ষাও করিতে পারিবে না, আপনকার বিপরীত কিছু করিতেও পারিবে না। আপনি বাহিরহইতে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলে আপনকার বিশ্বাস পাত্র ও প্রিয় দাস আমরাও অন্তরে আপনকার সাহায্য করিব, এই প্রকারে নরাত্মার মধ্যে মহা গোল হইবার সম্ভাবনা, আর তাহারা সুস্থির না হইতেং তাহারদিগকে গ্রাস করিব। হে অতি ধূর্ত্ত নাগগণ ও অতি সম্ভ্রান্ত প্রভুরা যদি আপনারদের নাগতুল্য বুদ্ধিতে ইহার অপেক্ষা উত্তম উপায় প্রকাশ করিতে পারেন, তবে অতি শীঘ্র আপনারদের মনস্থ জানাইবেন ইতি।

"নরাত্মার অপকারের বাটীহইতে পাতালনিবাসি শূরগণের নিকটে ধর্ম্মনিন্দকের হাতে পত্র পাঠাইলাম।"

ঐ রাগাতুর ও নারকী লোকেরা নরাত্মার বিনাশ চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে নগরের লোকেরা মহাদুঃখেতে মগ্ন। তাহারা শাদাই রাজার ও তাঁহার পুত্রের বিপরীতে অত্যন্ত দোষ করিয়াছিল তাহাতে নগরের মধ্যনিবাসি শত্রুরা পুনশ্চ বল পাইল। আরো রাজা ও রাজপুত্র ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হন, এই জন্যে তাহারা বারম্বার ইম্মনুএলের নিকটে ও তাঁহার দ্বারা পিতা শাদাইর নিকটে পত্র পাঠাইয়াছিল, তথাপি তিনি একবারও তাহারদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন নাই। বরং নগরের লোকেরা আপনং বাটীতে ঐ দুষ্টদিগকে কর্ম্ম দিলে তাহারদের চাতুরী ও ধূর্ত্ততা দ্বারা তাহারদের দুঃখরূপ আকাশ ক্রমেং আরো ঘন হইয়া উঠিল, ইম্মনুএল আরো দূরে থাকিলেন। নগরের লোকেরদের ও সেনাপতিরদের অতিশয় পীড়া হইল, কেবল শত্রুরাই সুস্থ ও বলবান, তাহাতে তাহারা মস্তকস্বরূপ ও নরাত্মা লাঙ্গূল স্বরূপ হইবার সম্ভাবনা।

ইহার মধ্যে দিয়াবলের লোকেরা নরাত্মাহইতে শেষ যে পত্র ধর্ম্মনিন্দকের হাতে পাঠাইয়াছিল, তাহা অন্ধকারময় গহ্বরে দিয়াবলের নিকটে পঁহুছিল। ধর্ম্মনিন্দক পূর্ব্বমতে নরকদ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ঐ পত্র সর্ব্বিরসের দ্বারা প্রভুর নিকটে পাঠাইল।

কিন্তু সর্ব্বিরস ধর্ম্মনিন্দককে দেখিলে দুই জনই ভিক্ষুকের ন্যায় আপনারদিগকে মহৎ জ্ঞান করিয়া নরাত্মার ও নগরের বিনাশের উপায়ের এই প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সর্ব্বিরস কহিল ' আহা প্রিয় বন্ধু, তুমি কি পুনর্ব্বার নরক-দ্বার পর্ব্বতে আসিয়াছ। তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইল, ইহার সাক্ষী আমি সান্তামারিণাকে মানি।"

ধর্ম্মনিন্দক কহে "বটে নরাত্মার নিমিত্তে পুনরায় আইলাম।"

সর্ব্বিরস কহিল, "বল রে এইক্ষণে ঐ নগরের কি দশা।"

ধর্ম্মনিন্দক কহিল "আমারদের ও এই স্থানের কর্ত্তা প্রভুগণের পক্ষে নগরের অতিউত্তম অবস্থা বটে। ঈশ্বর সেবাতে তাহারদের অতিশয় অমনোযোগ হইয়াছে, তাহা আমারদের ইষ্ট বটে। তাহারদের প্রভুও অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন ইহাতেও আমারদের আনন্দ। আমাদের কএক জন বন্ধুর সঙ্গে তাহারদের অতিশয় প্রণয়। এইক্ষণে কেবল নগর অধিকার করিলেই হয়। আর আমারদের বিশ্বস্ত বন্ধুগণ ঐ নগর এস্থানের প্রভুগণের হস্তগত করিতে মন্ত্রণা করিতেছে। নগরের লোকেরদেরও অতিশয় পীড়া হইয়াছে। সর্ব্বসার এই আমরা তাহারদিগকে শেষে জয় করিবই এমন আশা হইতেছে"

সর্ব্বিরস কহিল, "এই সময়ে তাহারদের প্রতি আক্রমণ করা ভাল। সেই ব্যাপার অত্যন্ত যত্নেতে করা যায় ও ইষ্ট ফল শীঘ্র প্রকাশ হয় এই আমার বাঞ্ছা। দিয়াবলের

লোকেরদের পক্ষে আমার এইমত বিশেষ বাঞ্ছা হয়, কেননা ঐ বিশ্বাসঘাতক লোকেরদের মধ্যে তাহারদের নিত্য ভয়ে বাস করিতে হয়।"

ধৰ্ম্মনিন্দক কহিল "আমারদের উপায় প্রায় করা হইল। নগরনিবাসি আমারদের প্রধান২ লোকেরা দিবারাত্রি অত্যন্ত যত্ন করিতেছে। নগরের লোকেরা নির্ব্বোধ ঘুঘুর ন্যায়, আপনারদের দুর্দ্দশা চিন্তা করিবার ও বিপৎকাল সন্নিকট ইহা বিবেচনা করিবার কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। দিয়াবল যথা-শীঘ্র ঐ কৰ্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে ভাল। বিষয় বিবেচনা করিলে তোমারও অবশ্য এইরূপ বিচার হইবেক।"

সর্ব্বিরস কহিল, "এ কথা সত্য বটে, ইহা শুনিয়া আমার পরমাহ্লাদ হইল। চল হে সাহসিক ধৰ্ম্মনিন্দক, গহ্বরে চল। তোমাকে দেখিয়া লোকেরা অত্যন্ত আনন্দেতে নাচিবে। তোমার পত্র আমি পাঠাইয়াছি।"

তাহাতে ধৰ্ম্মনিন্দক গহ্বরে গেলে দিয়াবল তাহাকে দেখিয়া কহিল "আইস আমার বিশ্বস্ত দাস আইস, তোমার পত্র পা-ইয়া আমার অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে।" গভীর স্থলের অন্য প্রধান২ লোকও তাহাকে বন্দনাদি করিল। পরে ধৰ্ম্ম-নিন্দক নমস্কার করিয়া কহিল, "নরাত্মা প্রভু দিয়াবলের হস্তগত হউক আপনি চিরকাল তাহাতে রাজ্য করুন।" এই কথা কহিলেই নরকের মুখহইতে অতি গভীর ও ভয়ানক কোঁকানি হইল, তাহাতে চতুর্দিকস্থ পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল। ঐ কোঁকানিই নরকের বাদ্য স্বরূপ।

পরে তাহারা পত্র পাঠ করিয়া কি প্রকার উত্তর করিতে হইবে তাহার মন্ত্রনা করিল। তাহাতে লুসিফর প্রথমে কহিল।

"আমারদের যে লোক সকল নরাত্মায় থাকে তাহারা যত পারে ততই লোকেরদিগকে অতি কুকৰ্ম্ম করাউক, তাহারদের

এই প্রথম উপায় অতি-উত্তম। তাহা সফলও হইতে পারে। প্রাণ নষ্ট করিবার এই সদুপায়। অনেক বৎসর হইল আমারদের বন্ধু বালাম এইরূপ করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছিল। অতএব প্রাণনাশের এই সদুপায়। আমারদের লোকসকল এই নিয়মমতে সৰ্ব্বদাই করুক। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে এই উপায় বিফল হইতে পারে, নতুবা নয়, আর বোধ করি সেই নগর ঐ অনুগ্রহের পাত্র নহে। কিন্তু হাটের দিনে তাহারদের মন সাংসারিক দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্যেতে মগ্ন থাকিবে বলিয়া তাহারদের উপর আক্রমণ করা ভাল হয় কি না, এক কথার কিছু বিবেচনা করা উচিত। বিশেষতঃ সময়ের দোষ গুণে কার্য্য বিফল কি সফল হয়। উপযুক্ত সময় না হইলে সমস্ত কল্পনা বৃথা হবে। বন্ধুগণ কহে হাটের দিনই উপযুক্ত সময়, কেননা সে দিনে ক্রয় বিক্রয়েতে ব্যস্ত থাকে, এমন সময়ে কেহ নগরে আক্রমণ করিবে এরূপ চিন্তাও করিবে না। কিন্তু তাহারদের যদি সদ্বিবেচনা থাকে তবে অবশ্য এমন দিনে দ্বিগুণ প্রহরি নিযুক্ত করিবে। আর তাহারদের বর্ত্তমান দশা বুঝিয়া যদি সেই দিনে অনেক রক্ষক নিযুক্ত করে, অথবা যদি সৈন্যেরা সে সমস্ত দিন অস্ত্র ধরিয়া থাকে, তবে মহাশয়েরা তোমারদের উদ্যোগও বিফল হইবার সম্ভাবনা, অথচ ঐ নগরে আমারদের যে বন্ধুরা থাকে তাহারা কোন ক্রমেই রক্ষা পাইবে না, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবেই।

তাহাতে বালজিবুব উত্তর করিল, "মহাশয়ের কথা বিচার যোগ্য বটে। কিন্তু নগরের লোকেরা সতর্ক হয় কি না হয় বলা যায় না। আর মহাশয়ও এই কথা নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া কহিয়াছেন এমন নয়। বিবেচনার নিমিত্তেই কহিয়াছেন। অতএব নরাত্মার লোকেরা নগরের জীর্ণ দশা বুঝে কি না, আর আমারদের কল্পনার গন্ধ পাইয়াছে কি না ইহা অগ্রে জানা উচিত। যদি তাহারদের এমত অনুভব হইয়া থাকে

তবে নগরের দ্বারে প্রহরি নিযুক্ত করিবে ও হাটের দিনে দ্বিগুণ প্রহরি রাখিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা সতর্ক নাই ইহা যদি দেখা যায়, তবে যে কোন দিনে আক্রমণ করিলেই করা যাবে, কিন্তু হাটের দিন উত্তম বটে এই আমার বিবেচনা।"

তাহাতে দিয়াবল কহিল "ইহার সন্ধান কিরূপে পাইব।" তাহাতে কেহ উত্তর করিল "ধর্ম্মনিন্দককে জিজ্ঞাসা কর।" ধর্ম্মনিন্দককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা হইলে সে উত্তর করিল, "হে মহাশয়েরা নরাত্মার বর্ত্তমান অবস্থার যেপর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহা কহি। তাহারদের বিশ্বাস ও প্রেম কম হইয়াছে। ইম্মনুএলও তাহারদিগকে ছাড়িয়াছেন। ফিরিয়া আসিবার জন্যে তাহারা পুনঃ২ প্রার্থনাপত্র পাঠাইতেছে কিন্তু উত্তর পায় না। তাহারদের সদাচরণ করিবার উদ্যোগ দেখা যায় না।"

দিয়াবল কহিল, "তাহারদের সদাচরণ করিবার উদ্যোগ নাই এই অতি আনন্দের কথা, কিন্তু প্রার্থনা যে করিতেছে ইহাতেই সন্দেহ হয়। তবে কি না মন দিয়া প্রার্থনা করে না, ইহার প্রমাণ তাহারদের কদাচরণ। মনঃসংযোগ না হইলে কর্ম্ম বৃথা হয়। কিন্তু মহাশয়েরা কথা কহুন আমি আর বাধা করিব না।"

বালজিবুব কহিল "ধর্ম্মনিন্দক নরাত্মার যে বিবরণ কহিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে দিনের নিমিত্তে কিছু আইসে যায় না। যেহেতু কি প্রার্থনাতে কি বলেতে কিছুতেই উপকার হইতে পারে না।"

বালজিবুবের কথা হইলে পর আপলিয়োন কহিল "আমি বোধ করি এই কর্ম্ম অতি ত্বরায় না করিয়া অতি চতুর ও সতর্ক হইয়া করিলে ভাল। নরাত্মার বিনাশ করিবার জন্যে পাপ যেমন উপায় হয় তাহার সমান আর উপায় নাই। অতএব নরাত্মাতে আমারদের যে বন্ধুরা আছে তাহারা লো-

কেরদিগকে অধিক পাপেতে লওয়াইয়া আরো মন্দ ও দুষ্ট করুক। এই উপায় যদি সফল হয় তবে তাহারা সতর্ক হইবে না, প্রার্থনাদিও করিবে না, ও নরাত্মার রক্ষা ও নির্ব্বিঘ্নভাব যাহাতে সম্ভাবনা হয় এমত কোন উপায় করিতে পারিলেও, করিবে না। ক্রমেং ইম্মনুএলকে ভুলিবে, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে বাঞ্ছাও রাখিবে না, এই ভাবে তাহারদিগকে রাখিতে পারিলে যুবরাজও ত্বরায় তাহারদের নিকটে আসিবেন না। আমারদের বিশ্বস্ত বন্ধু কপটনির্ব্বিঘ্ন একই উপায় করিয়া তাঁহাকে নগরহইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তবে লোভ ও কামভাব যত্ন করিলে কেন তাঁহাকে বাহিরে রাখিতে না পারে। আর কহি, যদি নরাত্মার লোক আমারদের দুই তিন লোককে নগরে রাখিয়া আশ্বাস দেয়, তবে তাহাতে ইম্মনুএলের ফিরিয়া যাইবার যত বাধা হয় ও নগর আমারদের হাতে পড়িবার যত সাহায্য হয় তত ইম্মনুএলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মহাদল সৈন্যকে পাঠাইলেও হইতে পারে না। এই কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, মহাশয়েরা জানেন। অতএব নরাত্মায় আমারদের বন্ধুরা যে উপায় করিতেছে তাহা অতিশয় চাতুর্য্যক্রমে উদ্যোগী ও ব্যগ্র হইয়া করুক। তাহারা ছদ্মবেশধারি অন্য কএক জনকে নরাত্মাকে ভুলাইতে নিত্য পাঠাউক। তাহা করিলে বুঝি তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে ধন ব্যয় করিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি যুদ্ধ করিতে হয় তথাপি যত পাপ বাড়ে তত আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহারা অপারক হইবে, আমরাও তত সহজে তাহারদিগকে জয় করিব। যদি বল ইম্মনুএল ফিরিয়া আইলে আমারদের অত্যন্ত বাধা হইতে পারে। তাহা বটে। তথাপি যে উপায় করিয়া তাঁহাকে একবার তাড়ান গিয়াছে সেই প্রকার কোন উপায়ে তাঁহাকে আরবার কেন তাড়ান যাইতে পারিবে না। একবার পাপ করাতে যদি তিনি কিঞ্চিৎ কাল তাহারদিগকে

ত্যাগ করিয়াছেন, তবে আরবার পাপে পড়িলে একেবারেই ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, আটক কি। এমন যদি করেন তবে ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র ও ফিঙ্গা ও সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্য সামন্ত সকল লইয়া যাইবেন। নরাত্মা উলঙ্গ ও অস্ত্রহীন রহিবে। আর যুবরাজ নরাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলে লোকেরা স্বেচ্ছাতেই তাহারদের নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিবে। কিন্তু এই সকল মহৎ কর্ম্ম এক দিনে হয় না, অনেক কাল করিতে২ হয়।"

আপলিয়োনের এই কথা হইলে পর দিয়াবল ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া আপনার উত্তর দিল, "হে গভীর স্থলের পরাক্রান্ত প্রভুরা, প্রকৃত ও বিশ্বাসপাত্র বন্ধুগণ, তোমারদের বহু কথা শুনিতে২ আর সহ্য করিতে পারিলাম না, অতিশয় ক্লেশ জন্মে, সহ্য না করাই আমার উপযুক্ত গুণ বটে। আমার বড় মুখ বড় পেট, নরাত্মা নগর গ্রাস করিবার ক্ষুধায় আর থাকিতে পারি না। তোমারদের কল্পনা সফল হইতে২ বহুকাল লাগিবে, অতএব যা হবার তা হবে, আমার বিলম্ব সহে না। এইক্ষণেই শরীর প্রাণ সুদ্ধ নরাত্মাকে খাইয়া ফেলিয়া আমার গভীর স্থলরূপ উদর পূর্ণ করিবার ইচ্ছা হয়। অতএব তোমরা মন বুদ্ধি শক্তি দিয়া আমার সাহায্য কর। আমরা নরাত্মাকে পুনরায় অধিকার করিতে যাই।'

গভীর স্থলের প্রধান২ লোক দেখিল, দুর্ভগা নরাত্মাকে গ্রাস করিতে দিয়াবলের অত্যন্ত লালসা হইল, অতএব তাহারা আর আপত্তি না করিয়া, সম্পূর্ণ শক্তিমতে তাহার সাহায্য করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু আপলিয়োনের পরামর্শক্রমে যদি কার্য্য করিত তবে নগরের অত্যন্ত দুঃখ হইত। কিন্তু ইহার পরে আমারদের কোন কর্ম্ম করিতে হইলে পাছে দিয়াবল আমারদের সাহায্য না করে, এই ভয়েতে তাহারা এই সময়ে দিয়াবলের সাহায্য করিতে স্থির করিল। পরে

দিয়াবল কি প্রকারে ও কত সৈন্য লইয়া নগর অধিকার করিতে যাইবে ইহার পরামর্শ করিতে লাগিল। কতক কাল তর্ক বিতর্ক করিলে পর তাহারা স্থির করিল, নরাত্মাতে দিয়াবলের যে লোকেরা থাকে তাহারা পত্রেতে লিখিয়াছে সন্দেহিদিগকে পাঠাইলে উপকার হয়, তাহারাই এই যুদ্ধের উপযুক্ত বটে, অতএব তাহারদের বিশ ত্রিশ হাজার লোককে নরাত্মায় যুদ্ধ করিতে পাঠান যাউক। এইরূপে গভীর স্থলের প্রধানং ও পরাক্রান্ত লোকেরা সভাস্থ হইয়া শেষ এই নির্দ্ধারণ করিল, দিয়াবল অগৌণে সন্দেহিরদের দেশে ঢক্কা মারিয়া দুর্ভগা নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সৈন্যদল সংগ্রহ করুক। ঐ সন্দেহিরদের দেশ নরকদ্বার পর্ব্বতের নিকটে। আরো স্থির করিল ঐ প্রধানং পরাক্রান্তেরা এই যুদ্ধেতে দিয়াবলের সাহায্য করিবে ও তাহার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইবে। ইতিমধ্যে দিয়াবলের যে লোকেরা নরাত্মায় লুকাইয়াছিল তাহারা ধর্ম্মনিন্দকের আসিবার অপেক্ষায় থাকিল। তাহারদের নিকটে পত্রের উত্তর লিখিয়া দিয়াবল ধর্ম্মনিন্দকের হাতে পাঠাইল। পত্রের মর্ম্ম এই।

" অন্ধকারময় ও ঘোরতর গহ্বর নরক নিবাসি দিয়াবল ও অন্ধকারের প্রধানং লোক সভাস্থ হইয়া, নরাত্মার প্রাচীরের মধ্যে ও তাহার নিকট নিবাসি বিশ্বাসপাত্র বন্ধুগণের প্রতি মঙ্গলাবেদন করিতেছে। 'নরাত্মা নগরের বিপরীত তোমারদের বিষময় ও বিনাশক অভিপ্রায়ে আমারদের শয়তানী উত্তর পাঠাইবার বিলম্ব হইয়াছে। বোধ করি অপেক্ষা করিতেং তোমরা প্রায় সহ্য করিতে পারিলা না। এইক্ষণে হে স্বজাতিরা, জানিবা তোমারদের লইয়া দিনেং শ্লাঘা করি, তোমারদের কার্য্য জানিয়া আমরা বারো মাসেই আনন্দ করি। আমারদের বিশ্বাসপাত্র ও অতি প্রিয় বৃদ্ধ ধর্ম্মনিন্দকের দ্বারা তোমারদের পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হই-

লাম। আরো জানিবা ঐ পত্র পাঠ করিলেই এই ঘোরতর গভীর গহ্বরের সকল লোক আনন্দেতে মহাধ্বনি করিল। তা-হাতে নরকদ্বার পর্ব্বতের চতুর্দ্দিগে যত পর্ব্বত সকলই কাঁপি-তে২ প্রায় পড়িয়া গেল।

"তোমরা আমারদের প্রতি যে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছ ও নরাত্মার বিপক্ষে আমারদের সেবা করিতে যে যত্ন করি-য়াছে তাহা জানিয়া আমরা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলাম। ঐ নগরের বিদ্রোহিরদের বিপরীত তোমরা যে উপায়ের প্রস্তাব করিয়াছ তাহাহইতে উত্তম উপায় নরকের বুদ্ধিমানেরাও স্থির করিতে পারিল না। অতএব তোমরা এই বার যে প্রস্তাব করিয়াছ তাহা জানিয়া আমরা হৃষ্ট হইয়া সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইলাম।

"আরো চাতুরীর ব্যাপারেতে তোমারদের সাহস বৃদ্ধি করিবার জন্যে তোমারদিগকে জানাই, এই স্থানের প্রধান২ লোক সভাস্থ হইয়া তোমারদের পরামর্শের অতি সূক্ষ্ম বিচার করিল। কিন্তু নরাত্মা নগর অধিকার করিবার যে উপায় তোমরা বলিয়াছ তাহাহইতে সদুপায় ঐ বুদ্ধিমানেরাও স্থির করিতে পারিল না।

"প্রধান২ লোকের মধ্যে কেহ২ অন্য২ প্রস্তাব করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইল না, তোমারদেরই প্রস্তাব দিয়াবল রাজা দৃঢ়-রূপে মানিল, ও তদনুসারে কার্য্য করিতে তাহার বড়মুখ ও বিস্তারিত উদর আরো বাড়িয়া উঠিল।

"তোমারদিগকে আরো জানাই তোমারদের উদ্ধারের নি-মিত্তে ও বিদ্রোহি নরাত্মা নগরের বিনাশের জন্যে অতি সা-হসী রাগাল নির্দ্দয় দিয়াবল সন্দেহিরদের বিশ সহস্র সৈন্য একত্র করিতেছে। তাহারা সকলি সাহসিক বহু ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, যুদ্ধ করিতেও নিপুণ। এই কর্ম্মেতে দিয়া-বলের মন প্রাণ আসক্ত হইল, অতএব অতিশীঘ্র করি-বে। তোমরা এতদিন আমারদের সপক্ষ হইয়া যেমন আ-

মারদিগকে পরামর্শ ও আশ্বাস দিয়াছ, তেমন আমারদের অভিপ্রায় সফল করিতে যত্ন কর। ইহাতে তোমারদের ক্ষতি হইবে না, বরং লাভ হইবে, তোমারদিগকেই নরাত্মার অধিপতি করিব।

"আরো তোমরা আপনারদের পরাক্রম ও চাতুরী মতে নরাত্মাকে ভুলাইয়া ও কুপরামর্শ দিয়া তাহারদিগকে অধিক পাপি ও দুষ্ট কর, এই আমারদের সকলের বাঞ্ছা। যেহেতুক পাপ সম্পূর্ণ হইলেই মৃত্যু হয়। অতএব ইহাতে ত্রুটি করিবা না।

"আমরা বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলাম, লোকেরা যত পাপী ও দুষ্ট ও ভ্রষ্ট হয়, ততই ইম্মনুএল তাহারদের নিকটে আসিতে কি তাহারদের উপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন না, আর যত পাপ করে ততই দুর্ব্বল হয়, তাহাতে আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না পারিলে আমরা আক্রমণ করিয়া তাহারদিগকে গ্রাস করিব। আরো কি জানি যদি তাহারদের দোষপ্রযুক্ত মহা শাদাই রাজা তাহারদিগকে রক্ষা করিতে না চাহেন, ও লোক পাঠাইয়া আপনার ভিত্তিভঞ্জক যন্ত্র ও ফিঙ্গা ও সৈন্যাধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত সমস্ত ফিরিয়া লন, তাহাতে নরাত্মা উলঙ্গ ও অস্ত্রহীন হইয়া আপন ইচ্ছাতেই আমারদের নিমিত্তে নগরের দ্বার খুলিয়া দিবে। তাহাতে যেমন ভোক্তার মুখে ডুম্বর পড়ে তেমনি তাহারা সহজেই আমারদের হাতে পড়িবে। আমরাও আসিয়া অনায়াসে নগর জয় করিব।

"নগরে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ২ তোমারদেরই মত বোধ করে, হাটের দিনে অথবা হাটের দিনের রাত্রে গেলে ভাল হয়। যাহা হউক তোমরা নিত্য প্রস্তুত থাক। বাহিরে ঢাকের ধ্বনি শুনিলে তোমরাও ভিতরে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল কর (১ পিত। ৫॥৮।) তা-

হাতে নরাত্মা ভিতরে বাহিরে দুঃখ পাইয়া সাহায্য পাইবার জন্যে কোন্ দিগে যাবে তাহা ঠাহরিতে পারিবে না। লুসিফর অ'পলিয়োন বালজিবুব লেজিওনপ্রভৃতি ও প্রভু দিয়াবল তোমারদিগকে নমস্কার করিয়াছে। আমারদের ক্রিয়ার ফল আমারদের যদ্রূপ ভোগ হইতেছে তোমারদের ক্রিয়া সফল হইলে তোমারদেরও তদ্রূপ ভোগ হয় এই আমারদের বাঞ্ছা।

"অতি ভয়ঙ্কর গভীর স্থলের অতি ভয়ানক প্রদেশ নিবাসি আমরা ও আমারদের সহিত সহস্র২ লোক তোমারদিগকে বন্দনাদি করে। আর আপনারদের কার্য্য সফল হওয়ার জন্যে আমারদের যে রূপ বাঞ্ছা তেমনি তোমারদেরও কার্য্য সিদ্ধি বাঞ্ছা হইতেছে। ধর্ম্মনিন্দক দ্বারা এই পত্র পাঠাইলাম ইতি।"

পত্র পাইয়া ধর্ম্মনিন্দক ভয়ঙ্কর গভীরস্থলহইতে নরাত্মা নগরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া গহ্বরের দ্বারে উপস্থিত হইল। সে স্থানে সর্ব্বিরস তাহাকে দেখিয়া কহিল "কি সম্বাদ নরাত্মার জন্যে কেমন পরামর্শ হইয়াছে।"

ধর্ম্মনিন্দক কহিল "এক প্রকার ভাল বটে। আমি যে পত্র আনিয়াছিলাম তাহা সকলের সুগ্রাহ্য ও সকলে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। নরাত্মাতে আমারদের যে লোক আছে তাহারদিগকে জানাই গিয়া। পত্রের উত্তর আমার কাছে আছে, তাহা পড়িলে প্রভুরা অবশ্যই আনন্দ পাইবে, তাহারদের কার্য্য করিতে সাহস দেওয়া যাইতেছে, আর দিয়াবল নগর বেষ্টন করিলে তাহারাও ভিতরে মহা উদ্যোগ করিবে, পত্রের এই মর্ম্ম।"

সর্ব্বিরস কহিল "দিয়াবল আপনি কি তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবে।"

ধর্ম্মনিন্দক কহিল "তাহার সন্দেহ কি। আপনিও যাইবে ও তাহার সঙ্গে সন্দেহিরদের দেশহইতে বিশ হাজার

সৈন্য বাছিয়া লইবে, ইহারা যুদ্ধেতে পটু ও বহু ক্লেশ সহ্য করিতে পারে।"

সর্ব্বিরস এই কথা শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিল 'দুর্ভগা নরাত্মার বিপক্ষে এমন সাহসযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে বটে। আমিও ঐ সন্দেহিরদের সহস্র জনের অধ্যক্ষ হইয়া নরাত্মার যুদ্ধেতে গিয়া অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করি, এই বাঞ্ছা।"

ধর্ম্মনিন্দক কহিল "তোমার বাঞ্ছাও পূর্ণ হইতে পারে। তোমাকে উপযুক্ত সাহসী দেখা যাইতেছে, প্রভুও সাহসিক ও নির্ভয় লোককেই চাহে। কিন্তু আমার বিলম্ব সহে না, ত্বরায় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে হবে।"

সর্ব্বিরস কহিল "বটেং। এই স্থানের অতি চতুর লোকেরদের কুপরামর্শ লইয়া যাইতেছ, শীঘ্র যাও। আর অপচয়ের যে বাটীতে দিয়াবলের লোকেরা ষড়যন্ত্র করিতে সভাস্থ হয়, সেই বাটীতে গেলে তাহারদিগকে কহিবা, সর্ব্বিরসও তোমারদের সাহায্য করিতে চাহে অনুমতি পাইলে সৈন্যেরদের সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরে আসিবে।"

ধর্ম্মনিন্দক কহিল "বলিব। নগরের প্রভুরা তাহা শুনিয়া ও পরে তোমাকে দেখি। অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে।"

এইপ্রকারে কতক বন্দনাদি করিলে পর, আপন বন্ধু সর্ব্বিরসের স্থানে বিদায় হইয়া চলিল। সর্ব্বিরসও গভীর স্থলের সহস্রং মঙ্গলেচ্ছা জানাইয়া তাহাকে অতি শীঘ্র যাইতে কহিল। তাহা শুনিয়া ধর্ম্মনিন্দক নমস্কার করিয়া অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল।

নরাত্মায় পহুছিয়া একেবারে অপচয়ের বাটীতে গিয়া দেখিল তাহার অপেক্ষায় লোকেরা একত্র বসিয়া আছে। অতএব তাহারদের হাতে পত্র দিয়া কহিল 'মহাশয়েরা গভীর স্থলের ও গহ্বরের প্রধানং পরাক্রান্ত প্রভুরা স্বজাতীয় প্রকৃত লোক যে আপনারা আপনারদিগকে মঙ্গলাবেদন করি-

য়াছে। নরাত্মা নগর প্রভু দিয়াবলের হস্তগত পুনরায় করিতে তোমরা যে উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও অতি সাহসের কার্য্য করিতেছ, তাহার নিমিত্তে উপযুক্তমতে তোমারদের নিত্য মঙ্গল হয় এই বাঞ্ছা করে।"

তৎকালে দুর্ভাগা নরাত্মার এই অবস্থা। লোকেরা রাজকুমারকে বিরক্ত করিলে তিনি প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাহারদের মনোযোগ না থাকাতে নরকের পরাক্রান্তেরা সম্পূর্ণ বিনাশ চেষ্টা করিতে সাহস পাইয়াছিল।

নরাত্মার পাপের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ চেতনা ছিল বটে, কিন্তু দিয়াবলের লোকেরা হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। লোকেরা প্রার্থনা করিল, কিন্তু ইম্মনুএল উপস্থিত নহেন ও তাহারদের প্রার্থনামতে সে কালপর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসেন নাই। কখন ফিরিয়া আসিবেন কি না ইহা জানিল না। আর শত্রুরদের যে শক্তি ও যেরূপ চেষ্টা তাহাও বুঝিল না। তাহারদিগকে নষ্ট করিতে শত্রুরা যে মন্ত্রণা করিয়াছিল তাহা সিদ্ধ করিতে যেপর্য্যন্ত চেষ্টা হইতেছিল তাহাও জানিল না।

তাহারা রাজার নিকটে বারম্বার প্রার্থনা করিতে থাকিল কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তাহারা সদাচরণ করিতে মনোযোগ করিল না। তাহাতে দিয়াবল বড় সন্তুষ্ট। সে জানিল লোকেরা যদি অন্তঃকরণে অধর্ম্ম মানে তবে রাজা তাহারদের কথা শুনিবেন না (৬৬ গীত। ১৮।) অতএব তাহারা ক্রমে২ আরো দুর্ব্বল হইতে লাগিল ও ঘূর্ণবায়ুতে কোন বস্তু যেমন ঘুরিতে থাকে তেমনি হইল। তাহারা রাজার স্থানে উপকার প্রার্থনা করিয়া অন্তরে দিয়াবলের লোকদিগকে প্রতিপোষণ করিল, তবে রাজা তাহারদের কি করিবেন। আরো সে সময়ে নরাত্মার মধ্যে অত্যন্ত গণ্ডগোল হইল। নরাত্মার লোকেরা দিয়াবলের লোকেরদের সঙ্গে২ পথে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা ঐ দুষ্টেরদের মঙ্গলপর্য্যন্ত চেষ্টা

করিতে লাগিল। তাহারদের এই বিবেচনা "নরাত্মার মধ্যে অতিশয় পীড়াপ্রযুক্ত অনেকে মরিয়াছে, তবে দুষ্টেরদের সঙ্গে আমারদের শত্রুভাব রাখার কি ফল।" আরো নরাত্মার দুর্ব্বলতাই শত্রুরদের বল ও নরাত্মার পাপই উহারদের লাভ। শত্রুরাও কহিতে লাগিল "এইক্ষণে আমরা নগর অধিকার করিব।" নরাত্মার লোক কে ও দিয়াবলের লোক বা কে, ইহার প্রায় বিশেষ জানা যাইতে পারিত না, উভয়ই নরাত্মার কর্ত্তাস্বরূপ কর্ম্ম করিল, বরং ঐ শত্রুরদের সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নরাত্মার ক্রমে২ হ্রাস হইল। রোগেতে নরাত্মার পুরুষ স্ত্রী বালক সর্ব্বসুদ্ধ একাদশ সহস্র লোক মরিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর শাদাই রাজার অনুগ্রহেতে সুসন্ধানি নামক এক ব্যক্তি ছিল. সে নরাত্মাকে বড় ভাল বাসিত। সে এদিগ ওদিগ বেড়াইয়া নগরের অমঙ্গল কেহ করিয়াছে কি না ইহার তত্ত্ব লইত। ঐ ব্যক্তি অতি সংশয়চিত্ত ও নগরের মধ্যে কিম্বা বাহিরে দিয়াবলের কোন লোক নগরের বিনাশ চেষ্টা করিবে তাহার মনে নিত্য এমন সন্দেহ ছিল। এক দিবস রাত্রে ঐ ব্যক্তি এদিগ ওদিগ দেখিতেং গিয়া নরাত্মা নগরে জঘন্যপর্ব্বত নামক এক স্থানে গেল। সে স্থানে দিয়াবলের লোকেরা কোন এক ঘরে বসিয়া মন্ত্রণা করিত। সে ঘরে ফুস্‌ং শব্দ শুনিয়া চুপেং নিকটে গেল। পান্দাড়ে কিঞ্চিৎকাল দাঁড়াইয়া শুনিল এক জন অতি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছে “কিছু কাল পরে দিয়াবল পুনরায় নরাত্মার অধিকার করিবে, তাহা করিলে আমরা নগরের সকল লোককে খড়গেতে নষ্ট করিব ও রাজার সকল সেনা-পতিকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরদিগকে তাড়াইয়া দিব।” সে আরো কহিল “এই কর্ম্ম করিবার জন্যে দিয়াবল বিশ হাজারের অধিক লোককে প্রস্তুত করিতেছে এক মাসের মধ্যে তোমরা সকলই তাহা দেখিবা।”

দুষ্টেরদের মন্ত্রণা প্রকাশ।

সুসন্ধানী এই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া লেখকের ঘরে গিয়া তাহাকে কহিল। লেখক দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশককে ডাকিয়া সম্বাদ দিল। সে সময়ে প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক মনে দুঃখিত ছিল অতএব দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক প্রধান উপদেশকের কর্ম্ম করি তেছিল। সে জন সকল লোককে সম্বাদ দিয়া তাহারদের এই

প্রকারে ভয় জন্মাইল। প্রথমে ঐ কথা কহিলেই ভজনালয়ের ঘণ্টা বাজাইল। তাহাতে লোকেরা আইলে উপদেশক সতর্ক থাকিবার কএক কথা কহিয়া বলিল "এই কথার মূল সুসন্ধানির কথা, নরাত্মার বিপরীত অতি ভয়ঙ্কর মন্ত্রণা হইতেছে, আমারদের সকলকে এক দিবসেই নষ্ট করিতে চাহিয়াছে। সুসন্ধানির এই কথা তুচ্ছ করা উচিত নহে। সে অতি ধীর ও সদ্বিবেচক। নরাত্মাকে ভাল বাসে, মিথ্যা চর্চ্চা করে না, মিথ্যা জনরব তোলে না, গোড়াঅবধি বুঝিয়া লয়, অমূলক কোন সম্বাদ প্রচার করে না। তাহাকে ডাকা যাউক, তাহার মুখের কথা শুন।"

তাহাতে সুসন্ধানী শীঘ্র আসিয়া সকল বিবরণ জানাইল ও সকল কথা বিশেষ করিয়া এমন সত্য প্রমাণ করিল যে তাহাতে নরাত্মার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। সে কথা কহিলে পর উপদেশকও কহিল, "হে মহাশয়েরা, সুসন্ধানির কথায় বিশ্বাস করা উচিত। যেহেতুক আমরা শাদ্দাই রাজাকে বিরক্ত করিয়াছি, আমারদের পাপপ্রযুক্ত ইম্মনুএল নগর ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমরা দিয়াবলের লোকেরদের সঙ্গে অনেক আলাপ করিতে২ আপনারদের মঙ্গল ভুলিয়াছি। অতএব ভিতরে ও বাহিরে শত্রুরা আমারদের বিনাশ করিতে মন্ত্রণা করে, ইহার আশ্চর্য্য কি। তাহারদের উত্তম সময়ই এই কাল। এইক্ষণে নগরে অনেক পীড়া আছে, আমরাও তাহাতে দুর্ব্বল হইয়াছি। অনেক ভাল২ লোক মরিয়াছে। দিয়াবলের লোকেরা ক্রমে২ আরো জোর পাইতেছে।"

উপদেশক আরো কহিল "ইহার অধিকও আছে। সুসন্ধানী কহিয়াছে আমি গাঁঠা দিয়া শুনিলাম এ নগরে দিয়াবলের যে লোকেরা থাকে তাহারা গভীর স্থলের লোকেরদের নিকটে আমারদিগকে নষ্ট করিবার কথা ধরিয়া কএক পত্র লিখিয়াছে ও কএক পত্রও পাইয়াছে।" নরাত্মার লোকেরা

এই সকল কথা শুনিয়া অপ্রমাণ করিতে না পারিয়া অতি উচ্চ শব্দে বিলাপ করিতে লাগিল। সুসন্ধানীও সকল লোকের সাক্ষাতে উপদেশকের কথা প্রমাণ করিল অতএব লোকেরা পুনর্ব্বার আপনারদের পাপ নিমিত্তে অতিশয় খেদ করিয়া শাদাই ও তাঁহার পুত্রের নিকটে পুনঃ২ প্রার্থনা পত্র পাঠাইতে লাগিল। আরও তাহারা এই সকল বৃত্তান্ত নরাত্মা নগরের সেনাপতি ও প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ ও যোদ্ধারদের নিকটে জানাইয়া নিবেদন করিল "তোমরা উদ্যোগ কর ও অতি সাহসী হও, আপনারদের অস্ত্র শস্ত্র দেখ, শুনিয়াছি দিয়াবল আসিবে। দিনে কি রাত্রে আসিবে বলা যায় না। নরাত্মাকে ঘেরিলে তোমরা যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ কর।"

সেনাপতিরা নরাত্মাকে সরল ভাবে ভাল বাসিত। অতএব তাহারা ঐ কথা শুনিয়া অতি সাহসভাবে শীমশোনের ন্যায় বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া সভা করিল, তাহাতে এইরূপ বিচার হইল। "নরাত্মা এইক্ষণে বেয়ারাম ও দুর্ব্বল ও দীন হীন আছে, এমন সময়ে দিয়াবল ও তাহার বন্ধুরা আমারদের সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে। এখন আমারদের কি করিতে হইবে।" তাহাতে এই স্থির হইল।

১। নরাত্মার সকল দ্বার শক্ত করিয়া বাঁধি। ও দ্বারে২ তৈনাতি সৈন্যেরদিগকে রাখা যাউক। কেহ ভিতরে আইলে কি বাহিরে গেলে ঐ সেনারদের অধ্যক্ষেরা তাহারদিগের সন্ধান লউক (১ করি। ১৬।।১৩।) তাহাতে যাহারা কুমন্ত্রণা করিতেছে তাহারা যাইবার কি আসিবার কালে ধরা পড়িবে, আর আমারদের বিনাশ করিতে কে চাহে তাহারদের প্রধান২ ব্যক্তির উদ্দেশ পাইব। (বিলাপ ৩।। ৪০।)

২। নরাত্মা নগরের মধ্যে দিয়াবলের লোকদিগের সন্ধান লওয়া যাউক। এই জন্যে ঘরে২ প্রত্যেক জনকে বিশেষমতে

খুঁজিয়া লও, যাহারা এই মন্ত্রণাতে আছে তাহারদিগকে ধরা যাইবেক। (ইব্রী। ১২ ॥ ১৫, ১৫।)

৩। দিয়াবলের কোন লোককে যাহার ঘরে পাওয়া যায়, সে নরাত্মার কি অন্য কোন নগরের লোক হউক, তাহার প্রকাশরূপে শাজা হইবে, তাহাতে লোকেরদের মনে ভয় লাগিবে। (য়িরি। ৫ ॥ ৬।)

৪। রাজকুমার উচিত কর্ম্ম করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ও পিতার দৃষ্টিতে মহাঅপরাধী হইয়াছি, এই কথা বিলাপ ও খেদ ও উপবাস করিয়া তাঁহার নিকটে স্বীকার করা যাউক। ইহার জন্যে এক দিন নিরূপণ করি। সেই দিনে যদি কেহ উপবাস না করে ও খেদ না করে কিন্তু সংসারের কর্ম্মেতে আসক্ত থাকে কিম্বা পথে ঘাটে বেড়ায় তবে তাহাকে দিয়াবলের লোক জানিয়া পাপের নিমিত্তে তাহার দণ্ড করিতে হইবে।

৬। আর স্থির করিল আমরা অতি শীঘ্র ও অত্যন্ত খেদ করিয়া শাদাই রাজার নিকটে উপকার প্রার্থনা করিব। আর সুসন্ধানী যে সকল কথা কহিয়াছে তাহাও মহারাজকে জানাইব।

৬। আর সুসন্ধানী অত্যন্ত যত্ন করিয়া নগরের মঙ্গল করিয়াছে এই নিমিত্তে তাহারা তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল। ও লোকেরদের মঙ্গল ও শত্রুরদের দমন করিতে নিত্য ইচ্ছা করে তাহার এমন স্বভাব থাকাতে তাহাকে নগরের প্রধান চর করিল।

পরে নগরের লোকেরা ও সেনাপতিরা ইহা স্থির করিয়া দ্বার বন্দ করিল, ও দিয়াবলের লোকদিগকে খুঁজিতে লাগিল, ও যাহার২ ঘরে কাহাকে পাওয়া গেল তাহাকে প্রকাশরূপে শাজা দিল। তাহারা উপবাস করিয়া যুবরাজের নিকটে পুনরায় প্রার্থনাপত্র পাঠাইল। সুসন্ধানীও যে কর্ম্মেতে

নিযুক্ত ছিল সেই কর্ম্ম একান্ত মনে করিতে লাগিল, কেবল নগরের মধ্যে নয় কিন্তু নগরের চারি দিগে দেখিতে শুনিতে বেড়াইতে লাগিল।

কতক দিন পরে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া নরকদ্বার পর্ব্বতের নিকটে সন্দেহিরদের দেশে গেল। তাহাতে নরাত্মায় যে কথা শুনিয়াছিল তাহা সে স্থানেও শুনিল, আর দিয়াবল যুদ্ধ করিবার জন্যে আসিতে প্রায় উদ্যত আছে দেখিল। তাহাতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া নরাত্মার সকল সেনাপতিকে ও প্রাচীনদিগকে ডাকিয়া কহিল "আমি অমুক স্থানে গিয়াছিলাম এই সকল দেখিলাম ও শুনিলাম। বিশেষ এই। দিয়াবল যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। যে অবিশ্বাস পূর্ব্বে নরাত্মার কারাগারহইতে ছুটীয়া পলাইয়াছিল তাহাকে প্রধান সেনাপতি করিয়াছে। তাহার সৈন্যদল সকলই সন্দেহী, বিশ সহস্র হইবে। আরো দিয়াবল আপনার সঙ্গে গভীর স্থলের প্রধান কর্ত্তারদিগকে ঐ সন্দেহিরদের অধ্যক্ষ করিয়া আনিতে চাহিয়াছে, ও নগরকে দিয়াবল রাজার হস্তগত করিবার জন্যে অন্ধকারের অনেক লোক তাহার সঙ্গে আসিবে। আরও সন্দেহিরদের মুখে ইহা শুনিলাম, অবিশ্বাস প্রভুভক্ত লোক ও নরাত্মার চিরশত্রু, এই নিমিত্তে তাহাকেই প্রধান সৈন্যধ্যক্ষ করিয়াছে। ও সেই অবিশ্বাস নরাত্মেতে যে অপমান পাইয়াছিল তাহা মনে রাখিয়া নগরের হিংসা করিতে স্থির করিয়াছে। অন্ধকারের প্রধান২ লোকসকল সেনাপতি কিন্তু অবিশ্বাস প্রধান সেনাপতি হইবে। কেননা অন্য সকল লোকহইতে ঐ অবিশ্বাস অতি সহজে ও সুপটুরূপে নগরকে বেষ্টন করিতে পারে।"

নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীন লোকেরা এই সকল কথা শুনিয়া মনে২ ভাবিল "দিয়াবলের লোকদিগকে লইয়া যেরূপে করিবার আজ্ঞা রাজা দিয়া গেলেন সেইমত আমারদের

অবিলম্বে করা উচিত।" ইহাতে তাহারা অবিলম্বে দিয়াবলের লোকদিগকে ধরিবার জন্যে নরাত্মার ঘরে২ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া খুজিতে লাগিল। মনের ও সেচ্ছাবলম্বির বাটীতে দুই জনকে ধরা গেল। মনের বাটীতে লোভ ছিল, কিন্তু সেই দুষ্ট নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পরিমিত ব্যয়জন্য-উন্নতি নাম লইল। স্বেচ্ছাবলম্বির বাটীতে কামভাব ছিল, সেও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অক্ষতিকর-আমোদ নাম ধরিল। এই দুই জনকে নগরের সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা ধরিয়া সৎপুরুষ নামক কারারক্ষকের নিকটে রাখিল, সৎপুরুষ তাহারদের প্রতি অতি কঠিন ব্যবহার করিয়া তাহারদের হাতে পাযে অনেক বেড়ী জিঞ্জির দিল, তাহাতে তাহারা ক্ষয়রোগেতে কারাগারে মরিল। আর নরাত্মার নিয়মমতে তাহারদের প্রভু অর্থাৎ মন ও স্বেচ্ছাবলম্বী এই দুই জনকে নগরের প্রকাশ স্থানে আনিয়া অপমান করিয়া শাসন করা গেল।

সে সময়ে দণ্ডের রীতি এই। অপরাধি ব্যক্তিকে তাহার দোষ জানাইলে পর যখন সে চেতনা পাইত, তখন সকলের সাক্ষাতে তাহার আপন দোষ স্বীকার করিতে হইত, ও পরে সদাচার করিবেক তাহার এমত ধর্ম্মতঃপ্রতিজ্ঞা করিতে হইত।

পরে নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা দিয়াবলের লোকেরদের গর্ত্তে ও গহ্বরে ও গভীর স্থানে ও নরাত্মার প্রাচীরের মধ্যে ও চতুর্দ্দিগেও তাহারদের লুকাইবার সকল স্থানে তাহারদিগকে ধরিবার নিমিত্তে অতিশয় সন্ধান লইত, কিন্তু তাহারদের পদচিহ্নও দেখা গেলে, গন্ধেতে তাহারদের লুকাইবার স্থান চিনিয়া গহ্বরপর্য্যন্ত যাওয়া গেলেও, তাহারদের লাগাইল পাওয়া সুকঠিন হইল। তাহারদের অত্যন্ত বক্র গতি ও তাহারদের আশ্রয় স্থান অতি দৃঢ়, তাহারাও অতি ত্বরায় পলাইয়া তাহাতে আশ্রয় লইত।

পরন্তু দিয়াবলের লোকেরদের প্রতি নরাত্মার লোকেরদের অতি কঠিন ব্যবহার হইতে লাগিল তাহাতে তাহারা কোণেং লুকিয়া থাকিত। পুর্ব্বে তাহারা প্রকাশরূপে দিনমানে বেড়াইত কিন্তু তখন গোপনে রাত্রিতে বেড়াইতে লাগিল। পুর্ব্বে নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে তাহারদের বন্ধুভাব ছিল, কিন্তু তখন নরাত্মার লোককে শত্রু জ্ঞান করিল। সুসন্ধানির সম্বাদের এই ফল।

অনন্তর নরাত্মাকে নষ্ট করিবার জন্যে দিয়াবল যে সৈন্যদল সংগ্রহ করিতেছিল তাহা প্রস্তুত হইল। তাহারদের উপরেও আপন নির্দ্দয় মনমত সেনাপতিপ্রভৃতি নিযুক্ত করিল। আপনি প্রধান কর্ত্তা। অবিশ্বাস প্রধান সেনাপতি। অন্য প্রসিদ্ধ সেনাপতিরদের নাম পরে লেখা যাইবেক। এইক্ষণে তাহারদের অধীন সেনাপতিরদের নাম ও তাহারদের ধ্বজাবাহক ও তাহাতে যাহা চিত্রিত ছিল তদ্বিস্তারিত লিখি।

প্রথম সেনাপতির নাম রোষ। সে মনোনীত হওনকথায় সন্দেহিরদের সেনাপতি। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম বিনাশক। তাহার ধ্বজাতে রক্তবর্ণ মহানাগ চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ১২॥ ৩, ৪, ১৩, ১৭।)

দ্বিতীয় সেনাপতির নাম কোপ। তাহার অধীন আহূত হওনকথায় সন্দেহি সৈন্যেরা ছিল। ধ্বজাবাহকের নাম অন্ধকার। তাহার ধ্বজা বিকৃতবর্ণ। তাহাতে আগুনের নাগ উড়ে এই ছবি ছিল। (গণনা, ২১॥ ৬।)

তৃতীয় সেনাপতির নাম অনন্ত দণ্ড। এই ব্যক্তি অনুগ্রহ সন্দেহিরদের সেনাপতি। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। ধ্বজাবাহকের নাম জীবনহীন। ও ধ্বজাতে ঘোর গহ্বর চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ৯॥ ১।)

চতুর্থ সেনাপতির নাম অতৃপ্ত ভোক্তা। তাহার অধীন সৈন্যেরা বিশ্বাস সন্দেহি। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। বাহকের

নাম গ্রাসক। ও তাহাতে ব্যাদান করা মুখ চিত্রিত ছিল। (হিতোপ। ২৭॥ ২০।)

পঞ্চম সেনাপতির নাম গন্ধক। তাহার অধীন শেষপর্য্যন্ত স্থির থাকিবার কথায় সন্দেহি সৈন্যেরা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। বাহকের নাম জ্বলন। ধ্বজাতে নীলবর্ণ দুর্গন্ধ অগ্নি-শিখা চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ১৪॥ ১১।)

ষষ্ঠ সেনাপতির নাম যন্ত্রণা। তাহার অধীন সৈন্যেরা পুনরুত্থান সন্দেহি। তাহার ধ্বজা বিকৃত বর্ণ। বাহকের নাম চর্ব্বণ। ধ্বজাতে কৃষ্ণবর্ণ কীট চিত্রিত ছিল। (মার্ক ৯॥ ৪৪।)

সপ্তম সেনাপতির নাম বিশ্রামহীন। ত্রাণ সন্দেহিরা তাহার অধীন ছিল। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। বাহকের নাম অস্থির। তাহাতে মৃতব্যক্তি চিত্রিত ছিল। (প্রকা। ৬। ৮।)

অষ্টম সেনাপতির নাম কবর। তাহার অধীন সৈন্যেরা স্বর্গীয় তেজ সন্দেহী। তাহারও বিকৃত বর্ণ ধ্বজা। বাহকের নাম ক্ষয়। ধ্বজাতে মৃত লোকের মাথার খুলি ও অস্থি চিত্রিত ছিল। (যিরি। ৫॥ ১৬।)

নবম সেনাপতির নাম গতাশ। তাহার অধীন সৈন্যেরা স্বর্গীয় সুখসন্দেহি। ধ্বজাবাহকের নাম নিরাশ। তাহার রক্তবর্ণ ধ্বজা ও তাহাতে তপ্ত লৌহ ও কঠিন অন্তঃকরণ চিত্রিত ছিল। (রোম। ২॥ ৫।)

এই সকল সেনাপতির উপরে সাত জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত, তাহারদের নাম এই২। বালজিবূব, লুসিফর, লেজিওন আপলিয়োন, পৈথন, সর্ব্বিরস, বিলিয়ল। অবিশ্বাস সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি ও দিয়াবল রাজা ছিল।

ইহারদের সঙ্গে তদ্রূপ কুস্বভাবের কএক জনও গিয়াছিল। তাহারদের কএক জন শত সেনার কতক জনের শতেরো

অধিক সেনার অধ্যক্ষ ছিল। এই প্রকারে অবিশ্বাসের দল প্রস্তুত হইল।

তাহারা সকলেই মন্ত্রকদ্বার পর্ব্বতে একত্র হইয়া সেই স্থানহইতে সোজাপথে নরাত্মার দিগে আইল। পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম শাদাই রাজার ইচ্ছামতে সুসন্ধানির স্থানে নরাত্মার লোকেরা তাহারদের আসিবার সম্বাদ পাইয়াছিল। অতএব তাহারা দ্বারে২ বলবান্ প্রহরি নিযুক্ত করিল ও তৈনাতি দ্বিগুণ রাখিল। ও যে স্থানে থাকিয়া বৃহৎ পাতর ভালমতে ছুড়িয়া শত্রুরদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিতে পারিত এমন উত্তমং স্থানে ফিঙ্গাও বসাইল।

নগরের মধ্যে দিয়াবলের যে সকল লোক ছিল তাহারা ইচ্ছামতে লোকেরদের ক্ষতি করিতে পারিল না, কেননা নরাত্মা সতর্ক ছিল। কিন্তু শত্রুরা আসিয়া নগরের সম্মুখে ছাউনি করিলে ও বৃহৎ ঢক্কার শব্দ করিতে লাগিলে নরাত্মার লোকেরা অত্যন্ত ভয় পাইল (১ পিত। ৫ ॥ ৮।) ঐ ঢক্কার শব্দ ভয়ঙ্কর বটে, তাহা শুনিয়া তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া সকল লোকের ভয় হইত। তাহারদের ধ্বজাও ভয়ঙ্কর। তাহা দেখিলে লোকেরা বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

দিয়াবল নগরের নিকটে আসিয়া প্রথমে কর্ণ দ্বারের উপর অতিশয় ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিল। সে অবশ্য বোধ করিল "নরত্মার" মধ্যে আমার যে বন্ধুগণ আছে তাহারাও ভিতরে যত্ন করিবে। কিন্তু সেনাপতিরা অতি সতর্ক ছিল এপ্রযুক্ত তাহা করিতে পারিল না। ঐ সেনাপতিরা নরাত্মার মধ্যে বহুকালের পীড়াপ্রযুক্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে দিয়াবল আপন বন্ধুরদের স্থানে সাহায্য পাইতে পারিল না ও নগরের লোকেরা তাহার সৈন্যেরদের প্রতি অনেক পাতর ছুড়িতেছে দেখিয়া দিয়াবল কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া মাঠের মধ্যে

Diabolus as Drummer.

ছাউনি করিয়া চারিদিগে পরিখা করিয়া থাকিল। পাতর তত দূর পঁহুছিতে পারিত না।

ছাউনি করিলে পর দিয়াবল নগরের নিকটে পর্ব্বতের মত চারিটা উচ্চ ঢিবি করিল। প্রথম ঢিবির নাম দিয়াবল পর্ব্বত রাখিল, যেহেতুক লোকেরা তাহার নাম শুনিয়া ভয় করিবে। অন্য তিন ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম নরকের অতি ভয়ানক দৈত্যগণের নামানুসারে আলেক্‌টো ও মেগারা ও টিসিফন হইল। সিংহ যেমন আহারীয় জন্তুকে দেখিতে পাইলে তাহাকে ভয়েতে কাঁপাইয়া গ্রাস করে তদ্রূপে দিয়াবল নরাত্মাকে লইয়া করিতে চাহিল। কিন্তু সৈন্যেরা ও সেনাপতিরা অতি সাহসে যুদ্ধ করিয়া দিয়াবলের অনেক সৈন্যকে নষ্ট করিল, তাহাতে দিয়াবলের হঠিয়া যাইতে হইল। নরাত্মারও সাহস বৃদ্ধি হইল।

দিয়াবল নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বত নগরের উত্তর দিগে ছিল। তাহার উপরে দিয়াবল আপন ধ্বজা তুলিল। তাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর, যেহেতুক ঐ ধ্বজাতে শয়তান আপন কৌশলে অতি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ড আর সেই কুণ্ডে নরাত্মা জ্বলিতেছে এমত চিত্র করিয়াছিল।

তাহা করিলে পর দিয়াবল আপন ঢক্কাবাদককে আজ্ঞা করিল "তুমি প্রতিরাত্রে প্রাচীরের নিকটে গিয়া ঢাক মারিয়া লোকেরদিগকে জানাও তাহারদের সঙ্গে আমি কথা কহিব। রাত্রিতে তাহা করিবার ভাব এই, দিনমানে লোকেরা ফিঙ্গাতে অনেক পাতর মারিয়া বহুক্লেশ দিতে পারে। আর দিয়াবল কহিল "নরাত্মা কাঁপিতে লাগিয়াছে এখন আমি কিছু কহিব।" প্রথমে লোকেরা তাহাতে সম্মত ছিল না। তৎপ্রযুক্ত সে আজ্ঞা করিল "তুমি প্রতিরাত্রে ঢাক মারিয়া মহাশব্দ কর, তাহাতে কি জানি লোকেরা বিশ্রাম পাইতে না পারিয়া শেষে আমার কথা শুনে।

ঢক্কাবাদক তাহা করিল। ঢাকের শব্দ হইলেই নরাত্মা নগরের প্রতি দৃষ্টি করিলে কেবল অন্ধকার হইল (যিশা। ৫।।৩০।) শাদাই রাজার শব্দছাড়া তদ্রূপ ভয়ঙ্কর শব্দ পৃথিবীতে কখনো শুনা যায় নাই। ইহারা আমারদিগকে গ্রাস করিবে বলিয়া নরাত্মার যে কাঁপনি হইল তাহার কথা কি লিখিব।

ঢক্কাবাদক ঢাক মারিলে পর কহিতে লাগিল "প্রভু তোমারদিগকে কহেন তোমরা যদি তাঁহার অধীন হও তবে সংসারের উত্তমং বস্তু পাইবা, কিন্তু তোমরা যদি স্বীকার না করিয়া বাধা কর তবে অবশ্য জোর করিয়া নগর অধিকার করিব।" কিন্তু ঐ ব্যক্তির ঢাক যতক্ষণ বাজিতেছিল ততক্ষণ নরাত্মার সকল লোক গড়েতে সেনাপতিরদের নিকটে পলাইয়া থাকিল, অতএব তাহার কথা কে শুনে কে বা উত্তর দেয়। তাহাতে সেই রাত্রে আর কিছু না করিয়া ফিরিয়া গেল।

দিয়াবল দেখিল ঢাকের শব্দ করিলে নরাত্মা কখন আমার ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিবে না, অতএব অন্য রাত্রে কেবল লোক পাঠাইয়া কহিল "নরাত্মার লোকেরদের সঙ্গে আমি কিছু কথা কহিব।" কথা কি, না লোকেরা আমার হস্তে নগর অর্পণ করুক। তাহার একটি কথাতেও তাহারা অবধান করিল না, কেননা পূর্ব্বে তাহার কএক কথা শুনিয়া তাহারদের যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা ভুলে নাই।

পরদিন রাত্রে আবার দূত পাঠাইল। সেইবারে অতি ভয়ানক কবর নামক সেনাপতি আসিয়াছিল। কবর নরাত্মার প্রাচীরের নিকটে আসিয়া এই কথা কহিতে লাগিল।

"নরাত্মার বিদ্রোহি লোকসকল শুন, দিয়াবল রাজার আজ্ঞামতে বলি, এইক্ষণে দ্বার খুলিয়া প্রভুকে ঢুকিতে দেও। যদি অবাধ্য হইয়া থাক তবে আমরা জোরে নগর অধিকার

করিয়া যমের ন্যায় তোমারদিগকে গ্রাস করিব, অতএব আমার কথা যদি মান তবে বল। না মান তাহাও বল।

"আমার এই আজ্ঞা করিবার কারণ এই, আমার প্রভু অবশ্য তোমারদের রাজা ও প্রভু আছেন, তোমরাও পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিতা। ইম্মনুএল অন্যায়রূপে চড়াউ হইয়া প্রভুর সম্পত্তি লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বত্ব যায় নাই, আপন অধিকার পাইবার নিমিত্তে সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিবেন। অতএব হে নরাত্মার লোকসকল বিবেচনা কর, তোমরা সন্ধি করিবা কি না। যদি যুদ্ধ না করিয়া আমারদের হাতে নগর রাখ, তবে তোমারদের সঙ্গে পূর্ব্বকার মতে বন্ধুভাব হইবেক। যদি তাহা না করিয়া অবাধ্য হও তবে অগ্নি ও খড়্গের যাতনা ভোগ করিবা।"

নরাত্মার দুঃখিত লোক এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইল, কিন্তু কিছু উত্তর দিল না। তাহাতে সে চলিয়া গেল।

তাহারা পরস্পরও কএক সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহকের নিকটে পরামর্শ চাহিল, ও দুই তিন বিষয়ে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল।

প্রথম এই, "আপনি প্রসন্ন হউন। আর বিরলে থাকিবেন না। আমরা আপনারদের মহা দুঃখের কথা জানাইতে আইলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎকাল কাণ পাতিয়া শুনুন।" তাহাতে তিনি কহিলেন "আমার এখনও মনের দুঃখ আছে, তোমারদের প্রতি পূর্ব্বমত আচরণ করিতে পারি না।"

দ্বিতীয় প্রার্থনা এই "দিয়াবল আসিয়াছে, বিশ সহস্র সন্দেহি সৈন্যের সঙ্গে নগরের সম্মুখে ছাউনি করিয়াছে, অতএব এইক্ষণে ঘোর আপদ উপস্থিত, কি করিতে হইবে ইহার পরামর্শ দিউন, সেই দিয়াবল ও তাহার সৈন্যেরা অতি নির্দ্দয়, আমরা তাহারদিগকে ভয় করি।" তাহাতে প্রধান কার্য্য-

নির্ব্বাহক কহিলেন “যুবরাজের ব্যবস্থাপুস্তক দেখ, তোমারদের যাহা করিতে হয় তাহাতে লেখা আছে।”

শেষ প্রার্থনা এই “শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্র ইম্মনুএলের নিকটে আমরা প্রার্থনাপত্র লিখিব, আপনি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া উপকার করুন। তাহা দেখিয়া তাঁহারা জানিবেন আপনকার সম্মতিতে এই কার্য্য হইয়াছে। মহাশয় আমরা অনেক পত্র পাঠাইয়াছি, কিন্তু যাহাতে শান্তি পাই এমন কোন উত্তর পাই নাই। এই পত্রেতে আপনকার স্বাক্ষর থাকিলে নরাত্মার নিতান্তই মঙ্গল সম্ভাবনা।”

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন “তোমরা ইম্মনুএলকে বিরক্ত করিয়াছ, আমাকেও দুঃখ দিয়াছ, অতএব তোমারদের কর্ম্মের ফল আরো কিঞ্চিৎ কাল ভোগ করিতে হইবেক।”

প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের এই উত্তর পাইয়া যাঁতার পাতর পড়িলে যেমন মস্তক চূর্ণ হইয়া যায় তেমনি তাহারদের মন চূর্ণ হইল। কি করিতে হইবে তাহা জানিল না, অথচ দিয়াবল ও তাহার সেনাপতিরদের কথা মানিতে তাহারদের ভয় হইল, তাহাতে নরাত্মার যেমন সঙ্কট হইল তাহার কি বলিব। বাহিরে শত্রুরা গ্রাস করিয়া লইতে চাহে। বন্ধুরদের স্থানেও উপকার পাইতে পারিল না।

পরে সুবুদ্ধি নামক নগরাধ্যক্ষ শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের কথায় চিন্তা করিতেং যাহা তিক্ত বোধ হইল তাহাহইতেই মধুর সান্ত্বনা বাহির করিল। ঐ কথার এইরূপ অর্থ করিল। “প্রথম শ্রীযুক্তের কথায় জানা যায় আমারদের পাপপ্রযুক্ত আরো কিঞ্চিৎকাল দুঃখভোগ করিতে হইবেক। পরন্তু শেষে শত্রুরদেরহইতে রক্ষা পাইব। আর কিঞ্চিৎকাল দুঃখভোগ করিলে পর ইম্মানুএল আসিয়া আমারদের [illegible]কার করিবেন, শ্রীযুতের কথাতে এই আশাও জন্মে।” [illegible] আচার্য্যহইতেও বড় তাঁহার প্রত্যেক কথার অভিভারি

ও উপযুক্ত অর্থ থাকে, নগরের লোকেরা তাঁহার কথার বিচার করিয়া যাহাতে মঙ্গল হয় এমন অর্থ করিবার অনুমতিও পাইয়াছিল, ইহা জানিয়া নগরাধ্যক্ষ সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া লইয়া শ্রীযুক্তের কথার ঐ অর্থ করিল।

অতএব তাহারা নগরাধ্যক্ষের স্থানে বিদায় লইয়া সেনাপতিরদের নিকটে শ্রীযুক্তের উত্তর জানাইল। তাহা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ ঐ কথার যে অর্থ করিয়াছিল সেনাপতিরাও সেই অর্থ করিল। তাহাতে সেনাপতিরদের সাহস বৃদ্ধি হইল ও তাহারা শত্রুরদের ছাউনির উপর আক্রমণ করিতে, ও নরাত্মাকে নষ্ট করিবার জন্যে দিয়াবল যে চঞ্চল সন্দেহিরদিগকে আনিয়াছিল তাহারদিগকে, ও দিয়াবলের সকল লোককে নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পরে সেনাপতিরা ও নগরাধ্যক্ষ ও দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও স্বেচ্ছাবলম্বী সকলেই স্বং স্থানে গিয়া স্বং কর্ম্ম দেখিতে লাগিল। সেনাপতিরা অস্ত্রশস্ত্র চালাইতে ভাল বাসে, ইহাতে তাহারা যুবরাজের সপক্ষে যুদ্ধ করিতে অতিশয় বাঞ্ছা করিল, তাহাতে পর দিনে সভা করিয়া মন্ত্রণায় স্থির করিল "দিয়াবলের সেনাপতিকে অন্য উত্তর না দিয়া, আমরা পাত্তর ছুড়িব।" পর দিনে সূর্য্য উঠিলে সেনাপতিরা পাত্তর ছুড়িতে লাগিল। বোলতার হুলে যেমন মানুষের অতিশয় জ্বালা বোধ হয় তেমনি দিয়াবলও তাহার সৈন্যেরদের অঙ্গে ঐ ক্রিয়ার পাত্তর লাগিল। নরাত্মার জ্ঞানে দিয়াবলের চক্কার শব্দ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনিই ইম্মানুএলের ক্রিয়া ভালমতে চালাইলে দিয়াবলের জ্ঞানে অত্যন্ত ভয়-জ্বর ও তাহাতে শয়তানের ক্লেশ হইল। অতএব দিয়াবল উঠিয়া পুনর্ব্বার আরো দূরে গেল। তাহা দেখিয়া নগরাধ্যক্ষ ঘণ্টা বাজাইবার আজ্ঞা করিল আর

[নগরের সুনিয়ম।]

[বর্ত্তমানেতে যে কথা কহা যায় তাঁহাতে পাপাত্মার জ্বর হয়।]

শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের কথাতে নগরের সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা সাহস পাইয়া দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল এই জন্যে দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশককে আজ্ঞা করিল, তুমি সকল লোকের নাম করিয়া প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহককে ধন্যবাদ দেও।

পরে দিয়াবল দেখিল নরাত্মা নগরের সোণার ফিঙ্গাহইতে যে পাতর ছুড়া গেল তাহাতে আমার সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা ও প্রধানং প্রসিদ্ধ লোকসকল ভয় পাইয়া আর কিছু করিতে পারিল না। অতএব মনেং ভাবিল "আমি তাহারদের উপাসনা করিলে প্রশংসার ছলেতে তাহারদিগকে ফাঁদে ফেলিব।"

অতএব কিঞ্চিৎ পরে নগরের প্রাচীরের নিকটে আইল [শয়তানের খলভাব] কিন্তু এইবার ঢক্কা আনিল না ও কবর নামক সেনাপতিকেও সঙ্গে আনিল না। কিন্তু কথা অতি মিষ্ট কহিল। শুনিতে যেন অতি মিষ্টবাদী কোন সুশীল রাজা আপন সম্ভ্রমের হানির প্রতিকার করিবার, কিম্বা অপমান পাইলেও শত্রুরদের প্রতিহিংসা করিবার কল্পনা না করিয়া কেবল নগর ও নগরের লোকেরদের মঙ্গল ও উপকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। দিয়াবল লোকেরদিগকে ডাকিয়া কহিল "আমার কথা কাণ পাতিয়া শুন।" পরে কহিল।

"ও হে মনঃপ্রিয় প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগর তোমারদের মঙ্গল করিবার বাসনায় কত রাত্রি জাগিয়াছি, কত দূরহইতে আসিয়াছি। তোমরা আপনারাই শীঘ্র করিয়া আমার হাতে নগর দেও। আমি তোমারদের সঙ্গে কখন যুদ্ধ করিতে চাহি না। পূর্ব্বে তোমরাতো আমারি ছিলা। আমি যতকাল তোমারদের প্রভু ছিলাম ও তোমরা আমার প্রজা ছিলা ততকাল তোমারদের সংসারে সম্পূর্ণ সুখ ছিল। তোমারদের আনন্দ বাড়াইবার জন্যে আমি যত করিতে পারিতাম ও যত আমোদ

দেওয়াইতে পারিতাম তাহা তোমরা যথেষ্ট পাইয়াছিলা। তাহা মনে আছে কি না। আমাকে ত্যাগ করিলে পর তোমারদের কত দুঃখ ও ক্লেশ ও শোকাদি হইয়াছে। যতক্ষণ আমাকে ফিরিয়া আসিতে না দেও ততক্ষণ তোমারদের তাহাই হইবে। এইবার আমাকে আসিতে দিলে আমি পূর্ব্বহইতেও অধিক সুখ দিব। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যে দিগে আনন্দের যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা খুজিয়া আনিয়া তোমারদিগকে অবাধে অক্লেশে ভোগ করিতে দিব। (মথি ৪। ৮।) আর তোমরা আমাকে যে অনাদর করিয়াছ তাহার কিছু কহিব না, চন্দ্রসূর্য্যের তেজ যাবৎ থাকে তাবৎ কিছু কহিব না। আর আমার বন্ধুবান্ধব যে সকল লোক এখন তোমারদের ভয়ে লুকিয়া২ থাকে তাহারদেরহইতে তোমারদের আর কিছু ক্ষতি হইবে না। বরং দাস হইয়া তোমারদের সেবা করিবে, ও তাহারদের নিজ ধন ব্যয় করিয়া তোমারদের কর্ম্ম করিবে। আর কথার প্রয়োজন নাই। তোমরাই তাহারদিগকে চিন, অল্পকাল হইল তাহারদের সঙ্গে প্রণয়ভাব কম হইয়াছে। এখন আমারদের বিচ্ছেদ আর থাকা উপযুক্ত নহে। দূর হউক, আমারদের পুনরায় বন্ধুভাব হউক।

'আমি সাহস করিয়া তোমারদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, ইহাতে আমাকে তুচ্ছ করিও না। তোমারদের উপর আমার মনের অত্যন্ত অনুরাগ আছে। আমার নিজের কএক লোকও তোমারদের কাছে রহিয়াছে, তাহারদিগকেও ভালবাসিয়া আমি সাহস করিয়া তোমারদের সঙ্গে কথা কহিয়াছি। তবে আমাকে আর ক্লেশ দিও না। তোমরাও ভয় ঘুচাও। ছলে কি বলে তোমারদিগকে লইবই। সেনাপতিরা প্রবল পরাক্রান্ত আছে, ইম্মনুএলও কিঞ্চিৎ গৌণে আসিবেন বলিয়া সাহস করিও না। তাঁহারদের বলেতে তোমারদের কিছু উপকার হইবে না।

"আমার সঙ্গে সাহসি ও মহাবল সৈন্যেরা আছে। সৈন্যাধ্যক্ষেরা গভীর স্থলের প্রধান২ লোক। সেনাপতিরাও উৎক্রোশ পক্ষিহইতেও বেগে চলে। সিংহহইতেও বলবান। সায়ংকালের শিয়াল অপেক্ষাও ক্ষুধিত। এই সেনাপতিরদের অতি ক্ষুদ্রেরও নিকটে বাশন দেশের ওগরাজা বা কি, গাৎ দেশের জালূৎ বীর বা কে। তাহারদের মত একশত প্রবল বীর হইলেই বা কোথায় থাকে। তবে নরাত্মার কিসে রক্ষা হইতে পারে।"

দিয়াবলের এই সকল কথার শেষ হইলে নগরাধ্যক্ষ উত্তর করিল।

"ওরে অন্ধকারের রাজা ও সর্ব্ব প্রবঞ্চনার মূল দিয়াবল, তোর মিথ্যা খোসামোদী আগে শুনিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত ফলও পাইয়াছি। আরবার যদি তোর কথা শুনি, ও শাদাই রাজার কথা ত্যাগ করিয়া তোর সঙ্গে মেল করি, তবে রাজা আমারদিগকে একেবারে ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তোর বাসস্থানে কি আমারদের বিশ্রামহইতে পারিবে। ওরে কপট দুষ্ট তোর হাতে প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু তোর কথামতে আর চলিব না।"

দিয়াবল দেখিল নগরাধ্যক্ষের সঙ্গে কথা কহার কোন ফল নাই। অতএব শয়তানী রাগ করিয়া সন্দেহি সৈন্য লইয়া আরবার নগরের উপর আক্রমণ করিব এমত স্থির করিল।

অতএব ঢাকিকে আজ্ঞা করিল "নগরে চড়াউ হইবার জন্যে সৈন্যেরা সাজিয়া প্রস্তুত হয় এই নিমিত্তে ঢাক মার।" ঢক্কার শব্দ শুনিয়া নরাত্মা ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল, পরে দিয়াবল সৈন্যসহিত নিকটে আসিয়া এই প্রকারে লোকেরদিগকে নিযুক্ত করিল। নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণা এই দুই সেনাপতিকে সৈন্যসহিত ত্বক দ্বারে রাখিল। আর আজ্ঞা করিল "প্রয়ো-

জন হইলে বিশ্রামহীন নামক সেনাপতি তোমারদের সাহায্য করিবে।"

গন্ধক ও কবর নামক দুই সেনাপতিকে নাসিকাদ্বারে বসাইয়া আজ্ঞা দিল, "তোমরা অতিশয় সতর্ক থাক।" চক্ষুর্দ্বারে গতাশকে নিযুক্ত করিল ও সে স্থানে আপনার অতি বিকট ধ্বজাও স্থাপন করিল।

অতৃপ্ত ভোক্তা সেনাপতির জিম্মায় গাড়িপ্রভৃতি থাকিল ও লোক কি দ্রব্য হাতে পড়িলে তাহার জিম্মায় থাকে।

নগরের লোকেরা যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে মুখদ্বারদিয়া যাইবে, আর যুবরাজের নিকটে তাহারদের পত্রাদি সেই দ্বার দিয়া লইয়া যায়, ও সেই দ্বারের উপরভাগহইতে তাহারা শত্রুর উপর পাতর ছুড়ে, কেননা সেই দ্বার কিছু উচ্চ স্থানে, ইহাতে সেই স্থানহইতে অনায়াসে বাণাদি ছোড়া যায়, এইং কারণে সেই দ্বারে অনেক সৈন্য থাকিল, দিয়াবলও জঞ্জাল দিয়া সেই দ্বারের পথ বন্দ করিতে চাহিল।

দিয়াবল নগরের বাহিরে থাকিয়া যুদ্ধের নিমিত্তে যেমন উদ্যোগ করিতেছিল তেমনও ভিতরে সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা উদ্যোগ করিল। তাহারাও ফিঙ্গা বসাইল, ধ্বজা তুলিল, তূরী বাজাইল, ও শত্রুর ক্ষতি ও নগরের উপকার যাহাতে হয় এমত সকল নিয়ম করিল, ও তূরীর শব্দ হইলেই সকলে প্রস্তুত হয়, এমত আজ্ঞা হইল। নগরের মধ্যে দিয়াবলের যে লোকেরা ছিল তাহারদের উপর স্বেচ্ছাবলম্বী এমন দৃষ্টি রাখিল যে কেহঁ গহ্বরের বাহিরে আইলেই তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে। না আইলে ঐ গহ্বরাদি পুর্ণ করিয়া তাহারদিগকে বধ করিতে উদ্যোগ করে। স্বেচ্ছাবলম্বী পুর্ব্বে আপনার পাপ স্বীকার করিয়া দণ্ড পাইলে পর দিয়াবলের লোকদিগকে দমন করিতে যেমন সাহস দেখাইয়াছিল তাহার অধিক কাহারও হইতে পারে না। অক্ষতিকরামোদ

নামক তাহার যে দাস ছিল সে কয়েদ হইলে পরও তাহার রসিক ও ঠেঁটানামক দুই পুত্র স্বেচ্ছাবলম্বির ঘরে থাকিত, তাহারদিগকে ধরিয়া সে আপন হাতে ক্রুশে বধ করিল। তাহার কারণ এই, তাহারদের পিতাকে সৎপুরুষ নামক জেলরক্ষের হাতে অর্পণ করা গেলে, ঐ দুই পুত্র স্বেচ্ছাবলম্বির কন্যারদিগকে নানাপ্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আর তাহারদের মধ্যে অনুচিত ব্যাপারও হইতেছে এমন জনরব হইতে লাগিল। স্বেচ্ছাবলম্বী এই কথা শুনিয়া হঠাৎ বিনাবিচারে তাহারদিগকে নষ্ট করিতে না চাহিয়া, কথা সত্য কি না নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে দুইজন সন্ধানিকে নিযুক্ত করিল। তাহারদের নাম সর্ব্বসন্ধানী ও সর্ব্ববাদী। তাহারা ঐ রসিক ও ঠেঁটাকে কন্যারদের সহিত অনুপযুক্ত কৌতুকাদি করিতে দুই একবার দেখিয়া কর্ত্তাকে জানাইল। স্বেচ্ছাবলম্বী ঐ কথা সত্য জানিয়া দিয়াবলের জাতি ঐ দুই জনকে ধরিয়া চক্ষুর দ্বারে আনিল। সে দ্বারে গতাশ সেনাপতি ও সৈন্যেরা ছিল ও দিয়াবলের অতি কদর্য্য ধ্বজা উড়িতেছিল। তাহা স্বেচ্ছাবলম্বী তুচ্ছ করিয়া তাহারদের চক্ষুর গোচরেই ঐ দুষ্টেরদিগকে অতি উচ্চ ক্রুশে বাঁধিয়া বধ করিল।

স্বেচ্ছাবলম্বির এই সাহসের কার্য্য দেখিয়া গতাশ অতিশয় ত্রাস পাইল। সৈন্যেরদের সাহস ভগ্ন হইল। নরাত্মার মধ্যে যে দুষ্টেরা লুকাইয়া ছিল তাহারা অত্যন্ত ভয় পাইল, কিন্তু ইম্মনুএল রাজার সৈন্যেরদের বল ও সাহস বৃদ্ধি হইল। দিয়াবলের সৈন্যেরা এই ব্যাপার দেখিয়া বোধ করিল, নরাত্মার লোকেরা অবশ্য যুদ্ধ করিবে ও নগরে আমারদের পক্ষের যে সকল লোক আছে তাহারা স্বেচ্ছামতে কিছুই করিতে পারিবে না। স্বেচ্ছাবলম্বী প্রভুভক্তি প্রকাশ করিয়া আরো অনেক২ কার্য্য করিয়াছিল তাহার বিবরণ ক্রমে লেখা যাইবে।

পরিমিতব্যয়-জন্য উন্নতি নামক মনের যে দাস ছিল সে ঐ মনের জারজ কন্যা মন্দধারিণীকে বিবাহ করিয়াছিল। তাহাতে দুই পুত্র জন্মিল, একের নাম কাড়ন, অন্যের নাম কুড়ন। পিতা কয়েদ হইলে পর তাহারা মনের বাটীতে থাকিল, কিন্তু স্বেচ্ছাবলম্বির দাসপুত্রেরদের যাহা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া, ঐ দুই জন মনেং ভাবিল, কি জানি আমারদেরও সেইরূপ দণ্ড হয়, অতএব তাহারা রাত্রিযোগে পলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মন তাহা টের পাইয়া তাহারদিগকে ধরিয়া বাঁধিল। তাহারা দিয়াবলের লোক বটে, তাহারদের পিতা দিয়াবলের লোক, কেহং কহে মাতাও সেই জাতির, আর নগরের নিয়মমতে দিয়াবলের লোকদিগকে বধ করিতে হইবেক জানিয়া, মন তাহারদিগকে বেড়ি ও জিঞ্জিরে বাঁধিয়া স্বেচ্ছাবলম্বী যে স্থানে দুই জনকে বধ করিয়াছিল সেই স্থানে তাহারদিগকে নষ্ট করিল। এই কর্ম্ম দেখিয়া নগরের লোকেরা অধিক সাহস পাইয়া নরাত্মার ক্লেশদায়ক আর কএক জনকে ধরিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু তাহারা অতি গোপনে থাকিত, ধরা পড়িল না। অতএব তাহারা প্রহরি নিযুক্ত করিয়া আপনং ঘরে গেল।

স্বেচ্ছাবলম্বী দুই জনকে বধ করিয়াছে দেখিয়া, দিয়াবল ও তাহার সৈন্যেরা ত্রাস পাইল ও তাহারদের আশা ভঙ্গ হইল, এই কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। ক্রমে তাহারদের সে ত্রাস কমিয়া গেল ও দিয়াবল রাগান্ধ হইয়া নরাত্মার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে স্থির করিল। নগরের লোকেরদের এবং সেনাপতিরদেরও আশা বৃদ্ধি হইল, আর আমরা অবশ্য তাহারদিগকে জয় করিব, এইরূপ প্রবল আশাতে তাহারা শত্রুরদিগকে তত ভয়ও করিল না। দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকও আদি পুস্তকের ৪৯ অধ্যায়ের ১৯ পদ, অর্থাৎ "গাদকে কোন সৈন্যদল জয় করিলেও সে শেষে তাহারদিগকে পরাজয় করিবে।" এই

কথা ধরিয়া উপদেশ করিল। তাহাতে নরাত্মা যদিও প্রথমে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবে তথাপি শেষে অবশ্য জয় করিবে ইহার প্রমাণ দিল।

পরে দিয়াবল আজ্ঞা করিল “ঢাক মারিয়া সৈন্যেরদিগকে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত কর।” নগরের সেনাপতিরাও তাহার-দের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে কহিল। তাহারদের ঢাক ছিল না, রূপার তুরী বাজাইল। তাহাতে দিয়াবলের সৈন্যেরা নগর অধিকার করিবার আশাতে নি-কটে আইল। গড়েতে যে সেনাপতিরা ছিল তাহারা উত্তম-রূপে যুদ্ধ করিল ও মুখদ্বারে ফিঙ্গা চালাইতে যে সৈন্যেরা নিযুক্ত ছিল তাহারাও ভালমতে পাতর ছুড়িল। সেই সময়ে দিয়াবলের সৈন্যেরা অত্যন্ত রাগ করিয়া ঈশ্বরনিন্দাও করিল। নগরেতে কেবল সুকথা ও প্রার্থনা ও ধর্ম্মগান হইতে লাগিল। শত্রুরা অতি কুৎসিত আপত্তি প্রকাশ করিয়া ভয়া-নক চক্কার শব্দ করাইল। নগরের লোকেরা ফিঙ্গা চালাইল ও তূরীতে অতি মিষ্ট শব্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই প্রকারে অনেক দিনপর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে একং বার উভয় পক্ষ কিঞ্চিৎকাল স্থগিত হইলে, নগরের লোকেরা বি-শ্রাম করিতে ও সেনাপতিরা পুনশ্চ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত।

ইম্মনুএলের সেনাপতিরদের রূপার সাজ ছিল। সৈন্যের-দের পরখাই করা উত্তম সাজ। দিয়াবলের সৈন্যেরদের লৌহবর্ম্ম ছিল। কিন্তু ইম্মনুএলের গোলাতে তাহা ভাঙ্গা যাইত। নগরের মধ্যে কোনং লোকের অল্প আঘাত কোনং লোকের ভারি আঘাত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইম্মনুএল ছিলেন না সুতরাং চিকিৎসক পাওয়া ভার হইল। কিন্তু নগরে এক বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্রেতে আঘাতি লোকেরদের প্রাণ রক্ষা হইত বটে, তথাপি অনেক জনের ক্ষত গলিতে লা-

গিল ও কতকের অতিশয় দুর্গন্ধ হইল (প্রক্ল। ২২॥ ২। ৪৮ গীত।)

নগরের লোকেরদের মধ্যে এই কএক জনের আঘাত হইয়াছিল। বুদ্ধির মস্তকে আঘাত হইল। নগরাধ্যক্ষের চক্ষুতে আঘাত লাগিল। মনের উদরে আঘাত হইল। দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশকের বক্ষঃস্থলের নিকটে গোলা লাগিল। কিন্তু ইহারা হত হইল না। ইতর অনেকে আঘাতী হইয়া মরিল।

দিয়াবলের সৈন্যেরদের অনেকে হত ও আঘাতী। রোষ ও নিষ্ঠুর এই দুই জন বিশেষ আঘাতী হইল। অনন্ত দণ্ডনামক এক সেনাপতি হটিয়া গিয়া অতি দূরে ছাউনি করিল। দিয়াবলের ধ্বজাও ভূমিসাৎ করা গেল। অত্যন্ত ক্ষতি নামক এক ধ্বজাবাহকের মগজ ফিঙ্গার পাতরে উড়াইয়া দেওয়া গেল। তাহাতে দিয়াবলের দুঃখ ও লজ্জা হইল।

সন্দেহিরদের অনেক জন হত হয়। কিন্তু যাহারা রক্ষা পাইল তাহারদের হইতেও নরাত্মাকে অস্থিরচিত্ত করা সহজ। সেই দিনে নরাত্মার লোকেরদের পক্ষে জয় হওয়াতে লোকেরদের ও সেনাপতিরদের সাহস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। দিয়াবলের সৈন্যেরা দুঃখ পাইয়া পরে অত্যন্ত রুষ্টও হইল। পর দিনে নরাত্মা বিশ্রাম করিয়া, নগরের ঘণ্টা বাজাইল, তুরীর দ্বারাও অতিশয় আনন্দধ্বনি করিল, সেনাপতিরা নগরের চারি দিগে জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে স্বেচ্ছাবলম্বী বিশ্রাম না করিয়া নগরের মধ্যে দিয়াবলের যে সকল লোক ছিল তাহারদিগকে দমন করিল। অভেদগ্রাহী নামে এক ব্যক্তিকে ধরিল। ইহার কিছু কথা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। অর্থাৎ বিনেরেগশের সৈন্যদলের তিন জনকে যখন দিয়াবলের লোকেরা ধরিয়াছিল তখন তাহারদিগকে সেই অভেদগ্রাহির নিকটে পঁহুছাইয়া দিয়াছিল, ও সেই তিন জনকে দিয়াবলের তরফ হই-

য়া শাদাইর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সেই অভেদগ্রাহী শিক্ষা দেয়। স্বেচ্ছাবলম্বী আর এক প্রসিদ্ধ লোককে ধরিল, তাহার নাম আলগাপদ। এই ব্যক্তি নরাত্মানগরে দিয়াবলের চর ছিল, সে নগরে কোন সম্বাদ শুনিয়া দিয়াবলের ছাউনিতে গিয়া কহিত, আবার সেই স্থানের সম্বাদ নগরে দিয়াবলের যে লোকেরা ছিল তাহারদিগকে জানাইত। এই দুই জনকে স্বেচ্ছাবলম্বী সৎপুরুষ নামক জেলরক্ষকের নিকটে পাঠাইয়া তাহারদের পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিতে আজ্ঞা করিল। আর যে সময়ে তাহারদিগকে নষ্ট করিলে নগরের মঙ্গল হয় ও শত্রুরদের আশাভঙ্গ হইতে পারে এমন অবকাশ পাইলে তাহারদিগকে ক্রুশে হত করিতে মনস্থ করিল।

নগরাধ্যক্ষ আঘাতী হওয়াতে তাহাতে পূর্ব্বমতে চালাক হইতে পারিল না। তথাপি নগরজাত লোকেরদিগকে সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দিত ও সুযোগমতে সাহস প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিত। ধর্ম্মোপদেশক সদসদ্বোধও সকল ধর্ম্ম শিক্ষা নরাত্মার লোকেরদের মনে রাখিবার জন্যে বিশেষ যত্ন করিল।

পঞ্চদশাধ্যায়।

কিছু দিন পরে নগরের সেনাপতিরা ও সাহসিক লোকেরা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল "আমরা কোন এক দিবসে রাত্রিযোগে বাহিরে যাইয়া দিয়াবলের সৈন্যেরদের উপর চড়াউ হই।" কিন্তু রাত্রিযোগে যাওয়া অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম। শত্রুরদের জন্যে রাত্রিকাল উত্তম বটে। কিন্তু নরাত্মা রাত্রিতে ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। তথাপি সম্প্রতি শত্রুরদিগকে পরাজয় করাতে সাহস পাইয়া যুদ্ধ করিতে স্থির করিল।

সময় উপস্থিত হইলে কে অগ্রে বাহিরে যাইবে এই স্থির করিবার জন্যে তাহারা গুলিবাঁট করিল। তাহাতে সদাশার প্রথমে যাইতে হইল ও তাহার সঙ্গে বিশ্বাস ও প্রাপ্তজ্ঞান দুই সেনাপতির যাইতে হইল। ঐ প্রাপ্তজ্ঞানকে ইম্মনুএল সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে তাহারা যুদ্ধ করিতে বাহিরে গেলে একেবারে শত্রুরদের প্রধান দলের উপর পড়িল। দিয়াবল ও তাহার সৈন্যেরা রাত্রিকালে যুদ্ধ করিতে অতিশয় পটু, অতএব পূর্ব্বে সম্বাদ পাইলে যেমন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইত তেমনি শীঘ্র প্রস্তুত হইল। তাহাতে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এক দিগে নরকের ঢক্কাতে অতি ভয়ানক গোল। অপর দিগে যুবরাজের তূরীর মধুর ধ্বনি হইতে থাকিল। দিয়াবলের পক্ষে অতৃপ্ত ভোক্তা নামক সেনাপতি লুঠের আশাতে গাড়ির নিকটে থাকিল।

যুবরাজের সেনাপতিরা অত্যন্ত সাহসে যেরূপ যুদ্ধ করিল, সেইরূপের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাহারা অনেক

লোককে আঘাতি করিল ও দিয়াবলের অনেক সৈন্য তাহার-দের সম্মুখ দিয়া পলাইয়া গেল। বিশ্বাস ও সদাশা ও প্রাপ্তজ্ঞান এই তিন জন সৈন্যকে লইয়া পাছে২ গিয়া শত্রুর-দিগকে নষ্ট করিতেছিল। এমন সময়ে কোনক্রমে বিশ্বাস উছোট খাইয়া পড়িল। তাহাতে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া উঠিতে পারিল না, শেষে প্রাপ্তজ্ঞান আসিয়া তাহাকে তুলিল। তাহাকে পড়িতে দেখিয়া সৈন্যেরদের মধ্যে গোলমাল হইতে লাগিল। বিশ্বাসও অত্যন্ত বেদনাপ্রযুক্ত অতিশয় চীৎকার করিল। এই দারুণ আঘাতে তাহার মরিবার সম্ভাবনা বোধ করিয়া অন্য দুই জন সেনাপতির সাহস কম পড়িল। সৈ-ন্যেরদের মধ্যেও অধিক গোল হইলে তাহারা আর যুদ্ধ করিতে পারিল না। ইহার মধ্যে দিয়াবল অত্যন্ত সতর্ক ছিল। যদিও পলায়ন করিতেছিল তথাপি অপরের সৈন্যে-রা থামিয়াছে দেখিয়া বোধ করিল সেনাপতিরা হয় আঘাতী হইয়াছে নতুবা মরিয়াছে। অতএব প্রথমে দাঁড়াইল পরে মুখ ফিরাইয়া নরকের উপযুক্ত রাগ দেখাইয়া যুবরাজের সৈন্যেরদের উপরে আসিয়া পড়িল। তাহাতে তিন সেনা পতি যে স্থানে ছিল সেই স্থানে আসিয়া তাহারদিগকে খড়্গ ও বর্শাদ্বারা অত্যন্ত আঘাত করিল, তাহাতে এক দিগে সেনা পতিরদের উৎসাহ ভঙ্গ। অপর দিগে গোলমাল। তদ্ভিন্ন তাহারদের অতিশয় আঘাত ও অত্যন্ত রক্তপাত হইল। তাহাতে সেনাপতিরা বলবান হইলেও প্রায় নগরপর্য্যন্তও দৌড়িতে পারিল না।

এই তিন জন সেনাপতি পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া যুব রাজের সৈন্যেরা পলাইয়া নগরে ঢুকিল। এই প্রকারে ঐ রাত্রিতে যুদ্ধের শেষ হইল।

এই কর্ম্মেতে দিয়াবল অত্যন্ত সাহস পাইয়া বোধ করিল আমি কিঞ্চিৎ পরে নরাত্মাকে অনায়াসে জয় করিতে পারিব

অতএব পর দিনে সাহস করিয়া নগরের নিকটে আসিয়া কহিল "দ্বার খুলিয়া দেহ, শীঘ্র আমার হাতে নগর অর্পণ কর।" সে কালে নগরের মধ্যে দিয়াবলের যে লোকেরা ছিল তাহারাও কিছু চালাক হইতে লাগিল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব। দিয়াবলের ঐ কথা শুনিয়া নগরাধ্যক্ষ কহিল "তুমি যাহা চাহ তাহা যুদ্ধ না করিলে পাইবা না। ইম্মনুএল রাজা আমারদের ইচ্ছামতে আমারদের প্রতি প্রসন্ন নহেন বটে, তথাপি তিনি যত কাল জীবৎ থাকেন তত কাল আমরা নরাত্মাকে অন্য কাহারো হাতে দিব না।"

পরে স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল "ও রে গভীর গহ্বরের কর্ত্তা ও সর্ব্ব মঙ্গলের শত্রু দিয়াবল, এই নগরের দুর্গানিবাসি আমরা তোমার কর্তৃত্ব ও রাজনিয়ম ভালমতে জানিয়াছি, তোমার অধীন হইলে আমারদের যাহা২ ভোগিতে হবে তাহাও জানি, অতএব আমরা তোমার অধীন হইব না। পক্ষী ফাঁদ না দেখিয়া ব্যাধের হাতে যেমন পড়ে, তেমনও আমরা পূর্ব্বে না জানিয়া তোমাকে নগর অধিকার করিতে দিয়াছিলাম। এইক্ষণে অন্ধকারহইতে দীপ্তিতে উত্তরিয়া আমরা শয়তানের পরাক্রমহইতে ঈশ্বরের প্রতিও ফিরিয়াছি। তোমার চাতুরীতে, ও নগরে তোমার যে লোক আছে তাহারদের ফাঁকিতে আমারদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে, ঘোরতর বিপদ ঘটিয়াছে, এক্ষণে আমরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া দুষ্ট নিষ্ঠুর যে তুমি তোমার বশে আপনারদিগকে রাখিব তাহা আর কখনো হবে না, বরং এই স্থানে মরি তাহাও ভাল। ফলতঃ রাজবাটীহইতে আমারদের উপকার হইবে এমত আশা আছে, অতএব তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ছাড়িব না।"

স্বেচ্ছাবলম্বী ও নগরাধ্যক্ষের কথা শুনিয়া দিয়াবলের সাহস কিঞ্চিৎ কম হইতে লাগিল ও তাহার রাগ বৃদ্ধি হইল। আর ঐ কথাতে নগরের লোকেরদের ও সেনাপতিরদের সাং-

হসও বৃদ্ধি হইল ও বিশ্বাসের ক্ষতেতে ঐ কথা ঔষধের মত হইল। ফলতঃ নগরের সেনাপতিরা ও যোদ্ধা সৈন্যেরা যখন পরাজিত হইয়া নগরে পলাইয়াছে ও শত্রু অত্যন্ত সাহস পাইয়া নগরের প্রাচীরের নিকটে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে কহিতে পারিল, তখন উক্ত সাহসের কথা উপযোগি ও ফলদায়ক হইল।

স্বেচ্ছাবলম্বীও নগরের মধ্যে বীরের মত কর্ম্ম করিল। সেনাপতিরা ও সেনারা যে সময়ে নগরের বাহিরে যুদ্ধ করিতেছিল সে সময়ে স্বেচ্ছাবলম্বীও অস্ত্র লইয়া নগরের মধ্যে বেড়াইয়া, যে কোন স্থানে দিয়াবলের যাহাকে পাইল তাহাকে তৎক্ষণে করাঘাত ও খড়গাঘাত করিল। পরে বিবাদী ও চট্‌পটে্য ও অনধিকারচর্চ্চক ও কচকচিয়াপ্রভৃতি অনেককে আঘাত করিল। ইতর অনেককেও খোঁড়া করিল, কাহাকে বধ করিল কি না তাহা এইক্ষণে নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। সেনাপতিরা মাঠে যুদ্ধ করিতে গেলে, নগরের দুষ্টেরা কহিল "এই সময়ই লোকেরদের মধ্যে গোলমাল করিবার অবকাশ বটে।" অতএব তাহারা একত্র হইয়া ঝটকার ন্যায় আসিয়া মহাউৎপাত করিতে লাগিল। তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী আপন চাকরদিগকে লইয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া তাহারদিগকে কাটিয়া এদিগে ওদিগে ফেলিতে লাগিল তাহাতে তাহারা অতিশীঘ্র পলাইয়া গর্ত্তে আশ্রয় লইল। স্বেচ্ছাবলম্বীও স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

দিয়াবলকে জয় করিবার জন্যে বিশ্বাসে ফল দর্শায়। তাহার আগে সেনাপতিরদের যে ক্ষতি দিয়াবল করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ শোধ স্বেচ্ছাবলম্বির ঐ কর্ম্মেতে হইল। আরো নরাত্মাকে দুই এক বার জয় করিলেও অধিকার অনায়াসে হইবে না শত্রুরা ইহাও জানিতে পাইল। তাহাতে দিয়াবলের দর্প কিঞ্চিৎ দমন হইল অর্থাৎ সে সেনাপতিরদের যুদ্ধ

ক্ষতি করিয়াছিল,নগরে তাহার স্বজাতীয় লোকেরা যদি নরা-ত্মার লোকেরদের তত্তুল্য ক্ষতি করিত তবে তাহার অত্যন্ত দর্প হইত কিন্তু স্বেচ্ছাবলম্বী যাহা করিয়াছিল তাহাতে তা-হার অহঙ্কার খর্ব্ব হইল।

[খ্রীষ্টিয়ান লোকেরদের ইন্দ্রিয়ের তেজ-বাড়াইতে চেষ্টা করে।]

অনন্তর একবার তাহারদিগকে জয় করিয়াছি আরবারও পারিব বলিয়া দিয়াবল পুনশ্চ নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল। অতএব আপন সেনাপতিরদিগকে আজ্ঞা করিল "নরাত্মার উপর আ-ক্রমণ করিতে সকলই রাত্রির অমুক সময়ে প্রস্তুত হও, আর বিশেষমতে ত্বক্‌দ্বারে অ-ধিক সৈন্য পড়িয়া নগরে প্রবেশ করিতে যত্ন করুক।" যুদ্ধেতে সৈন্যেরদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্যে "নরকাগ্নি" এই শব্দ কহিল। "যদি সমস্ত কি কতক সৈন্য নগরে ঢুকিতে পারে তবে তাহারা ঐ শব্দ না ভুলুক। ঢুকিয়াই উচ্চস্বরে "নর-কাগ্নি নরকাগ্নি" এই কথা কহিবে। নরকাগ্নি ভিন্ন অন্য শব্দ নগরের মধ্যে শুনা না যাউক। ঢক্কার শব্দও নিরন্তর হইতে থাকুক। ধ্বজাবাহকেরা ধ্বজা তুলিয়া দেউক, সৈন্যেরা অত্যন্ত সাহস প্রকাশ করুক।প্রত্যেক জন বীরের তুল্য কর্ম্ম করুক।'

রাত্রিতে সকল প্রস্তুত হইলে পর দিয়াবল হঠাৎ ত্বক দ্বারে আক্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল যুদ্ধ করিলে পর দ্বার খুলিয়া ফেলিল। কেননা ঐ দ্বার শক্ত নহে, অনায়াসে খোলা যাইতে পারিত। পরে দিয়াবল যন্ত্রণা ও বিশ্রামহীন নামক দুই জন সেনাপতিকে ঐ দ্বারে রাখিয়া আপনি নগরে ঢুকিতে চেষ্টা করিল, এমন সময়ে রাজকুমারের সেনাপতিরা সেই স্থানে গিয়া তাহার অতিশয় বাধা করিল। তাহারা আপ-নারদের শক্তিমতে যুদ্ধ করিল বটে. কিন্তু যে তিন জন সেনা-পতি আঘাতী হইয়াছিল তাহারাই অতি সাহসিক ও নিপুণ। তাহারা আঘাতপ্রযুক্ত প্রায় কিছু করিতে পারিল না। অন্য

সেনাপতিরা দিয়াবল ও তাহার সন্দেহি সৈন্যেরদের ও সেনাপতিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, শেষে শত্রুরদের অধিক বল থাকাতে তাহারা নগরে ঢুকিল। তাহাতে রাজকুমারের সেনারা ও সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় লইল। গড়ে থাকাতে তাহারা নিজে রক্ষা পায়, নগরের লোকেরদেরও রক্ষার উপায় হয়, আর গড়ে থাকিবার তাহারদের বিশেষ অভিপ্রায় এই নরাত্মা রাজকুমারের অধিকারে থাকে। কেননা গড় যাহার নগরও তাহার।

সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় লইলে, শত্রুরা প্রায় অবাধিতরূপে নগরের অন্য সকলস্থান অধিকার করিয়া নগরের সকল পল্লীতে দিয়াবলের আজ্ঞামতে "নরকাগ্নি২" এই কথা চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল। কতক্ষকালপর্য্যন্ত "নরকাগ্নি" এইশব্দ ও দিয়াবলের দস্তার ভয়ঙ্কর শব্দছাড়া অন্য শব্দই শুনা গেল না। এমন সময়ে নরাত্মা যেন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং নগর উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনাও হইল বটে। দিয়াবল আপন সৈন্যেরদিগকে নরাত্মার ঘরে২ স্থান দিল, দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও নগরাধ্যক্ষ ও স্বেচ্ছাবলম্বির বাটী ঐ বিদেশায় সন্দেহিদলেতে পূর্ণ হইল। আর ইহারা যাহাতে আশ্রয় না লইয়াছিল এমত কোন ঘর, কি গোলা ঘর, কি খোঁয়াড়িও ছিল না। তাহারা নগরের লোকেরদিগকে ঘরহইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারদের শয্যাতে শয়ন করিল, তাহারদের ভোজের আসনেও বসিতে লাগিল। হায়২ দুর্ভগা নরাত্মা। এইক্ষণে পাপের ফল ভোগ করিতেছ। কল্পিত নির্ব্বিঘ্নের মিষ্ট কথার অন্তরে গরল, তাহার জ্বালায় মরিতেছ।ঐ সন্দেহিরা হাতে যাহা পাইল তাহাই বিনষ্ট করিল। নগরের অনেক স্থান পোড়াইয়া ফেলিল। ছোট২ শিশুকে ধরিয়া আছাড়িয়া মারিল, অনেক গর্ভও নষ্ট করিল। আশ্চর্য্য কি। বিদেশা সন্দেহিরদের করুণা দয়া বিবেচনাদি কি

থাকে। তাহারা নরাত্মার কি যুবতী কি বৃদ্ধা অনেক স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়া পশুবৎ অত্যাচার করিল, তাহাতে অনেক স্ত্রী মুমূর্ষু হইল, অনেকের অসময়ে গর্ভপাত, অনেকে-রও প্রাণ ত্যাগ হইল, ও নগরের প্রতিপথের মোড়ে ও পাশ্বে তাহারদের শব পড়িয়া রহিল।

তখন নরাত্মা নগর নাগেরদের গহ্বরতুল্য, ও নরকের সমান ঘোর অন্ধকারময় হইল। প্রায় নিম্মূল বনের ন্যায় সকল স্থান কাঁটা ও শিয়ালকাঁটা ও বন ও দুর্গন্ধ বস্তুময়। পূর্ব্বে লিখিযাছি ঐ সন্দেহিরা নগরের লোকদিগকে শয্যা-হইতে তাড়াইয়া দিল, তদ্ভিন্ন তাহারদের অনেক জনকে আঘাতী করিল ও অত্যন্ত প্রহার করিল ও অনেকের মাথা ভাঙ্গিয়া প্রায় মগজ বাহির করাইল। অনেকের কেন, প্রায় সকলেরই সেইরূপ করিল। সদ্বোধকেও তাহারা অত্যন্ত আঘাতি করিল, তাহার ক্ষতসকল পাকিল, তাহাতে কি দি-বস কি রাত্রি কিছুমাত্র শান্তি পাইতে পারিল না, নিত্য যাতনা পাইল। কেবল শাদাই রাজা রক্ষা করিলেন নতুবা তাহাকে একেবারে বধ করিত। নগরাধ্যক্ষের প্রতি তাহারা অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া চক্ষু প্রায় উপড়াইয়া ফেলিল। স্বেচ্ছাবলম্বী গড়ে আশ্রয় লইল, নতুবা তাহাকে খণ্ডং করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিল, কেননা তাহার তৎকালীন ভাব বুঝিয়া তাহারা তাহাকেই দিয়াবল ও তাহার সঙ্গিরদের প্রধান শত্রু জ্ঞান করিল। স্বেচ্ছাবলম্বী এই যুদ্ধেতে অনেক যত্ন করিয়াছিল তাহার বিস্তারিত পরে লিখিব।

তৎকালে অনেক দিনপর্য্যন্তও নগরে বেড়াইলে যাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় এমন এক ব্যক্তিকেও প্রায় কেহ দেখিতে পাইত না। হায়ং তৎকালে নরাত্মার কি দুর্দশা। সর্ব্বত্র বিদেশী সন্দেহিরা, কেহ রক্তবর্ণ কেহ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিয়া দলেং পথেং বেড়াইল ও ঘরেং ভয়ানক চীৎকার শব্দ শু-

দুষ্ট গান করিল ও মিথ্যা কথা ও শাদাই রাজা ও তাঁহার পুত্রের নিন্দার কথা কহিল। নগরের প্রাচীরে গর্ত্তে গহ্বরে দিয়াবলের যে দুষ্ট লোকেরা পূর্ব্বে লুকিয়া থাকিত তাহারা প্রকাশ হইয়া কিছু লজ্জা কি ভয় না করিয়া সন্দেহিরদের সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহারা যেমন পথেং বেড়াইত ও ঘরেং যাইত ও প্রকাশে থাকিত তেমন সে সময়ে নগরের লোকও করিতে পারিত না।

ইত্যাদি ব্যাপার হইলেও দিয়াবল ও তাহার সঙ্গি বিদেশী. লোকেরা নরাত্মার মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিল না, যেহে-তুক লোকেরা যেমত ইম্মনুএলের সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগ-কে অতিথি করিল তেমনি তাহারদিগকে করিল না বরং তাহারদিগকে হেয়জ্ঞান করিল, শত্রুরা নগরের আহারীয় যে সকল দ্রব্য ভোজন করিল কি বিনষ্ট করিল তাহা বল-পূর্ব্বক না হইলে লোকেরা ইচ্ছা করিয়া কখন কিছু দিত না। তাহারা সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিত। যাহা লুকাইতে পা-রিত না তাহাই দিয়াবলের লোকেরা কাড়াকাড়ী করিয়া লইত। তাহারা নগরে থাকিতে না পায় লোকেরদের এই ইচ্ছা। কিন্তু কি করিতে পারে তৎকালে তাহারাই বন্দি। বন্দিভাবে থাকিতেই হইল (রোম। ৭ ॥ ১।) তথাপি তা-হারদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়া শত্রুভাব নিত্য প্রকাশ করিতে থাকিল।

সেনাপতিরাও গড়হইতে নিত্য কিঙ্গাদ্বারা প্রস্তরাদি ছুড়ি-য়া তাহারদি[illegible]অতিশয় যাতনা দিল। দিয়াবল অনেক-বার গ[illegible]ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঈশ্ব-রীয় [illegible]রের রক্ষক ছিল। এই ব্যক্তি অতিশয় সাহসী ও পটু ও বীর পুরুষ। অতএব দিয়াবলের অত্যন্ত চেষ্টা ও বাঞ্ছা হইলেও সে জন জীবৎ থাকিতে গড়ের দ্বার খুলিয়া [illegible]তে পারিত না, দিয়াবলেরও যত্ন নিষ্ফল করিত। ঐ

The Captains resisting the Diabolonians

ব্যক্তি যদি নগরের অধ্যক্ষতা কর্ম্ম পাইত তবে মঙ্গল হইত আমার এমন জ্ঞান হয়।

নরাত্মার এইরূপ দুর্দ্দশা দেড় বৎসরপর্য্যন্ত রহিল। নগরই যুদ্ধস্থল ছিল, নগরের লোকেরা তিষ্ঠিতে না পারিয়া গহ্বরে লুকিয়া থাকিল ও নরাত্মার গৌরব ভূমিসাৎ হইল। তবে নরাত্মার বিশ্রাম কি শান্তি কিরূপে হইতে পারে। আনন্দ রূপ সূর্য্যই বা কিরূপে উদয় হইতে পায়। ঐ দেড় বৎসর-পর্য্যন্ত যদি শত্রুরা নগর ঘেরিয়া থাকিত তবু নগরের লোকে-রা অবশ্য অনাহারে অতিশয় ক্লেশ পাইত, কিন্তু নগরের মধ্যেই শত্রুরা ছাউনি ও পরিখা করিল, নগরের গড়ের বিপরীত সেই নগরই শত্রুরদের গড়। নগর নগরেরই বিপ-রীত। নগরের শক্তি ও জীবন নাশ করিতে চাহিল যা-হারা তাহারদের আশ্রয়স্থান নগরই হইল। আর যাবৎ গড় অধিকার করিয়া বিনষ্ট না করে তাবৎ তাহারা নগরের দুর্গেতে বাস করিল। এই কি দুর্দ্দশা। নরাত্মারই সেই দশা।

দেড় বৎসর এই দশায় থাকিয়া রাজপুত্রের নিকটে অনেক প্রার্থনাপত্র পাঠাইলেও কিছু উপকার পাইল না দেখিয়া নরাত্মার প্রধান ও প্রাচীন২ লোক সকল একত্র হইয়া কতক ক্ষণ দুর্দ্দশার ও পরমেশ্বর তাহারদের যে দণ্ড করেন তাহার বিলাপ করিয়া স্থির করিল "আমরা এইক্ষণে উপকার পাই-বার জন্যে, প্রার্থনাপত্র পুনরায় ইম্মনুএলের নিকটে পাঠা-ইব।" তাহাতে ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "শ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনি-র্ব্বাহকের স্বাক্ষর পত্রেতে না থাকিলে রাজা কখন গ্রহণ করেন নাই করিবেনও না। এই কারণে এত কাল প্রার্থনা করিয়াও তোমারদের পত্রের কোন ফল হয় নাই।" তাহাতে লোকেরা কহিল "তবে পত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বা-হককে স্বাক্ষর করিতে প্রার্থনা করিব।" ঈশ্বরীয় ভয় কহিল

শ্রীযুত আপনি যে পত্র না লেখেন তাহাতে কখনো স্বাক্ষর করিবেন না তাহা জানি, আর যুবরাজ শ্রীযুতের হাতের লিখন ও পদবিন্যাস ভাল জানেন, কেহ তাঁহাকে ফাকি দিতে পারিবে না, অতএব আমার পরামর্শ শুন, তোমরা শ্রীযুতের নিকটে যাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর।" গড়ের মধ্যে সেনাপতিরা ও যোদ্ধারা যে স্থলে বাস করিত শ্রীযুতও সে স্থানে বাস করিতেন, অতএব সকল লোক ঈশ্বরীয় ভয়কে ধন্যবাদ করিয়া তাহার পরামর্শমতে করিল। তাহারা শ্রীযুতের নিকটে গিয়া কহিল, "আমারদের আসিবার হেতু এই, নরাত্মার অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারদের নিমিত্তে একখানি পত্র মহাশাদাই রাজার পুত্র ইম্মনুএলের নিকটে লিখুন। ইম্মনুএল পিতার নিকটে ঐ পত্র দিবেন।"

শ্রীযুত কহিলেন "কিসের নিমিত্তে প্রার্থনাপত্র লিখিতে হইবেক।" তাহারা কহিল "নরাত্মা নগরের যে দুর্দ্দশা ও মন্দ গতি তাহা আপনি জানেন, আমরাও যে প্রকারে পাপে পতিত হইয়া যুবরাজকে ত্যাগ করিয়াছি তাহাও আপনি জানেন, আর আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কে আসিয়াছে ও নরাত্মা যে প্রকারে যুদ্ধ স্থল হইয়াছে তাহা আপনি জানেন। আর পুরুষ স্ত্রী শিশুরদের প্রতি শত্রুরদের যে প্রকার দৌরাত্ম্য হইতেছে ও নগরের মধ্যে দিয়াবলের লোকেরা নগরের লোকহইতে অধিক সাহস পাইয়া যে প্রকারে পথেং বেড়ায় তাহাও আপনি জানেন। অতএব আপনকার ঈশ্বরের তুল্য জ্ঞান আছে, আপনি দীনহীন দাসেরদের জন্যে ইম্মনুএলের নামে একখানি পত্র লিখুন।" তাহাতে শ্রীযুত কার্য্যনির্ব্বাহক কহিলেন, "ভাল আমি পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষরও করিব।" তাহারা কহিল "এই পত্র লইবার নিমিত্তে আপনকার নিকটে কখন আসিবার আজ্ঞা হয়।" তিনি কহিলেন

পত্র লিখন সময়ে তোমারদের উপস্থিতথাকা আবশ্যক৹ তোমাদেরই প্রার্থনা তাহাতে লিখিতে হইবেক। আমি আপন হাতে কলমে লিখিব, কালী ও লেখনীপত্র তোমারদের দিতে হবে। তাহা না হইলে প্রার্থনাপত্র তোমারদের কি প্রকারে বলা যায়। আমি অপরাধী নই আমার কোন প্রার্থনা পত্র লেখার প্রয়োজন নাই।" (রোম। ৮ ॥ ২৬, ২৭।)

আরো কহিলেন "যাহারদের নিমিত্তে আমি পত্র লিখি তাহা‹দেরই তাহাতে মন ও আত্মার সংযোগ না থাকিলে আপন নামে যুবরাজের নিকটে ও তদ্দ্বারা তাঁহার পিতার নিকটে পত্র কখন লিখি না। আর এই কথাও তাহাতে লেখা থাকিবেক।"

তাহারা শ্রীযুক্তের কথাতে সম্মত হইলে, প্রার্থনাপত্র অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহা কে লইয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত কহিলেন ' বিশ্বাস নামক সেনাপতি সুবক্তা, সে লইয়া যাইবে।" অতএব তাহারা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, " এই পত্র ইম্মনুএলের নিকটে তোমার লইয়া যাইতে হবে।" সেনাপতি কহিল "আমি অবশ্য যাইব, আমি খঞ্জ বটি তথাপি যত শীঘ্র ও উত্তমরূপে কর্ম্ম করিতে পারি করিব।" প্রার্থনাপত্র এই।

" হে সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু একাধিপতি ইম্মনুএল যুবরাজ মহাবলবন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু রাজা আপনকার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ আছে৷ আমরা যদ্যপি আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছি তথাপি আপনি দয়ালু ও ক্ষমাবান। আমরা আপনকার নরাত্মা নামের যোগ্য নই, সামান্য মঙ্গলেরও যোগ্য পাত্র নই, কিন্তু আপনকার নিকটে ও আপনকার দ্বারা পিতার নিকটে বিনয় করি, আমারদের পাপ মার্জনা করুন। আপনি ন্যায়মতে আমারদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন বটে, কিন্তু আপনকার নামহেতুক তাহা না করুন। প্রভু আমারদের অত্যন্ত দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, এই

সময়ে দয়া প্রকাশ করুন। হে প্রভো চারি দিগে শত্রু ঘেরিয়াছে। আমারদের নিজ পাপহইতেই আমারদের অনুযোগ হয়, নগরে দিয়াবলের লোকেরা আমারদের ভয় জন্মাইতেছে। অতলস্পর্শ গহ্বরের দূতের সৈন্যদল আমারদিগকে মহাক্লেশ দিতেছে। আপনকার অনুগ্রহ হইলে আমারদের ত্রাণ হইতে পারে। আপনাভিন্ন আমরা আর কাহার কাছে যাইব।

"আরো হে দয়ালু রাজা আমরা সেনাপতিরদিগকে দুর্ব্বল করিয়াছি, তাহারা আশারহিত ও পীড়িত এবং কতক কাল হইল তাহারদের কএক জন পরাজিত হইয়া শত্রুর বলে ও পরাক্রমে তাড়িত হইয়া যুদ্ধস্থলহইতে পলাইয়া আসিয়াছে। যে সেনাপতিরদের সাহসেতে আমারদের বিশেষ আশা ছিল তাহারাও আঘাতী হইয়াছে। হে প্রভো শত্রুরাও চালাক ও বলবান, তাহারা অহঙ্কার ও দম্ভ করিয়া কহে, আমরা লুটিত দ্রব্য যেমন তেমন ইহারদিগকে বাঁটিয়া লইব। হে প্রভো তাহারা সহস্র সন্দেহিদিগকে লইয়া আমারদের উপর আক্রমণ করিয়াছে, তাহারদিগের আমরা কিছুই করিতে পারি না, তাহারদের মুখ অতি ভয়ঙ্কর, ও অতি নির্দ্দয়, আমারদিগকে ও আপনাকেও তুচ্ছ করিয়া অতিগর্ব্বে বড়২ কথা কহে।

"আপনি আমারদের নিকটহইতে চলিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমারদের বুদ্ধি ও বল থাকিল না। পাপ ও লজ্জা ও পাপহেতুক মুখের ব্যাকুলতা এই আমারদের রহিল। হে প্রভো দয়া করুন, আপনকার দুর্ভগা নরাত্মার প্রতি দয়া করুন, শত্রুরদের হাতহইতে আমারদিগকে উদ্ধার করুন।"

পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম এই পত্র শ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক লিখিয়াছিলেন। অতি সাহসবান ও বীরতুল্য বিশ্বাস সেনাপতি এই পত্র লইয়া মুখদ্বারদিয়া ইম্মনুএলের নিকটে

রাজবাটীতে গেল। পূর্ব্বে লিখিয়াছি ঐ দ্বার দিয়া দূতেরা বা-হিরে যায়। তাহার পত্র লইয়া যাইবার সম্বাদ কিপ্রকারে প্রকাশ হইল তাহা জানি না, কিন্তু বোধ করি দিয়াবল তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। কেননা সেই কথা ধরিয়া নরাত্মার নিকটে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল " ওরে বিদ্রোহি একগুঁয়া নরাত্মা আমি তোরদের প্রার্থনা করার শেষ করাইব। এখ-নও প্রার্থনা করিবি। আমি এই কার্য্য রহিত করিব।" বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া গিয়াছিল ইহারও সম্বাদ দিয়াবল পাইলে অতিশয় ক্রোধ ও ভয় করিতে লাগিল। অতএব পুনরায় ঢাক মারিবার আজ্ঞা দিল, সে ঢক্কার শব্দ শুনিয়া নরাত্মার অত্যন্ত ত্রাস জন্মে। কিন্তু দিয়াবল ঢাক মারিলে নরাত্মার অবশ্য সহ্য করিতে হবে। ঢক্কার শব্দ শুনিয়া দিয়াবলের লোকেরা একত্র হইল।

পরে দিয়াবল তাহারদিগকে কহিল "ওরে আমার সাহস বান প্রজাসকল শুন। এই বিদ্রোহি নরাত্মার লোকেরা আমারদের ক্ষতি করিবার মন্ত্রণা করিতেছে তাহা জান। নগর আমারদেরই অধিকার তাহা দেখিতেছ। তথাপি এই দুভগা লোকেরা সাহস করিয়া রাজবাটীতে ইম্মনুএলের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব নরাত্মার প্রতি তোমার-দের যাহা করিতে হয় তাহা বুঝ। আমার আজ্ঞা এই নরা-ত্মার লোকদিগকে সমুচিত দুঃখ দেও। তোমারদের চাতুরী মতে তাহারদিগকে ক্লেশ দেও। স্ত্রী কন্যারদিগকে বলাৎকার কর। শিশুরদিগকে নষ্ট কর। বৃদ্ধেরদের মাথা চূর্ণ কর। নগর পোড়াইয়া ফেল। যত ক্ষতি করিতে পার কর। নরা-ত্মার লোকেরা বিপরীত কর্ম্ম করিতেছে তাহার এই প্রতি-কার কর।"

এই আজ্ঞা পাইয়া দিয়াবলের লোকেরা অত্যন্ত যত্ন করিল কিন্তু ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম না করিতেং বাধা হইল। বিস্তারিত পরে লিখিব।

পর দিনে দিয়াবল গড়ের দ্বারের নিকটে গিয়া কহিল "এইক্ষণে দ্বার খোল। আমাকে ও সঙ্গি লোককে ঢুকিতে দেও। না দিলে তোমারদিগকে নষ্ট করিব।" দ্বারের রক্ষক ঈশ্বরীয় ভয় কহিল "তোমারদের নিমিত্তে দ্বার খুলিব না। নরাত্মা আর কিঞ্চিৎ কাল দুঃখভোগ করিলে পর সিদ্ধ ও প্রবল ও স্থির হইবে।"

তাহাতে দিয়াবল কহিল আমার বিপক্ষে যাহারা প্রার্থনা-পত্র লিখিয়াছে তাহারদিগকে আমার কাছে বাহির করিয়া দেও। বিশেষ যে বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া গিয়াছে তাহাকে আমার হাতে দেও। ঐ শ্যালাকে আমার কাছে পাঠাইলে আমি নগর ছাড়িয়া যাই।"

তৎক্ষণাৎ মস্করা নামক দিয়াবলের এক জন কহিল। "প্রভু ভালই বলিতেছেন। এক জন মারা পড়িলে নগর রক্ষা পাবে এই কি ভাল কথা নয়।"

ঈশ্বরীয় ভয় উত্তর করিল "যদি বিশ্বাসকে দিয়াবলের হাতে করিয়া দিই তবে গভীর স্থলে পড়িতে আর কত দিন লাগিবে। বিশ্বাস ছাড়া হওয়া নগর ছাড়া হওয়া একই কথা। বিশ্বাস গেলে নগর কোথায়।" মস্করা এই কথার কোন উত্তর করিল না।

পরে নগরাধ্যক্ষ কহিল "ওরে সর্ব্বনেশ্যা দুষ্ট তোর কোন কথা মানিব না তা জানিস। নরাত্মার মধ্যে যাবৎ সেনাপতি কি পুরুষ কি স্ত্রিঙ্গা কি পাতর থাকে তাবৎ তোর সঙ্গে যুদ্ধ করিব। এই স্থির করিলাম।"

দিয়াবল উত্তর করিল "তোমরা কি উপকার ও রক্ষা পাইবার আশা করিতেছ। ইম্মানুএলের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমারদের দোষ অতিশয় হইয়াছে, তোমারদের মুখহইতে শুদ্ধ প্রার্থনা হইতে পারে না। তোমারদের প্রার্থনা শুনিবেন, কার্য্য সফল হইবে এমন কি বোধ

কর। তোমারদের কার্য্য সফল হবে না, তোমারদের উদ্যোগ বৃথা হবে তাহা জান। কেবল দিয়াবল তোমারদের বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে এমত বুঝ না। ইম্মনুএলও তোমারদের শত্রু হইয়াছেন। তোমারদিগকে জয় করিতে তিনিই আমাকে পাঠাইয়াছেন। তবে তোমারদের কি আশা। রক্ষা পাইবার বা কি পথ।"

নগরাধ্যক্ষ কহিল "আমরা পাপী বটি কিন্তু তাহাতে তোমার কোন লাভ নাই। ইম্মনুএলের কথা টলে না। তিনি কহিয়াছেন যে কেহ আমার নিকটে আইসে তাহাকে কোনক্রমে দূর করিব না। ওরে শত্রু, তিনি আরও কহিয়াছেন মনুষ্য সন্তানের সর্ব্বপ্রকার পাপ ও ঈশ্বরনিন্দা দোষ ক্ষমা হইবে। অতএব আমারদের আশা আছে, অনুগ্রহের আশাতে অবশ্য থাকিব।"

এমন সময়ে রাজবাটীহইতে বিশ্বাস ফিরিয়া আইল। একটা পুলিন্দাও আনিল। নগরাধ্যক্ষ তাহা শুনিয়া দিয়াবলের সঙ্গে আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। দিয়াবল নগরের প্রাচীরের ও গড়ের দ্বারের নিকটে চেঁচাইতে থাকিল। নগরাধ্যক্ষ বিশ্বাসের বাসায় আসিয়া তাহাকে বন্দনাদি করিয়া তাহার মঙ্গলের কথা ও রাজবাটীহইতে কি সম্বাদ ইহা জিজ্ঞাসা করিল। এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে২ তাহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তাহাতে বিশ্বাস কহিল "মহাশয় স্থির হও, সময় মতে মঙ্গল হইবে।" পরে পুলিন্দা দেখাইয়া এক দিগে রাখিল। নগরাধ্যক্ষ ও সেনাপতিরা তাহা দেখিয়া মঙ্গলের চিহ্ন জানিল। অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার সময় হইলে নগরাধ্যক্ষ সেনাপতিরদের ও প্রাচীনেরদের ঘরে২ ও গড়েতে ও তৈনাতী কর্ম্মে যাহারা প্রবর্ত্ত তাহারদের নিকটে লোককে পাঠাইয়া কহিল "বিশ্বাস রাজবাটীহইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তোমারদের বিশেষ কোন২ লোকের নিমিত্তে পত্র আনিয়াছে ও নগ-

রের সকল লোকের নিমিত্তে সাধারণ পত্র আনিয়াছে।” তাহা শুনিলে সকলে বিশ্বাসের ঘরে আসিয়া তাহার বন্দনাদি করিয়া তাহার যাত্রার কথা ও রাজবাটীর সুসম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিশ্বাস উত্তর করিল “ সময়মতে মঙ্গল হইবে।”

পরে বিশ্বাস পুলিন্দা খুলিয়া পত্র বাহির করিল। প্রথম পত্র নগরাধ্যক্ষের নামে। তাহাতে যুবরাজ ইম্মনুএল এই কথা লিখেন। “তুমি আপন পদের কর্ম্ম, ও নরাত্মা নগরের ও লোকেরদের জন্যে যে কর্ম্ম তোমাকে দিয়াছিলাম তাহা সরল ও বিশ্বাসের যোগ্যমতে করিয়াছ, ইহাতে আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইল। আরো তুমি যুবরাজ ইম্মনুএলের সপক্ষে অতিশয় সাহস দেখাইয়া দিয়াবলের সঙ্গে বিশ্বাসি লোকের মত যুদ্ধ করিয়াছ, ইহাতেও অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিঞ্চিৎ পরে তোমাকে পুরস্কার দিব।”

দ্বিতীয় পত্র স্বেচ্ছাবলম্বির নামে। তাহাতে যুবরাজ লিখেন “ আমি নগরে না থাকিলে যখন দিয়াবলের দ্বারা আমার নামের নিন্দা হইতে লাগিয়াছিল তখন তুমি আপন প্রভুর মান রক্ষা করিতে যে সাহস প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি। আরো নরাত্মা নগরের মধ্যে গহ্বরে২ দিয়াবলের যে লোকেরা লুকাইয়া আছে তাহারদিগকে তুমি ভালমতে দমন করিয়া অতিশয় সতর্ক থাকিয়া তাহাদের সকল চলনে দৃষ্টি রাখিয়া নগরের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ, ইহাতেও আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি। আরো তুমি দুষ্টেরদের কতক প্রধান লোককে আপন হাতে বধ করিয়া শত্রুরদের আশা ভাঙ্গিয়াছ, নগরের লোকেরদিগকে এই সৎকর্ম্ম করিবার পথ দেখাইয়াছ তাহাও জানিয়াছি, অতএব তোমাকেও কিঞ্চিৎ পরে পুরস্কার দিব।”

তৃতীয় পত্র দ্বিতীয় উপদেশকের নামে। তাহাতে যুবরাজ লেখেন “তুমি আপন পদের কর্ম্ম ভালমতে ও বিশ্বাসেতে

Captain Credence delivering the Notes.

করিয়াছ ও নগরের ব্যবস্থামতে নরাত্মাকে উপদেশ ও অনু-
যোগ ও সতর্ক করিয়া, তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে দিয়াছিলাম
তাহা করিয়াছ। ইহাতে আমার অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিয়াছে।
আর নরাত্মা আমাকে ত্যাগ করিলে, তুমি লোকদিগকে উপ-
বাস করিয়া ভস্ম মাখিয়া খেদ করিতে উপদেশ করিলা, আর
এই মহৎ কার্য্যেতে বিনেরেগশ সেনাপতির নিকটে সাহায্য
প্রার্থনা করিলা, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি।
তুমিও কিঞ্চিৎ পরে পুরস্কার পাইবা।"

চতুর্থ পত্র ঈশ্বরীয় ভয়ের নামে। তাহাতে যুবরাজ এই
কথা লিখেন। "কল্পিতনির্ব্বিঘ্ন দিয়াবলের সপক্ষ হইয়া
অত্যন্ত খল ও ধূর্ত্ত হইয়া, নরাত্মাকে সৎকর্ম্ম ত্যাগ করিতে
লওয়াইলে তুমিই প্রথমে তাহাকে ধরিয়াছিলা জানি। আর
নরাত্মার দশা দেখিয়া তুমি যে কান্দিয়াছিলা ও দুঃখ করিয়া-
ছিলা তাহাও আমার মনে আছে। আর কল্পিতনির্ব্বিঘ্ন আ-
পন দুষ্ট অভিপ্রায় সফল করিতে চাহিয়া আপন বাটীতে ভোজ
করিয়া আমোদ করিতেছিল এমন সময়েও তুমি তাহার
বাটীতেই তাহার দুষ্টভাব প্রকাশ করিলা, তাহা আমি জানি।
আর দিয়াবল অনেক প্রকার ভয় দেখাইলেও তুমি অতিসা-
হস করিয়া গড়ের দ্বার রক্ষা করিলা, আর লোকেরা উপযুক্ত
মতে প্রার্থনা করিয়া যাহাতে মঙ্গলের উত্তর পাইতে পারে
এমন পথ তুমিই তাহারদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলা। এই
সকল কথা জানি অতএব তোমাকেও পুরস্কার দিব।"

পরে নরাত্মার সকল লোকের নামে সাধারণ এক পত্র
বাহির করিয়াছিল। তাহাতে প্রভু লিখেন "তোমরা আ
মার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছ তাহা আমার মনে আছে, ইহার
সুফল পাইবা। আরো দিয়াবল যদিও তোমারদের উপর
চড়াও হইয়া নানা ক্লেশ দিয়াছে তথাপি তোমরা এখন মনে
প্রাণে আমাতে ও আমার ধর্ম্মপথে আসক্ত আছ, ও দিয়াবল

অনেক খোসামদী করিলে ও অনেক দুঃখ দিলেও তোমরা তাহার কথা মান নাই, ইহাতে আমার সন্তোষ হইয়াছে।” পত্রের শেষভাগে লিখেন “আমি নরাত্মা নগর শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের হাতে ও নগরের সমস্ত কার্য্য শ্রীবিশ্বাসের হাতে দিলাম। তোমরা সাবধান হইয়া তাঁহারদের আজ্ঞামতে সকল কর্ম্ম কর। উপযুক্ত সময়ে তোমরা পুরস্কার পাইবা।”

বিশ্বাস এই সকল পত্র যাহারদের নামে লেখা ছিল তাহারদিগকে দিয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক কাল কথা কহিল। তাহারদের পরস্পর অতিশয় প্রণয় ছিল। আর নরাত্মার যাহা হইবে তাহা অন্য লোকাপেক্ষা তাঁহারা উত্তম জানিতেন। শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক বিশ্বাসকে অতিশয় স্নেহ করিতেন আর আপন ভোজনাসনহইতে অনেক সুখাদ্য দ্রব্য তাহার নিকটে পাঠাইতেন। নরাত্মার অন্য সকল লোক যদিও দুঃখরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইত তথাপি বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার নিত্য অনুগ্রহ প্রকাশ ছিল। অনেক কাল কথা কহিলে পর বিশ্বাস আপন ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল। কিঞ্চিৎ পরে শ্রীযুত তাহাকে ডাকিলেন। বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ গিয়া শ্রীযুতকে বন্দনাদি করিয়া নিবেদন করিল, “দাসের প্রতি মহাশয়ের কি আজ্ঞা।” শ্রীযুত তাহাকে এক পার্শ্বে বসাইয়া অনুগ্রহের কতক চিহ্ন দেখাইয়া কহিলেন “নরাত্মার সকল সৈন্যেরদের প্রধান অধ্যক্ষ তোমাকে করিয়াছি, অদ্যাবধি নরাত্মার সকল লোক তোমার অধীন হইবে, তোমার আজ্ঞামতে তাহারদের যাওয়াআসা হইবে, অতএব দিয়াবলের সঙ্গে এইক্ষণে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে তুমি আপন কর্ম্ম বুঝিয়া যুবরাজের ও নরাত্মার পক্ষে সকল কর্ম্ম চালাইবা। সকল সেনাপতি তোমার অধীন থাকিয়া কর্ম্ম করিবে।”

নগরের লোকেরা দেখিল রাজবাটীতে ও শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে নরাত্মার মধ্যে বিশ্বাস অতিসুগ্রাহ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাকে২ পাঠান গিয়াছিল কেহ ইহার মত সুসম্বাদ আনিতে পারে নাই। অতএব আপনারদের দুঃখের কালে তাহারা ইহার স্থানে সাহায্য অধিকরূপে চাহে নাই, ইহাতে নানারূপ খেদ করিয়া, তাহারা দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশককে শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে পাঠাইয়া প্রার্থনা করিল, "আমারদের যাহা কিছু থাকে তাহা সমুদয় শ্রীবিশ্বাসের হাতে অর্পণ হউক ও তাঁহার আজ্ঞামতে সকল কার্য্য করা যাউক।"

তদনুসারে ধর্ম্মোপদেশক নিবেদন করিলে শ্রীযুত এই উত্তর দিলেন, "রাজশত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে ও নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে কোন কার্য্য হইলে, তাহাতে বিশ্বাস সেনাপতি সৈন্যদলের মধ্যে প্রধান কার্য্যকারক হইবে।" এই উত্তর পাইয়া ধর্ম্মোপদেশক প্রণাম করিয়া শ্রীযুতকে ধন্যবাদ করিয়া নগরের লোকেরদিগকে শ্রীযুতের উত্তর জানাইলেন। এই সকল ব্যাপার অতি গোপনে হইয়াছিল যেহেতু নগরের মধ্যে শত্রুরা অত্যন্ত প্রবল। তাহারদের কথা পুনশ্চ কিঞ্চিৎ লিখিব।

ষোড়শাধ্যায়।

নগরাধ্যক্ষ ও ঈশ্বরীয় ভয় দিয়াবলকে যে সাহসের উত্তর দিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাহারদের উত্তর শুনিয়া সে অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া নরাত্মার হিংসা করিবার নিমিত্তে গভীর স্থলের প্রধানং লোকেরদিগকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে সকলে একত্র হইল। তাহারদের মধ্যে অবিশ্বাসই প্রধান। তাহার সৈন্যদলের সেনাপতিরাও সঙ্গে আইল। সভাস্থ হইয়া তাহারা এই মন্ত্রণা করিল। "গড় যাবৎ শত্রুর হাতে থাকে তাবৎ আমরা কর্ত্তা হইতে পারি না, অতএব ঐ গড় কিপ্রকারে অধিকার করি।" তাহাতে এক জনের এক-রূপ, অন্যের অন্যরূপ পরামর্শ হইল। শেষে সভাধ্যক্ষ আ-পলিয়োন কহিল "ভাইরা আমার পরামর্শ শুন। প্রথম আ-মরা নগর ছাড়িয়া মাঠে গিয়া ছাউনি করি। গড় যদি শত্রুর-দের হাতে থাকিল তবে এখানে থাকার কিছু ফল নাই, আর তাহাতে সাহসী অনেক সেনাপতি যাবৎ থাকে ও ঈশ্বরীয় ভয় যাবৎ দ্বাররক্ষক থাকে তাবৎ আমরা গড় অধিকার করিতে পারিব না। আমরা যদি মাঠে যাই তবে লোকে-রা স্বচ্ছন্দে কিছু বিশ্রাম করিবে, তাহাতে ধর্ম্মের পক্ষেও পুনরায় শৈথিল্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারদের যত ক্ষতি হইবে তত আমারদের কোন কৌশলে হইতে পারিবে না। যদি এইরূপ না হয় তথাপি কি জানি আমরা মাঠে গিয়া থাকিলে সেনাপতিরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পুনরায় বাহিরে যায়, আর পূর্ব্বে আমারদের সঙ্গে মাঠে যুদ্ধ করিলে

তাহারদের যাহা হইয়াছিল তাহা তোমরা জান। আরো তাহারা যদি মাঠে আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসে তবে আমরা নগরের পিছন দিগে কতক সৈন্য ওতে রাখিব। তাহারা বাহিরে আইলেই ঐ সৈন্যেরা হঠাৎ নগরে গিয়া গড় অধিকার করিবে।”

তাহাতে বালজিবুব কহিল “যুদ্ধ করিতে হইলে সকল লোক কি গড় শূন্য রাখিয়া যাইবে। গড় রক্ষা করিবার নিমিত্তে কতক জন অবশ্য থাকিবে। আর সকলই যে বাহিরে যাইবে ইহা নিশ্চয়রূপে না জানিলে ঐ উদ্যোগের কিছু ফল নাই। অতএব এই কর্ম্ম করিবার অন্য উপায় করিতে হয়। আপলিয়োন পূর্ব্বে এই পরামর্শ দিয়াছে, নগরের লোকেরদিগকে পুনশ্চ পাপে ফেলা যাউক। বোধ করি এই পরামর্শ ভাল। তাহা না হইলে আমরা নগরে থাকি কি মাঠে থাকি কি যুদ্ধ করি কি লোকেরদিগকে হত করি, তবু অধিকার পাইব না। আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যে পারে এমন এক জনও যাবৎ নগরে থাকে, তাবৎ ইম্মনুএল অবশ্য তাহারদের পক্ষে থাকিবেন। তিনি সাহায্য করিলে আমারদের যাহা ঘটিবে তাহা কে না জানে। অতএব তাহারদিগকে পাপে ফেলাইবার কোন উপায় করিতে হয়। তাহারদিগকে অধীন করিবার অন্য পথ নাই। সন্দেহিরদিগকে আনিলেও যেমন হইয়াছে, না আনিলেও তেমনি হইত। যদি তাহারদিগকে গড়ের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ করিতে পারিতাম তবে ফল হইত বটে, কিন্তু সন্দেহিরা যদি দূরে থাকে, তবে খণ্ডন হয় যে আপত্তি তাহারা তদ্রূপই। তাহারা যদি গড়ে প্রবেশ করিয়া অধিকার পাইতে পারিত তবে আমরা নিতান্তই জয়ী হইতাম। অতএব এখন আমরা মাঠে গিয়া থাকি। গেলেও নরাত্মার সেনাপতিরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহিরে আসিবে ইহার কোন আশা নাই। তবু মাঠে যাই। কিন্তু অগ্রে নরাত্মার,

গড়্বরাদিতে আমারদের যে বিশ্বাসপাত্রেরা লুকাইয়া আছে তাহারদিগকে এমন পরামর্শ দিই তাহারা আমারদের হস্তে নগর অর্পণ করিবার জন্যে যত্ন করে। তাহারা অধিকার না দেওয়াইলে কোন ক্রমেই হইবে না।" বোধ হয় এই পরামর্শ বালজিবুব দিয়াছিল। তাহাতে সকলে সম্মত হইল। সকলেই কহিল "লোকেরদিগকে পাপে না ফেলিলে গড় পাইতে পারিব না।" পরে কি প্রকারে তা করা যায় এই কথা বিচার করিতে লাগিল।

লুসিফর কহিল "বালজিবুবের পরামর্শ ভাল। লোকেরদিগকে পাপে ফেলিবার উপায় জানাই। সৈন্যেরদিগকে লইয়া নরাত্মাহইতে বাহির হইয়া লোকেরদিগকে কথার দ্বারা কি ঢাকের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে ভয় দেখাইব না, কেবল উদাসীনের মত মাঠে থাকিব। কেননা ভয় পাইলে তাহারা আরো শক্ত করিয়া অস্ত্র ধরে। আমার অন্য এক পরামর্শ এই। নরাত্মা নগরে হাট হইয়া থাকে। লোকেরা ব্যবসায়ে আসক্ত। অতএব আমারদের স্বদেশের কোন লোক যদি দূরদেশিরদের মত আসিয়া আমারদের দ্রব্য নরাত্মার হাটে বিক্রয় করে, তবে কার্য্য সফল হইতে পারে। সে দ্রব্য যে দরে বিক্রয় করুক তাহাতে কি চিন্তা। অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় করিতে হয় করুক। কিন্তু এই কর্ম্মের নিমিত্তে চতুর ও বিশ্বস্ত লোক চাই। এইরূপ হইলে যদি কার্য্য সফল না হয় তবে আমার মস্তক কাটিয়া ফেল।এই কার্য্যের উপযুক্ত দুই জনকে জানি। এক জনের নাম পয়সা-হারায়-টাকা-অপব্যয়ী। অন্যের নাম গ্রামপ্রাপণে-জিলাহারাণ। তদ্ভিন্ন মিষ্ট সংসার ও আধুনিকমঙ্গল নামে অতিশিষ্ট ও চতুর দুই জন আমারদের পরমবন্ধু ও সহকারী আছে। ইহারা ও অন্য চারি পাঁচ জন এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হউক। তাহাতে নরাত্মা ব্যবসায়ে আসক্ত হইয়া হৃষ্টপুষ্ট ও ধনবান হইবে। এইরূপ

করিলে তাহারদিগকে অধীন করিব। লাওদিকিয়া নগরে এই-রূপ করিয়া যে প্রকারে কার্য্য সকল হইয়াছিল তাহা কি মনে নাই। এখনও কত জন আমারদের এই জালে পড়িয়া আছে। নরাত্মার লোকেরা স্বচ্ছ হইতে লাগিলে আপনারদের দুঃখ ভুলিবে। আর যদি তাহারদিগের ভয় না জন্মাই তবে তাহারা নিদ্রা যাইতে পারে। নিদ্রিত হইলে সুতরাং নগর ও গড় ও দ্বার রক্ষা করিতে ত্রুটি করিবে।

"আরো এই উপায়মতে কর্ম্ম করিলে নরাত্মা বহু দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ হইতে পারে। তাহাতে তাহারা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সৈন্য গড়ে না রাখিয়া, গড়কে ভাণ্ডারই করিবে। আমারদের দ্রব্যাদি গড়ে ন্যস্ত হইলে গড়ের অধিকাংশ আমারদের হইবে। আর এমন দ্রব্যেতে গড় পূর্ণ করিতে পারিলে যদি তৎপরে আমরা হঠাৎ নগরের প্রতি আক্রমণ করি তবে সেনাপতিরা গড়ে আশ্রয় স্থান পাইবে না। দৃষ্টান্তের এক চলিত কথা জান, ধনের মায়াতে বাক্য গ্রাস করে (লুক ৮॥ ১৪।) আর অসঙ্গত ভোজনে ও পানে ও সাংসারিক চিন্তাতে মন মত্ত হইয়া থাকিলে সর্ব্বপ্রকারের কুৎসিত বিষয়ই হঠাৎ উপস্থিত হয়। (লুক ২১ ॥ ৩৪-৩৬।)

"আরো মহাশয়েরা জানেন কোন লোক আমারদের দ্রব্য বাহুল্যরূপে পাইলে অবশ্য আমারদের স্বজাতীয় লোকেরদিগকে দাস করিয়া রাখিবে। নরাত্মার যে কেহ সাংসারিক বস্তুতে আসক্ত হয় তাহার দাসেরদের মধ্যে অপরিচিত অপব্যয়ী পেটুক, অনধিকারচর্চ্চক আত্মশ্লাঘাপ্রভৃতি আমারদের কোন এক জন অবশ্য থাকে। ইহারাই নরাত্মার গড় অধিকার করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারে, অথবা ইম্মনুএলের বাস করার অনুপযুক্ত করিতে পারে। ইহারদের কোন এক জন হইলেই হয়, বিশ সহস্র সৈন্য হইতেও ইহারা অতি শীঘ্র কর্ম্ম করিয়া ফেলিবে, আমার এইরূপ বোধ হয়। অতএব

আমার এই পরামর্শ। আমরা এই সময়ে গড় অধিকার করিবার কিছু যত্ন না করিয়া এই নূতন কল্পনার উপায় করি। দেখি তাহারা আপনারদিগকে বিনষ্ট করে কি না।"

এই পরামর্শ সকলের মনে সুগ্রাহ্য হইল। সাংসারিক বস্তুতে নরাত্মাকে পূর্ণ করিয়া সংসারের উত্তমং সকল দ্রব্যেতে উন্মত্ত করিবার এই পরামর্শ নরকের প্রধানেরা অতি উত্তম জ্ঞান করিল। কিন্তু দেখ কখনং বিপরীত ব্যাপার একি কালে ঘটে। দিয়াবলের লোকেরদের এই সভা যে সময়ে ভাঙ্গিল সেই সময়ে বিশ্বাস সেনাপতি ইম্মনুএলের স্থানে এক পত্র পাইয়াছিল। পত্রের মর্ম্ম এই "নরাত্মার মাঠে আমি পরশ্ব তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।" পত্র পড়িয়া সেনাপতি কহিল

[রাজকুমার বিশ্বাসকে অনুগ্রহ করেন।]

"মাঠে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, প্রভুর এই কথার ভাব কি। এই কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম না।" অতএব পত্র লইয়া শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেননা রাজার সমস্ত ব্যাপারে ও নরাত্মা নগরের মঙ্গলেরও সান্ত্বনার সমস্ত কথা শ্রীযুত উত্তমরূপে বুঝিতেন। অতএব বিশ্বাস ঐ পত্র লইয়া শ্রীযুতের নিকটে গিয়া কহিল "মহাশয় আমাকে এই পত্রের অর্থ করিয়া দিউন, আমি বুঝিতে পারি না।" শ্রীযুত পাঠ করিয়া ক্ষণেককাল থাকিয়া কহিলেন "দিয়াবলের লোকেরা অদ্য সভা করিয়া নরাত্মার ক্ষতি করিতে মহা মন্ত্রণা করিয়াছে। তাহারা নগর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিবার উপায় করিয়াছে। তাহারা আপনারদের ইচ্ছামতে যদি নগরে কার্য্য করিতে পারে তবে নরাত্মা বিনষ্ট হইবেক ইহার সন্দেহ নাই, সে অভিপ্রায় সফল করিবার নিমিত্তে তাহারা নগরের বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে, ও তাহারদের সে উপায় সফল হয় কি না ইহার অপেক্ষায় মাঠে থাকিবে। তুমি প্রভুর সৈন্যেরদিগকে লইয়া প্রস্তুত হইয়া পরশ্ব তাহারদের

সঙ্গে মাঠেই যুদ্ধ কর। সেই দিনে রাজকুমারও মহাদল সৈন্য লইয়া অরুণোদয় কালে কি তাহার আগে মাঠে উপস্থিত হই-বেন, তিনি শত্রুরদের সম্মুখে, তুমি তাহারদের পাছে থাকিয়া দুই দিগহইতে যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিবা।"

বিশ্বাস সেনাপতি এই কথা শুনিয়া অন্য সেনাপতিরদের নিকটে যাইয়া কহিল "আমি অমুক ভাবের এক পত্র ইম্মনু-এলের স্থানে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে যাহা বুঝিতে পারিলাম না তাহা শ্রীযুক্ত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া-ছেন। আর প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতে আমারদের এইং রূপ করিতে হইবেক।" সেনাপতিরা এই কথা শুনিয়া অতি-শয় আনন্দ পাইল। বিশ্বাস সেনাপতিও রাজার সকল তূরী-বাদককে আজ্ঞা করিল "তোমরা গড়ের প্রাচীরে উঠিয়া দিয়াবল ও নরাত্মা নগরের সমস্ত লোক যে স্থানহইতে শুনিতে পাইবে এমন স্থানে দাঁড়াইয়া অতিশয় আনন্দ ধ্বনি কর।" তাহাতে বাদ্যকরেরা গড়ের উপরি ভাগে উঠিয়া অতিআনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। দিয়াবল শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিল "এ কি। তাহারা ঘোড়াতে চড়িয়া দৌড়িবার কিম্বা যুদ্ধ করিবার কোন ধ্বনি করে না। তবে এই পাগলেরা এত আনন্দ করে কেন।" তাহাতে দিয়াবলের এক জন উত্তর করিল "ইম্মনুএল যুবরাজ নরাত্মা নগরের উপকার করিতে আসিতেছেন, তিনি সৈন্যদল লইয়া শীঘ্র আসিবেন ইহাতেই আনন্দ।"

নরাত্মার লোক সকল ঐ তূরীর অতিমধুর ধ্বনি শুনিয়া বিবেচনা করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল "এই কোনক্রমে অমঙ্গলের লক্ষণ হইতে পারে না।" দিয়াবলের লোকেরা কহিল "আমরা কি করি।" তাহাতে কেহ উত্তর করিল "নগরহইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত" অন্য জন কহিল "আ-মরা নগরের বাহিরে যাই, তাহাতে যদিবা বাহিরহইতে

শত্রুরা আমারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইসে তবু আমরা আরো উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে পারিব।" অতএব পর দিনে তাহারা নগর ছাড়িয়া মাঠে গিয়া থাকিল। এইবার অতি-ভয়ঙ্কররূপে চক্ষু দ্বারের সম্মুখে ছাউনি করিল। তাহারা শেষবার সভা করিয়া যেং হেতুতে নগরের বাহিরে থা-কিবায় পরামর্শ গ্রাহ্য করিল তাহাছাড়া এইং কারণও ছিল। এক এই, আমরা গড় অধিকার করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় এই, মাঠে থাকিলে অনায়াসে যুদ্ধ করা যায়, পলাইতে হইলেও অনায়াসে পলাইতে পারিব, আরো যদি যুবরাজ আসিয়া আমারদিগকে নগরের মধ্যে ঘেরি-য়া রাখেন তবে নগর আশ্রয় স্থান না হইয়া বরং অ মারদিগকে ধরিবার গহ্বর হইবে। আরো নগরে যত দিন আছি তত দিন ফিঙ্গাদ্বারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছি, মাঠে গেলে ঐ প্রস্তর আমারদের নিকটে পঁহুছিতে পারে না। অতএব তাহারা মাঠে গেল।

অনন্তর দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় হইলে সেনা-পতিরা অতি যত্ন করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাত্রে বিশ্বাস অন্য সেনাপতিরদিগকে কহিয়াছিল "কল্য প্রভাতে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।" তাহাতে অগ্নিতে তৈল দি-লে যেমন জ্বলিয়া উঠে তেমনি সকলের মনে উত্তেজনা হইল। কেননা অনেক কাল যুবরাজকে দেখে নাই, তাহাতে তাহা-রা এই কর্ম্মেতে আরো যত্ন করিল। পর দিনে বিশ্বাস ও অন্য সেনাপতিরা অতি প্রভাতে দ্বারের সম্মুখে সৈ ন্যেরদিগকে সাজাইল। সকলে প্রস্তুত হইলে বিশ্বাস সৈন্য-দলের অগ্রভাগে গিয়া যুদ্ধের সময়ে যে কথা কহিলে সাহস বাড়ান যায় তাহা সেনাপতিরদিগকে জানাইল সেনাপ-তিরা সেই কথা অধীন সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে জানা ইল। কথা এই "এম্মনুএল যুবরাজের খড়গ ও বিশ্বাস সেনা-

Captain Experience hastening to the Battle.

পতির ঢাল। কিন্তু নরাত্মার ভাষাতে তাহার অর্থ ঈশ্বরের বাক্য ও বিশ্বাস। পরে সেনাপতিরা যুদ্ধ করিতে লাগিল ও দিয়াবলের সৈন্যেরদের উপর চারি দিগহইতে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিল।

দিয়াবলের সঙ্গে পূর্ব্বে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে প্রাপ্ত-জ্ঞান নামক সেনাপতি আঘাতে পীড়িত ছিল, অতএব সে নগরে থাকিল। কিন্তু অন্য সেনাপতিরা যুদ্ধ করিতে গিয়াছে দেখিয়া, প্রাপ্তজ্ঞানও ভাবিতে লাগিল "আমার স্বজনেরা যুদ্ধ করিয়া ক্লেশ পাইতেছে, ইম্মনুএল যুবরাজও অদ্য আসিবেন, আমি কি এই স্থানে পড়িয়া থাকিব।" অতএব আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া যুদ্ধ করিতে গেল। শত্রুরা তাহাকে যষ্টি ধরিয়া আসিতে দেখিলে আরো ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল "নরাত্মার লোকেরদের কি হইয়াছে। খোঁড়া ব্যক্তিও যুদ্ধ করিতে আসিতেছে, কি আশ্চর্য্য।" সেনাপতিরা আক্রমণ করিয়া অতিশয় সাহস দেখাইয়া অস্ত্র চালাইতে লাগিল, ও যুদ্ধ করিতে২ তাহারা "যুবরাজ ইম্মনুএলের খড়্গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল" এই কথা কহিয়া মহাধ্বনি করিতে লাগিল।

সেনাপতিরা বাহিরে আসিয়া চারি দিগহইতে অতিসাহস করিয়া দিয়াবলের সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া, দিয়াবল ভাবিল "এইক্ষণে তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিবে ও দ্বিধার খড়্গেতে কাটিতে থাকিবে।" তাহাতে সেও অত্যন্ত সাহস করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকারে উভয় দিগে যুদ্ধ হইল। দিয়াবল যুদ্ধ করিতেছিল, বিশ্বাস সেনাপতি ও স্বেচ্ছাবলম্বী তাহার উপর পড়িল। মনোনীত করণ সন্দে-হিরা তাহার সৈনাতিস্বরূপ ছিল। স্বেচ্ছাবলম্বী অতিবল-বান। তাহার এক২ ঘা বীরের ঘার তুল্য। ঐ সন্দেহিরদের সঙ্গে অনেক কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে২ চারি দিগে কাটিল ও

নষ্ট করিল। বিশ্বাস সেনাপতি তাহাকে এই প্রকারে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অন্য দিগে ঐ সৈন্যেরদের উপর পড়িল। দুই দিগে তাহারদিগকে লণ্ডভণ্ড করিল। আহ্বান সন্দেহির-দের সঙ্গে উত্তমাশা সেনাপতি যুদ্ধ করিল। তাহারা অতি সাহসী। কিন্তু সেনাপতিও বীরপুরুষ। প্রাপ্তজ্ঞানও তাহার সাহায্য করিয়া ঐ আহ্বান সন্দেহিরদিগকে তাড়াইয়া দিল। অন্য সকল সৈন্যেরা চারি দিগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লা-গিল। দিয়াবলের সৈন্যেরা সাহস করিয়া যুদ্ধ করিল। শ্রী-যুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক আজ্ঞা করিলেন "গড়ের ফিঙ্গা-হইতে পাতর ছুড়।" শ্রীযুতের সৈন্যেরা ঐ ফিঙ্গা উত্তমরূপে চালাইতে জানে, যাহা লক্ষ করে তাহাতেই লাগে। কিঞ্চিৎ পরে যাহারা রাজকুমারের সেনাপতিরদের সম্মুখে পলাইতে-ছিল দিয়াবলের সৈন্যেরা পুনরায় সাহস পাইয়া তাহারদের পশ্চাতে পড়িয়া আক্রমণ করিল, তাহাতে রাজসৈন্যেরা প্রায় বিষন্ন হইল। কিন্তু রাজাকে দেখিব বলিয়া তাহারা পুনরায় অত্যন্ত সাহসে ঘোরতর যুদ্ধ করিল। সেনাপতিরাও "যুব-রাজ ইম্মনুএলের খড়গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল" এই মহাধ্বনি করিল। তাহা শুনিয়া "ইহারা অধিক সাহায্য পাইয়াছে" বলিয়া দিয়াবল হটিয়া গেল। কিন্তু ইম্মনুএল তখন আইসেন নাই। কোন্ দিগে জয় হইবে তাহা কতক কাল নিশ্চয় হইল না। উভয় দিগের সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ হটিয়া গেল। এমন সময়ে বিশ্বাস আপন সেনারদিগকে যুদ্ধ করিতে আশ্বাস দিতে লাগিল। দিয়াবলও তাহা করিল। বিশ্বাস সেনাপতি সৈন্যেরদিগকে এই সাহসের কথা কহিল।

"ওহে সৈন্যগণ ও এই কর্ম্মেতে আমার ভাই সকল, আজি রাজার সপক্ষ হইয়া বলবান ও সাহসী এত সৈন্য দেখিয়া ও নরাত্মার ভক্ত এত লোক দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তোমরা দিয়াবলের সৈন্যেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া

সাহস দেখাইয়াছ। তাহারা যদিও শ্লাঘা করে তথাপি শ্লাঘা করিবার অধিক কারণ নাই। এইবার স্বাভাবিক সাহস দেখাইয়া বীরের মত যুদ্ধ কর। কিঞ্চিৎ পরে রাজকুমার যুদ্ধ-স্থলে দর্শন দিবেন। আর ও একবার দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবেক। তাহার পরেই ইম্মনুএল আসিবেন।"

এই কথা কহিলে পর দ্রুতগামী নামে এক জন দূত রাজ-কুমারের নিকটহইতে সেন পতির কাছে অতিত্বরায় আসিয়া কহিল "ইম্মনুএল অতিনিকটে আছেন" তাহাতে সেনাপতি অবিলম্বে ঐ কথা অন্য সেনাপতিরদিগকে জানাইল, তাহারাও আপনং সৈন্যেরদের নিকটে ঐ কথা কহিল। তাহাতে সে-নাপতিরা ও সেনারা যেন মরণহইতে উঠিয়া "যুবরাজ ইম্মনু-এলের খড়গ ও বিশ্বাস সেনাপতির ঢাল" এই মহাধ্বনি করিয়া আরবার যুদ্ধ করিতে লাগিল।

দিয়াবলের সৈন্যেরাও যত্ন করিল বটে, কিন্তু এইবার তাহারদের সাহস কম হইতে লাগিল, ও সন্দেহিরদের অনেক লোক মারা পড়িল। এক ঘণ্টাপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে পর বিশ্বাস সেনাপতি চক্ষু তুলিয়া দেখিল, ইম্মনুএল আসিতেছেন, ধ্বজা উড়িতেছে, তূরী বাজিতেছে, সৈন্যেরা এমন অতিবেগে আ-সিতেছে যে তাহারদের পা প্রায় ভূমি স্পর্শ করে না। তাহা দেখিয়া বিশ্বাস সেনাপতি আপন সৈন্যেরদিগকে নগরের নিকট লইয়া গেল। দিয়াবলের লোকেরদের সম্মুখে মাঠ রহিল। তাহাতে ইম্মনুএল, সেই দিগে আসিয়া পড়িলেন, শত্রুরা মধ্যে রহিল। এক দিগহইতে ইম্মনুএল, অন্য দিগ-হইতে বিশ্বাস, দুই দিগহইতে যুদ্ধ করিয়া শেষে শত্রুরদিগকে পদতল দলিতেং এক স্থানে আসিয়া মিলিলেন।

ইম্মনুএল আসিয়াছেন ও সম্মুখ দিগে দিয়াবলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও পশ্চাৎভাগে বিশ্বাস সেনাপতি ও মধ্য স্থলে শত্রুরা রহিল দেখিয়া, অন্য সেনাপতিরা "ইম্মনুএলের খড়গ

ও বিশ্বাসের ঢাল" এই কথা কহিয়া এমন মহাধ্বনি করিল যে তাহাতে পৃথিবী ফাটিয়া গেল। যুবরাজ ও তাঁহার সৈন্যেরা দিয়াবলকে ও তাহার সমস্ত সৈন্যকে ঘেরিয়া মহাযুদ্ধ করিতেছেন দেখিয়া দিয়াবল আপনার সৈন্যদল ছাড়িয়া গভার স্থলের প্রধানেরদিগকে লইয়া পলাইল। ইহার মধ্যে তাহার সৈন্যেরা ইম্মনুএলের ও বিশ্বাসের সৈন্যেরদের হাতে নষ্ট হইল। তাহাতে সকলেই মারা পড়িল, সন্দেহিরদের এক জনও বাঁচিল না। যেমন মাটিতে সার পড়িয়া থাকে তেমন সন্দেহিরদের শবেতে মাটি ছাইয়া গেল।

যুদ্ধের পরে ছাউনিতে সকল কার্য্যের নিয়ম হইলে পর, নগরে ফিরিয়া যাইবার আগে নরাত্মার সেনাপতিরা ও প্রাচীনেরা ইম্মনুএলের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া, তিনি নরাত্মায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এই নিমিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিল। তাহাতে তিনি হাস্যবদনে কহিলেন "তোমারদের কুশল হউক।" পরে তাহারা ও যুবরাজ ও তাঁহার নূতন সৈন্যেরা নরাত্মায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া লোকেরা আনন্দেতে নগরের সকল দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম। নগরের সকল দ্বার ও গড়ের দ্বারপর্য্যন্তও খোলা গেল। তিনি প্রবেশ করিলে তাঁহাকে বন্দনাদি করিবার নিমিত্তে নরাত্মার প্রাচীনেরা দ্বারেং দাঁড়াইল। পরে তিনি দ্বারের নিকটে আইলে সকলে কহিতে লাগিল "হে দ্বার সকল মুক্ত হও, হে চিরস্থায়ি কবাট সকল উত্থিত হও, মহামহিম রাজা প্রবেশ করিবেন।" কেহং কহিল "মহামহিম রাজা কে।" অন্যেরা উত্তর করিল "যিনি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও যুদ্ধে শূর মহাপরাক্রমী। হে দ্বার সকল মুক্ত হও, হে চিরস্থায়ি কবাট সকল উত্থিত হও, মহামহিম রাজা

প্রবেশ করিবেন।" "মহামহিম রাজা কে।" "সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরই মহামহিম রাজা।" (২৪ গীত ৭-১০।)

দ্বিতীয়। নরাত্মার লোকেরা আজ্ঞা করিল, নরাত্মার মধ্যে যাহারা বাদ্য বাজাইতে নিপুণ, তাহারা নগরের দ্বারাবধি গড়ের দ্বারপর্য্যন্ত পথে দাঁড়াইয়া বাদ্যধ্বনিতে রাজাকে সন্তুষ্ট করুক। তাহাতে ইম্মানুএল নগরে প্রবেশ করিলে যাবৎ গড়ে না পঁহুছিলেন তাবৎ নরাত্মার প্রাচীনেরা ও সকল লোক তুরীর ধ্বনি করিল ও এই গান করিয়া পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর করিল "হে ঈশ্বর তাহারা তোমার গমন অর্থাৎ ধর্ম্মধামে আমার ঈশ্বরের ও আমার রাজার গমন দেখুক।" (৬৮ গীত ২৪।) গায়কেরা সম্মুখে গেল, বাদ্য যন্ত্রিরা পাছে আইল, তাহারদের মধ্যে কন্যারা মৃদঙ্গ হস্তে করিয়া বাদ্য করিতে লাগিল।

তৃতীয়। রাজকুমার নরাত্মার দ্বারে প্রবেশ করিলে সেনাপতিরাও তাঁহার নিকটে গেল। বিশ্বাস ও সদাশা এই দুই জন সম্মুখে গেল। প্রেম অন্য কএক জনকে সঙ্গে লইয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিল, সর্ব্ব শেষে ধৈর্য্যাবলম্বন। অন্য সেনাপতিরা কেহ দক্ষিণে কেহ বামদিগে ইম্মনুএলের সঙ্গে নরে প্রবেশ করিল। ধ্বজাও উড়িতেছিল, তূরীর ধ্বনি হইল, সকল সৈন্য অনবরত আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। যুবরাজও সসজ্জ হইয়া নগরে আইলেন। তাহার অস্ত্রশস্ত্র নির্ভাজ স্বর্ণময়, তাঁহার রথের স্তম্ভ রূপার, বাজু সুবর্ণের, আসন বাগুনীয়া রঙ্গের বস্ত্রেতে বিস্তীর্ণ। ও তাহার মধ্যভগ নরাত্মার কন্যাগণের প্রস্তুত প্রেম। (পরমগীত ৩॥ ১০।)

চতুর্থ। যুবরাজ নগরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখেন লোকেরা পথে২ ফুল ছড়াইয়াছে ও নগরের চারিদিগে যে গাছ আছে তাহার শাখাপল্লব আনিয়া কুঞ্জ নিকুঞ্জ করিয়া নগর সুশোভিত করিয়াছে। প্রতিবাটীর দ্বারেই কোন২

প্রকারের সুনির্ম্মিত কার্য্য। দ্বারেং বহুতর লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ইম্মনুএল সম্মুখে আইলেই সকলে উচ্চস্বরে কহিল, "ধন্য, আপন পিতা শাদাইর নামে আইসেন যে রাজকুমার তিনি ধন্য।"

পঞ্চম। নগরের প্রাচীনেরা অর্থাৎ নগরাধ্যক্ষ ও স্বেচ্ছাবলম্বী ও দ্বিতীয় ধর্ম্মোপদেশক ও জ্ঞান ও মন প্রভৃতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক গড়ের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার পদধুলা চাটিল, ও পাপহেতুক তাহারদের বিনাশ না করিয়া, বহুদয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ও নরাত্মাকে অনন্তকালপর্য্যন্ত সুস্থির করিবেন, এইং কারণে তাহারা তাঁহার স্তবস্তুতি ধন্যবাদ করিল। এই প্রকারে তাহারা গড়পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিল। সেই গড়ই রাজবাটী। তাহাতে যুবরাজবাস করিবেন। শ্রীযুত প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের সেই বাটীতে থাকাতে ও বিশ্বাস তাহাতে কর্ম্ম করণেতে ঐ বাটী যুবরাজের নিমিত্তে প্রস্তুত ছিল। সেই বাটীতে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ। পরে নগরের ইতরবিশেষ সমস্ত লোক রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া তাহারদের যে দোষপ্রযুক্ত তিনি নগরে থাকিতে পারেন নাই সে দোষহেতুক বিলাপ ও খেদ ক্রন্দনাদি করিয়া ও সাতবার দণ্ডবৎ হইয়া চেঁচাইয়া কাঁদিতেং কহিল "হে রাজন্ আমারদিগকে ক্ষমা করুন। পুর্ব্ববৎ নরাত্মার প্রতি প্রেম স্থির করুন।"

যুবরাজ উত্তর করিলেন " কাঁদিও না। আপনং ঘরে যাও, উত্তমং দ্রব্য খাও, মিষ্ট রস পান কর, যাহারদের কিছু প্রস্তুত নাই তাহারদিগকে কিছুং দেও। তোমারদের প্রভুর আনন্দই তোমারদের বল। আমি দয়াতে নরাত্মায় ফিরিয়া আসিয়াছি, নরাত্মার দ্বারা আমার নামের প্রশংসা ও মহিমা
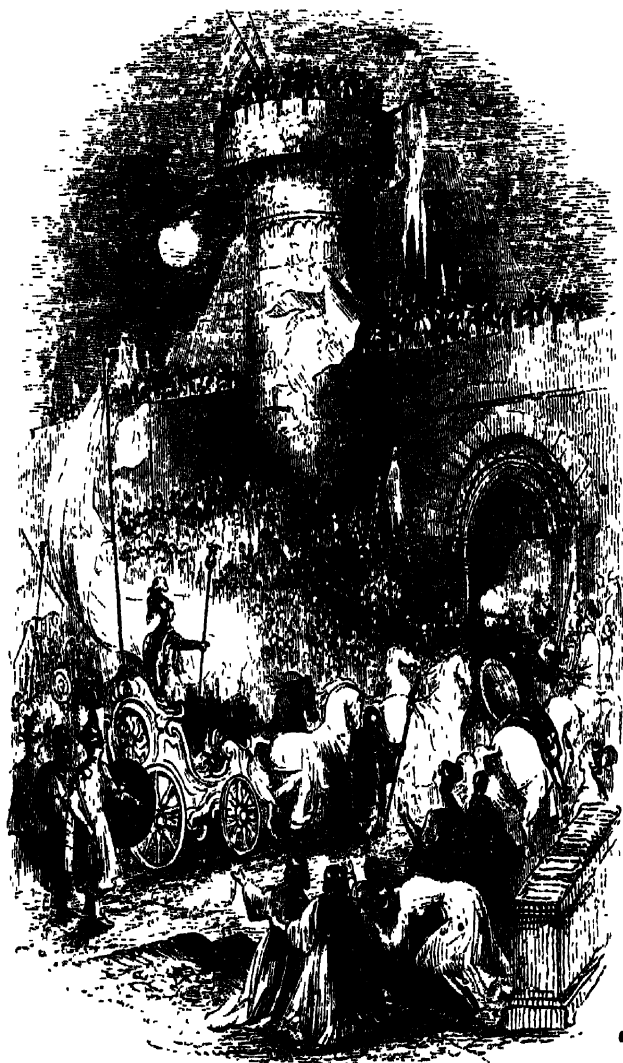
The Prince entering Mansoul.

হইবেক।" পরে যুবরাজ ঐ লোকেরদিগকেল ইয়া কোলা কোলি করিয়া চুম্বন করিলেন।

আরো তিনি নগরের প্রাচীন লোকেরদের ও রক্ষকেরদের প্রত্যেক জনকে এক২ সোণার মালা ও মোহর দিলেন। তাহারদের ভার্য্যারদের নিমিত্তে কাণবালাপ্রভৃতি অলঙ্কার পাঠাইলেন। যাহারা নরাত্মার প্রকৃত প্রজা তাহারদিগকেও অনেক বহুমূল্য বস্ত্র দিলেন।

নরাত্মা নগরের নিমিত্তে এই সকল কার্য্য করিলে পর, ইম্মনুএল সকল লোককে কহিলেন "তোমরা বস্ত্র কাচিয়া অলঙ্কারাদি পরিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আইস" (উপ। ৯॥ ৮।) অতএব দাউদ বংশের ও য়িরূশালম নিবাসিরদের পাপ ও অপবিত্রতার মার্জনার নিমিত্তে যে উনই নির্গত হইল (সিখ্। ১৩॥ ১।) তাহাতে তাহারা গিয়া স্নান করিল ও বস্ত্র কাচিয়া গড়ে যুবরাজের নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

এমন সময়ে রাজকুমার আসিয়া আপনকার শ্রীমুখের দীপ্তি পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন, এইহেতুক নগরের সকল স্থানে নৃত্যগীতাদি হইতে লাগিল। ঘণ্টা সকল বাজিল, সূর্য্যও অনেক কালপর্য্যন্ত প্রকাশ হইলে লোকেরা হৃষ্টচিত্ত হইল।

নগরের লোকেরা দিয়াবলের স্বজাতীয় অনেক লোককে নষ্ট করিয়াছিল বটে, তথাপি সেই কালপর্য্যন্তও কতক জন ছিল। তাহারা নগরের প্রাচীরে ও গহ্বরে লুকিয়া রহিল। ইহারদিগকে নষ্ট করিতে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উদ্যোগ হইল।

কিন্তু দিয়াবলের ঐ লোকেরা স্বেচ্ছাবলম্বিকে আগে যত ভয় করিত তাহার অধিক ভয় করিতে লাগিল, কেননা সে তাহারদিগের তত্ত্ব লইয়া কোন কৌশলে নষ্ট করিবার অধিক যত্ন করিলে, স্বেচ্ছাবলম্বী কি দিনে কি রাত্রে তাহারদিগকে

কোন সময়ে বিশ্রাম না দিয়া অত্যন্ত দুঃখ দিল। বিশেষ পরে লিখিব।

ইম্মনুএলের খড়্গ ও বিশ্বাসের ঢালদ্বারা যে সন্দেহির নগরের সম্মুখে হত হইয়াছিল তাহারদের শব মাঠে পড়িয়া ছিল। তাহার দুর্গন্ধেতে লোকেরদের ব্যামোহ্ জন্মিতে পারে। অতএব নগরের মধ্যে সকল পরিপাটীরূপে স্থির করিলে পর ইম্মনুএল আজ্ঞা করিলেন "অবিলম্বে সকল মরাকে কবর দিতে কোন২ লোককে মাঠে পাঠাও। তাহারদিগকে কবরে দিতে আজ্ঞা করিবার আর এক কারণ এই, ঐ সন্দেহিরদের নাম লোপ হইয়া তাহারদের নামও লোকেরদের মনে না থাকে, যুবরাজের এই বাঞ্ছা।

তাহাতে নগরের বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত মঙ্গলেচ্ছু নগরাধ্যক্ষ আজ্ঞা করিলেন "ঈশ্বরের ভয় ও সরল, এই দুই জন ঐ কর্ম্মের তত্ত্ব করিবে, ও কএক জনকে এই অতি প্রয়োজনের কর্ম্ম করিতে সঙ্গে লইবে।" তাহাতে তাহারা কএক জনকে লইয়া মাঠে ঐ সকল শব কবরে দিতে গেল। কেহ২ কবর খুড়িল। কেহ২ শব কবরে দিল। অন্যেরা মাঠের চারি দিগে ও নগরের নিকট সকল স্থানে বেড়াইয়া যদি সন্দেহিরদের কোন মাথার খুলি কি হাড় কি হাড়ের কুচি নগরের নিকটে দেখিত, তবে তাহার নিকটে খুঁটি পুতিত কিম্বা কোন প্রকারের একটা চিহ্ন দিত, সেই চিহ্ন দেখিয়া যাহারা কবর দিতেছিল তাহারা ঐ হাড় লইয়া কবরে ফেলিত, এই প্রকারে মাঠ পরিষ্কার হইল। এই সকল কার্য্যের ভাব এই, দিয়াবলের সন্দেহিরদের নাম ও গন্ধ পৃথিবীতে না থাকে, ও নগরে যে শিশুরা জন্মে তাহারা সন্দেহিরদের মস্তকের খুলি কি অস্থি কিম্বা অস্থিখণ্ড কিপ্রকার তাহা জানিতে না পায়। তৎকালে ঈশ্বরীয় শান্তিও আপনার পদ পুনরায় লইয়া পূর্ব্বমতে কর্ম্ম করিতে লাগিল।

উক্তপ্রকারে নরাত্মার নিকট যে মাঠ ছিল তাহাতে মনোনীত হওনের সন্দেহিরা ও আহ্বানের সন্দেহিরা ও অনুগ্রহের সন্দেহিরা ও শেষপর্য্যন্ত স্থির হওয়া থাকনের সন্দেহিরা ও পুনরুত্থানের সন্দেহিরা ও পরিত্রাণের সন্দেহিরা ও অনন্ত গৌরবের সন্দেহিরা কবর পাইল। তাহারদের সেনাপতিরদের নাম রোষ, নিষ্ঠুর, অনন্তদণ্ড, অতৃপ্ত, গন্ধক, যন্ত্রণা, বিশ্রামহীন, কবর, গতাশ। তাহারদের রাজা দিয়াবলের অধীন বৃদ্ধ অবিশ্বাস। তদ্ভিন্ন তাহারদের সৈন্যদলের উপরে নিযুক্ত সাত জন। তাহারদের নাম এইং। বালজিবূব, লেজিওন, আপলিয়োন, পৈথন, সরবিরস, ও বেলিয়ল। কিন্তু রাজা ও সেনাপতিরা ও বৃদ্ধঅবিশ্বাস ও অধ্যক্ষেরা পলাইয়া রক্ষা পাইল। অন্য সকলে রাজার সৈন্যদলের ও নরাত্মার লোকেরদের বলে ও খড়্গেতে হত হইয়া কবর পাইল। তাহাতে নরাত্মার অতিশয় আনন্দ হইল। যাহারা তাহারদিগকে কবরে ফেলিল তাহারা তাহারদের সংহারক অস্ত্র সুদ্ধ তাহারদিগকে কবরে ফেলিল। তাহারদের অস্ত্র বাণ বর্শা যষ্টি জ্বলন্ত কাষ্ঠপ্রভৃতি ও তাহারদের ধ্বজা ও দিয়াবলের ধ্বজা ও দিয়াবলের সন্দেহিরদের গন্ধ যাহাতে ছিল তাহা সুদ্ধ কবরে ফেলিল।

সপ্তদশাধ্যায়।

অনন্তর দিয়াবল আপন বৃদ্ধ বন্ধু অবিশ্বাসকে লইয়া নরক-দ্বার পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া অবিলম্বে গভীর স্থলে নামিল। পরে কতক কাল সঙ্গিরদিগকে লইয়া আপনারদের অদৃষ্টে নরাত্মার সম্মুখে যে ক্ষতি ভোগ হইয়াছিল তাহার বিলাপ করিলে পর মহা রাগ করিয়া কহিল "আমরা এই ক্ষতির শোধ লইব।" অতএব নরাত্মার ক্ষতির জন্যে আর কি করিতে হয় ইহার পরামর্শ করিতে তাহারা আরবার সভা করিল। কেননা লুসিফর ও আপলিয়োন যে পরামর্শ দিয়াছিল তাহার অতি বিলম্বের ফল দেখিবার আশাতে তাহারা থাকিতে পারিল না। যাবৎ নরাত্মার শরীর প্রাণ মাংস মগজ সুদ্ধ গ্রাস করিয়া খাইতে না পারে তাবৎ তাহারা দিনকে বৎসর জ্ঞান করিল। অতএব তাহারা স্থির করিল "আমরা বহু প্রকারের লোক লইয়া সৈন্য দল করি, অর্থাৎ যাহারা সন্দেহ করে ও যাহারা রক্তপাত করিতে উদ্যত এমত দুষ্ট সকল লোককে লইয়া নরাত্মার সঙ্গে পুনশ্চ যুদ্ধ করি।" তাহার বিশেষ এই।

সন্দেহিরদের নাম যেমন, স্বভাব তেমনি। তাহারা ইম্মনুএলের কথায় নিত্য সন্দেহ করে তাহারদের প্রভুর নামও সন্দেহকর্ত্তা তাহার দেশের নাম সন্দেহ দেশ। সেই দেশ উত্তর দিগ, ক্ষান্তি দূর, অন্ধকারময় দেশ ও মৃত্যুরূপ ছায়া নামে উপত্যকা ভূমির মধ্যে। কেহ২ ঐ অন্ধকারময় দেশ ও মৃত্যু ছায়া দেশ একই জ্ঞান করে, ফলে তাহা নয়; নিক-

টানিকটি স্বতন্ত্র দুই দেশ। মধ্যে সন্দেহ দেশ। নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে যাহারা দিয়াবলের সঙ্গে গিয়াছিল তাহারা ঐ দেশের লোক।

যাহারা রক্তপাত করিতে উদ্যত তাহারদিগকে রক্তেষী বলা যায়। তাহারাও অতি দুষ্ট, অত্যন্ত রাগাল হইয়া নরাত্মার বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহারদের নাম রক্তেষী। তাহারদের দেশে অতি অশুভ নক্ষত্রের প্রাদুর্ভাব তাহাতে তাহারদের বুদ্ধিও ভ্রান্ত। তাহারদের দেশের নাম সংঘৃণ। ঐ দেশের এক অঞ্চল সন্দেহ দেশহইতে অতি দূর বটে, তথাপি অন্য দিগ সন্দেহ দেশের মত নরক দ্বার পর্ব্বতের নিকট। সন্দেহিরদের সঙ্গে এই লোকেরদের প্রণয়। নরাত্মার বিশ্বাস ও লোকেরদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে ঐ উভয় দেশের লোকেরা নিত্য সন্দেহ করে, অতএব রাজসেবার জন্যে দুই তুল্যরূপে উপযুক্ত।

দিয়াবল ঢাক মারিয়া ঐ দুই দেশহইতে পঁচিশ হাজার সন্দেহিকে ও পনের হাজার রক্তেষিকে সংগ্রহ করিল। ইহারদের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত ছিল। প্রধান সেনাপতি বৃদ্ধ অবিশ্বাস।

পূর্ব্বে যে সাত জন সেনাপতি দিয়াবলের সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিল তাহারদের পাঁচ জন এইবারও সন্দেহিরদের অধ্যক্ষ হইল তাহারদের নাম বালজিবুব, লুসিফর, আপলিয়োন, লেজিওন, সরবিরস। পূর্ব্বকালের সেনাপতি কএক জন অধীন পদে নিযুক্ত হইল।

দিয়াবল পূর্ব্বের যুদ্ধেতে ঐ সন্দেহিরদের পরীক্ষা করিয়াছিল। নরাত্মার লোকেরাও তাহারদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। অতএব এই যাত্রায় তাহারদের হইতে তাদৃশ সাহায্য পাইবে এমন আশা ছিল না। কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও অত্যাবশ্যক হইলে কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিবে এই ভাবে তাহার

দিগকে লইল। কিন্তু দুষ্ট রক্তেস্বিরা অতি কষ্ট সহিতে পারে ও পূর্ব্বে অনেক বলের কর্ম্ম করিয়াছিল জানিয়া দিয়াবল তাহারদের প্রতি বিশেষ নির্ভর করিল।

ঐ রক্তেস্বিরদের সেনাপতিরদের নাম এই২। কাইন। নিম্রোদ। ইসমায়েল। এযৌ। শৌল। অবশালোম। যিহুদা। পাপা।

কাইনের অধীন দুই দল। অর্থাৎ উদ্যোগী ও রাগাল রক্তেস্বিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ, তাহাতে যে যষ্টিতে মানুষ খুন হইতে পারে এমত যষ্টি বিচিত্র ছিল। (আদি। ৪॥ ৮।)

নিম্রোদের অধীনে নিষ্ঠুর ও অপহারক দুই দল রক্তেষী তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ তাহাতে হন্যা কুকুর চিত্রিত ছিল। (আদি ১০॥ ৯।)

ইসমাএলের অধীন দুই দল। অর্থাৎ নিন্দক ও অবজ্ঞাকারি রক্তেস্বিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ তাহাতে ইব্রাহীমের পুত্র ইসহাককে নিন্দা করে এমন এক জন বিচিত্র ছিল। (আদি। ২১॥ ৯, ১০।)

এশৌর অধীনে দুই দল। অর্থাৎ যে রক্তেস্বিরা পরের মঙ্গলের দ্বেষ করে ও হিংসা ভোগ করিয়া প্রতিহিংসা করে তাহারা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। যাকুবকে বধ করিতে ওতে থাকা এক জন তাহাতে চিত্রিত ছিল। (আদি।২৭॥ ৪২।)

শৌলের অধীন দুই দল। অর্থাৎ অকারণে জ্বলনশীল রক্তেস্বিরা ও শয়তানের তুল্য রাগান্ধ রক্তেস্বিরা। তাহার ধ্বজা রক্তবর্ণ। অহিংসুক দাউদের প্রতি যে তিন বাণ ছোড়া যায় তাহা তাহাতে চিত্রিত ছিল (১ শিমু। ১৮॥ ১১।)

অবশালোমের অধীন দুই দল। অর্থাৎ যাহারা সাংসারিক মান পাইবার নিমিত্তে পিতাকে কি বন্ধুকে বধ করিতে প্রবর্ত্ত ও যাহারা মিষ্ট বাক্যেতে কথা কহিতে২

খড়গেতে আঘাত করে তাহারা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে পিতার রক্তপাত করিতে চাহে এমন পুত্র চিত্রিত ছিল।

যিহূদার অধীন দুই দল অর্থাৎ ধনের নিমিত্তে যাহারা পরের প্রাণ বিক্রয় করে ও চুম্বন দ্বারা বন্ধুকে শত্রুর হাতে ফেলায় তাহারা। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে ত্রিশ খান রৌপ্যময় মুদ্রা ও ফাঁসির দড়ি চিত্রিত ছিল। (মথি ২৬ ॥ ১৪—১৬ ॥)

পাপার অধীন এক দল। উক্ত সকল প্রকারের দুষ্ট তাহার অধীন একত্র থাকে। তাহারও রক্তবর্ণ ধ্বজা। তাহাতে খুঁটি ও অগ্নি ও খুঁটিতে বদ্ধ ধার্ম্মিক লোক চিত্রিত।

দিয়াবল যুদ্ধস্থলে পরাজিত হইলে পর অতিশীঘ্র অন্য সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার কারণ এই উক্ত রক্তেখি সৈন্যেতে তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস। সন্দেহিরা তাহার রাজ্য রক্ষা করিতে অত্যন্ত উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু রক্তেখিরদিগের প্রতি অধিক বিশ্বাস হইল, কেননা ইহারদিগকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল তাহারা খড়গ একবার তুলিলে অবশ্য কোন ভারি কর্ম্ম না করিয়া কখন ছাড়ে না। তদ্ভিন্ন ইহারা হন্যা কুকুরের মত, কি পিতা কি মাতা কি ভাই কি ভগিনী কি রাজা কি কর্ত্তা কি রাজারদের রাজা, যাহাকে ধরে তাহাকে না কামড়াইলে ছাড়ে না ইহা জানিয়াছিল। ইহারাও একবার ইম্মনুএলকে জগৎহইতে তাড়িয়া দিয়াছিল, অতএব মরাত্মাহইতেও অবশ্য তাড়িয়া দিতে পারিবেক, ইহা ভাবিয়া তাহারদের স্থানে সাহায্য পাইবার অত্যন্ত আশা করিল।

বৃদ্ধ অবিশ্বাস পচিশ হাজার সৈন্যের এক দল লইয়া নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। এমন সময়ে সুলস্থানি নামক নরাত্মার প্রধান চর সন্ধান লইতে বাহিরে গিয়া তাহারদের

আসিবার সম্বাদ দিল। অতএব লোকেরা দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াবলের এই নূতন দলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।

দিয়াবল সৈন্যদল আনিয়া নগর ঘেরিল। সন্দেহির্দিগ-কে ত্বক দ্বারে বসাইল। রক্তেষিরদিগকে চক্ষু ও কর্ণ দ্বারে বসাইল।

সৈন্যেরা ছাউনি করিলে পর দিয়াবলের ও আপনার ও রক্তেষিপ্রভৃতি সঙ্গি লোকের পক্ষ হইয়া অবিশ্বাস নরাত্মাকে কহিল, "তোমরা আমারদের দাওয়া স্বীকার কর। না করি-লে আমরা নগর পোড়াইয়া ফেলিব।" নরাত্মা দিয়াবলের হাতে পড়ে রক্তেষিরদের এমন ইচ্ছা নয়, তাহারা নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে চাহিল। "তোমরা দিয়াবলের অধীন হও" এই কথা কহিল বটে, কিন্তু যদি অধীন হইত, তথাপি ঐ রক্তেষিরা তৃপ্ত হইত না। তাহারা রক্ত, নরাত্মারই রক্ত চা-হিল, রক্ত না পাইলে মরে। ইহাতে তাহারদের নাম রক্তেষি। অতএব অন্য সকল যন্ত্র যদি অফল হয়, তবে শেষে ইহারদিগকে লইয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিলে অবশ্য কার্য্য সিদ্ধ হইবে, দিয়াবলের এই বোধ ছিল।

অবিশ্বাসের উক্ত কথা শুনিয়া লোকেরদের নানারূপ মতা-মত হইতে লাগিল। কিন্তু দণ্ডেকের মধ্যেই স্থির করিল "আ-মরা এই কথা রাজকুমারকে জানাই"। অতএব ঐ কথা পত্রেতে লিখিয়া তাহার নীচে "হে প্রভো নরাত্মাকে রক্তেষিরদের হাতহইতে রক্ষা কর" এই কথা লিখিয়া নিকটে আনিল।

তিনি ঐ পত্র লইয়া কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিলেন, আর তাহার নীচে নরাত্মার লোকেরা যে ক্ষুদ্র প্রার্থনা লিখিয়াছিল তাহাও দেখিয়া, অতি সম্ভ্রান্ত বিশ্বাস সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন সেনাপতিকে লইয়া, রক্তেষি সৈন্যেরা নগরের যে দিগে ছাউনি করিয়াছে সে দিগ রক্ষা কর।" অতএব রাজাজ্ঞামতে বিশ্বাস ধৈর্য্যাবলম্বনকে লইয়া

নরাত্মার যে দিগে রক্তেম্বিরা ছাউনি করে সেই দিগ রক্ষা করিল।

পরে তিনি সদাশাকে ও প্রেমকে ও স্বেচ্ছাবলম্বিকে আজ্ঞা করিলেন "তোমরা নগরের অন্যদিগ রক্ষা কর, আমি তোমারদের গড়ের প্রাচীরের উপরে ধ্বজা তুলিব (যিশা। ৫৯।১৯।) তোমরা সন্দেহিরদের বিষয়ে সতর্ক হও।" পরে অতি সাহসিক প্রাপ্তজ্ঞান সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন "তুমি প্রতিদিন সৈন্যেরদিগকে হাটের স্থানে একত্র করিয়া নরাত্মার লোকেরদের সম্মুখে তাহারদিগকে শিক্ষা করাও।" শত্রুরা অনেক কালপর্য্যন্ত নগর ঘেরিয়া অনেক বার আক্রমণ করিল। বিশেষমতে রক্তেম্বিরা অনেকবার আক্রমণ করিয়া লোকেরদিগকে বহু ক্লেশ দিল। তাহারা নগরে প্রবেশ করিতে না পারে এই নিমিত্তে ইম্মনুএল আত্মদমন সেনাপতিকে কর্ণদ্বারে ও চক্ষুদ্বারে নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তি যুবা ও সাহসিক, প্রাপ্তজ্ঞানের ন্যায় নগরজাত লোক। ইম্মনুএল নরাত্মায় ফিরিয়া আইলে নগরের মঙ্গলের নিমিত্তে তাহাকে সহস্র সেনার পতি করিলেন। এই সেনাপতি বহু ক্লেশ সহিতে পারে ও সাহসিক, নরাত্মার মঙ্গলের নিমিত্তে কষ্ট স্বীকার করিয়া কখন২ নগরের বাহিরে গিয়া হঠাৎ রক্তেম্বিরদের উপর আক্রমণ করিত, ও যুদ্ধ করিয়া তাহারদের কতক জনকে নষ্ট করিত। পরন্তু এমন কর্ম্ম করিলে সেনাপতির বহুক্লেশ ভোগ করিতে হইল, তাহার মুখে ও গায়ের অনেক স্থানে আঘাতচিহ্ন হইল।

এই প্রকারে কতক কালপর্য্যন্ত নরাত্মার বিশ্বাসের ও আশার ও প্রেমের পরীক্ষা করিলে পর, ইম্মনুএল একদিন আপন সেনাপতি ও সৈন্যেরদিগকে একত্র করিয়া আজ্ঞা করিলেন "তোমরা সকলেই অমুক দিনে অতি প্রভাতে গিয়া শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। এক দল সন্দেহিরদের সঙ্গে, অন্য দল রক্তে-

ষিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সন্দেহিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহারা যাহাকে ধরিবে তাহাকে নষ্ট করিবে। রক্তেষিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিবে তাহারা কাহাকেও নষ্ট করিবে না, কেবল ধরিয়া আনিবে।"

অতএব নিরূপিত দিনে অতি প্রত্যুষে সেনাপতিরা শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিল। সদাশা ও প্রেম ও নির্দ্দোষ ও প্রাপ্তজ্ঞানপ্রভৃতি সেনাপতিরা সন্দেহিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, বিশ্বাস" ও ধৈর্য্যাবলম্বন ও আত্মদমনপ্রভৃতি সেনাপতিরা রক্তেষিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিল।

সন্দেহিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিতে যায় তাহারা মাঠে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত হইলেই, সন্দেহিরা পূর্ব্বে যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিল তাহা মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পলাইল। তাহাতে সৈন্যেরা তাহারদের পাছে২ গিয়া অনেককে নষ্ট করিল, কিন্তু সকলের লাগাইল পাইল না। কেহ২ আপন দেশে চলিয়া গেল। অন্যেরা দশ পাঁচ জন করিয়া নানা দেশে গিয়া অসভ্য লোকেরদের উপর নানাপ্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল, ঐ অসভ্য লোকেরা তাহারদিগকে তাড়িয়া দিবার উদ্যোগ না করিয়া তাহারদের দাসের মত হইল। পরে তাহারা কখন২ নরাত্মা নগরের সম্মুখে আসিত, কিন্তু নগরে থাকিতে পারিত না। বিশ্বাস কি সদাশা অথবা প্রাপ্তজ্ঞানকে দেখিতে পাইলেই তাহারা পলাইত।

রক্তেষিরদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাঁহারা রাজার আজ্ঞামতে কাহাকেও নষ্ট করিল না, সকলকে ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করিল। ইম্মনুএল যুদ্ধ করিতেছেন না, দেখিয়া রক্তেষিরা বোধ করিল "তিনি অবশ্যই নগরে নাই, সেনাপতিরা যাহা করিতেছে তাহা উন্মত্ত হইয়াই করে।" অতএব তাহারা ভয় না করিয়া তাহারদিগকে তুচ্ছ করিল। শেষে সেনাপতিরা তাহারদিগকে চারি দিগে ঘেরিল। সন্দেহির-

দিগকে যাহারা তাড়াইয়া দিয়াছিল তাহারাও সাহায্য করিতে আইল। এমন সময়ে রক্তেষিরা পলাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পথ পাইল না। ঐ রক্তেষিরা কোন কাহাকে জয় করিতে পারিলে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, কিন্তু বিপক্ষেরদের পক্ষে জয় হইলে তাহারা নিরাশ হয়। অতএব সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া তাহারদিগকে ধরিয়া রাজকুমারের নিকটে আনিল।

রাজকুমারের নিকটে আনিলে তিনি তাহারদের বিচার করিয়া দেখিলেন, তাহারা এক দেশের লোক বটে, কিন্তু ভিন্ন২ চাকলানিবাসী।

তাহারদের কএক জন অন্ধলোক নামক চাকলাহইতে আইল। ইহারা না বুঝিয়া কর্ম্ম করিল।

আর কএক জন অজ্ঞান যজ্ঞ নামক চাকলাহইতে আইল, ইহারা ধর্ম্মজ্ঞানে বিধর্ম্ম কর্ম্ম করে।

অন্য কএক জন মাৎসর্য্য প্রদেশের ঈর্ষানামক নগরের লোক ইহারা দ্বেষ ও ঈর্ষাতে কর্ম্ম করিল

অন্ধলোকহইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা যখন জানিল "আমরা ইম্মনুএলের সম্মুখে আছি, ইম্মনুএলের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়াছি" তখন তাহারা কাঁপিতে২ কান্দিতে লাগিল, কতক জন দয়াও প্রার্থনা করিল। যাহারা এমন প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারদের মুখ তিনি সোণার যষ্টিতে স্পর্শ করিয়া তাহারদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।

অজ্ঞানযজ্ঞ নামক স্থানহইতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা কহিল, "নরাত্মার বিধি ব্যবস্থা অন্য সকল নগরের বিধি ব্যবস্থার মত নয়, অতএব যাহা করিতেছি তাহা ভালই করিতেছি।" ইহারদের কএক জন আপনারদের দোষের জ্ঞান পাইয়া দয়া প্রার্থনা করিল। তাহাতে রাজকুমার দয়া করিলেন।

মাৎসর্য্য প্রদেশে ঈর্ষা নগরের লোকেরা কাঁদিল না. উত্তর প্রত্যুত্তরও করিল না, নরাত্মার রক্তপান করিতে না পারিয়া জিহ্বা চর্ব্বণ ও দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু কএক জন দয়া প্রার্থনা করিল। ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা আপনং দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিল তাহারদের স্থানে রাজকুমার এমন এক প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলেন "প্রভু মহারাজ জগৎ রাজ্যের বিচার করিবার যে সময় ও স্থান নিরূপণ করেন সে সময়ে আমরা সে স্থানে উপস্থিত হইয়া নরাত্মার ও রাজার বিপরীত যেং কর্ম্ম করিয়াছি তাহার দণ্ড লইব।" এই প্রকারে তাহারা মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনারদের সকল কার্য্যের উত্তর দিতে বদ্ধ হইল।

নরাত্মাকে বিনষ্ট করিতে দিয়াবল যে দ্বিতীয় সৈন্যদল পাঠাইয়াছিল তাহারদের এই দশা।

পরে সন্দেহিরদের তিন জন কতক কালপর্য্যন্ত নানা দেশে বেড়াইলে পর রক্ষা পাইব বুঝিয়া, ও নগরের মধ্যে তাহারদের সপক্ষ কএক জন আছে জানিয়া, সাহস করিয়া নগরে গেল। কেবল তিন জন নহে, বুঝি চারি জন ছিল। নরাত্মার মধ্যে কদাপত্তিকরণ নামে বৃদ্ধ এক জন দিয়াবলের লোক ছিল। সে নরাত্মার শত্রু ও নগরে দিয়াবলের লোকেরদের মধ্যে অত্যন্ত চালাক। ঐ চারি জন তাহার ঘরে যাইবার পথ জানিতে পাইয়া সেই ঘরে গেল। কদাপত্তিকরণ তাহারদিগকে অত্যন্ত আদরপূর্ব্বক বাটীতে আনিয়া তাহারদের দুর্ভাগ্য বিষয়ে বিলাপাদি করিয়া ঘরে অত্যুত্তম যে দ্রব্য ছিল তাহা আহার করিতে দিল। কিঞ্চিৎকাল কথাবার্ত্তা কহিলে পরস্পর প্রণয় হইল। পরে কদাপত্তিকরণ তাহারদিগকে কহিল "তোমরা একি রাজ্যের লোক বটে, সকলে কি একি নগরহইতে আসিয়াছ।" তাহারা কহিল "না, এক চাকলাহইতেও নয়।" এক জন কহিল "আমি মনোনীত করণের

সন্দেহী।" আর এক জন কহিল "আমি আহ্বান সন্দেহী।" আর এক জন কহিল "আমি পরিত্রাণ সন্দেহী।" চতুর্থ ব্যক্তি কহিল "আমি অনুগ্রহ সন্দেহী।" বৃদ্ধ কহিল "ভাল তোমরা যে কোন নগরের লোক হও, এক জাতীয় বট, তোমরা আমার সমান, আমারদের একিরূপ মন, অতএব স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বাস করহ।" তাহাতে তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া নরাত্মায় আশ্রয় পাইল বলিয়া অতি সন্তুষ্ট হইল। পরে কদাপত্তি-করণ জিজ্ঞাসা করিল "নরাত্মার উপর আক্রমণ করিতে তোমারদের কত জন আসিয়াছিল।" তাহারা কহিল "সন্দেহী দশ হাজার মাত্র। তদ্ভিন্ন রক্তেষী পনের হাজার। এই রক্তেষিরদের দেশ আমারদের দেশের নিকট, কিন্তু শুনিয়াছি ইম্মনুএলের সৈন্যেরা তাহারদের সকলকে ধরিয়াছে।" বৃদ্ধ কহিল "দশ হাজার লোক, তবে অনেক বটে, তোমারদের এত লোক থাকিতেও তোমরা ভয় করিয়া শত্রুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিলা না, এ কেমন কথা।" তাহারা কহিল "সেনাপতি প্রথমে পলাইল।" বৃদ্ধ কহিল "তোমারদের এমন ভীরু সেনাপতি কে।" তাহারা কহিল "পূর্ব্বে নরাত্মার নগরাধ্যক্ষ যে ছিল সেই, কিন্তু তাহাকে ভীরু বলিবা না, পূর্ব্বদিগহইতে পশ্চিমপর্য্যন্ত তাহার মত দিয়াবল রাজার সাহায্য করিবার উপযুক্ত আর কেহ নাই। তাহাকে যদি ধরিত তবে অবশ্য ফাঁসি দিত। ফাঁসি পাইতে কে চায়।"

বৃদ্ধ কহিল "ঐ দশ হাজার সন্দেহী যদি সাজ পরিয়া নরাত্মাতে থাকিত আর আমি তাহারদের অধ্যক্ষ হইতাম তবে কি না করিতে পারিতাম।" তাহারা কহিল "বটে তাহা হইতে পারিলে ভাল বটে, কিন্তু কথাতে কি হয়।" এই কথা তাহারা উচ্চ শব্দে কহিল। কদাপত্তিকরণ কহিল "সাবধান উচ্চস্বরে কহিও না। মৃদু শব্দে কহিয়া গোপনে থাক। নগরে যাবৎ থাক তাবৎ সতর্ক হও। না হইলে তোমরাও ধরা

পড়িবা।” সন্দেহিরা কহিল “কেন।” বৃদ্ধ কহিল ‘ কেন। কেন না যুবরাজ ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক ও সেনাপতিরা ও সৈন্যেরা সকলেই নগরে আছেন। নগর পূর্ণ হইয়াছে। স্বেচ্ছাবলম্বী নামে এক জন আছে সে আমারদের মহা শত্রু। তাহাকেই রাজকুমার দ্বাররক্ষক করিয়াছেন, ও এমত আজ্ঞা দিয়াছেন তুমি সাধ্যমতে পরিশ্রম করিয়া দিয়াবলের সকল ও সর্ব্বপ্রকারের লোককে বিনষ্ট কর। সে জন তোমারদের লাগাইল পাইলে তোমারদের মস্তক যদি সোণারও হইত তবু থাকিত না।”

তাহারা এমন কথা কহিতেছে ইহার মধ্যে যজ্ঞ নামে ঐ স্বেচ্ছাবলম্বির অতি বিশ্বাসপাত্র এক জন সৈন্য ঘরের ছাঁইচের নীচে দাঁড়িয়া কাণ পাতিয়া তাহারদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে। ঐ সৈন্য অতি সাহসী, ও দিয়াবলের লোককে ধরিবার কার্য্যেতে অতিশয় উদ্যোগী। তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রিয়পাত্র বলিয়া মানিত।

কদাপত্তিকরণের সঙ্গে দিয়াবলের ঐ লোকেরদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি প্রভুকে গিয়া কহিল। স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল “এমন বটে।” যজ্ঞ কহে “বটে মহাশয়, আপনি আমার সঙ্গে গেলে এই কথার প্রমাণ পাইবেন।” স্বেচ্ছাবলম্বী কহে “তাহারা কি সেই ঘরে আছে। কদাপত্তিকরণকে ভাল জানি। আমরা যখন পাপে ছিলাম তখন তাহার সঙ্গে আমার অতিশয় প্রণয় ছিল, এইক্ষণে তাহার বাসা চিনি না।” যজ্ঞ কহিল “আমি চিনি, আপনি সঙ্গে আসিবেন, তাহার গহ্বরে লইয়া যাইব।” স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল “অবশ্য যাব, চল তাহারদিগকে ধরি গিয়া।’

তাহাতে দুই জন সোজাপথে তাহার ঘরে গেল। যজ্ঞ সম্মুখেং গিয়া, দুই জন কদাপত্তিকরণের প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইল। যজ্ঞ কহিল “মহাশয় অবধান করুন, তা-

হার শব্দ জানেন।" স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল "ভাল জানি, কিন্তু অনেক দিনঅবধি তাহাকে দেখি নাই। সে অতি ধূর্ত্ত লোক। সাবধান পাছে হাতছাড়া হয়।" যত্ন কহিল "আমার হাতছাড়া কখন হইতে পারিবে না।" স্বেচ্ছাবলম্বী কহে "ঘরের দ্বার কেমনে পাইব।" যত্ন কহিল "আমি দেখাইয়া দিব।" তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বিকে অন্য দিগ দিয়া দ্বারে আনাইল। তাহাতে স্বেচ্ছাবলম্বী দ্বার ভাঙ্গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিয়া, যত্ন যেমন কহিয়াছিল তেমনি পাচ জনকে একত্র পাইয়া তাহারদিগকে ধরিয়া আনিয়া সৎপুরুষ নামক কারারক্ষকের হাতে অর্পণ করিয়া কহিল "ইহারদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখ।" তদ্রূপই রাখিল। প্রাতঃকালে নগরাধ্যক্ষ মহাশয় স্বেচ্ছাবলম্বির কার্য্যের সম্বাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দ করিল, কেননা সন্দেহী কএক জন ধরা পড়িল। ঐ কদাপত্তিকরণ নরাত্মাকে ও নগরাধ্যক্ষকে অতিশয় ব্যামোহ দিত। অনেক কালপর্য্যন্তও তাহাকে ধরিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ ধরিতে পারে নাই।

পরে ঐ পাঁচ জনের বিচার করিবার উদ্যোগ করা গেল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিচারকেরা সভাস্থ হইলে তাহারদিগকে সম্মুখে আনা গেল। স্বেচ্ছাবলম্বী তাহারদিগকে ধরিলেই বধ করিতে পারিত, কিন্তু তাহার এমত বিবেচনা হইল, এমন সময়ে ইহারদিগকে প্রকাশরূপে বিচার করিলে রাজকুমারের অধিক মান বাড়ে, নরাত্মারও সান্ত্বনা হয়, শত্রুরদেরও সাহস অতিশয় কম হইবেক। অতএব সৎপুরুষ ঐ দুষ্টেরদিগকে জিঞ্জিরে বাঁধিয়া বিচারস্থলে আনিল, জুরি মনোনীত হইল, সাক্ষিরদিগকে শপথ করাণ গেল, ও প্রাণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের নিমিত্তে অপরাধিরদের বিচার হইল। সত্যহীন ও দর্পী ও নির্দ্দয়প্রভৃতি ব্যক্তিরদের বিচার করিতে

যে জুরি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাই এই সময়ে নিযুক্ত হইল।

কদাপত্তিকরণ ঐ সন্দেহিরদিগকে আশ্রয় দিয়া ভোজন পানাদি করাইয়া সান্ত্বনা করিল, অতএব প্রথমে তাহার বিচার হইল। বিচারালয়ের কার্য্যকারক তাহাকে কহিল "তোমার নামে যে দোষ দেওয়া গেল তাহা শুন, পরে তুমি কিছু আপত্তি করিতে কিম্বা উত্তর করিতে চাহিলে করিতে পারিবা।" পরে তাহার নামে যে দোষ দেওয়া যায় তাহা পাঠ করা গেল। তাহার মর্ম্ম এই।

"হে আপত্তিকরণ, তোমার কদাপত্তিকরণ নামে এই দোষ দেওয়া গিয়াছে, তুমি নরাত্মায় আপন ইচ্ছামতে ঢুকিয়াছ যেহেতু তুমি দিয়াবলের লোক, রাজকুমার ইম্মনুএলের বিপক্ষ, ও নরাত্মার বিনাশ চেষ্টা করিয়াছ। আরো রাজশত্রুরদিগকে কেহ আশ্রয় দিবে না, এই আজ্ঞা হইলেও তুমি তাহা তুচ্ছ করিয়া রাজশত্রুরদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। প্রথম। নরাত্মার শিক্ষার ও অবস্থার উপর কদাপত্তি করিয়াছ। দ্বিতীয়। দশ হাজার সন্দেহী এই নগরে আইসে তোমার এই বাঞ্ছা হইল। তৃতীয়। তাহারদের সৈন্যদলহইতে যে সৈন্যেরা তোমার নিকটে আসিয়াছিল তাহারদিগকে আশ্রয় দিয়া ভোজনপানাদি করাইয়া আশ্বাস দিয়াছ। ইহাতে কি কহ দোষী আছ কি না।"

সে উত্তর করিল "এই সকল কথার ভাব বুঝিতে পারি না। যাহার কথা কহিতেছ সে আমি নই। কদাপত্তিকরণের নামে এই নালিশ। সে আমার নাম নয়। আমার নাম সরলানুসন্ধানণ। এই দুই নামের ভাবার্থ প্রায় সমান বোধ হইতে পারে বটে, তথাপি মহাশয়েরা জানেন অতিশয় বিশেষ আছে। বোধ হয় অতি দুর্দ্দশা কালেও অতি দুষ্ট লোকেরদের

মধ্যে বাস করিয়া সরল মনে অনুসন্ধান করিলে কেহ প্রাণ-দণ্ডের যোগ্য হয় না।"

তাহাতে এক জন সাক্ষী স্বেচ্ছাবলম্বী কহিল " হে মহাশয় ও নরাত্মার বিচার কর্ত্তারা, এই ব্যক্তি নাম স্বীকার না করিয়া বোধ করে এই নালিশ এড়াইতে পারিবে। কিন্তু আমি জানি সে জন এই বটে ইহার নাম কদাপত্তিকরণ। ত্রিশ বৎসরাবধি ইহার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আর দিয়া-বল যে সময়ে নরাত্মার কর্ত্তা ছিল সে সময়ে—কহিতে লজ্জা হয়—ইহার সঙ্গে আমার অতিশয় বন্ধুভাব ছিল। আমার সাক্ষ্য এই। এই ব্যক্তি দিয়াবলের লোক, রাজকুমারের শত্রু, নরাত্মা নগরের ক্ষতি চেষ্টা করে। রাজার বিপরীত কার্য্য যে সময়ে করিতাম, সে সময়ে এই লোক আমার ঘরে এক২ বার বিশ পঁচিশ দিন থাকিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত। সন্দেহিরদের সঙ্গে সম্প্রতি যেরূপ কথা কহিয়াছে সে ভাবের কথা আমারদের মধ্যেও হইত। ইহাকে অনেক দিন দেখি নাই। বোধ করি এই সময়ে নালিশ পত্র শুনিয়া যেমন নাম স্বীকার করে না, তেমন ইম্মনুএল নরাত্মায় আইলে সে বাসাও পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিন্তু লোক সেই বটে।"

তাহাতে বিচারকর্ত্তারা কহিল " তোমার আর কিছু কথা আছে।"

বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণ কহে " আছে মহাশয়। আমার বি-পরীত এক জন মাত্র সাক্ষ্য দিয়াছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ নরাত্মা নগ-রের এই ব্যবস্থা, একজন সাক্ষির সাক্ষ্যেতে কাহারো প্রাণদণ্ড হইতে পারে না।"

তাহাতে যজ্ঞ কহিল " মহাশয় আমি অমুক রাত্রিতে মন্দপথ নামক পথের গোড়ায় প্রহরী ছিলাম, এমন সম-য়ে এই লোকের বাটীতে কেহ২ ফুসফাস করিতেছিল শুনি-লাম। তাহাতে ভাবিলাম, এই ঘরে কি হইতেছে, দিয়াব-

লের কোনং লোক মন্ত্রণা করিতে থাকিবে। তাহাতে আমি চুপেং ঘরের পান্দাড়ে দাঁড়াইয়া বিদেশের লোকেরদের ভাষা শুনিলাম। ভাষাও বুঝিলাম কেননা, আমিও নানা দেশে বেড়াইয়াছি। এমন পুরাতন ঘরে এমন শব্দ শুনিয়া আমি খিড়কি দ্বারের এক ছিদ্রেতে কাণপাতিয়া তাহারদের এইরূপ কথা বার্ত্তা শুনিতাম। সন্দেহিরদিগকে ঐ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে কোথাহইতে আসিয়াছ এই স্থানে তোমারদের কর্ম্ম কি। তাঁহারা এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দিলে পরও এই ব্যক্তি তাহারদিগকে আশ্রয় দিল। পরে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, যুদ্ধে তোমারদের কত জন ছিল। তাহারা কহিল, দশ হাজার। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমারদের এত জন থাকিলেও কেন সাহস করিয়া নগর আক্রমণ করিতে পারিল না। তাহারা এই কথারও উত্তর করিল। পরে বৃদ্ধ কহিল, তোমারদের সৈন্যাধ্যক্ষ বড় ভীরু, কেননা রাজার পক্ষে যুদ্ধ না করিয়া পলাইল। পরে এই কথা কহিল ঐ দশ হাজার সন্দেহী এইক্ষণে নরাআয় থাকিলে ও আমি তাহারদের অধ্যক্ষ হইলে উত্তম হইত। তাহার এমন কথা আপন কাণে শুনিলাম। আরো তাহারদিগকে কহিল, তোমরা সতর্ক হইয়া গোপনে থাক, তোমারদিগকে যদি ধরে তবে তোমারদের সোণার মাথা হইলেও থাকিবে না।"

পরে বিচারক কহিল "হে কদাপত্তিকরণ এই অন্য জন প্রমাণ দিয়াছে, তাহার কথারও ত্রুটি নাই। প্রথমে শপথ করিয়া কহে, তুমি ঐ সন্দেহিরদিগকে আপন ঘরে স্থান দিয়াছ, তাহারা দিয়াবলের লোক ও রাজশত্রু জানিয়াও তাহারদিগকে প্রতিপালন করিয়াছ। দ্বিতীয় শপথ করিয়া কহিল তাহারদের দশ হাজার জন নরাআয় থাকে এই তোমার বাসনা। তৃতীয় শপথ করিয়া কহে, ঐ লোকেরদিগকে পাছে রাজার লোকেরা ধরে এই জন্যে তুমি তাহারদিগকে সতর্ক

গোপনে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছ। এই সকল কথাতে তো মাকে দিয়াবলের লোক জানা গেল। যদি রাজার সপক্ষ হইতা তবে অবশ্য তাহারদিগকে ধরিয়া দিতা"।

কদাপত্তিকরণ কহিল, "ইহার মধ্যে প্রথম কথার এই উত্তর। যে লোকেরা আমার ঘরে আসিয়াছিল তাহারা বিদেশী, তাহাতে তাহারদিগকে অতিথি করিলাম। এইক্ষণে বিদেশীয় লোককে অতিথি করিলে কি নরাত্মার বিচারে দোষ হয়। আমি তাহারদিগের আতিথ্য করিয়াছিলাম বটে। আমার এই অতিথি সেবাতে কি দোষ হইয়াছে। তাহারদের দশ হাজার জন নরাত্মার থাকে, আমার এই বাসনা করিবার অভিপ্রায় আমি সাক্ষিরদিগকেও কহি নাই, ঐ সন্দেহিরদিগকেও জানাই নাই। তাহারা নরাত্মায় আসিয়া সকলেই ধরা পড়ে আমার এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে, তাহাতে নরাত্মার মঙ্গলকারী হইতাম। আর আমার এমন অভিপ্রায় নয়, তাহাইবা কে বলিতে পারে। আমি তাহারদিগকে বলিলাম, সতর্ক হও পাছে সেনাপতিরদের হাতে পড়, কিন্তু এই কথা কহাতে কাহারো প্রাণঘাত না হয় আমার এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে, রাজশত্রুরা রক্ষা পায় এমন অভিপ্রায় নাও হইতে পারে।"

তাহাতে নগরাধ্যক্ষ কহিল "বিদেশিরদিগকে অতিথিকরা ভাল বটে, কিন্তু রাজশত্রুরদিগকে আশ্রয় দেওয়া রাজবিপরীত দোষ। তোমার অন্য সকল কথা ছলনা মাত্র। ছলে উত্তর করিয়া তুমি দণ্ড এড়াইতে চাহ। কিন্তু তুমি দিয়াবলের লোক এই কথা প্রমাণ। তোমার কোন দোষ না হইলেও দিয়াবলের লোক হওয়াপ্রযুক্ত তোমার প্রাণ দণ্ড হইবেক, কিন্তু নরাত্মার বিনাশ করিতে যে লোকেরা দূর দেশহইতে আসিয়াছে তাহারদিগকে যখন স্থান দিয়া উত্তম-

পোষণ করিয়াছ ও তাহারদের সাহায্য করিয়া আশ্রয় দিয়াছ তখন এই সকল দোষ সহ্য হয় না।"

তাহাতে কদাপত্তিকরণ কহিল, "তবে বুঝিলাম। আমার নামের কারণে ও আমি বদনাম্য লোক ইহা বলিয়া প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইবেক।" পরে আর কিছুই কহিল না।

পরে তাহারা বিদেশীয় সন্দেহিরদিগকে বিচার হইবার নিমিত্তে সম্মুখে আনিল। প্রথমে মনোনীত হওয়ার সন্দেহির বিচার হইল। বিদেশীয় হইয়া ভাষা বুঝিতে পারিল না, ইহাতে দোভাষী এক ব্যক্তি তাহাকে নালিশপত্রের মর্ম্ম জানাইল। মর্ম্ম এই, রাজকুমারের শত্রু হইয়া তুমি নরাত্মা নগর তুচ্ছ করিয়াছ ও নগরের অতিসান্ত্বনাজনক শিক্ষার বাধা করিয়াছ।"

বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি উত্তর করিতে চাহ।" সে কহিল "ঈশ্বরের লোকেরদের পূর্ব্বাবধি মনোনীত হওনের বিষয়ে আমি সন্দেহ করি বটে, এইরূপ শিক্ষা আমি শিশুকালাবধি পাইয়া আসিতেছি। যদি ধর্ম্মহেতুক আমার প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয় সেও ভাল, তাহাতে আমার কিছু চিন্তা নাই।"

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল, "ঈশ্বরের লোকেরদের পূর্ব্বাবধি মনোনীত হওয়ার সন্দেহ করাতে মঙ্গল সমাচারের লিখিত এক ভারি শিক্ষা উচ্ছিন্ন করা হয়, যেহেতুক তাহা স্বীকার না করিলে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান ও আপনার বস্তু লইয়া স্বেচ্ছামতে আচরণ করিতে পারেন এই সকল কথা অগ্রাহ্য করিতে হয়। তাহাতে নরাত্মার বিশ্বাসের ব্যাঘাত হয়, ও মনুষ্যের ত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা না হইয়া মনুষ্যের নিজ ক্রিয়ার দ্বারা হয়, তোমার শিক্ষার এই মর্ম্ম। তদ্ভিন্ন তোমার শিক্ষাতে ধর্ম্মপুস্তকের কথা অসত্য হয় ও

নরাত্মার লোকেরদের মন অস্থির করা যায়। অতএব অতি উত্তম শাস্ত্রানুসারে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে হইবেক।”

পরে আহ্বান সন্দেহিকে সম্মুখে আনা গেল। তাহার নালিশপত্রের মর্ম্ম পূর্ব্ব পত্রের মত। কেবল এই বিশেষ, মনোনীত হওয়ার সন্দেহ না করিয়া এই ব্যক্তি নরাত্মার বিশেষমতে আহূত হওয়ার সন্দেহ করিল।

বিচারক তাহাকে কহিল “তোমার কি উত্তর।” সে কহিল “ঈশ্বর আপন বাক্যদ্বারা সাধারণমতে সকল লোককে ডাকিতেছেন বটে, অর্থাৎ তাহারদিগকে কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুকর্ম্ম করিতে কহেন, তাহা করিলে উত্তরকালে অনন্ত সুখভোগ হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর বিশেষমতে ডাকিয়া আনিয়া জোর করিয়া নরাত্মাকে লওয়ান, এই কথা আমি গ্রাহ্য করি না।”

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল “তুমি দিয়াবলের লোক হইয়া নরাত্মানগরে রাজপুত্রের সত্য কথার এক প্রধান অংশ তুচ্ছ করিয়াছ। কেননা তিনি ডাকিয়াছেন। নরাত্মাও তাঁহার বিশেষ বলবৎ ডাক শুনিয়াছে, তাহাতে নরাত্মা মরণরূপ অবস্থাহইতে সজীব ও জাগৃত হইয়াছে, ও রাজপুত্রের সঙ্গে সম্ভাষ করিতে ও তাঁহার সেবা করিতে ও তাঁহার ইচ্ছামতে কর্ম্ম করিতে ও কেবল তাঁহার অনুগ্রহেতে অনন্ত সুখের অপেক্ষা করিতে স্বর্গহইতে শক্তি পাইয়াছে। এই উত্তম শিক্ষা তুচ্ছ করাতে তোমার প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক।”

পরে অনুগ্রহ সন্দেহিকে আনা গেল। তাহার নামের নালিশপত্র পাঠ হইলে পর সে এই উত্তর করিল, “আমি সন্দেহ দেশে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু আমার পিতা ফিরুশি তিনি সকল লোকের স্থানে আদর পাইতেন, তিনি আমারদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, নরাত্মার ত্রাণ কেবল অনুগ্রহগুণে হইবেক না। এই কথার আমি বিশ্বাস করি ও করিতে থাকিব।”

তাহাতে বিচারকর্ত্তা কহিল, "এইবিষয়ে রাজকুমারের ব্যবস্থার কথা স্পষ্ট আছে। প্রথমে কহেন ক্রিয়ার দ্বারা নয়, পরে কহেন অনুগ্রহেতে তোমরা ত্রাণ পাও। (ইফি। ২॥ ৮,৯) তোমার শিক্ষা এই, শরীরের ক্রিয়াই মূল, কেননা ব্যবস্থামতের কার্য্য শরীরের ক্রিয়া। আরো যদি বল, আমিই সৎক্রিয়া করিয়াছি, তবে তাহাতে ঈশ্বরের প্রশংসা না করিয়া পাপি মনুষ্যের প্রশংসা করিতেছ। খ্রীষ্ট যাহা করিয়াছেন তাহা অনাবশ্যক কহিয়া, এবং তাঁহার কার্য্যই প্রচুর ইহা স্বীকার না করিয়া,মানুষের ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাই প্রচুর করিয়া খ্রীষ্টের উপযুক্ত যে প্রশংসা তাহা শরীরের ক্রিয়ার প্রতি খাটাইতেছ। ধর্ম্মাত্মার কার্য্য অবহেলা করিয়া শরীরের ও ব্যবস্থানুযায়ি মনের ইচ্ছার প্রশংসা করিতেছ। তুমি দিয়াবলের লোক, তোমার পিতাও সেই জাতি, তোমার সেই শিক্ষাহেতুক মরিতে হইবেক।"

এই সকল কার্য্য হইলে পর জুরি ব্যক্তিরা বাহিরে গিয়া ও কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া, সন্দেহির প্রাণদণ্ডের যোগ্য ইহা স্থির করিল। পরে বিচারালয়ের অধ্যাপক বন্দিরদিগকে কহিল "হে বন্দিরা তোমরা রাজপুত্র ইম্মনুএলের বিপরীত ও অতিপ্রসিদ্ধ নরাত্মা নগরের মঙ্গলের বিপরীত মহাদোষের দোষী, ইহার প্রমাণ হইয়াছে। সেই দোষপ্রযুক্ত তোমারদের প্রাণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবেক। অতএব প্রাণ দণ্ড হউক।"

তাহাতে নরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়া দিয়াবল শেষবার যে স্থলে সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াছিল, সে স্থলেই ক্রুশে হত হইবে এমত আজ্ঞা হইল। কেবল কদাপত্তিকরণ মন্দ পথের গোড়ায় আপন বাড়ীর সম্মুখে হত হইল।

অষ্টাদশাধ্যায়

নরাত্মার শত্রুরা ও যাহারা নগরের শান্তির ব্যাঘাত করিয়াছিল তাহারা এই প্রকারে হত হইলে, স্বেচ্ছাবলম্বিকে এই আজ্ঞা হইল, "তুমি আপনার চাকর উদ্যোগকে লইয়া দিয়াবলের যে কএক জন এখনও নরাত্মার মধ্যে আছে তাহারদিগের সন্ধান লইয়া ধরিবার বিষয়ে সাধ্যমতে উদ্যোগ কর।" তাহারদের কএক জনের নাম এই২। মস্করা। অনবধানেভদ্রতা-ত্যাগী। দাসবৎভয়। প্রেমহীন। সন্দিগ্ধ। শরীর। ও আলস্য। আরো কদাপত্তি করণের যে২ বালক থাকিল তাহারদিগকে ধরিয়া তাহারদের ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আজ্ঞা হইল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সন্দেহ। তাহার পর ব্যবস্থাতে জীবন। অপ্রত্যয়। খ্রীষ্ট বিষয়ে ভ্রামক চিন্তা। প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব করণ। শারীরিক কাম। কামাধীনে কালযাপন। আত্মপ্রেম। এই সকল পুত্র আশাহীনা নামে এক স্ত্রীর গর্ভে জন্মে, ঐ স্ত্রীর পিতৃব্য অবিশ্বাস, তাহার পিতা অন্ধকার। পিতা মরিলে অবিশ্বাস তাহাকে প্রতিপালন করিল, পরে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে বৃদ্ধ কদাপত্তিকরণের সঙ্গে বিবাহ দিল।

স্বেচ্ছাবলম্বী আপন চাকর মহোদ্যোগকে লইয়া ঐ আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিল। মস্করাকে ধরিয়া জ্ঞানাভাবনামক গুড়ি পথে তাহার ঘরের নিকটে ফাঁসি দিল। ঐ মস্করা পূর্ব্বে নরাত্মার লোকদিগকে কহিয়াছিল "তোমরা বিশ্বাস সেনাপতিকে দিয়াবলের হস্তগত করিলে দিয়াবল সৈন্যদল লইয়া যাইবেক।" অনবধানে ভদ্রতাত্যাগি নামক ব্যক্তি এক দিন হাটে

কর্ম্মেতে ব্যস্ত ছিল এমত সময়ে স্বেচ্ছাবলম্বী তাহাকেও ধরিয়া ব্যবস্থামতে বধ করিল। সে সময়ে নগরের মধ্যে ধ্যান নামক একব্যক্তি সুশীল কিন্তু দরিদ্র ছিল, নগরের লোকেরা যে সময়ে রাজবিপরীত আচার করিল সে সময়ে তাহাকে তুচ্ছ করিত, পরে ভদ্রলোক সকল তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতে লাগিল। অনবধানে-ভদ্রতাত্যাগির বহু ধন ছিল। ইম্মনুএল নগরে আইলে তিনি ঐ সকল ধন লইয়া সকল লোকের মঙ্গলের নিমিত্তেই ধ্যানকে দিতে আজ্ঞা করেন, পরে তাহার পুত্র সুচিন্তা তাহা ভোগ করিবে। ধ্যানের স্ত্রী নগরের লেখকের কন্যা তাহার নাম সাধ্বী। তাহাতে ঐ পুত্র জন্মিল।

পরে স্বেচ্ছাবলম্বী প্রতিজ্ঞা খর্ব্বকরণকে ধরিল। সে অতিদুষ্ট লোক, রাজার অনেক মুদ্রা মেকি করিত। অতএব তাহাকে প্রকাশরূপে দণ্ড করা গেল। তাহার দোষের প্রমাণ হইলে পর এই দণ্ড হইল, প্রথমে হাড়িকাঠে পা দেওয়া যাইবে, পরে নরাত্মার সকল বালক ও দাস তাহাকে প্রহার করিবে, শেষে ফাঁসি হইবে। কেহ২ বলিতে পারে এই ব্যক্তির দণ্ড এমন কঠিন কেন হইল। কিন্তু নরাত্মায় যাহারা সরলরূপে ব্যবসা করে তাহারাই জানে, প্রতিজ্ঞারূপ মুদ্রা যে মেকি করে এমন এক জনেতে অল্পকালে বহুলোকের ক্ষতি হইতে পারে। অতএব তাহার নামের ও তাহার মতাচারি সকল লোকের সেইরূপ দণ্ড করা উচিত আমার এই বিবেচনা।

স্বেচ্ছাবলম্বী শারীরিক কামকেও ধরিয়া কয়েদ করিয়াছিল, কিন্তু সে কোনক্রমে পলাইয়াছিল। আর সে নগরও ছাড়ে না, দিনমানে দিয়াবলের কোন লোকের গহ্বরে লুকিয়া থাকে রাত্রে ভূতের মত ভাল লোকেরদের ঘরে২ বেড়ায়। অতএব নরাত্মার হাটে এই সম্বাদ ঘোষণা হইল, যে কেহ শারীরিক কামকে ধরিয়া নষ্ট করিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন রাজ কুমারের ভোজাসনে বসিবে ও নরাত্মার ধনাগারের রক্ষক

হইবে। অতএব অনেক লোক তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কতবার দেখিলও বটে; কিন্তু ধরিয়া নষ্ট করিতে পারিল না।

স্বেচ্ছাবলম্বী খ্রীষ্টবিষয়ে-ভ্রামক-চিন্তা নামক ব্যক্তিকে ধরিয়া কয়েদ করিয়াছিল, কারাগারে সে ক্ষয়রোগী হইয়া মরিল।

আত্মপ্রেমও ধরা পড়িয়া কয়েদ হইল, কিন্তু নরাত্মার মধ্যে অনেক লোক তাহার সপক্ষ, অতএব তাহার বিচার করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। এই প্রকার বিলম্ব দেখিয়া আত্মদমন কহিল, যদি এমন দুষ্টেরদিগকে নরাত্মায় রক্ষা করিবা তবে আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি। পরে আত্মদমন আত্মপ্রেমকে ধরিয়া আপন সৈন্যেরদের মধ্যে আনিয়া যষ্টিদ্বারা তাহার মস্তক চূর্ণ করিল। ইহাতে কোনং লোক অসন্তুষ্ট হইয়া কচকচি করিতে লাগিল, কিন্তু ইম্মনুএল নগরে ছিলেন এই প্রযুক্ত তাহারা ভয় করিয়া স্পষ্টরূপে কিছু কহিতে পারিল না। আত্মদমনের এই কার্য্য রাজকুমার শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া নগরের এক জন কর্ত্তা করিলেন। স্বেচ্ছাবলম্বী নরাত্মার মধ্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল, তাহার নিমিত্তে ইম্মনুএল তাহাকেও অতিশয় প্রশংসা করিলেন।

পরে আত্মদমন সাহস পাইয়া স্বেচ্ছাবলম্বির সঙ্গে দিয়াবলের লোকদিগকে ধরিতে অতিশয় যত্ন করিল। তাহারা কামাধীনে-কালযাপন ও ব্যবস্থাতে-জীবন নামক দুই ব্যক্তিকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ করিল। কিন্তু অপ্রত্যয় অতিশয় চালাক। তাহাকে অনেকবার ধরিতে উদ্যোগ করিয়া ধরিতে পারিল না। অতএব যাবৎ নরাত্মা জগৎ রাজ্যের মধ্যে থাকিল তাবৎ ঐ অপ্রত্যয় ও দিয়াবলের অন্য কএক জন চতুর লোক নরাত্মায় বাস করিতে থাকিয়া গহ্বরে ও গর্ত্তেতে লুকাইয়া রহিল। যদি কোন সময়ে দেখা দিত কি নগরের পথে বেড়াইত তৎক্ষণেই নগরের সমস্ত লোক অস্ত্র লইয়া তাহারদিগকে ধরিতে যাইত

বালক বালিকাপর্য্যন্তও তাহারদিগকে চোরের মত জ্ঞান করিয়া পাছে২ চেচাইয়া দৌড়িত ও পাতর মারিয়া নষ্ট করিতে চাহিত। এমন সময়ে নরাত্মার কিঞ্চিৎ শান্তি হইতে লাগিল, রাজপুত্রও নগরে বাস করেন, সেনাপতিরা ও সৈন্যসকল আপনং কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইল। দূরদেশের সহিত নরাত্মার যে কারবার ছিল তাহাতে সকল লোক মনোযোগ করিয়া আপনং শিল্প কর্ম্মেতে নিবিষ্ট রহিল।

এইপ্রকারে নরাত্মার শত্রু ও যাহারা শান্তির ব্যাঘাত করে তাহারা হত হইলে পর, রাজকুমার তাহারদিগকে কহিলেন "অমুক দিবসে আমি অমুক স্থানে যাইব তোমরাও সকলে সেইস্থানে উপস্থিত হইলে উত্তর কালে তোমারদের যাহা করিতে হবে তাহা জানাইব। আমার আজ্ঞামতে কর্ম্ম করিলে তোমারদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইবেক, ও নগরজাত দুষ্ট লোকেরদের দণ্ড ও বিলাপ হইবেক।" ঐ দিন উপস্থিত হইলে নগরের সকল লোক একস্থানে আইল। ইম্মনুএলও রথারোহণে আইলেন। তাঁহার দুই দিগে সেনাপতিরা সসজ্জ হইয়া থাকিল। পরে লোকেরদিগকে স্থির হইবার আজ্ঞা হইল, ও পরস্পর প্রেমবন্দনা হইলে পর রাজকুমার এই বাক্য কহিলেন।

"আমার মনের অতি প্রিয় নরাত্মা, তোমার অনেক বিশেষ মঙ্গল করিয়াছি। তোমাকে অন্য সকলহইতে পৃথক্ করিয়া আপনার বলিয়া মনোনীত করিয়াছি। তুমি যোগ্য এই কারণে নহে, কেবল আমারই নামহেতুক। পিতার ব্যবস্থা না মানিয়া তুমি ক্রোধপাত্র হইয়াছিলা। সে ক্রোধের ভয়হইতে ও দিয়াবলের হাতহইতে তোমাকে ত্রাণ করিলাম। তোমাকে স্নেহ করিয়া তোমার মঙ্গল করিতে স্থির করিয়া এই সকল করিয়াছি। আর তোমার পরকালের সুখের বাধা যাহাতে হয় তাহা দূর করিবার নিমিত্তে আমি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, তোমাকে আপনার নিমিত্তে কিনিং

The Prince addressing Mansoul.

দেখিতেছ। আমার কথার ভাব বুঝিতে পারহ। হে নরাত্মা ইহারা আমার দাস, তোমারও বটে। তাহারদিগকে নগরে রাখিলাম, তাহার কারণ এই, তাহারা তোমাকে রক্ষা ও পরিষ্কার ও বলবান করিবে। আমি তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ করিতে পারি এই জন্যে তাহারা তোমাকে আমার প্রেমের যোগ্য করিবে, ও পিতার ঘরে বাস করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ ভোগ কর, এই কারণে তাহারা তোমাকে উপযুক্ত করিবে। হে নরাত্মা এই সকল মঙ্গলের নিমিত্তেই তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। আর ঐ সৈন্যেরদের এই সকল কার্য্য করিবার স্বভাবও বটে।

"আরও হে নরাত্মা, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি যেরূপ তোমার দোষ ক্ষমা করিয়া তোমাকে সুস্থ করিয়াছি তাহা দেখিয়াছ। তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলাম বটে কিন্তু ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়াছি। হে নরাত্মা, তোমার শত্রুরদিগকে বিনষ্ট করিলে আমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে। তোমার দোষপ্রযুক্ত আমি আপন মুখ লুকাইয়া তোমারদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। এখন যে ফিরিয়া আসিয়াছি তাহা তোমাকে ভাল দেখিয়া আইলাম এমন নয়। দোষ করণের রীতিই তোমার ছিল। তোমাকে ফিরিয়া আনিবার উপায় আমিই করিলাম আমিই তোমার ফিরিয়া আসিবার উপায় করিলাম। যে কিছুতে প্রকৃত সুখ জন্মে না এমন বস্তুর প্রতি তুমি মন ফিরাইলে আমিই তোমার চারি দিগে বেড়া প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া তোমাকে সেই বস্তু পাইতে দিলাম না। আমি তোমার মিষ্ট বস্তু তিক্ত করিলাম, তোমার দিন রাত্রি করিলাম, চৌরস পথে কাঁটা দিলাম, ও তোমার বিনাশ করিতে যাহারা চেষ্টা করিল তাহারদিগকে আমিই লণ্ডভণ্ড করিলাম। নরাত্মাতে ঈশ্বরীয় ভয়কে আমি কর্ম্ম দিলাম। তোমার বিবেক বুদ্ধি ইচ্ছা ও স্নেহের উৎসাহ জন্মাইলাম। হে নরাত্মা তুমি যা

মঙ্গলের্খ্‌খুজিয়া পাও ও আমাকে পাইয়া আমারহইতে সুখ ও পরিত্রাণ পাও এই অভিপ্রায়ে আমিই তোমাকে চেতাইলাম। আমিই দ্বিতীয়বার দিয়াবলের লোকেরদিগকে নরাত্মাহইতে বাহির করিলাম, আমিই তাহারদিগকে জয় করিয়া তোমার সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম।

"এইক্ষণে হে নরাত্মা আমি কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছি। তোমার দোষ না হইবার মত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের মত তোমার আর হইবে না, প্রথমে যে মঙ্গল ছিল তাহার অপেক্ষা অধিক মঙ্গল করিব। এইক্ষণে যাহা কহিব তাহাতে দুঃখিত হইও না। হে নরাত্মা অল্পকাল পরে অর্থাৎ কতক বৎসর পরে, আমি এই অতি প্রসিদ্ধ নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর এই নগরে যে পাতর ও কাষ্ঠ প্রাচীর ধূলাইত্যাদি আছে ও যে লোক বাস করে, তাহা সকলই আপন দেশে পিতার রাজ্যেতেই আনাইব, ও সেই স্থানে যে শোভা ও ঐশ্বর্য্য করিয়া পুনর্ব্বার স্থাপন করিব তেমন শোভা ও ঐশ্বর্য্য এই নগরে কখনও দেখা যায় নাই। সে স্থানে পিতাই নগরে বাস করিবেন, কেননা তাঁহারই নিবাসের নিমিত্তে এই নগর এই জগৎমণ্ডলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নগর দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে ও আমার অনুগ্রহের চিহ্ন জানিবে। নরাত্মার লোকেরা এই স্থানে যাহা কখন দেখে নাই এমন অনেক আশ্চর্য্য বস্তু সে স্থানে দেখিবে। জগতে থাকিয়া তোমরা যাহারদের হইতে ক্ষুদ্র আছ সে স্থানে তাহারদের সমান হইবা। সেই স্থানে হে নরাত্মা আমার ও পিতার ও প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহকের সঙ্গে তোমার যেমন আলাপ হইবেক, তেমন এই স্থানে কখন হয় নাই, সহস্র বৎসর থাকিলেও হইতে পারে না।

"হে নরাত্মা সেস্থানে হত্যারদের ভয় হবে না দিয়াবলের লোকেরদেরও ভয় হবে না। হে নরাত্মা তোমার বিপরীতে কুমন্ত্রণা কোনকালে আর হবে না। কোন দুঃখের সম্বাদ শুনিবা

না। দিয়াবলের চক্কার শব্দ শুনিবা না। দিয়াবলের ধ্বজাবাহককে দিয়াবলের ধ্বজাকেও দেখিবা না। সে দেশে তোমার সম্মুখে দিয়াবলের ঢিবি করা যাইবেক না, তোমার ভয় জন্মাইতে দিয়াবলের ধ্বজা তোলা যাইবে না। সে স্থানে শোক নাই। দিয়াবলের লোকেরা কখন কোন কালে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তোমার প্রাচীরের মধ্যে তাহারদিগকে কখনো দেখাও যাইবে না। এদেশে যত দীর্ঘ আয়ু বাঞ্ছা করিতে পার, তাহাহইতেও অতিদীর্ঘ আয়ু হইবেক। সেই পরমায়ুপর্য্যন্ত নিত্য সুখ পাইবা, কখন জীর্ণ হইতে পারিবে না, কোন বিঘ্নও হবে না।

"হে নরাত্মা তোমার মত যাহারা দুঃখ পাইয়াছে ও যাহারদিগকে আমি মনোনীত করিয়া ত্রাণ করিয়াছি, ও পিতার রাজবাটীর নিমিত্তে নিযুক্ত করিয়াছি, এমন অনেক লোককে সে স্থানে দেখিবা। তাহারা তোমাকে দেখিয়া আনন্দ পাইবে, তুমিও তাহারদিগকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবা।

"জগতের সৃষ্টি কালাবধি যাহা কখনো দেখা যায় নাই, এমন অনেক বস্তু পিতা ও আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা পিতার নিকটে আছে। তুমি যাবৎ সে স্থানে না যাও তাবৎ তোমার নিমিত্তে গোপনে রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নরাত্মাকে তুলিয়া অন্য স্থানে স্থাপন করিব। সে স্থানে যাহারা আছে তাহারা এখনও তোমাকে স্নেহ করে, ও তোমার বিষয়ে আনন্দ করে, তবে তুমি অত্যন্ত বৈভব পাইলে তাহারদের কিপর্য্যন্ত আনন্দ না হবে। তোমাকে সে স্থানে লইয়া যাইতে পিতা তাহারদিগকে পাঠাইবেন, তাহারদের বক্ষস্থল তোমার রথস্বরূপ হইবেক। হে নরাত্মা তুমি বায়ুরূপ পাখার উপরি উড়িয়া যাইবা। তাহারা যে স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে। তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে সে স্থানে যাইতে তোমার অত্যন্ত বাসনা হবে।

হে নরাত্মা পরে তোমার যাহা হইবে তাহা কহিয়াছি। তাহা যদি বুঝিতে পারিয়াছ তবে ভাল। এইক্ষণে যাবৎ আমি আসিয়া তোমাকে আপনার রাজধানীতে লইয়া না যাই তাবৎ ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশমতে তোমার যাহা ক... হবে তাহা বলি শুন।

তোমাকে প্রথমবার ছাড়িয়া যাইবার আগে যে বস্ত্র দিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্ব হইতে নিষ্কলঙ্ক ও পরিষ্কার রাখ। ইহাই তোমার বুদ্ধির প্রমাণস্বরূপ। বস্ত্র উত্তম, কিন্তু তাহা নিষ্কলঙ্ক ও পরিষ্কার রাখিবার ভার তোমার উপর। এমন করাই তোমার বুদ্ধি ও সম্ভ্রমের চিহ্ন হইবেক, তাহাতে আমার প্রশংসাও হবে। তোমার বস্ত্র পরিষ্কার থাকিলে জগতের লোকেরা তোমাকে আমার দাস বলিয়া চিনিবে। আমিও তোমার ক্রিয়াতে সন্তুষ্ট হইব। কেননা এমন হইলে তোমার চলন বিদ্যুতের ন্যায় তেজাল হইবেক, সকল লোকও তাহা জানিবে, তাহারদের দৃষ্টিতে তাহা চকচকিয়া হইবেক। অতএব আমার আজ্ঞামতে বিভূষিত হও, আমার ব্যবস্থামতে সোজা পথে চল। তাহা হইলে রাজা তোমার সৌন্দর্য্য ইষ্ট জ্ঞান করিবেন, কেননা তিনি তোমার নাথ, অতএব তাঁহার সেবা কর।

তোমার বস্ত্র পরিষ্কার করিবার জন্যে পূর্ব্বে কহিয়াছি উনই প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব সাবধান, বারম্বার সেই উনইর জলে স্নান কর, কলঙ্কযুক্ত বস্ত্র পরিয়া বেড়াইও না। বস্ত্র ময়লা হইলে যেমন আমার অসম্ভ্রম ও অনাদর হয় তেমন তোমারও ক্লেশ হইবে। অতএব আমার বস্ত্রই অর্থাৎ তোমাকে আমি যে বস্ত্র দিলাম তাহা শরীরের কলঙ্কেতে কলঙ্কিত করিও না। (যিহু। ২৩ পদ।) তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ হউক, ও তোমার মস্তকের তৈলের অকুলান না হউক।

হে নরাত্মা, দিয়াবলের অভিপ্রায় ও কৌশল ও ষড়যন্ত্র ও উদ্যোগাদিহইতে আমি অনেকবার তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, ইহার পুরস্কার চাহি না, কেবল এই চাহি। আমি তোমার মঙ্গল করিয়াছি। তুমি আমার অনাদর করিও না। অতিপ্রিয় নরাত্মার প্রতি আমার স্নেহ ও চিরকালীন দয়া মনে রাখিয়া যে মঙ্গল পাইয়াছ তদনুসারে চল। পূর্ব্বে পশুবলিকে রজ্জু দ্বারা বেদির শৃঙ্গে বদ্ধ করা যাইত। হে আমার নরাত্মা যাহা কহি তাহা বিবেচনা কর।

হে নরাত্মা, আমি জীবৎ ছিলাম। মৃতও ছিলাম। জীবৎ আছি, তোমার নিমিত্তে আর মরিব না। তুমি না মর, এই নিমিত্তে জীবন্ত আছি। আমি সজীব এই নিমিত্তে তুমিও জীবন্ত হইবা। ক্রুশে আমার যে রক্তপাত হইয়াছিল তাহার দ্বারা পিতার সঙ্গে তোমার মেল করিয়া দিয়াছি। পুনর্ম্মিলিত হইলে আমার দ্বারা তুমি জীবন পাইবা। আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিব, যুদ্ধ করিব, তোমার অধিক মঙ্গলও করিব।

পাপভিন্ন তোমার হিংসা কিছুতে হইতে পারে না। পাপভিন্ন কিছুতেই আমার দুঃখ জন্মিতে পারে না। পাপভিন্ন কিছুতেই তুমি শত্রুর সম্মুখে লজ্জা পাইবা না। হে নরাত্মা, পাপেতে সাবধান থাক।

হে নরাত্মা, দিয়াবলের লোকদিগকে তোমার প্রাচীরের মধ্যে বাস করিতে দিলাম, এখনও দিতেছি, তাহার কারণ জান। তোমাকে জাগ্রৎ রাখিবার জন্যে ও তোমার ভক্তির পরীক্ষার জন্যে ও তুমি সতর্ক হও ও সেনাপতিদিগকে ও সৈন্যেরদিগকে ও আমার অনুগ্র বহুমূল্য জ্ঞান কর, এই সকল কারণ তাহারদিগকে থাকিতে দিলাম।

আরো পূর্ব্বে তোমারদের যে অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল তাহা না ভুল, অর্থাৎ যে সময়ে দিয়াবলের কএক জনমাত্র নয় কিন্তু সমস্ত লোক, কেবল প্রাচীরে নয় কিন্তু গড়ে দুর্গে বাস করিত, হে

নরাত্মা তুমি সে কাল না ভুল, এই জন্যেও তাহারদিগকে থাকিতে দিলাম।

হে নরাত্মা অন্তরস্থ সকল শত্রুকে যদি বিনষ্ট করি, তবে বাহিরের অনেক লোক তোমাকে দাস করিতে উদ্যত হইবেক। অন্তরস্থ সকলে যদি বিনষ্ট হইত, তবে বাহিরের শত্রুরা তোমাকে নিদ্রালু দেখিয়া ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিবে। অতএব তোমার ক্ষতি হয় এই জন্যে নয়, তোমার মঙ্গলের নিমিত্তে তাহারদিগকে রাখিলাম। তাহারদের কথা শুনিয়া তাহারদের সেবা করিলে ক্ষতি হবেই, সতর্ক থাকিয়া তাহারদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমারদের মঙ্গল হবে। অতএব তাহারা যে কোন কর্ম্মেতে তোমাকে লওয়াইতে চাহে, তুমি আমাহইতে দূরে যাও আমার কখন এমন অভিপ্রায় নয়, বরং আমারই নিকটে থাক, ও যুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, ও প্রার্থনা করা ভাল বাস, ও আপন জ্ঞানে আপনি অতিক্ষুদ্র হও, এই অভিপ্রায়ে তাহারদিগকে তোমার পরীক্ষা করিতে দি। হে নরাত্মা, এই কথাতে অবধান কর।

অতএব হে নরাত্মা, আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ কর। তোমার আত্মার ত্রাণ করিলাম। সাবধান, যাহারা নগরে থাকে তাহারদের দ্বারা আমার প্রতি তোমার বৈরক্তি না জন্মে। বরং তাহারদিগকে দেখিলেই আমার প্রতি ভক্তি বাড়ুক। যে বিশাল বাণেতে তোমার বিনাশ হইতে পারিত, তাহাহইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্তে আমি একবার দুইবার তিনবার আসিয়াছি। হে নরাত্মা আমি তোমার বন্ধু। আমার সপক্ষ হইয়া দিয়াবলের লোকেরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমিও পিতার ও রাজবাটীর সকলের সম্মুখে তোমার সপক্ষ হইব। পরীক্ষা হইলেও আমাকে ভক্তি কর, তুমি দুর্ব্বল হইলেও আমি তোমাকে স্নেহ করিব।

হে নরাত্মা, সেনাপতি সৈন্য যুদ্ধযন্ত্রাদির দ্বারা তোমার নি-

মিত্তে যে মঙ্গল করিয়াছি তাহা মনে রাখ। তাহারা তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়াছে। হে নরাত্মা তোমার মঙ্গল করিবার নিমিত্তে তাহারা তোমার স্থানে বিস্তর অপমান স্বীকার করিয়াছে। তাহারা যদি সাহায্য না করিত তবে দিয়াবল অবশ্য তোমাকে অধীন করিত। অতএব হে নরাত্মা তাহারদের প্রতিপালন কর, তুমি সৎকর্ম্ম করিলে তাহারাও সুস্থ থাকিবে। তুমি অসৎকর্ম্ম করিলে তাহারাও পীড়িত ও অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইবে। হে নরাত্মা, আমার সেনাপতিরদিগকে পীড়া দিও না; তাহারা পীড়িত হইলে তুমি সুস্থ থাকিতে পারিবা না। তাহারা দুর্ব্বল হইলে তুমি বলবান থাকিতে পারিবা না। তাহারা ম্লান হইলে তুমি রাজার পক্ষে সাহসী হইতে পারিবা না। আরো চক্ষে যাহা দেখা যায় কি হাতে যাহা ছোঁয়া যায় এমন বস্তুতে তোমারদের নিত্য প্রতিপালন হবে এমত বোধ করিও না। আমার কথাতেই প্রতিপালন হবে। হে নরাত্মা আমি তোমার সপক্ষ হইয়া অবশ্য নিত্য তোমাকে স্নেহ করি ও হৃদয়ে রাখি, এই কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে।

অতএব হে নরাত্মা তুমি আমার অতিপ্রিয় এই কথা মনে রাখ। সতর্ক হইয়া যুদ্ধ করিতে ও প্রার্থনা করিতে ও শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যেমন শিক্ষা করিয়াছি, তেমনি তোমার প্রতি আমার নিত্য স্নেহ ইহা বিশ্বাস কর, এই আমার আজ্ঞা। হে নরাত্মা তোমার প্রতি আমার মন ও স্নেহ লাগিয়াছে। সতর্ক হও। দেখ আমি তোমারদিগকে কোন নূতন ভার দিব না। কেবল তোমার যাহা আছে তাহা আমার না আইসন-পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া ধর।

পুস্তক সমাপ্ত।